শ্রীশ্রী

ভাস্করানন্দচরিতামৃত ।

অর্থাৎ

কাশীর যতীন্দ্র পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামী সরস্বতীর জীবনচরিত ॥

ও

স্বারাজ্যসিদ্ধি

(নূতন পুস্তক)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত ।

তৃতীয় সংস্করণ।

(পরিবর্দ্ধিত) ।

এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং

৫৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ।

INTED AND PUBLISHED BY J. C. GHOSH, AT THE COTTON PRESS, 57, HARRIS ROAD, CALCUTTA. FOR MESSRS S. K. LAHIRI & Co.

উৎসর্গ

সর্ব্বাভ্যোহপ্যেষণাভ্যো ব্যুপরতমনসা যস্ত্বয়ানন্যলেখ্যঃ
স্বীয়শ্চারিত্রবন্ধো মম চপলমতেঃ সাগ্রহং প্রাঙ্নিষিদ্ধঃ।
প্রাকাশ্যং যাতি পশ্চাৎ স পুনরনুমতোহনুগ্রহার্থং ত্বয়া মে
ত্বাং দোষং ক্ষাময়েহস্মিন্ বিদিতমবিদিতং ভাস্করানন্দযোগিন্॥

হে মহাযোগিন্, আপনার জীবনী দ্বিতীয় ভাস্করানন্দ স্বামী ভিন্ন অপর কোন্ ব্যক্তি লিখিবার অধিকারী? চপলমতিবশতঃ আমি ইহা লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি সকল প্রকার বাসনায় বীতস্পৃহ, তজ্জন্য প্রথমে সম্মতি প্রদান করেন নাই। আমার প্রতি অসীম অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্যই এ বিষয়ে পরে অনুমতি প্রদান করেন। তজ্জন্য এই জীবনী প্রকাশিত হয়। আমি এই জীবনী লিখিয়া কি জ্ঞানকৃত কি অজ্ঞানকৃত যে যে অপরাধ করিয়াছি, সমস্তই আপনি নিজগুণে ক্ষমা করুন, আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

বাক্যপুষ্পাঞ্জলিঃ সেয়ং ভক্ত্যা ন্যস্তা পদাব্জয়োঃ।
ধিয়ঃ প্রেরকয়োরস্তু শিবয়োঃ প্রীতিসিদ্ধয়ে॥

ভক্তিপূর্ব্বক পাদপদ্মে সমর্পিত (ভাস্করানন্দচরিতরূপ) এই বাক্যপুষ্পাঞ্জলি সেই বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতা মহেশ্বর মহেশ্বরীর প্রীতিনিমিত্ত হউক।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে কয়েক খানি নূতন চিত্র ও একখানি নূতন পত্র সংযোজিত হইল। ভাস্করানন্দচরিতের সকল স্বত্ব আমার ও আমার উত্তরাধিকারীর; কিন্তু পুস্তকের ছাপা ও বিক্রয় জন্য সকল খরচ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা হইতে আমি এক কপর্দ্দকও লইব না, আমার উত্তরাধিকারীরও এক কপর্দ্দক লইবার অধিকার রহিল না। ঐ অর্থ সাধারণের হিতার্থে কোন কার্য্যে বা স্বামীজীর উদ্দেশে ব্যয় করা হইবে ইতি।

সোদপুর,
২৪ পরগণা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

তৃতীয় সংস্করণ আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল এবং স্থানে স্থানে দুই চারিটি কথা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জিত হইল। কলিকাতার সুবিখ্যাত "বসুমতী" সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্র বাবুর অনুরোধে "স্বামীজীর উপদেশ অধ্যায়" আকারে তিন গুণের অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। "এডুকেশন গেজেট" সংবাদপত্র সম্পাদক মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে স্বর্গীয় ভূদেব বাবু কর্ত্তৃক রচিত সংস্কৃত শ্লোকটি ১০৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল। সুবিখ্যাত "বরিশাল হিতৈষী" সম্পাদক লিখিয়াছিলেন "কিন্তু আমাদের কেবলই মনে হইতেছে, পুস্তকখানি আরও বড় কেন হইল না—যত পাঠ করি ততই যেন আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়।" (পুস্তকশেষে সংবাদপত্রের অভিমত দেখুন)। এই সম্পাদক মহাশয়ের ও অন্যান্য সংবাদপত্র

সম্পাদকগণের অনুরোধে এই সংস্করণে একটি নূতন অধ্যায় (বিংশ) সংযোজিত হইল। রাজকুলবরেণ্য মহামহিম সপুত্রক কাশীরাজের একখানি নূতন চিত্র এবং কয়েকখানি নূতন পত্রও প্রকাশিত হইল। পুস্তকের আকার (পূর্ব্বাপেক্ষা ৭৫ পৃষ্ঠা অধিক), কাগজের মূল্য ও ছাপার খরচ বর্দ্ধিত হওয়ায় মূল্যও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

এই পুস্তকে প্রকাশিত কয়েকখানি ছবির জন্য কাশীধামের সুবিখ্যাত ফটো গ্যালারীর প্রতিষ্ঠাতা আমাদিগের বন্ধু বাবু রমেশচন্দ্র মজুমদারের নিকট আমরা ঋণী। তিনি এই সকল ছবি তুলিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া আজ আমরা পুস্তকখানিকে এরূপ সুন্দর সাজে সুসজ্জিত করিতে পারিতেছি। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ছাপার দোষে এই সংস্করণে অনেক ভ্রম থাকিয়া গিয়াছে। এক স্থানে (২৩ পৃষ্ঠায়) এক লাইন পড়িয়া গিয়াছে। এজন্য আশা করি পাঠকগণ শুদ্ধিপত্রানুসারে ভ্রমগুলি সংশোধিত করিয়া পুস্তকপাঠে প্রবৃত্ত হইবেন।

পারত্রিক স্বরাজলাভে যত্নশীল পাঠক পাঠিকার জন্য এই সংস্করণে স্বামীজী কর্ত্তৃক প্রচারিত স্বারাজ্যসিদ্ধি নামক বেদান্ত সম্বন্ধীয় উপাদেয় পুস্তক হইতে প্রায় সমস্ত উৎকৃষ্ট শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইল। স্বামীজী এই পুস্তকের সরল টীকা লিখিয়া কোন শিষ্যের অর্থসাহায্যে পুস্তকখানি মুদ্রিত করাইয়া কয়েক সহস্র বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া জনসমাজে ইহার প্রথম প্রচার করিয়া যান।

কাশীধামে আনন্দবাগ নামক উদ্যানে লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে স্বামীজীর দেহের উপর শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরে একটি সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সমাধিমন্দির আজকাল ভারতের মধ্যে

একটি প্রধান দর্শনীয় স্থান হইয়াছে; স্বামীজী ইংরাজী সন ১৮৯৯ সালে দেহত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু অদ্যাবধি পৃথিবীর সকল স্থান হইতে দলে দলে এমন কি সাহেব বিবিগণ পর্য্যন্ত এই সমাধি-মন্দির দেখিতে আসিতেছেন এবং এই মন্দিরের নানা বর্ণে চিত্রিত ছবি জার্ম্মাণীতে মুদ্রিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিক্রীত হইতেছে। ঐ সমাধিমন্দির মধ্যে একটি শিবলিঙ্গও ঠিক স্বামীজীর মস্তকের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ শিবমূর্ত্তিও আনন্দবাগ্ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত স্বামীজীর প্রতিমূর্ত্তির পূজা যাহাতে বরাবর চলিতে পারে তজ্জন্য আনন্দবাগের অধিকারী রাজা লাল মাধব সিংহ কয়েকখানি গ্রাম মৌখিক দান করিয়া গিয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে, বর্ত্তমান রাজা ঐ বন্দোবস্তমত কার্য্য করিতেছেন না। ইচ্ছা করিলে লক্ষ লক্ষ ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীগণকে স্বামীজী মন্ত্রশিষ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু উঁহারা হিন্দু নহেন বলিয়া তিনি তাহা করেন নাই। এক দিনের জন্যও তিনি ভারতের বাহিরে গমন করেন নাই, তথাপি সমস্ত পৃথিবী আনন্দবাগে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় শিক্ষাবিভাগের সুবিখ্যাত মনীষী ৺ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় * আনন্দবাগ্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত স্বামীজীর প্রতিমূর্ত্তির গাত্রে একটি শ্লোক লিখিয়া স্বামীজীকে ব্রহ্মমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন (১০৩ পৃষ্ঠা দেখুন)। ২৬ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল প্রত্যহ

* যে ভূদেবের মনীষা প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র নব্য হিন্দুয়ানী প্রচার করিয়াছিলেন, ইন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র হিন্দুত্বের প্রচারক হইয়াছিলেন, যে ভূদেব এই বাঙ্গলার সর্ব্বত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, দীর্ঘ জীবনের উপার্জ্জিত সর্ব্বস্ব "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীতে" অর্পণ করিয়াছিলেন, স্যার তারকনাথ ও স্যার রাসবিহারির পথ প্রদর্শক যিনি, যে ভূদেব মাইকেল মধুসূদন হইতে নবীনচন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সাহিত্যরথীদিগের পক্ষে ঋষিকল্প পুরুষ ছিলেন, যাঁহার মনীষায় সবাই সঞ্জীবিত ও উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল—(১৩২৯ সাল ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের নায়ক)।

প্রত্যূষ হইতে রাত্রি দশঘটিকা পর্য্যন্ত পরহিতে ব্যাপৃত থাকিয়াও স্বামীজী তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, এইজন্য অন্তিমকালে, তাঁহার দেহ দ্বারা মাংসাশী বিহগগণের যাহাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় তাহার আদেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার অসীম পরার্থপরতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তজ্জন্য আমরা আশা করিতে পারি, সহৃদয় পাঠকগণ মধ্যে কোন অর্থশালী পাঠক বা পাঠিকা, যাহাতে ঐ মূর্ত্তি দুইটীর চিরকাল পূজাকার্য্য চলিতে পারে তজ্জন্য কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। অধিক অর্থের আবশ্যক নাই, চারি বা পাঁচ হাজার টাকা হইলে, কাশীধামে একটী বাটী ক্রয় করিয়া, ঐ বাটীর আয় হইতে পূজাকার্য্য বরাবর চলিতে পারিবে। চারি হাজার টাকার মধ্যে আমরা এক হাজার টাকা দিব। প্রয়াগের স্বনামধন্য তালুকদার বাবু মহাদেব প্রসাদ চৌধুরী, যিনি স্বামীজীর দেহত্যাগের বৎসর হইতে (ইংরাজী সন ১৮৯৯ সাল) এ পর্য্যন্ত মাসিক দশ টাকা বেতনে একটী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া পূজাকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন, তিনিও এক হাজার টাকা দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এ বিষয়ে যদি কেহ সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিয়া সুখী করিবেন। আমাদিগকেই টাকা দিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই, কেহ ইচ্ছা করিলে আমাদিগের নিকট হইতে টাকা লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূজার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

ঠিকানা :—
৫৮ নং নিউগীপুকুর লেন,
তালতলা, কলিকাতা।
১৩২৯

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
ভূতপূর্ব্ব দমদমা ও বারাকপুরের
অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসি-
প্যালিটির চেয়ারম্যান প্রভৃতি।

REVIEW OF BHASKARANANDA CHARITH *

By Lieutenant Colonel U. N. Mukherjee. I. M. S.

(From the Bengalee, February 9, 1906).

Babu Surendra Nath Mukherji has done a public service by bringing out in a handy volume the life of the late Bhaskarananda Swami of Benares. Since the death of that world-famed recluse, there had been a widely expressed desire on the part of his countless followers and admirers that an attempt should be made to preserve the broad lineaments of a personality that furnished a type of Hindu character which had scarcely a parallel. † Strictly speaking the book before us is not a life as understood in European countries; neither can it be called a study. But it is something as useful. It is a faithful and loving attempt at the delineation of a personality that was known to and adored by hundreds of thousands of human beings, occupying every station of life and belonging to almost every nationality of the world.

There was one side of his character which would be remembered with gratitude by almost every one who had ever come in contact with him viz,—he

* পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী বঙ্গের কৃতী সন্তান মুখোপাধ্যায় মহাশয় তদানীন্তন সর্ব্ব প্রধান দৈনিক বেঙ্গলী সংবাদপত্রে এই পুস্তকের সমালোচনা করিতে যাইয়া, ইহার এক প্রকার উপক্রমণিকাই লিখিয়াছেন দেখিয়া, আমরা এই সমালোচনা, এই পুস্তকের উপক্রমণিকার সঙ্গে প্রকাশিত করিলাম।

† তৎকীর্ত্তিরেব গদতীতি ন চাহমেব সদ্ধর্ম্মসংগ্রসনঘোরকলৌ প্রবিষ্টে।
জাতো জনিষ্যতি চ নৈব তু ভারতেঽস্মিন্ শ্রীভাস্করাপ্রমুখনন্দনিভো মহাত্মা ॥

(শ্রীবেঙ্কটেশ্বর সমাচার বোম্বাই ২১শে জুলাই ১৮৯৯)। অর্থ:—সদ্ধর্ম্ম-গ্রাসকারী ঘোর কলির আবির্ভাবকালে এই ভারতে ভাস্করানন্দ স্বামীর মত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেনও নাই, ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবেনও না—এই কথা আমরা বলিতেছি তাহা নহে, তাঁহার কীর্ত্তিই ইহা ঘোষিত করিতেছে।

could bring peace and consolation to any body who came to him in search of either. To crowds of men and women, who flocked to him every day, his words, nay his presence was "*ananda*"—joy—and few left him without feeling, if not actually being the better for seeing and hearing him. No man showed greater disregard to mysticism but here was a living mystery that surpassed every other.

To seek to find the key to such a character is a task that will be undertaken, at first sight with cheerful alacrity by thousands of his admirers, were it not for the fact that the time and surroundings, among which the present generation lives and moves makes an intelligent "Study" of such life an almost hopeless task. It must be confessed with shame that we the educated classes—are not fitted for it.

This is a humiliating admission and we do not want to state anything in extenuation. The following account however of an interview between the representative of "the Englishman" and Mr. Clemens, the American humourist, will throw considerable sidelight on the mental equipment with which we are furnished by our present education. Said the reporter :—"I take it, however, that you as a westerner and particularly as an American are more interested in the progress which India has made in various directions under British Government than even in the antiquities of Benares ?" "That is not so," pursued Mark Twain, with a decided *shake of his head*—"*I have no hesitation in saying that in all my travels, I have never seen* anybody, so wonderful as that recluse. These modern improvements have been familiar to me for years but such an experience as the other is only met with once in a life time."

Mr. Clemens (Mark Twain) saw the Swamiji only for a short time and any conversation which he had

was through an interpreter. Yet his somewhat incoherent remarks are a curious testimony to the spiritual influence of the simple Hindu recluse. *

In accepting "*nibritti*" alone as the principle of existence, we forget the teachings of our own masters. "*Prabritti*" and "*Nibritti*"—desire and renunciation—are like the two wings of a bird—there can be no progress unless the one balances the other. How long was it that we had been acting against this divine truth it is impossible to say but it is only now, under the chastisement brought on by our own ignorance and folly, that we are waking up to it. The eye sees only, says the Italian proverb what it has learned to see ; and our eyes are blind to such characters as Swami Bhaskaranand and Paramhansa Ramkrisna. * *

শুদ্ধিপত্র।

সত্তা ও বিদ্যমানতা এই দুইটি শব্দের একই অর্থ বলিয়া [৩ পৃষ্ঠা] ২১ লাইনে 'বিদ্যমানতা' শব্দ থাকিবে না। [৪ পৃষ্ঠা] ১ লাইন 'ইন্দ্রিয়ধারনার' 'ইন্দ্রিয়ধারণার' হইবে। [৫ পৃষ্ঠা] ২ লাইনে 'থাকিতেন' শব্দ, ৫ লাইনে 'থাকিতেন' শব্দ ও ১০ লাইনে 'থাকিতেন' শব্দের পর '?' চিহ্ন হইবে। [৭ পৃষ্ঠা] ২৪ লাইনে 'বিস্ময়কর' 'বিস্ময়করী' হইবে। [৮ পৃষ্ঠা] ৪ লাইন 'অত্র' স্থলে 'এই' হইবে। [১০ পৃষ্ঠা] ৯ লাইন 'আময়া' 'আমরা' হইবে। [১০ পৃষ্ঠা] ২৫ লাইন 'ও' স্থলে 'বরং' হইবে। [১১ পৃষ্ঠা] ২০ লাইন 'স্বহস্তে' শব্দের পর 'বড়' শব্দ বসিবে। 'সোভাগ্য' 'সৌভাগ্য' হইবে। [১ পৃষ্ঠা] ৫ লাইন 'স্বপ্রণতজনতা' ইহাতে যতি দিয়া পড়িতে হইবে। [১] পৃষ্ঠা শেষ লাইন 'ব্রহ্মর্ষিদিগের' 'ব্রাহ্মণদিগের' হইবে। [৭ পৃষ্ঠা] ২১ লাইনে 'অলীক' শব্দ থাকিবে না। [১০ পৃষ্ঠা] ৪ লাইনে 'শূর' শব্দের পর 'ইহার প্রবল শিখায় পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে' এবং ৫ লাইনে 'মহাদেশ' শব্দের পর 'ভস্মীভূত হইয়াছে' বসিবে। [১০ পৃষ্ঠা] ১৫ লাহন 'তৃষ্ণাবশে' 'তৃষ্ণার বশে' হইবে। [১৪ পৃষ্ঠা] ২ লাইনে 'বিভোর্স্থিরং' 'বিভোঃ স্থিরং' হইবে। [১৯ পৃঃ] ৩ লাইন 'যজ-জ্ঞানাৎ' 'যজ্-জ্ঞানাৎ' হইবে। [২০ পৃঃ] ৫ লাইন 'ন্যোৎ-পন্তুতে' 'নোৎপন্তুতে' হইবে। [২১ পৃঃ] ৫ লাইন 'কালীদাস' 'কালিদাস' হইবে, 'বরাহমিহির' 'বরাহ মিহির' হইবে। [২১ পৃঃ] ১১ লাইন 'প্রস্তরময়' 'প্রস্তরময়ী' হইবে। [১০৪ পৃঃ] ২১ লাইন

'অর্কবেন্দ' 'অর্কবেন্দ্র' হইবে। [২২ পৃঃ] ১১ লাইন 'পাযাণের' 'পাষাণের' হইবে। [২৩ পৃঃ] ৩ লাইন 'কোলাহলময়' 'কোলাহল-ময়ী' হইবে। [২৩ পৃঃ] ১৯ লাইনের পর "তথাপি যাঁহার জন্য তিনি এতদূর কষ্ট সহ্য করিতে লাগিলেন" শব্দগুলি বসিবে। [২৪ পৃঃ] ৫ লাইন 'নারাণ্যসেবনাৎ' 'নারণ্যসেবনাৎ' হইবে। [২৪ পৃঃ] ২৪ লাহন 'সিদ্ধিমনোরথ' 'সিদ্ধমনোরথ' হইবে। [২৫ পৃঃ] ২০ লাইন 'জ্ঞানোস্মেষের' 'জ্ঞানোন্মেষের' হইবে। [২৭ পৃঃ] ১৭ লাইন 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' 'ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ' হইবে। [২৭ পৃঃ] ২২ লাইন 'থাকে' 'থাকে' হইবে। [২৯ পৃঃ] ৪ লাইন 'যে' শব্দ থাকিবে না। [২৯ পৃঃ] ১০ লাইন 'বিন্দু' 'বিন্দু' হইবে। [২৯ পৃঃ] ১৮ লাইন 'হৃদবিহারী' 'হৃদ্‌বিহারী' হইবে। [৩০ পৃঃ] ৫ লাইন 'ব্যাপ্ত' শব্দ থাকিবে না। [২৫ পৃঃ] ২০ লাইন "জ্ঞানোস্মেষের" 'জ্ঞানোন্মেষের' হইবে। [৩২ পৃঃ] ১৫ লাইন 'কিরীটপ্রেতো' 'কিরীটপ্রতো' ২০ লাইন 'লক্ষ্মাশ্রী' 'লক্ষ্মীশ্রী' হইবে। [৩৪ পৃঃ] ২৪ লাইন 'শোচিতি' 'শোচতি' হইবে। [৩৫ পৃঃ] ৯ ও ১১ লাইন 'সত্বার' 'সত্তার', 'শুদ্ধসত্তময়', শুদ্ধসত্ত্বময়' হইবে। [৩৮ পৃঃ] ১৭ লাইন 'গোলোক', 'স্বর্গলোক' হইবে। [৪০ পৃঃ] ৯ লাইন 'গোলকবাসী' 'স্বর্গবাসী' হইবে। [৪০ পৃঃ] ২০ লাইন 'বংশী-সহায়ে' 'বংশীর সহায়ে' হইবে। [৪২ পৃঃ] ১ লাইন 'মঙ্গলারূপা' 'মঙ্গলরূপা' হইবে। [৪৫ পৃঃ] ১১ লাইন 'কম্পিত' 'কম্পিত' হইবে। [৫৩ পৃঃ] ৩ লাইন 'ইত্যাদির' 'প্রভৃতির', [৫৮ পৃঃ] ২২ লাইন 'খণ্ডের' 'খণ্ডের' হইবে। [৬১ পৃঃ] ১৬ লাইন 'অবস্থান' 'অবস্থান' হইবে। [৬২ পৃঃ] শেষ লাইন 'মহারাজা' 'মহারাজ' হইবে। [৬৪ পৃঃ] ১৫ লাইন 'কুসুমে' 'কুসুমে' হইবে। [৭২ পৃঃ] ৮ লাইন 'নিস্প্রোজন' 'নিষ্প্রয়োজন' হইবে।

[৭৩ পৃঃ] ১২ লাইন 'রুক্সবর্ণং' 'রুক্মবর্ণং' হইবে ; ১৬ লাইনে 'পরমপুরুষকে' 'পরমপুরুষকে' হইবে। [৭৭ পৃঃ] ২ লাইন 'শিশরবিন্দু' 'শিশিরবিন্দু' হইবে। [৭৮ পৃঃ] ৪ লাইন 'পৌষ' 'পৌষ' ; ১২ লাইনে 'প্রত্যার্পণ' 'প্রত্যর্পণ' হইবে। [৭৯ পৃঃ] ২০ লাইন 'ডুস্প্রাপ্য' 'দুষ্প্রাপ্য' হইবে। [৮০ পৃঃ] ৯ লাইন 'হিন্দুর' 'হিন্দুর' হইবে। [৮০ পৃঃ] ২২ লাইন 'বৈষ্ণবো বা', 'বৈষ্ণবো বা'- হইবে। [৮৯ পৃঃ] 'অমৃতত্ত্ব' 'অমৃতত্ব' হইবে। [৯৩ পৃঃ] ৭ লাইন 'গণিতজ্ঞ' 'গণিতজ্ঞঃ' হইবে। [৯৬ পৃঃ] ১৪ লাইন 'উদ্যানের' 'উদ্যানের' হইবে। [১০১ পৃঃ] ২৩ লাইন 'অভিলাষ' 'অভিলাষ' হইবে। [১০২ পৃঃ] ২২ লাইন 'নির্ধনীই' 'নির্ধন' হইবে। [১০৪ পৃঃ] ২৩ লাইনে 'আত্মা জগতস্তস্থ যশ্চ' 'আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ' হইবে। [১০৪ পৃঃ] ২৬ লাইন '—শ্রাবণ' '৭ই শ্রাবণ' হইবে। [১০৫ পৃঃ] ১৪ লাইন 'পরহংসশ্রেষ্ঠ' 'পরমহংস-শ্রেষ্ঠ' হইবে। [১০৮ পৃঃ] ১১ লাইন 'পাইয়াছ' 'পাইয়াছে' হইবে। [১১২ পৃঃ] ৮ লাইন 'ঐন্দ্রজালিক' 'ঐন্দ্রজাল'; ১২' লাইনে 'মূলধার' 'মূলাধার' হইবে ; ১৯ লাইনে 'পারিলাম না' 'পূর্ব্বে পারি নাই' হইবে। [১১৩ পৃঃ] ২৪ লাইন "এই মহাভক্তকে" "স্বামীজীকে" হইবে। [১১৬ পৃঃ] ১২ লাইন 'ভারতী' এই শব্দের পর দাঁড়ি থাকিবে না, ১৩ লাইনে 'রাজত্তি' শব্দের পর; দুই দাঁড়ি এক দাঁড়ি হইবে। [১২৪ পৃঃ] ৪ লাইন 'স্তোকবাক্য' 'স্তোভবাক্য' হইবে। [১২৫ পৃঃ] ২২ লাইন 'খাসয়া' 'খসিয়া' হইবে। [১২৭ পৃঃ] ৫ লাইন 'সংসার-ভ্রান্তিশান্তির' 'সংসারভ্রান্তির শান্তির', ২৩ লাইন 'মত্ত্বা' 'মত্বা' হইবে। [১২৮ পৃঃ] ১২ লাইন 'অন্বেষণে' 'অন্বেষণে' হইবে। [১৩৫ পৃঃ] শেষ লাইন 'বাহ্যিক' 'বাহ্য' হইবে। [১৪৩ পৃঃ] ২ লাইন

'যতী' 'যতিঃ' হইবে। [১৪৮ পৃঃ] ২২ লাইন 'ধাতা' শব্দের পর দাঁড়ি থাকিবে না, 'বিধাতা' শব্দের পর এক দাঁড়ি হইবে, ২৩ লাইনে 'সংঘের' পর দাঁড়ি থাকিবে না। [১৫১ পৃঃ] ২১ লাইন 'বিধাতা' শব্দের পর ও ২২ লাইন 'হেতুং' শব্দের পর দাঁড়ি থাকিবে না, 'দাতা' শব্দের পর এক দাঁড়ি হইবে। [১৬২ পৃঃ] ৬ লাইন 'বিস্ফারিত' 'বিস্ফারিত' হইবে। [১৬৫ পৃঃ] ৮ লাইন 'হিন্দু' 'হিন্দু' হইবে। [১৬৬ পৃঃ] ৮ লাইন 'নিম্নোল্লিখিত' 'নিম্নলিখিত'; ১৪ লাইন 'বদ্ধা' 'বদ্ধা' হইবে। [১৬৯ পৃঃ] ৮ লাইন 'সন্ন্যাসীপনা' 'সন্ন্যাসপনা' হইবে। [১৮১ পৃঃ] ১৪ লাইন 'পাপযোনি অর্থাৎ বৈশ্য' স্থলে কেবল 'বৈশ্য' শব্দ থাকিবে। [২০২ পৃঃ] ১১ লাইন 'অতিদুঃখং' 'হৃতিদুঃখং' হইবে। [২০৫ পৃঃ] ২ লাইন 'স্বাত্মমাত্রং' 'স্বাত্ম্যাত্রং'; ২৪ লাইন 'মন' 'যেমন' হইবে। [২০৭ পৃঃ] ২ লাইন 'পরমার্থিক' 'পারমার্থিক' হইবে। [২১১ পৃঃ] ৮ লাইন 'অনেকর্ম্ম-বন্ধন' 'অনেককর্ম্মবন্ধন', ১৪ লাইন 'অজ্ঞেব' 'অজ্ঞের' হইবে। [২১৭ পৃঃ] ১৬ লাইন 'প্রৱিশন্তি' 'প্রবিশন্তি' হইবে। [২২৩ পৃঃ] ৪ লাইন 'ঊর্দ্ধকাল' 'ঊর্দ্ধ্বকাল' হইবে। [২২৪ পৃঃ] ১৬ লাইন 'আমাদিগ্ন' 'আমাদিগের' হইবে।

উপক্রমণিকা।

এক সময়ে এমন দিন ছিল, যখন ভারতবর্ষ সভ্যতা, শিক্ষা ও উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু দুরতিক্রম কালের প্রভাবে, জগতের আদর্শ-স্থানীয় সেই ভারতের পূর্ব্বাবস্থার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। ইংরেজ কর্ত্তৃক এই ভারত অধিকৃত হইবার পর, পৃথিবীর সকল জাতিই ভারতে আসিয়া নিজ নিজ পরিচয়-প্রদানের অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ আমরা বিদেশীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া জানিতে পারিতেছি যে নিউটন (Newton) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করিয়া জগতে ধন্য হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায়! আমাদের মধ্যে কয়জন জানেন যে ভাস্করাচার্য্যও "গোলাধ্যায়ে" লিখিয়া গিয়াছেন :—

আকৃষ্টিশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ, খস্থং গুরু, স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীতি ভাতি, সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে॥

অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি আছে, যেহেতু যে কোন গুরুভার দ্রব্য শূন্যে নিক্ষিপ্ত হইলে পৃথিবীর স্বকীয় শক্তি দ্বারা নিম্নের দিকে আকৃষ্ট হয়। আমরা মনে করি যে ঐ দ্রব্য পতিত হয় বস্তুতঃ তাহা নহে। যখন অধুনাতন য়ুরোপবাসী সভ্যজাতিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ জর্ম্মন দেশে এল্‌ব নদীতটে উলঙ্গ *

* We know the Hindus had a civilisation long before we emerged from savagery—"More Tramps Abroad"—Mark Twain.

অবস্থায় বিচরণ করিতেন, তাহারও বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছিল :—

কপিত্থফলবৎ বিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমং।

কপিত্থ ফলের ন্যায় এই পৃথিবী উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা এবং ইহার আকৃতি গোলাকার। পুনশ্চ :—

'চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি। ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।'

পৃথিবী চলিতেছে কিন্তু বোধ হইতেছে যেন ইহা স্থির হইয়া আছে। এই পৃথিবী শূন্যের উপর অবস্থিত।

কি সঙ্গীতবিদ্যা, কি চিকিৎসাবিদ্যা অথবা কি বিজ্ঞানশাস্ত্র সর্ব্ববিষয়ে পূর্ব্বতন ভারতবর্ষীয়েরা পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। * আর বিজ্ঞানশাস্ত্রের সেই বিশাল বিস্ফুরণ সময়ে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগেরও চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

যোগবিদ্যা, প্রকৃত অধিকারী অর্থাৎ বিবেকবৈরাগ্যবান্ পুরুষ কর্ত্তৃক সম্যকরূপে অভ্যস্ত হইলে, অন্তর্দ্ধান ও অন্তরীক্ষভ্রমণাদি শক্তি সহজেই জন্মিয়া থাকে এবং অণিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রভৃতি সিদ্ধিসমূহও অল্পায়াসেই লাভ হয়। আপাততঃ এই সকল সিদ্ধিলাভ আমাদিগের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এমন কি পূর্ব্বোক্ত অণিমাদি সিদ্ধিপ্রভাবে কোন প্রকার সামান্য অলৌকিক ব্যাপারের সংঘটন প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা

* বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মোক্ষমূলার লিখিয়াছেন:—

Whatever sphere of the human mind you may select for your special study, whether it be language or religion or philosophy, whether it be laws and customs, art or science, everywhere you have to go to India, whether you like it or not, for some of the most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India and in India alone—"India, what it teaches".

হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি। কিন্তু এই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য মহাপুরুষের ন্যায় ব্যক্তিগণের নিকট ঐ সমুদায় সিদ্ধিও অতি তুচ্ছ বস্তু। সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে যেরূপ বহুবিধ প্রলোভন আসিয়া সাধকের ধর্ম্মসাধনের পথে অন্তরায় হয়, তদ্রূপ এই সমুদায় সিদ্ধিও সংসারত্যাগী যোগীর নিকট মহা মহা প্রলোভন স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। যিনি এই সমুদায় প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারেন না, তিনি অনতি-বিলম্বেই প্রকৃত আনন্দ হইতে বঞ্চিত ও চরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হন। আর যিনি এই সমুদায় দুরতিক্রম্য প্রলোভনে পতিত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হন, তিনি স্বকীয় লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারেন এবং তিনিই সোঽহং জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া মিথ্যা সংসাররূপ স্বপ্ন হইতে জাগরিত হওয়ায় স্বারাজ্যসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। তখন ভূরি ভূরি যন্ত্রণা, অনন্ত দুঃখ ও ক্লেশের অবসানের পর আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক জ্বালা হইতে মুক্ত হইয়া, অজ্ঞাননিদ্রা ত্যাগ, মোহশয্যা পরিহার এবং সংসাররূপ স্বপ্নসম্ভ্রম বিসর্জ্জন করিয়া, সাধক, অনাময় আত্মসূর্য্যের সাক্ষাৎকার দ্বারা সদা জগন্ময় আপনারই রূপ* (ব্রহ্ম) দর্শন করিতে থাকেন, তখন তাঁহার আত্মাতে ও জগৎব্যাপ্ত যে পরমাত্মা, এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পান্ না,† তখন অণু পরমাণুর ভিতরে বাহিরে, পরমাত্মার দিব্যসত্তার বিদ্যমানতা দর্শনে কৃতকৃত্য হন। যেহেতু—

মায়াবিকাররাহিত্যো জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্।
পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥

---

* "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি"—ঈশোপনিষদ্ ১৬ মন্ত্র।
† সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্ব-ভূতানি চাত্মনি। গীতা ৬।২৯।

চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা ইন্দ্রিয়ধারনার নাম যোগ *। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে জীবের সংসারজ্ঞান থাকে না। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সকল জ্বালার অবসান হয় এবং জীব বহু বহু সুকৃতিফলে নির্ব্বিকল্পাবস্থা লাভ করিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হন। জর্ম্মান-দেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক সপেনহর (Schopenheaur) ধর্ম্ম-মীংমাসা করিতে গিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন—

"The happiest moment of life is the comple'est forgetfulness of self in sleep and the wretchedest is the most wakeful and conscious."

মানবজীবনে সুষুপ্তি অবস্থায় যখন অহংবোধ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়, সেই সময়টুকু সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর; এবং জাগ্রদবস্থায় যখন অহংবোধ অত্যন্ত প্রবল থাকে তখনই মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রাচীন মুনি ঋষিগণ এই তথ্যের গূঢ় মর্ম্ম সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া জাগরিত অবস্থায় স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার আবশ্যকতা অনুভব করতঃ বিজন অরণ্যবাসী হইয়া, নির্ব্বিকল্পাবস্থা কিরূপে লাভ করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করতঃ ইহ জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আলপস্, ককেসাস্ প্রভৃতি উচ্চশৃঙ্গ ভূরি ভূরি পর্ব্বতমালা পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়, যথায় হিংস্র জন্তুগণ দিবারাত্রি ভ্রমণ কারয়া থাকে। কিন্তু হিমালয়ের ন্যায় কোন্ মহীধর আমাদের নয়নপথে পতিত হয়, যাহার কন্দরে কন্দরে গুহায় গুহায়, ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইয়া দুরন্ত শীত ও প্রচণ্ড গ্রীষ্মকে

* "তাং যোগমতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং" ১১ মন্ত্র বেদান্তর্গত কঠোপনিষদ্।

তুচ্ছ করিয়া, প্রাণ মন সকলই ভগবদুদ্দেশে সমর্পন করিয়া ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে যোগিগণ পরমাত্মচিন্তনে রত থাকিতেন। এই জগতের কোন স্থলেই উপত্যকা, অধিত্যকা, অরণ্য, মহারণ্যের অভাব নাই; কিন্তু কোন্ দেশের কোন্ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে বসতি স্থাপন করিয়া, মহাযোগিসমূহ তীব্রতপশ্চরণে ব্রতী থাকিতেন। নাইল, আমেজন, ভল্‌গা প্রভৃতি মহানদী সমূহ পৃথিবীর অর্দ্ধেক স্থান অধিকার করিয়া আছে সত্য, কিন্তু গঙ্গা বা যমুনা, গোদাবরী বা নর্ম্মদার ন্যায় এমন একটি নদী কি এই মর্ত্ত্যভূমে দৃষ্ট হয়, যাহার ঘাটে ঘাটে তটে তটে উপবিষ্ট হইয়া অসংখ্য মুনিগণ ভগবদারাধনে রত থাকিতেন।

ফলতঃ ভারতের ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ দেশ এ পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। কিন্তু ভারতের সে দিন আর নাই। দুরতিক্রম কালপ্রভাবে এ জগতের যাবতীয় বস্তু অহরহঃ পরিবর্ত্তনশীল। এখন সাধুর বেশে ভণ্ডের দলে ভারত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। হাজার হাজার সাধুর মধ্যে প্রকৃত ত্যাগশীল একটি সাধুও খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিতেছে। মুসলমানতরবারির তীব্র তাড়নায় ভারতসন্তান ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর ইহকাল-সুখ-সর্ব্বস্ব, নামে আস্তিক কার্য্যে জড়বাদী, আসুরিকভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের সংসর্গে ভারতের মতি গতি দিন দিনই বিকৃত হইয়া উঠিতেছে। এখন অধিকাংশ হিন্দুসন্তান মহাজনপ্রদর্শিত পন্থানু-সরণে বিরত হইয়া উদ্দাম প্রবৃত্তিবলে বিতাড়িত হওতঃ স্ব স্ব স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় এবম্প্রকার জীবনীর কিরূপ আদর হইবে, তাহা বলা দুরূহ কিন্তু কথিত আছে যে "একটি প্রকৃত মহাপুরুষের জীবন-চরিত সহস্র ধর্ম্মপ্রচারক অপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতে পারে; সাধুর এক

একটি কার্য্য, এক একটি বিভূতি, সহস্র সহস্র বক্তৃতা হইতেও উপকারী ও প্রচুর শাস্ত্রের আলোড়ন হইতেও শ্রেয়স্কর।"

স্বামীজীর অনেক * জীবন-চরিত বাহির হইয়াছে। প্রয়াগের বিখ্যাত তালুকদার বাবু মহাদেবপ্রসাদ চৌধুরী সংস্কৃতে "যতীন্দ্র চরিতম্" নামে স্বামীজীর একখানি জীবনী প্রকাশিত করিয়াছেন, আগড়পাড়া নিবাসী বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন, আর কয়েকজন মুসলমানের যত্নে পারস্যভাষায় একখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে, এলাহাবাদের বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিকপত্র পাইওনিয়ার (The Pioneer) প্রেস হইতে মুনসেফ স্বর্গীয় বাবু গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষায় লিখিত স্বামীজির একখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সমুদায় জীবনীতে স্বামীজীর জীবনের কোন ঘটনা বিস্তারিতরূপে বিবৃত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোথায় স্বামীজীর জন্ম, কোন্ তারিখে উপনয়ন ও উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হয়, গৃহ ত্যাগ করিয়া কোন্ তারিখে কোন্ তীর্থে পরিভ্রমণ করেন এবং কাশীধামে আগমন করার পর কোন্ কোন্ রাজা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এই কয়েকটি কথাই সংক্ষেপে কাব্যাকারে সংস্কৃতশ্লোকে উক্ত "যতীন্দ্রচরিতে" বিবৃত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ উপকরণ স্বামীজী জীবিত থাকিতে থাকিতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু জীবদ্দশায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে স্বামীজী নিষেধ করায়, আমরা এতদিন ইহা প্রকাশ করিতে বিরত ছিলাম কিন্তু যখন জানিলাম "স্বামীজীর

---

* অঙ্গা বঙ্গা মগধমনুজা দ্রাবিড়াঃ পঞ্চগৌড়াঃ। গৌরণ্ডা বা যবনকুলজা অন্ধ্রসৌরাষ্ট্রপুণ্ড্রাঃ। যতীন্দ্রজীবনচরিতং।

তিরোভাবে সমুদায় ভারত, কেবল ভারত কেন, পৃথিবীর যাবতীয় ভূভাগের ভক্তগণ শোকে অভিতপ্ত এবং স্বামীজীর অদর্শনে সমস্ত হিন্দুসমাজ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন," * তখন ভাবিলাম পূজনীয় পুণ্যচরিত ভাস্করানন্দ স্বামীর জীবনচরিত প্রকাশ করিতে অণুমাত্র কালবিলম্ব করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। সুতরাং চারি বৎসর গত হইল পুস্তক ছাপাইতে দেওয়া হয় কিন্তু নানা কারণে অদ্যাবধি পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। অতএব যথামতি যথাশক্তি সেই আনন্দময় যতীন্দ্রের জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়া জনসাধারণে প্রকাশ করিলাম। হিন্দুরাজকুলতিলক কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ স্যার প্রতাপ সিংহ বাহাদুর জি, সি, এস্, আই (G. C. S. I.) স্বামীজীর তিরোভাব সংবাদ অবগত হইয়া কাশীধামের বিখ্যাত "ভারতজীবন" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে নিম্নলিখিত টেলিগ্রামখানি প্রেরণ করেন :—

"Words are wanting to express the deep sorrow I feel to learn of so sudden death of Swamiji Bhashkaranand, which I consider to be a very heavy loss for Hindu community, throughout India."

অনুবাদ :—'স্বামীজী ভাস্করানন্দের মৃত্যুসংবাদে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাঁহার দেহত্যাগে ভারতের সমগ্র হিন্দুমণ্ডলীর সমূহ ক্ষতি হইল।"

এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে অনেকগুলি অলৌকিক ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাঁহারা স্বামীজীর ভক্ত তাঁহাদিগের পক্ষে এই সমুদয় ঘটনা বিস্ময়কর নহে; কারণ এতদপেক্ষা শতগুণে বিস্ময়কর ঘটনাবলীও তাঁহারা স্বামীজীর নিকট অবস্থানকালে

* "বঙ্গবাসী" তাং ৩১শে আষাঢ়, সন ১৩০৬ সাল।

অথবা স্বামীজী হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইয়াও তাঁহার প্রসাদ প্রভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণ ঐরূপ ঘটনা সকল বিশ্বাস করিবে কি না এই আশঙ্কায় আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ সকল ঘটনা অত্র গ্রন্থে প্রকাশিত করিলাম না। স্বামীজী ৬ কাশীধামে বিরাজ করিতেছেন, আর সুদূর ইউরোপের কোন রাজধানীতে, স্বামীজীর কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভক্তের গৃহে কোন প্রকার অদ্ভুত ঘটনা স্বামীজীর অপার কৃপাবলেই ঘটিতেছে, এরূপ অনেক ঘটনা আমরা ইচ্ছা করিয়া প্রকাশ করিলাম না।

স্বামীজী কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকল জাতির সহিত সমানভাবে মিশিতেন। তথাপি সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি "গুপ্তসাধু" ছিলেন। সকলের সঙ্গে সমভাবে মিশিয়া অন্তরের কথা কিরূপে গোপন করিয়া রাখিতে হয়, তাহার তিনিই জ্বলন্ত উদাহরণ ছিলেন। পাইওনিয়ার প্রেস হইতে প্রকাশিত ইংরাজী জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে :—

"That Swami Bhashkaranand Saraswati, possessed miraculous powers, are well known to many who constantly paid visits to him. Of course Swamiji never liked to make a display of his supernatural powers, but there were occasions, when inspite of his wishes, he was obliged to make his powers visible."

স্বামীজীর দেহান্তের অব্যবহিত পরে কলিকাতার বিখ্যাত "হিতবাদী" পত্রে লিখিত হইয়াছিল—

"যিনি সোঽহং জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া, সমুদয় মলরাশি প্রক্ষালন পূর্ব্বক নিরাময় পরমাত্মার অনুধ্যানেও "আমিই সমস্ত ব্রহ্ম" এই প্রকার পর্য্যবলোকন করিতেন, তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রকার অলৌকিক ঘটনাবলী শুনিতে ইচ্ছা করেন কি? তাঁহার সম্বন্ধে

সমুদায় অলৌকিক ঘটনাবলী একত্র সমাবেশ পূর্ব্বক বড় বড় পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেও সমাপ্ত হয় না, সুতরাং কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি বলিব ?”

শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব সুবিখ্যাত স্বর্গীয় বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই (C. I. E.) স্বামীজীর পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি একদা সুবিখ্যাত স্বর্গীয় বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট, দৈবশক্তি সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর কি মত জানিতে চাহেন। বঙ্কিম বাবু উত্তরে যাহা বলেন, তাহা তাঁহার “অনুশীলনে” প্রকাশিত হয়। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

“শিষ্য।—(অর্থাৎ ইংরাজীশিক্ষিত যুবক) জানি যে বিষ্ণু-পুরাণে উপন্যাসে আছে, প্রহ্লাদ অস্ত্রের আঘাতে অক্ষত রহিলেন। কিন্তু উপন্যাসেই এমন কথা থাকিতে পারে, যথার্থ এমন ঘটনা হয় না।

গুরু। (অর্থাৎ বঙ্কিম বাবু স্বয়ং) অর্থাৎ তুমি দৈবশক্তি (Miracle) মান না। কথাটা পুরাতন। আমি তোমার মত ঈশ্বরের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত নহি। বিষ্ণুপুরাণে যেরূপ প্রহ্লাদের রক্ষা কথিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু একটি নৈসর্গিক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরানুকম্পায় নিয়মান্তরের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিষেধ যে ঘটিতে পারে না, এমত কথা তুমি বলিতে পার না।”—

এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে স্বামীজীর মনে গৃহত্যাগের পূর্ব্বে কি প্রকার বৈরাগ্যভাব উদিত হইয়াছিল, তাহাই যথাসাধ্য বর্ণিত হইল। উনবিংশ অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইল তাহার সহিত এই অধ্যায়ের বিন্দুমাত্র মিল নাই। কেন না পরিশেষে

সংসারত্যাগ সম্বন্ধে স্বামীজীর মতেব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। স্বামীজী ইদানীন্তন প্রায়ই বলিতেন, "ধর্ম্মার্থ লোকের গৃহপরিত্যাগের আবশ্যকতা নাই। আমার যদি স্ত্রী জীবিত থাকিত তাহা হইলে আমি সংসার করিতাম"; অর্থাৎ স্বামীজীর স্ত্রী জীবিত থাকিলে, তিনি রাজর্ষি জনকের ন্যায় অনাসক্তচিত্তে সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন।

এদেশে জীবনী লেখা পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের প্রারম্ভে শত শত মহাপুরুষগণ এই ভারত-ভূমিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা প্রাণান্ত চেষ্টা করিলেও সেই সকল মহাপুরুষগণের নাম পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারি না। জীবনী লেখা য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের অনুকরণ মাত্র। এই প্রকার অনুকরণ আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। স্বনামধন্য পুরুষ নেপোলীয়নের জীবনী লিখিবার জন্য বড় বড় পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। তিনি কোন্ মুহূর্ত্তে কি প্রকার কার্য্য করিতেন, তাঁহার পরিচ্ছদ কখন্ কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইত, তাঁহার শয়নাগারে কোন্ কোন্ দ্রব্য স্থাপিত হইত ইত্যাদি কথাও লিপিবদ্ধ হইত। সেই প্রথা ভারতে এখনও অবলম্বিত হয় নাই। এজন্য এই জীবনা ইংরাজীভাষায় লিখিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের জীবনীর অনুরূপ-মাত্রও হইবে না। তবে বহুদিন যাবৎ অনুচররূপে স্বামীজীর সহিত অবস্থিতি হেতু, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বিশেষ বিশেষ কথা অবগত হইতে পারিয়াছি। অনেক কথা তাঁহার নিজমুখ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। আমার দেহান্তে সেই সমস্ত কথাগুলি লোপ পাইবে এই আশঙ্কায়, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। অশক্ত ব্যক্তির চেষ্টা দোষাবহ নহে ও মার্জ্জনীয় এই ভরসায় এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। এক্ষণে

পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা ইহার দোষাংশ ত্যাগ করিয়া গুণাংশ গ্রহণ করিবেন।

দৈবশক্তি সম্বন্ধে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কয়েকটি ঘটনার কথা, যাঁহারা পত্র লেখায় আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি তাঁহারা সকলে অদ্যাবধি জীবিত আছেন। ঐ সকল কথা পাঠ করিয়া যদি কাহারও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে উপক্রমণিকার ৮—৯ পৃষ্ঠা, পরিশিষ্টে প্রকাশিত কলিকাতা পটলডাঙ্গার লক্ষপতি ক্ষেত্র বাবু, শেসন্ জজ্ তেজচন্দ্র বাবু, অযোধ্যাধিপতি মহারাজ স্যার প্রতাপ নারায়ণ, ও মথুরার প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ প্রমুখ সমাজের সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত ও শীর্ষস্থানীয় মহোদয়গণ কর্ত্তৃক লিখিত পত্র গুলি তিনি যেন পাঠ করেন। তথাপি যদি সন্দেহ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তিনি যেন, যে যে স্থানে ঐ সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রন্থখানি পাঠ করেন।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি স্বামীজীর দেহত্যাগের কিছু পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। তিনি, ২২নং রাধানাথ মল্লিকের গলি, কলিকাতা-বাসী জমিদার ক্ষেত্রবাবু ও ১নং জোড়া বাগান ষ্ট্রীট নিবাসী জমিদার বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষের সমক্ষে এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

স্বামীজী স্বহস্তে কাহাকেও পত্র লিখিতেন না। সোভাগ্য-বশতঃ আমরা তাঁহার স্বহস্তলিখিত কয়েকখানি পত্র পাইয়াছিলাম। এক খানি পত্র প্রকাশিত হইল। ইতি—

সোদপুর, ২৪ পরগণা।
১৩১২ সাল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভাস্করানন্দচরিত।

প্রথম অধ্যায়।

জন্ম।

বন্দে দেবং নিগমবিদিতং সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিং।
যো দত্তে স্বপ্রণতজনতায়ৈ যথেষ্টাং বিভূতিম্।
যস্মিন্বিশ্বং সদিব জগদাভাতি রজ্জৌ ফণীব।
যোঽধ্যানন্দোপবনমধুনা ভাসতে মস্করীব।

দৃষ্টের্যস্য দৃশোর্মতেশ্চ মননাদ্বাচস্ততেরর্চ্চয়া।
হস্তস্থালয় আগমাদপি পদোর্বোধেন বোধস্য চ॥
মূর্দ্ধ্নোঽথ প্রণতেঃ ফলিত্বমনয়া কিংচিন্তয়া যৎকৃপা।
জন্মেদং ফলয়েৎপ্রসীদতু স হি শ্রীভাস্করানন্দকঃ॥
ধ্যাতং গীতং স্মৃতমথ মতং কীর্ত্তিতং বা শ্রুতং বা।
সন্তাপং সংহরতি মনসঃ কায়িকং বাচিকং বা॥
পাপং নির্ম্মূলয়তি ঝটিতি শ্রীকরং ধীকরং বা।
তৎস্বামীশ্রীচরিতমুদিতং শ্রূয়তাং বাচ্যতাং বা॥

সাম, যজুঃ, ঋক্, অথর্ব্ব এই চারিবেদ যাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল, যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা অমরগণের সন্তোষ বিধান করিতেন, সেই ব্রহ্মর্ষিদিগের আবাসভূমি কান্যকুব্জ

জনপদ অতি পবিত্র স্থান। তথায় কানপুর বিভাগ মধ্যে মৈথেলালপুর গ্রাম * বিদ্যাচর্চ্চার জন্য ও কবিগণের জন্মভূমিরূপে বহুদিবস হইতেই প্রসিদ্ধ আছে।

আমরা যে মহাত্মার জীবনচরিত বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি শাণ্ডিল্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। শাণ্ডিল্য-বংশে সামবেদান্তর্গত কৌথুমশাখাধ্যায়ী মনোরথ নামে এক শুদ্ধাচারী সৎস্বভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সরযূনদীর তীরবর্ত্তী ধতুরা গ্রামে বাস করিতেন। মনোরথের তিন পুত্র—কমল, পদ্মনাভ ও দেবনাভ। পদ্মনাভের একপুত্র। তাঁহার নাম হরিহর। হরিহর স্বীয় অসামান্য বিদ্যা ও প্রতিভাবলে উপাধ্যায় পদবী প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। হরিহরের দুইপুত্র—গদাধর ও ত্রিপুরা। তন্মধ্যে গদাধর গুণিজনপ্রিয় ও ক্রিয়াবান ছিলেন। তিনি শাস্ত্রানুসারে সমাহিতচিত্ত হইয়া ধর্ম্মসাধন করিতেন। গদাধরের দুইপুত্র—জ্যেষ্ঠ গঙ্গাপ্রসাদ ও কনিষ্ঠ শ্রীহর্ষ। দুইপুত্রই বিদ্বান এবং সকলের প্রিয় ছিলেন। শ্রীহর্ষের চারিপুত্র—ললকর, হিমকর, গোপনাথ, পরশু। চারিটি পুত্র রাজগণের পূজ্য, দয়ালু, ক্ষমাবান ও গুণশালী ছিলেন। হিমকরের তিনপুত্র শঙ্কর, ক্ষেমকর ও জয়ভদ্র। জয়ভদ্রের বংশে ভোলানাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভোলানাথের পুত্রের নাম মিশ্রীলাল। যাঁহার দর্শনমাত্রে ত্রিতাপ-তাপিত জীবের দুরিতরাশি মুহূর্ত্তমধ্যে বিদূরিত হইয়া হৃদয়ে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইত, যিনি দিব্যজ্ঞানে সানন্দহৃদয়ে, ব্রহ্মাত্ম-অভেদজ্ঞানে মগ্ন হইয়া বিচারদৃষ্টিতে ভোগবিষয়ে দোষ দেখিয়া সর্ব্বজনহিতে রত থাকিতেন, সমস্ত য়ুরোপ, আফ্রিকা আমেরিকাদি

* ই, আই, রেলওয়ের ভাউপুর নামক ষ্টেসনের নিকট, শিবরাজপুর পরগণা, শিবলী থানার অন্তর্গত।

ভূমিখণ্ডে প্রপূজিত সেই স্বামী ভাস্করানন্দ এই মিশ্রীলালের পুত্র। কেবল যে ইহাঁর পিতৃকুলই পূজ্য তাহা নহে, ইহাঁর মাতামহবংশ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অদ্যাপিও সাতিশয় মাননীয়। ইহাঁর মাতামহের নাম মণিরাম পণ্ডিত। ইনি ন্যায় দর্শনে অদ্বিতীয় ছিলেন।

মিশ্রীলাল স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যপ্রভাবে পণ্ডিতসমাজের অগ্রণী ছিলেন, এবং সাতিশয় উদারচেতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া গ্রামস্থ সকলেরই তিনি ভক্তির পাত্র ছিলেন। তাঁহার দয়ার সীমা ছিল না। কোথায় কোন্ শীতার্ত্ত ব্যক্তি পথপার্শ্বে পতিত হইয়া শীতে কাঁপিতেছে, অনুসন্ধান করিবার জন্য মিশ্রীলাল একাকী গভীর নিশীথে পথে পথে ভ্রমণ করিতেন। এরূপ মহাত্মার ঔরসে যে এরূপ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন তাহা আর বিচিত্র কি? মৈথেলালপুর গ্রামে যে কোন ব্যক্তি রাত্রিকালে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তিনিই মিশ্রীলালের গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপে অনেক সাধু সন্ন্যাসীও সায়ংকালে মিশ্রীলাল-ভবনে সমাগত হইতেন। মিশ্রীলালও তাঁহাদিগের যথোচিত আতিথ্যসৎকার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

১৮৯০ সংবতের আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীর দিন, সন্ধ্যাসমাগমে তিনজন সন্ন্যাসী মিশ্রীলালের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেহই জানিতেন না যে সেই রজনীতে মিশ্রীলালের পুত্র হইবে। সন্ন্যাসীত্রয় কিঞ্চিৎকাল অবস্থানের পর মিশ্রীলালকে বলিলেন, "অদ্য রাত্রিতে তোমার এক পুত্র সন্তান হইবে, যে জন্য তুমি ধন্য হইবে। কিন্তু পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হইবার পর সেই পুত্রের মুখাবলোকন অন্য কাহাকেও করিতে না দিয়া

অনতিবিলম্বে আমাদিগকে তথায় লইয়া যাইবে।” মিশ্রীলাল প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন।

তদনন্তর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আনন্দসূচক কোলাহলধ্বনি উঠিল। মিশ্রীলাল দ্রুতবেগে বহির্ব্বাটীতে আগমন করিয়া, সন্ন্যাসীদিগকে শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তৎশ্রবণে তাঁহারা সাতিশয় আনন্দিত হইয়া, মিশ্রীলালের সঙ্গে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে বলিয়া মিশ্রীলালকে হোমার্থ দ্রব্যাদি আহরণ করিতে আদেশ করিলেন। তাহা শুনিয়া মিশ্রীলাল বলিলেন যে গভীর নিশীথে হোমের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা কোনমতেই তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। সেই সন্ন্যাসীগণের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, “ভয় নাই, সমুদায় দ্রব্যাদি পূর্ব্ব হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে, অবিলম্বে সেই সমুদায় দ্রব্য এই গৃহে আনয়ন করিয়া হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর, তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলে সমুদায় কার্য্যই পণ্ড হইতে পারে।” অল্পক্ষণ মধ্যেই হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল এবং সূতিকাগৃহটি এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব দিব্যগন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধপ্রহর অতীত হইল এবং সন্ন্যাসীত্রয় যথাবিধি হোমকার্য্য সমাধা করিয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে মিশ্রীলাল বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সন্ন্যাসীদিগকে আর দেখিতে পাইলেন না, তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে, নিশা অবসান হইতে না হইতেই চলিয়া গিয়াছিলেন—কোথায়—কোনদিকে—তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাল্যাবস্থা ও ব্রহ্মচর্য্য।

তৎপরদিবস প্রাতে প্রতিবাসিনী রমণীগণ সদ্যোজাত দিব্যকান্তি মিশ্রীলালপুত্রকে দেখিতে আসিয়া, পূর্ব্বরাত্রির ঘটনা শ্রবণে সকলেই সাতিশয় বিস্মিতা হইতে লাগিলেন। অপিচ পূর্ব্বরাত্রির হোমের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়ায়, মিশ্রীলাল-পুত্রের দর্শনমানসে, চারি পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও দলে দলে নরনারী আসিতে লাগিল। যাঁহার আশ্রম "আনন্দবাগ শত শত সহস্র সহস্র সাধুদর্শনাকাঙ্ক্ষী কাতর কাঙ্গাল কোটিপতি ও কপর্দ্দকহীনের আনন্দনাদে নিয়ত প্রতিধ্বনিত থাকিত, যাঁহার কৃপাকণার ভিখারী হইয়া, যাঁহার করুণাসিন্ধুর বিন্দুকণার আশা করিয়া—যাঁহার শ্রীমুখবিগলিত একটুমাত্র বচনসুধার পিপাসী হইয়া—যাঁহার অসাধারণ তপঃসমুজ্জ্বল মহিমময়ী মূর্ত্তি বারেকমাত্র দর্শন করিয়া মানব-জন্ম কৃতার্থ করিবে ভাবিয়া সমগ্র ভারতের—শুধু ভারতের কেন—পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূভাগের মানবমণ্ডলী সাগ্রহে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে, কাশীধামে আনন্দবাগে সমাগত হইত, কতশত কোটীশ্বর রাজ্যপতির মণিরত্নখচিত শিরোমুকুটও যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অবনমিত হইত"* আজ কাশীর সেই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার দর্শনার্থ যে দলে দলে লোক আসিবে, ইহা বিচিত্র নহে। এইরূপে

* বঙ্গবাসী ৭ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল।

ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই পুণ্যাত্মা পবিত্র শিশু সকলের দর্শনীয় হইয়া, শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। পিতা পুত্রের নাম মতিরাম রাখিলেন। মতিরাম পিতার অতি আদরের ধন, পিতা ক্ষণকালও পুত্রকে চক্ষুর অন্তরাল করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

মিশ্রীলাল, তিন বৎসর বয়সে পুত্রের চূড়াকরণ, পঞ্চম বৎসর বয়সে কর্ণবেধ ও অষ্টম বর্ষে উপনয়ন ক্রিয়া যথাবিধি সম্পাদন করিলেন। উপনয়নের কিয়ৎকাল পরে মতিরাম পাণিনি ব্যাকরণ পাঠ করিতে লাগিলেন। তদন্তর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সারস্বতচন্দ্রিকা, ও কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ-পাঠ সমাপ্ত করতঃ গুরুগৃহে গমন করিয়া বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বালক মতিরাম বেদান্তশাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যবীজের অঙ্কুর দেখা দিল এবং ক্রমশঃ কালসহকারে সেই অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইতে চলিল।

বাল্যজীবনে যাঁহার যে শক্তির অঙ্কুরোৎপত্তি, ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহার সেই শক্তিপুষ্টির প্রতিপত্তি। অপরিমেয় বিদ্যাবুদ্ধিশালী বা অসীম প্রতিভাসম্পন্ন বহুসংখ্যক ব্যক্তির শৈশবেই ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস পাওয়া যায়। এজন্য গৃহে আসিলে মতিরামকে সময়ে সময়ে অনুসন্ধান করিলেও কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইত না, পিতা মিশ্রীলাল অন্বেষণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, কেন না সেই সময়ে মতিরাম গ্রাম হইতে কিছু দূরে কোন নিভৃত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া আপনার মনে কত কি ভাবিতেন।

এই সুকুমার বয়সেই বালক মতিরামের এই প্রকার মানসিক অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহার মাতা সাতিশয় চিন্তাকুলা হইলেন।

সুতরাং পিতা মিশ্রীলালও মতিরামের বেদান্তাদি-গ্রন্থপাঠ একবারেই বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং পুত্র যাহাতে প্রতিবাসী বালকগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়াকৌতুকে ব্যাপৃত থাকেন, তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। পিতৃভক্ত মতিরামও পিতার আদেশ পালন করা একান্ত কর্ত্তব্যবোধে, পুস্তকাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া ক্রীড়া-কৌতুকে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ক্রীড়া করিতে গিয়া মতিরাম অন্যান্য বালকগণের সাহায্যে শিবমন্দির নির্ম্মাণ করে কেন? কৈ কেহত তাহাকে একদিনের জন্যও শিবমন্দির কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয় শিখায় নাই? আর মতিরাম শিবের নামই বা কিরূপে জানিল? তবে কি মতিরাম রঘুবংশ পাঠ করিতে গিয়া, প্রথম শ্লোক হইতেই—

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥"

জগৎপিতা জগন্মাতা পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের নাম শিক্ষা করিয়াছে? এইরূপ নানা প্রকার সংশয় মিশ্রীলালের হৃদয়ে অনবরত উদয় হইতে লাগিল।

প্রাণের পুত্র অল্প বয়সেই গৃহত্যাগ করিবে, দুর্ভাগ্য মিশ্রীলাল, পুত্রের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে স্বপ্নে এক দিন জানিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মনে যে পূর্ব্বোল্লিখিত নানা প্রকার অলীক সংশয়ের উদয় হইবে, তাহা আর বিচিত্র নহে। মিশ্রীলাল কিছু দিন পরে স্থির করিলেন, যে পুত্রের মন্দিরাদি-নির্ম্মাণ, ছেলেখেলা ভিন্ন আর কিছুই নয়, সুতরাং পুত্রকে তাহার মনোমত এইরূপ ক্রীড়া হইতে বিরত করা বিশেষ আবশ্যক বোধ করিলেন না। মতিরামও পিতা কর্ত্তৃক কোন

প্রকার নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত না হইয়া, পরমোৎসাহে সমপাঠীগণের সহিত, নিত্য নূতন ক্রীড়া উদ্ভাবন করিয়া বাল্যজীবন পরমানন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কখন বা ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবগণ কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সমবয়স্কদিগকে শিক্ষা দিতেন, কিন্তু অধিকাংশ সময় অপরাপর বালকগণের সহিত মৃত্তিকা লইয়া শিবমূর্ত্তি ও শিবমন্দির-নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। যেরূপ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ৺ কাশীধামে আচণ্ডালে প্রেম বিলাইয়া গিয়াছেন, জানি না, জীবনের সেই নির্ম্মল উসাকালে, কাহার নিকট হইতে, কি করিয়া ঐভাবে তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন! এবং কাহার নির্দ্দেশানুসারে, কোন্ শক্তিবলে সমবয়স্ক অন্যান্য বালকগণকেও সেইভাবে সেই স্বহস্তনির্ম্মিত শিবমন্দির-সমীপে উপবিষ্ট করাইয়া আপন ক্রীড়ার প্রিয়সহচররূপে চালিত করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন! ভগবানের দয়ার অন্ত নাই। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারসমূহ যদি পূর্ব্বজন্মে দেহনাশের সহিত বিলীন হইত, তাহা হইলে ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাত্মাগণ কখনই হরিপরায়ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেন না। স্বামীজীর জীবনেও এই কথা অক্ষরে অক্ষরে খাটে।

যাহা হউক, এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, পণ্ডিত মিশ্রীলাল পুত্রকে পুনরায় বিদ্যাশিক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন; কেন না তিনি জানিতেন, বিধিলিপি অব্যর্থ, কিছুতেই তার খণ্ডন নাই; তবে যে তিনি মধ্যে পুত্রের সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থাধ্যয়ন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার কারণ মনকে একটু প্রবোধ দিবার জন্য; তিনি সেই সময়ে প্রায়ই ভাবিতেন, বুঝি প্রবল পুরুষকারযোগে মহানিয়তিরও খণ্ডন করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

গৃহস্থাশ্রম।

মতিরাম প্রতিদিন গুরুগৃহে গমন করিয়া, পুস্তকাদি পাঠ করেন, বয়োবৃদ্ধিহেতু নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতে রত না থাকিলেও শয়নের সময় শয়ন, আহারের সময় আহার করেন বটে, কিন্তু এই সকল করিতে হয় বলিয়াই যেন করিতে লাগিলেন, নতুবা প্রকৃতপক্ষে ঐ সমুদায় অবশ্যকরণীয় কার্য্যে তাঁহার আস্থা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। পিতা পুত্রের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। মতিরামের মাতাঠাকুরাণী মধ্যে মধ্যে রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিতেন, যেন তাঁহার প্রাণপ্রতিম পুত্র সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপভাবে কিছু দিন অতীত হইলে, মতিরামের বয়স দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইল। এই সময়ে গ্রামস্থ জনৈক প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি মিশ্রীলালকে অনতিবিলম্বেই পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কেন না তিনি বলিলেন ;— "তোমার পুত্রের যে সমুদায় মানসিক বৃত্তি, তুমি শত শত লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ নহ, পুত্রের বিবাহ দাও তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার পুত্রের মতি-গতি যেন যাদুমন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কেন না কামিনী ও কাঞ্চনে মুনিরও মন টলে ;—তরুণ যুবক মতিরাম কোন্ ছার।"

পণ্ডিত মিশ্রীলাল এবম্প্রকার উপদেশ যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন। অনতিবিলম্বে পুত্রের বিবাহকার্য্য সম্পাদনার্থ, সুন্দরী

পাত্রীর অনুসন্ধানে তিনি ব্যস্ত হইলেন; এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, সামান্য বালকের কোমলহৃদয়াশ্রিত এই বৈরাগ্য বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে। কেন না রূপতৃষ্ণা বড় বিষম জিনিস। এই জ্বলন্ত হুতাশনে কত বীর, কত শূর ভস্মীভূত হইয়াছে, কত দেশ, কত মহাদেশ, ইহার প্রবল শিখায় পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, সামান্য দুগ্ধপোষ্য বালক মতিরামের মনোবল কি তাহাদের অপেক্ষাও অধিক?

"প্রযচ্ছতি পরং জাড্যং পরমালোকরোধিনী।
মোহনীহারগহনা তৃষ্ণা জলদমালিকা॥
ক্ষণমায়াতি পাতালং ক্ষণং যাতি নভস্তলম্।
ক্ষণং ভ্রমতি দিক্‌কুঞ্জে তৃষ্ণা হৃৎপদ্মষট্‌পদী॥"

অতএব যেস্থানে এই তৃষ্ণারূপ অমানিশার অবসান হইয়াছে, সেই স্থানই শান্তিরূপ সুকোমল কৌমুদীলীলায় পরিপালিত ও পূর্ণরূপ বিবেকচন্দ্রের অভ্যুদয়ে আলোকিত। জ্ঞানচৈতন্য-হারিণী এই তৃষ্ণাবশে ভগবান বিষ্ণুও বামন হইয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তৃষ্ণার কুহকজালে পতিত হইলে, ব্যক্তিমাত্রেরই বামনদশার সঞ্চার হইয়া থাকে। সুতরাং পণ্ডিত মিশ্রীলাল দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইবার অব্যবহিত পরেই, কুলে, শীলে, রূপে গুণে সর্ব্বপ্রকারেই স্বীয় চন্দ্রপ্রতিম পুত্রের উপযোগী একটী মোহিনী মুর্ত্তির সহিত বালক মতিরামকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন।

বিবাহের অব্যবহিত পরে বালক মতিরাম কাশীধামে বেদ-পাঠ করিবার জন্য পিতা কর্তৃক প্রেরিত হন; এবং সাম ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ, কাত্যায়নপ্রণীত বার্ত্তিক, শেষপ্রণীত মহাভাষ্য, ও সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করিয়া, বিদ্বৎ-

সমাজে কীর্ত্তিশালী ও গণনীয় হইয়া, স্বীয় জন্মভূমি মৈথেতে প্রত্যাগমন করেন। দেশে আসিয়াও পরম পণ্ডিত বলিয়া চতুর্দ্দিকে ইহাঁর প্রসিদ্ধি প্রসৃত হইয়া উঠে। অগাধশাস্ত্রদৃষ্টি-সম্পন্ন, বেদান্তে পরম পণ্ডিত, অসামান্য প্রতিতাশালী মতিরাম আবাল্য শাস্ত্রবিধিরই সম্যকরূপে সেবা করিলেন। গর্ভাষ্টম-বৎসরে উপনয়ন ও দ্বাদশবৎসরে বিবাহের পর সপ্তদশ বৎসরে পাঠ সমাপন হইল, কার্য্যতঃ ব্রহ্মচর্য্যের কর্ত্তব্য এতদিনে ফুরাইল, মতিরাম এবার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

পণ্ডিত মিশ্রীলাল যে বৈরাগ্যপ্রবণতা প্রশমিত করিবার জন্য বালক মতিরামকে অতি শৈশবাবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, কাশীধাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া কয়েকমাস মাত্র গৃহে অবস্থানের পর, সেই নির্ব্বাপিত অনল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর তেজের সহিত তাঁহার হৃদয়ে পুনঃ প্রজ্ব-লিত হইল। কাশীধামে অবস্থান কালে বেদবেদান্তাদি পাঠে রত থাকায় তাঁহার মন কিঞ্চিৎ শান্ত ছিল বটে, কিন্তু সংসারে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহার মন পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। হায়! হায়! পণ্ডিত মিশ্রীলাল যে সুদৃঢ় বাঁধ বাঁধিয়া সমুদ্রের গতিরোধ করিয়াছেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহা যেন কোথা হইতে এক ফুৎকারে উড়িয়া গেল, যুবা মতিরাম সংসারের সকল বিষয়েই বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাতা কর্ত্তৃক বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া দিবসব্যাপারমধ্যে নিয়মিত কার্য্য সকল কখন যথাসময়ে করেন, কখন বা করেন না। তিনি পূর্ব্বে যে সমুদায় সমবয়স্ক প্রতিবাসিগণের সহিত সমস্ত দিন ক্রীড়া করিয়া অতিবাহিত করিতেন, এক্ষণে তাহাদের সঙ্গ করা দূরে থাকুক, তাহাদের দর্শন পর্য্যন্তও তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইতে

লাগিল। অসামান্য-রূপলাবণ্যবতী তরুণী ভার্য্যা আর তাঁহার মনকে প্রফুল্ল করিতে পারেন না, বরং তাঁহাকে দর্শন করিলে আত্মবিনাশকারিণী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। পান ভোজন বা স্নানাদি বিষয়ে উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী নির্জ্জন প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া, করতলে কপোল-বিন্যাস করতঃ একাগ্রচিত্তে চিন্তানিরত হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চাতক যেমন বৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা দর্শনে বিষণ্ণচিত্ত হয়, যুবা মতিরামও সেইরূপ পিতা মাতা স্ত্রী বন্ধু ও যাবতীয় ভোগাদিকে পরমপদপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যাহা হউক অষ্টাদশ বর্ষ বয়স পূর্ণ হইলে, তাঁহার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈরাগ্য ও গৃহত্যাগ।

পুত্র যে রাত্রে ভূমিষ্ঠ হইল, সেই রাত্রেই মতিরাম গৃহত্যাগ করিবেন কি না, চিন্তা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মিশ্রীলাল প্রাণসম প্রিয়তম পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য, পুত্রের বিবাহকার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন দারারূপ মহাবর্ত্তে দুর্ব্বল মানব যদি একবার কোন উপায়ে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে আর তাহার নিষ্কৃতি নাই, কেন না কামিনীরূপ-আলাননিবদ্ধ পুরুষরূপহস্তীসকল সদুপদেশরূপ অঙ্কুশ দ্বারা বার বার আহত হইলেও, কিছুতেই প্রবোধিত হয় না। বিকশিতকুসুম সদৃশ চারু-হাসিনী, কৃষ্ণবর্ণ-কবরী-বিশিষ্টা, পূর্ণেন্দু-বিম্ববদনা, মধুর আলাপাদি দ্বারা চিত্তরঞ্জনকারিণী কামিনীগণ একবার যদি পুরুষগণের চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই পুরুষগণ যাবজ্জীবন তাহাদের চরণে বিক্রীত হইয়া কালক্ষেপ করে; কিন্তু মিশ্রীলাল জানিতেন না যে, সূর্য্যতেজে প্রকাশমান জগৎকে যেমন অন্ধকার-ছটা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে না, তদ্রূপ জ্ঞানযুক্ত-বৈরাগ্য বিদ্বান পুরুষের হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে, পুত্রোদ্ভবাদি উৎসব আর হৃদয়কে বিমোহিত করিতে সমর্থ হয় না। কারণ মতিরাম জানিতেন যে এই সংসারে, কোন সুখই চিরস্থায়ী নহে। ইহাতে লোক সকল জন্মগ্রহণ করিবার জন্য মরিতেছে, আর মরিবার জন্যই জন্মিতেছে, এমন কি—

তির্য্যকত্বং পুরুষাঃ যান্তি তির্য্যঞ্চো নরতামপি।
দেবাশ্চাদেবতাং যান্তি কিমেবেহ বিভোর্স্থিরং ॥*

মনুষ্য পশু, ও পশু মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিতেছে, এবং দেবের দেবত্বও নাশ হইতেছে, অতএব মতিরাম ভাবিতে লাগিলেন, এই সংসারে কিছুরই স্থিরতা নাই।

সুতরাং সংসারের সকল সুখ সম্মুখে জাজ্বল্যমান থাকিলেও মতিরাম এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের উপর আস্থা-স্থাপন করিয়া জীবনের অমূল্য সময় অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন না। তিনি পুত্রমুখ নিরীক্ষণার্থ আর একটি দিন মাত্র অপেক্ষা করিবেন, অথবা সেই গভীর নিশীথেই পুত্রমুখ দর্শন না করিয়াই গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন, ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু ভাবিতে লাগিলেন, যে পুত্রোৎপাদন-হেতু আমি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছি, তবে আর সংসারে থাকি কি কারণে? পিতা বার বার উপদেশ দিতেছেন যে, আমি যেন সংসারে থাকিয়া সংসারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি। বস্তুতঃ দেখিতেছি, জগতের সকল মনুষ্য অর্থোপার্জ্জনরূপ চেষ্টা দ্বারা সংসারে শ্রীবৃদ্ধি-হেতু, অশেষ-ক্লেশ-সঙ্কুল কোটি কোটি যোনি ভ্রমণান্তে কোন সুযোগে দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও জনন-মরণ-জনিত ক্লেশ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া, বৃথা পরিশ্রম দ্বারা পুনশ্চ জন্ম-পরম্পরাই অর্জ্জন করিতেছে। কিন্তু সেই অভব্যা লক্ষ্মী যাহা অপহরণাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয় ও যাহা মনঃপীড়ার একমাত্র আলয়, তাহা হইতে

* যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥ কঠোপনিষদ্ ৭ মন্ত্র পঞ্চমবল্লী।

সুখাশা দুরাশা মাত্র। এই শ্রী বিবেকরূপ চন্দ্রের রাহু-স্বরূপ, মোহরূপ-মেঘাবলীর একমাত্র মূলাধার; ইহা হইতেই সংশয় ও বিক্ষোভাদি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোক সকল অজ্ঞানরূপরজনীর আবির্ভাবে জ্ঞানালোকবিহীন হইয়া মোহান্ধকারে দৃষ্টিহীন হইয়াছে, সেই নিমিত্ত বিষয়রূপ শত শত দুরন্ত তস্করগণ তাহাদের হৃদয়-কোষ-নিহিত বিবেকরূপরত্নহরণে সমুদ্যত হইয়াছে, আর তাহারা সেই সুচতুর দস্যুগণের হস্ত হইতে বিবেকরূপ রত্ন রক্ষা-করণার্থ কিছুমাত্র সচেষ্ট না হইয়া হা অর্থ! হা অর্থ! হা অর্থ! * রবে দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হইতেছে। অতএব হায়! কি প্রকারে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করি?

---

* স্বামীজী লক্ষাধিক শিষ্যমধ্যে একটি মাত্র শিষ্যকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; আর সকলকেই গৃহী থাকিতে উপদেশ দিতেন। গৃহী অর্থে বিবেক-বৈরাগ্যবান্ গৃহী বুঝিতে হইবে। বিলাতের পণ্ডিত ওমান্ সাহেব তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকের উপসংহারে, ভারতবাসীকে যে সুন্দর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"By no means enamoured of Indian *Sadhuism*, I feel at the same time, no particular admiration for the *industrialism*, of Europe and America, with its vulgar aggressiveness, its eternal competition and its sordid, unscrupulous, unremitting, and cruel struggle for wealth as the supreme object of human effort. * * Yet I can not help hoping that the Indian people, physically and mentally disqualified for the *strenuous life* of the Western world, will long retain, in their nature enough of the *spirit of Sadhuism* to enable them to hold steadfastly to the simple, frugal, unconventional leisured life of their forefathers, for which climatic conditions and their own past history have so

যে বিকৃত অহংজ্ঞান হইতে জীবের জগদ্ভ্রম, যাহার কুহকে পতিত হওয়ায় ভ্রমান্ধ জীবের কোটি কোটি বর্ষ শেষেও দুঃখ-নিশার অবসান হইতেছে না, সেই আত্মঘাতী মহারোগস্বরূপ অহঙ্কারের হস্ত হইতে কাহার নিস্তার আছে? কত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি অতীত হইয়া গেল, কিন্তু সংসার মায়া-সমুত্থিত মহামোহ-মিহিকা দ্বারা সমাচ্ছন্ন মানুস যতই সংসারে গাঢ়রূপে প্রবেশ করিতেছে, ততই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ভগবৎ-চরণ হইতে বহু-দূরে পতিত হইতেছে।

অহঙ্কার আশারূপ মহাসূত্রে জন্মপরম্পারারূপ মুক্তাহার গ্রন্থন করিয়া বারে বারে দারাপুত্রাদি অভিচারদেবতা সৃষ্টি করিতেছে এবং ইহারাই বিনা মন্ত্রে মায়ামুগ্ধ মানবগণকে অশেষ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিতেছে।

ব্রহ্মানন্দনিধির্মহাবলবতাহঙ্কারঘোরাহিনা
সংবেষ্ট্যাত্মনি রক্ষ্যতে গুণময়ৈশ্চণ্ডৈস্ত্রিভির্মস্তকৈঃ।
বিজ্ঞানাখ্যমহাসিনা শ্রুতিমতা বিচ্ছিদ্য শীর্ষত্রয়ং
নির্মূল্যাহিমিমং নিধিং সুখকরং ধীরোঽনুভোক্তুং ক্ষমঃ॥

অর্থ—সাতিশয় বলবান অহঙ্কাররূপ ভীষণ সর্প মানব-দেহকে বেষ্টন করিয়া সত্ত্ব রজঃ তমোরূপ তিনটী মস্তক দ্বারা ব্রহ্মানন্দরূপ

well fitted them, always bearing in mind the lesson taught by their sages, that real wealth and true freedom depend not so much upon the possession of money or a great store of goods, as upon the reasonable regulation and limitation of the desires."—*The Mystics, Ascetics and Saints of India*—(pages 282-283)—John Campbell Oman. (Formerly Professor of Natural Science, Government College, Lahore).

মহানিধিকে ধারণ করিয়া আছে। যিনি ধীর ব্যক্তি কেবল তিনিই বেদান্ত-বিজ্ঞান-নামক মহাখড়্গ দ্বারা উক্ত মস্তকত্রয় ছেদন করিয়া অহংরূপ সর্পকে বিনষ্ট করতঃ সুখকর ব্রহ্মানন্দরত্ন-সম্ভোগে সক্ষম হন।

সুতরাং যে সংসারে অবস্থিতি করিলে, আত্মতত্ত্বের স্বরূপাবস্থা জানিতে না পারায়, মনুষ্যমাত্রকেই অনাত্মদেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিতে হয়, কেবলমাত্র আমার পিতা, আমার মাতা, আমার পুত্র, আমার স্ত্রী প্রভৃতি নানা প্রকার বিকল্প-কল্পনা-জালে জড়িত হইয়া বিশ্রান্তি-সুখ-শূন্য হইতে হয়, সেই মিথ্যা বিজৃম্ভিত সংসারে প্রয়োজন কি ?

আসিন্ধুভূমীবলয়াধিপত্যং, লোকত্রয়োল্লাসি-নতভ্রুবো বা।
যদ্বা বিধাতুঃ সকলাপি সৃষ্টি র্নৈকস্য পুংসোহপি
বিতৃপ্তয়ে স্যুঃ ॥ *

সসাগরা সমুদায় পৃথিবীর একাধিপত্য, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ত্রিভুবনের সমস্ত কামিনী, অথবা বিধাতার সমুদায় সৃষ্ট-বস্তু পাইয়াও যখন মাত্র একজন পুরুষেরই মন তৃপ্ত হয় না, তখন তৃষ্ণার আর বিরাম কোথায় ?

যে জগতে এক প্রাণীর জীবনধারণের জন্য, অপর প্রাণী শমন-সদনে প্রেরিত হয়, সেই সংসার-রূপ মহাশ্মশানে আশ্বাস-লাভের সম্ভাবনা কোথায় ? জল-বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণধ্বংসী এই অপার লোক-প্রবাহ কোথা হইতে নিরন্তর আগমন এবং কোন্

---

* মহাভারত।

স্থানেই বা নিয়ত গমন করিতেছে তাহা কেহই অবগত নহে *।

আজ যাহাকে দেখিতেছি, কাল হউক, পরশ্বঃ হউক, দুই দিন, দশ দিন, বা দশ বৎসর পরে হউক, আর তাহাকে দেখিতে পাইব না, আমাদের সমসাময়িক পশু পক্ষী মানব প্রভৃতি যাবতীয় চেতন পদার্থকেই একশত বৎসরের মধ্যে জীবলীলা শেষ করিতে হইবে। শত বৎসর পরে, নূতন জগতে নূতন চেতনপদার্থসমূহ নূতনভাবে লীলা করিতে ব্রতী হইবে। স্বীকার করি বটে, ঐ যে অচেতন হিমগিরি স্বীয় অভ্রভেদী শৃঙ্গ সমূহ অনন্ত আকাশের সহিত মিশাইয়া দিয়া, যাবতীয় চেতন পদার্থের জীবন যে শতবর্ষমাত্রস্থায়ী, ইহার সাক্ষ্যপ্রদানচ্ছলে, সদর্পে শত শত শতাব্দী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কিন্তু কে বলিতে পারে ঐ হিমাচলই আবার মুহূর্ত্তমধ্যে অতলজলধিতলে নিমজ্জিত হইতে পারে না? আজ দেখিতেছি যথায় জলচর-জন্তু-সমাকীর্ণ অতল-জল-রাশি উত্তুঙ্গ-তরঙ্গাকুল হইয়া অতি ভীষণাকৃতি ধারণ পূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন করিতেছে, কে বলিতে পারে, এক বা দুই মাস মধ্যে তথায় উচ্চ-শিখরসমন্বিত মহীধর-সমূহ গগনমণ্ডল আলিঙ্গন করিয়া তুষার-মণ্ডিত-কলেবরে বিরাজিত হইতে পারে না? আকাশের খণ্ডন, বায়ুর বন্ধন, এবং তরঙ্গ-মালার গ্রন্থন যুক্তিসিদ্ধ হইলেও পরমায়ুর স্থিরতা বিষয়ে কোন প্রকারেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। এই সময়ে স্বামীজীর মনে কিরূপ তীব্র বৈরাগ্য-সঞ্চার হইয়াছিল, বুঝা যাইতেছে।

---

* অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথাপরে,
শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ। কঠোপনিষদ্
প্রথমবল্লী ৬ মন্ত্র ॥

অতএব মতিরাম স্থির করিলেন যে "বেলাবেলি"—

যল্লাভাৎ নাপরো লাভো যৎ সুখাৎ নাপরং সুখং,

যজ্‌-জ্ঞানাৎ নাপরং জ্ঞেয়ং,—

সেই পরম ব্রহ্মের সম্যক্ অবধারণ-হেতু পরম পথের পথিক হইতে হইবে।

যাহা একমাত্র সত্যের আশ্রয়, দেহাদি-উপাধিবিহীন এবং সর্ব্বপ্রকার ভ্রান্তিশূন্য, যাহাকে অবলম্বন করিলে জীবকে শোক-মোহাদির বশবর্ত্তী হইতে হয় না, যে অবস্থায় থাকিলে শোক তাপের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, জীবনই থাকুক বা মরণই হউক, তাহাই অবলম্বন করিব। আজ যদি নির্ম্মলবুদ্ধি-সহকারে বিকৃত-মন সুস্থির না করি, কাল তাহার অবসর কোথায়? ফলতঃ বিষয়-বৈষম্যই প্রকৃত বিষ, বিষ বিষ নহে। যেহেতু বিষ এক জন্ম মাত্র নষ্ট করে, কিন্তু বিষয় পরজন্মও নষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং পিতৃ-আজ্ঞা কিরূপে পালন করিতে পারি?

কামক্রোধৌ লোভমোহৌ দেহে তিষ্ঠন্তি তস্করাঃ।
জ্ঞানরত্নাপহারায় তস্মাৎ জাগৃত জাগৃত॥

আমার নিজ দেহরূপ গৃহে কামক্রোধলোভমোহাদি তস্করগণ জ্ঞাননিধি-হরণ-মানসে প্রবেশলাভ করিয়াছে, অতএব আমাকে এইক্ষণেই অজ্ঞাননিদ্রা পরিহার করিতে হইবে।

মাতা নাস্তি পিতা নাস্তি নাস্তি বন্ধুসহোদরঃ।
বিত্তং নাস্তি গৃহং নাস্তি তস্মাৎ জাগৃত জাগৃত॥

আমার মাতা নাই, আমার পিতা নাই, আমার স্ত্রী নাই, আমার গৃহ নাই, অতএব অদ্যই নিশিশেষে আমি গৃহ ত্যাগ করিব।

অমেধ্যপূর্ণেকৃমিজালসঙ্কুলে স্বভাবদুর্গন্ধিবিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে রমন্তি মূঢ়াঃ বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥
আদিত্যস্য গতাগতেরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবিতং,
ব্যাপারৈর্বহুকার্য্যকারণশতৈঃ কালোঽপি ন জ্ঞায়তে।
দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিয়োগমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে,
পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ॥

ইহা ভাবিয়া কৃতসঙ্কল্প, স্থিরপ্রতিজ্ঞ মতিরাম, সূতিকা-গৃহে গৃহস্থাশ্রমধারণের ফল পুত্রমুখ নিরীক্ষণার্থ গমন করিলেন। তখনও কেহ জানিতেন না যে তিনি সেই রজনীতেই গৃহত্যাগ করিবেন। মতিরাম জন্মের মত পুত্রমুখ দর্শন করিয়া, নানাবিধ পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের শ্রেণীবদ্ধ পরিণামফলস্বরূপ বিত্ত কলত্রপ্রভৃতি পার্থিব বস্তু পরিত্যাগ করিয়া সেই নিশিশেষেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন *।

* Was there a man in the world who could stand unmoved by the tenderness of a loving wife and the fondness of a cherub boy except the Great Divine Buddha and Sri Gouranga? "*Swami Bhaskarananda*"—A. B. Patrika.

12. 2. 1901.

পঞ্চম অধ্যায়।

যোগশিক্ষা।

গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তীক্ষ্ণবিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মতিরাম মহাকালেশ্বরশিবপুরী উজ্জয়িনী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। উজ্জয়িনীর ন্যায় বিখ্যাত প্রাচীন স্থান ভারতে অতি অল্পই আছে। এই উজ্জয়িনী নগরীই এককালে কালীদাস, বরাহমিহির প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মনীষিগণের বিভিন্নপথগামী প্রতিভা সকলের ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। সিপ্রানদী পূর্ব্বতীরে উজ্জয়িনী নগরীর পূর্ব্বগৌরবের নষ্টাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া, মহাকালপুরীর বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া যেন মর্ম্মাহতা হইয়া কল কল রবে শোকধ্বনি করিতে করিতে প্রবাহিতা হইতেছে। কাশীর ন্যায় সিপ্রাতীরে প্রস্তরময় প্রাচীন অট্টালিকা, মঠ, উচ্চচূড়াসমন্বিত দেবমন্দির প্রভৃতি অবস্থিত থাকায়, উহার তীরের দৃশ্য সাতিশয় মনোহর বলিয়া বোধ হয়। কাশীক্ষেত্রে যেরূপ অসিসঙ্গম ঘাট, দশাশ্বমেধঘাট, কেদারঘাট, মণিকর্ণিকাঘাট, পিশাচমোচনঘাট প্রভৃতি প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট আছে, সিপ্রাতটেও তদ্রূপ রামঘাট, দত্তাত্রেয় ঘাট, পিশাচমুক্তেশ্বর ঘাট প্রমুখ অনেকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট আজও দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীধামের ন্যায় এই সমুদায় ঘাটেও প্রত্যহ বহুসংখ্যক পরমহংস, দণ্ডী, ব্রাহ্মণ অন্যান্য গৃহস্থ ও গৃহস্থমহিলাগণ পূজা ও স্তোত্রপাঠকার্য্যে ব্যাপৃত

হইয়া সিপ্রাতটের স্বাভাবিক শোভা অধিকতর বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

সিপ্রাতটের অনতিদূরে পূর্ব্বকথিত মহাকালেশ্বর শিবের মন্দির অবস্থিত। কাশীধামের বিশ্বনাথের মন্দির অপেক্ষা এই মন্দির অধিকতর বৃহৎ। মন্দিরের দক্ষিণদেশে একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে; ঐ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেই একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে অবতরণ করিলে, একটী গৃহে অতি বৃহৎ একটি শিব নয়নগোচর হয়, ইনিই মহাকাল। এখানকার পূজাপদ্ধতি অতি সুন্দর; উজ্জয়িনীর ভক্তপ্রধানা ব্রাহ্মণমহিলা কর্ত্তৃক কোমল কণ্ঠে মহিম্নস্তবের আবৃত্তি শ্রবণ করিলে, পাষাণের হৃদয়েও ভগবৎপ্রেমের সঞ্চার হইয়া থাকে। মতিরাম উজ্জয়িনীতে আসিয়া এই শিবমন্দিরের অনতিদূরে একটি নির্জ্জন গৃহে, ঈশ্বরচরণারবিন্দধ্যানে রত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতি প্রত্যুষেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সিপ্রানদীতে অবগাহন করিতেন এবং সিপ্রাকুলেই সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক, মহাকালমন্দিরে আগমন করিয়া মহাদেব দর্শনান্তে চলিয়া যাইতেন। তিনি কপর্দ্দকহীন হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন; সুতরাং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য তাঁহার এক্ষণে জীবনধারণের একমাত্র উপায় হইল।

মতিরাম জনকোলাহলপূর্ণ উজ্জয়িনী নগরীতে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সিপ্রাতটে, উজ্জয়িনীর যেখানে মৃতদেহ সমূহ দাহ হইয়া থাকে, অধিকাংশ সময়ই তাঁহার তথায় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

অবন্তী ও উজ্জয়িনীর প্রাচীন দৃশ্যগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। সিপ্রানদীর উত্তরদিকে বহুদূর গমন করিলে মহর্ষি সন্দীপনের

আশ্রম পাওয়া যায়। এই আশ্রমের নিকট কয়েকটি সাধুর কুটীর ও দেবমন্দির আছে। মতিরাম কিছুদিন পরে, লোক-কোলাহলময় মহাকালপুরী পরিত্যাগ করিয়া এইখানে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইস্থান হইতে বহুদূর দক্ষিণে ভর্ত্তৃগুহা। যে গুহাতে অবস্থিতি করিয়া, বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ ভর্ত্তৃহরি যোগাভ্যাস করিতেন, সেই গুহা অদ্যাবধি ভর্ত্তৃহরিগুহা নামে খ্যাত আছে। এইগুহা দিবাভাগেও অতিশয় অন্ধকার। ইহার মধ্যে যতই প্রবেশ করা যায়, ততই যেন বোধ হয়, ইহার শেষ নাই। মতিরাম কখন কখন গভীর নিশীথে এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবদারাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। উজ্জয়িনীর এই অংশটি অতি নির্জ্জন। এই স্থানে আসিতে আসিতে, পথের উভয় পার্শ্বে বহু সংখ্যক মনুষ্যকঙ্কাল ও নরমুণ্ড প্রভৃতি পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মতিরাম মুহূর্ত্তমধ্যে সংসারের সকল পদার্থই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া, কয়েক মাস এক মনে মহাকালের অর্চ্চনায় অতিবাহিত করিলেন; জনকোলাহলময় নগরী পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানে বিরলে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; গভীর নিশীথে নিঃশঙ্কচিত্তে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের পার্শ্বে, ঘোরান্ধকারাচ্ছন্ন ভর্ত্তৃগুহায় আসিয়া, মধ্যে মধ্যে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন, তাঁহার দেখা না পাইয়া সমস্ত জগৎ যেন তাঁহার নিকট শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। তিনি গৃহবাসী ছিলেন, সন্ন্যাসী হইলেন, কুল ত্যাগ করিয়া অকূলে ভাসিতে লাগিলেন।

এইরূপে উজ্জয়িনীতে আসিয়া কিছুদিন গত হইলে, একদিন সহসা তাঁহার মনে উদয় হইল, যে, তিনি যোগ শিক্ষা করিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে একটি আশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইল;

তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, তিনি কি যোগ শিক্ষা করিবার প্রকৃত অধিকারী হইতে পারিয়াছেন? এক ত সত্য ত্রেতা দ্বাপরে অনুষ্ঠিত যোগক্রিয়াতে কলির অন্নগতপ্রাণ, অল্পায়ুঃ জীবের অধিকারই নাই, তাহার উপর আবার যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

নারাণ্যসেবনাৎ যোগো নানেকগ্রন্থচিন্তনাৎ।
ব্রতৈর্যজ্ঞৈস্তপোভির্বা ন যোগঃ কস্যচিদ্ভবেৎ॥
ন মন্ত্রমৌনকুহকৈরনেকৈঃ সুকৃতৈস্তথা।
লোকযাত্রাভিযুক্তস্য যোগো ভবতি কস্যচিৎ॥

লোকযাত্রায় অভিযুক্ত অর্থাৎ বিষয়বিরাগী পুরুষেরই যোগ-সিদ্ধি হইয়া থাকে। তবে কি তাঁহার মনে যোগশিক্ষাপযোগী বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে? এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় তিনি শঙ্কাকুল হইয়া পড়িলেন।

পৃথিবীতে ঈশ্বরপ্রেমিকগণের লীলা বুঝা ভার। যিনি মুহূর্ত্ত-মধ্যে পতিপরায়ণা স্ত্রী, প্রাণপ্রতিম পুত্র ও অতুল বিভব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎপ্রাপ্তির লালসায়, পথের কাঙ্গাল সাজিতে পারিয়া-ছিলেন, সেই সাক্ষাৎ বৈরাগমূর্ত্তি মতিরাম যোগশিক্ষার প্রকৃত অধিকারী হইতে পারিয়াছেন কি না, এ সমস্যার মীমাংসার জন্য আজ চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক বহু চিন্তার পর মতিরাম স্থির করিলেন যে যোগশিক্ষাই তাঁহার প্রধান করণীয় বিষয়।

সংসারক্ষেত্রে বহুতর প্রতিভাসম্পন্ন মহারথগণ ভিন্ন ভিন্ন মার্গাবলম্বী হইয়া সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকেন, কিন্তু যে যে বিষয় সাধনে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হন, সকল বিষয়েই তাহারা সিদ্ধিমনোরথ হইতে পারেন না, কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদিগকেও ব্যর্থকাম হইতে হয়; কিন্তু ধর্ম্মজগতের নিয়ম

স্বতন্ত্র। ভগবৎপ্রেমিক যদি একবার ভগবানের উপর পূর্ণভাবে বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর কিছুর জন্যই ভাবিতে হয় না, যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, সেই কার্য্যেই তাঁহার সিদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে; কারণ বিশ্বনিয়ন্তা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ভক্তের জন্য সমুদায় বস্তু আয়োজন করিয়া রাখিয়া দেন। যেখানে দেখা যায় কোন সাধক ধর্ম্মসাধনে ব্রতী হইয়া নানা প্রকার বিঘ্নপরম্পরায় ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, সেই খানেই বুঝিতে হইবে সাধক ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরতা স্থাপন করিতে শিখিতে পারেন নাই। সংসারের কোন না কোন বস্তুর উপর আসক্তি থাকায়, সংসারের সীমার মধ্যে সাধক তখনও অবস্থিত রহিয়াছেন, নতুবা ভগবানকে ধর্ম্মসাধনের পথে অন্তরায় হইতে কোন যুগে কোন কালে দেখা যায় নাই। কেন না ভগবানের ভক্তবৎসল নাম যে অব্যর্থ।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। আমি যদি ধর্ম্ম চাই, সঙ্গে সঙ্গে সংসারসুখেরও অভিলাষী হই, তাহা হইলে ধর্ম্মসাধনে তৎপর হইয়া যে পরিমাণ উন্নতির আমি প্রার্থী তাহাই আমার লাভ হইয়া থাকে; তদতিরিক্ত উন্নতিলাভে যত্নবান হইলেই, নানাপ্রকার বিঘ্ন আসিয়া আমার সাধনের পথে অন্তরায় হয়। কিন্তু যুবা মতিরাম সংসারের সকল বিষয়ের উপর বীতভৃষ্ণ হইয়াছিলেন; জ্ঞানোন্মেষের পর যে কয় দিন মাত্র সংসারে ছিলেন, সংসারের সকল পদার্থই তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইয়াছিল, সুতরাং ভগবান যে অতঃপর তাঁহার সকল বিষয়েই সহায় হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। যে দিন যে সময়ে তিনি ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত সংসারত্যাগরূপ পুরুষকার অবলম্বনে অভিলাষী হইয়াছিলেন, সেই দিন, সেই ক্ষণ হইতেই, তিনি

ভগবানের 'আপনার জন' হইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যখন যে কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহাই যে সফল হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। মনুষ্যজীবনে চিত্তের একাগ্রতাসাধনই প্রকৃত পুরুষকার। কতকগুলি সূর্য্যরশ্মিকে একস্থানে সংগৃহীত করিতে পারিলে, অগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই হেতু যে রাত্রে মতিরাম সঙ্কল্প কবিলেন যে যোগশিক্ষা করিবেন, তৎপরদিনই দাক্ষিণাত্যের পরমহংসপ্রবর স্বামী পূর্ণানন্দ সরস্বতী* নামক জনৈক জীবন্মুক্ত যোগিপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন।

যোগী পূর্ণানন্দ তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে উজ্জয়িনীতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং জ্বলন্ত বৈরাগ্যমূর্ত্তি মতিরামকে যোগশিক্ষার প্রকৃত অধিকারী বিবেচনায়, পরমাদরে তাঁহাকে যোগশিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন।

একটি যোগসাধনোপযোগী ক্ষুদ্রদ্বারবিশিষ্ট মন্দিরাভ্যন্তরে কুশাসনোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া মতিরাম প্রাণায়ামসিদ্ধ্যর্থ পবনাভ্যাস করিতে লাগিলেন। প্রথম যোগশিক্ষার্থীর স্ত্রীসঙ্গ, অম্ল, রুক্ষদ্রব্য, ঝাল, লবণ, অলসতা, সর্ষপ, বহুভ্রমণ, প্রাতঃস্নান, তৈলাদি শৈত্য দ্রব্য, উপবাস, প্রিয়াপ্রিয়াদিভেদে বহু আলাপ-করণ, অতিশয় ভোজন, অসত্য কথন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হয়। পরন্তু পুণ্যবান্ মতিরাম সংসার ত্যাগের পূর্ব্বে, এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে আর নূতন করিয়া তিনি কি পরিত্যাগ করিবেন?

প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে ও মধ্যরাত্রে, এই চারিবারে, প্রত্যেক বারে মতিরাম বিংশতি সংখ্যায় কুম্ভকাভ্যাস করিতে

* ইনি কাশীধামের তান্ত্রিক ৺পূর্ণানন্দ স্বামী নহেন।

লাগিলেন। এক মনে, এক ধ্যানে, এইরূপে কুম্ভকাভ্যাস করিতে করিতে এক মাসের মধ্যেই তিনি ইহাতে সিদ্ধি লাভ করিলেন। যে প্রাণায়াম দ্বারা কেবল মাত্র নাড়ীর পরিশুদ্ধি করিতে মাসত্রয় আবশ্যক হয়, এই প্রাণায়ামে তিনি এক মাস মধ্যেই সিদ্ধ হইলেন। না হইবেন কেন? বাল্যকালে যে তিনি দুই মাসের মধ্যেই দুরূহ পাণিনি ব্যাকরণখানি আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন!

প্রাণায়ামে সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার সিদ্ধি তাঁহার করায়ত্ত হইল কিন্তু দুই একটি সিদ্ধি ভিন্ন অপর সমুদয় বিভূতিই তাঁহার নিকট ধর্ম্মসাধনের বিষম অন্তরায়স্বরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল; এবং দুই একটি লোক ভিন্ন অপর কাহারও নিকট তিনি যোগসিদ্ধির পরিচয় কখনই প্রদান করিতেন না। কারণ তিনি বলিতেন, যোগের কাল অতীত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং কলিকলুষিত মনুষ্যগণকে যোগের বিভূতি সমূহ প্রদর্শন করান কখনই কর্ত্তব্য নহে; তাহা হইলে তাহারা কলিকালোচিত ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যোগসাধনার্থ বৃথা পরিশ্রম করিয়া "ইতো নষ্ট স্তুতো ভ্রষ্টঃ" হইয়া পড়িবে। ইহকাল নষ্ট হইবে অর্থাৎ যোগ সাধন করিতে গিয়া উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইবে, পরকাল ত নষ্ট হইবেই, কারণ কলিতে ভক্তিমার্গই প্রশস্ত।

প্রাণায়ামসিদ্ধ হইলে সাধকের যে সকল সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে তাহা যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"যোগী পদ্মাসনস্থোঽপি ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে।
বায়ুসিদ্ধি স্তদা জ্ঞেয়া সংসারধ্বান্তনাশিনী॥"

পদ্মাসনস্থ হইয়া যোগী যখন পৃথ্বীতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূন্য-

মার্গে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবেন, তখনই বুঝিতে হইবে যে তাঁহার বায়ুসিদ্ধি হইয়াছে।

প্রাণায়ামেন যোগীন্দ্রো লব্ধ্বৈশ্বর্য্যাষ্টকানি বৈ।
পাপপুণ্যোদধিং তীর্ত্বা ত্রৈলোক্যচরতামিয়াৎ॥

অর্থাৎ প্রাণায়ামসাহায্যে যোগী অণিমা লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পাপপুণ্যরূপ সমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভ করতঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে থাকেন *।

প্রাণায়াম সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইলে, সাধকের বাহ্যব্যাপারজ্ঞান লুপ্ত হয়। সে সময়ে তাঁহার শরীরের উপরে সজোরে আঘাত করিলে বা তাঁহার নিকট বিকট চীৎকার করিলেও তাঁহার কিছুই উপলব্ধি হয় না।

সাধারণতঃ দীক্ষাগ্রহণান্তে শিষ্যমাত্রেই মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। ইহাও এক প্রকার যোগ। ইহাকে মন্ত্রযোগ বলে।

* "When this mystic union is effected, the yogi is liberated in his living body from the clog of material incumbrance and acquires an entire command over all worldly substance. He can make himself lighter than the lightest substance, heavier than the heaviest, can become as vast or as minute as he pleases, can traverse all space, can animate any dead body by transferring his spirit into it from his own frame, can render himself invisible, can attain all objects, become equally acquainted with the past, present and future and is finally united with Siva, and consequently exempted from being born again. The superhuman faculties are acquired in various degrees, according to the greater or less perfection with which the initiatory processes have been performed"—*Sketch of the Religious Sects of the Hindus* (p. 131)—Professor H. H. Wilson.

যোগ আরও তিন প্রকার আছে যথা—লয়যোগ, রাজযোগ ও হঠযোগ। রাজযোগের অভ্যাস তিন প্রকারে করিতে হয়। প্রথম ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা; দ্বিতীয় মনঃসংযম, তৃতীয় বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপে মনের যে লয়; প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনকেই যোগ বলে।

প্রাণায়ামে সিদ্ধিলাভ করিয়া মতিরাম অন্যান্য যোগক্রিয়া-সাধনে রত হইলেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার ঘটাবস্থা-প্রাপ্তি হয়। এই সময়ে তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন, কেননা যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

প্রাণাপাননাদবিন্দুজীবাত্মপরমাত্মনঃ।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে॥

যেহেতু প্রাণ, অপান, নাদ বিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মা একত্র মিলিত হয় সেই হেতু এই অবস্থাকে ঘটাবস্থা বলে।

যদা ভবেৎ ঘটাবস্থা পবনাভ্যাসিনঃ পরা।
তদা সংসারচক্রেঽস্মিংস্তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ॥

প্রাণায়ামের অভ্যাসে রত যোগীর যখন ঘটাবস্থা হয়, তখন ইহ জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা সেই যোগীর দুষ্প্রাপ্য হয়।

যে হৃদবিহারী প্রাণসখার দর্শনাভাবে, সংসার বিষবৎ বোধ হইয়াছিল, প্রিয়তমা স্ত্রী, সদ্যোজাত শিশুসন্তান, পূজনীয় পিতা মাতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে পরমাত্মীয় পরমাত্মদেবের অনুসন্ধানে শোকাকুলচিত্তে পলকে প্রলয় জ্ঞান করিয়া উন্মাদবৎ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন আজ নবীন যুবা মতিরাম সেই বিশ্বনিয়ন্তাকে যোগবলে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ আবার কি? যে জগৎজীবনকে দেখিবার নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন,

তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু কয়েক দিনের জন্য সেই অবর্ণনীয় দর্শনসুখ উপভোগ করিতে না করিতে প্রাণসখা জড়-সমাধিসম্পন্ন মতিরামের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে যোগী মতিরাম সোঽহং জ্ঞানে সমুদ্ভাসিত হইয়া জগন্ময় ব্যাপ্ত পরমাত্মাকে আপনাতে অবলোকন করিতে লাগিলেন! *

তদনন্তর তিনি জিহ্বাকে তালুমূলে সংস্থাপন পূর্ব্বক, প্রাণবায়ু-পানরূপ যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন; যেহেতু যোগশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে যাবৎ এবম্প্রকার সাধনে সিদ্ধিপ্রাপ্তি না ঘটিবে তাবৎ যোগক্রিয়ায় অবশ্য বৃত থাকিবে, নতুবা পূর্ব্বাভ্যস্ত যোগ সকল ভ্রষ্ট হইয়া যায়। তৎপরে সর্ব্বব্যাধিবিনাশন সর্ব্বাসন-শ্রেষ্ঠ সিদ্ধাসন, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উগ্রাসন প্রভৃতির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর উভয় ভ্রূর মধ্যে সুদৃঢ়া দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, বিপরীতগামিনী জিহ্বাকে যত্নপূর্ব্বক সুধাকূপস্বরূপ তালুকুহরে সংযোজন পূর্ব্বক খেচরী মুদ্রা এবং জালন্ধর বন্ধ, উড্ডানবন্ধ প্রভৃতি বিবিধ সাধনে ব্রতী হইলেন।

* বিলাতের বিখ্যাত পণ্ডিত ওমান সাহেব লিখিয়াছেন:—"In their ardour to gain admittance to the unknown world, whose echoes reached them, eager men would set themselves the task of systematically overcoming the intervening obstacles and out of such strivings, doubtless, arose the *Science* of *Yoga Vidya.* If in ecstasy the Christian saint believed himself to be in mysterious communion with Christ or the Virgin, it is only natural and in accordance with his beliefs, that the pantheistic Hindu, when he reached the state in which he became ***insensible to external stimuli, should,*** in the inner glorious world of his own imaginings, ***find himself*** (that is, his own soul) in complete union with the Universal Spirit—***The Mystics, Ascetics, And Saints of India.*** Professor John Campbell Oman. (Pages 179—180).

এই সমস্ত সাধনে সিদ্ধি লাভ করা তাঁহার পক্ষে বিন্দুমাত্রও কঠিন বোধ হয় নাই; কারণ তিনি যোগশাস্ত্রোক্ত অধিমাত্রতম সাধক ছিলেন। মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ এবং রাজযোগ এই চারি প্রকার যোগের মধ্যে দ্বৈতভাববর্জ্জিত রাজযোগ যেরূপ যে সে অধিকার করিতে পারে না, তদ্রূপ মৃদু সাধক, মধ্য সাধক, অধিমাত্র সাধক এবং অধিমাত্রতম সাধক এই চারি প্রকার সাধকের মধ্যে যে সে ইচ্ছা করিলেই অধিমাত্রতম সাধক হইতে পারে না।

অধিমাত্রতম সাধকের যে সমুদায় লক্ষণগুলি থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহার সমস্তই ছিল। তিনি বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করায় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সংসার ত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়ায়, তিনি মোহশূন্য ও উৎসাহযুক্ত ছিলেন। যুবা মতিরাম ভগবদ্দত্ত মনোহরকলেবরবিশিষ্ট ছিলেন। কাশীধামে গমন করিয়া বেদাদি পাঠ করায় তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, গৃহ হইতে বহির্গত হওয়ার পর যেখানে সন্ধ্যা সমাগত হইত, সেই খানেই আশ্রয়গ্রহণহেতু তিনি যথেচ্ছাচারস্থিত ও ভয়শূন্য ছিলেন। শৈশবকাল হইতেই তিনি ধীর স্থির ও বুদ্ধিমান ছিলেন, এবং উজ্জয়িনীতে আগমন করিয়া নির্জ্জন শ্মশান সমীপে বাসহেতু জনসঙ্গবিরত ও গুপ্তচেষ্ট ছিলেন। সুতরাং সর্ব্বলক্ষণভূষিত মতিরাম যে সাধনেই মনোযোগী হইতে লাগিলেন তাহাতেই তাঁহার সিদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটিতে লাগিল।

তদনন্তর তিনি প্রতীকসাধনে ব্রতী হইলেন। প্রতীক সাধনে সিদ্ধযোগীর দর্শনেও লোক সকল পবিত্র হইয়া থাকে। কিন্তু এই সাধনা অতি কঠোর। ইহাতে এক দৃষ্টিতে সূর্য্যের প্রতি সমস্ত দিন দৃষ্টিপাত করিয়া অবস্থিতি করিতে হয়। কথিত

আছে এই সাধনায় তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। কিন্তু প্রাণায়ামপ্রমুখ অশেষবিধ যোগে সিদ্ধ মহাযোগী মতিরামের দেহাঙ্গের এবম্প্রকার বিকার বহুদিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। * যিনি সমস্ত ভূমণ্ডলে প্রেমবিতরণার্থ পরমপুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি কয় দিন দৃষ্টিহীন হইয়া অবস্থিতি করিতে পারেন? তাঁহাকে যদি এইরূপে অন্ধ হইয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে হয় তাহা হইলে এই মোহান্ধ কলির জীবকে পথ প্রদর্শন করিবে কে? যতীন্দ্রচরিতে লিখিত হইয়াছে—

অণিমাদিকসিদ্ধিচয়া নিখিলা ননু যস্য দৃগঞ্চিতপক্ষ্মভবাঃ।
স রমেশ-দৃগর্চ্চিতপাদযুগো, গিরিশঃ স্মৃতিমেতি তদীক্ষণতঃ॥

স্বামীজীকে দর্শন করিলে বোধ হইত, যেন ইনিই সেই মহেশ্বর যাঁহার নেত্রপক্ষ্মসঞ্চালনে অণিমাদি সকল সিদ্ধিই লাভ হইয়া থাকে।

তমারাদ্ধুং গচ্ছৎ ক্ষিতিপতিশিরঃসঙ্গবিলসৎ-
কিরীটপ্রোতোজ্জ্বলমণিকিরণচিত্রস্তরুচয়ঃ।
অভূদ্ যদ্ ভূপানামনুগতরমা ভূষণরুচি-
র্ন তচ্চিত্রং যোগেঽনুচরতি যতঃ সিদ্ধিনিবহঃ।

অর্থ—স্বামীজীর আরাধনার্থ সমাগত ভূপতিবৃন্দের শিরোমুকুট প্রোথিত উজ্জ্বলমণিকিরণে প্রদীপ্ত হইয়া উদ্যানস্থ বৃক্ষগণ যে রাজানুগত লক্ষ্মীশ্রী ধারণ করিত তাহা আশ্চর্য্য নহে, কারণ সকল সিদ্ধিই যোগের দ্বারা লাভ হইয়া থাকে।

* ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং।
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২।১২॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সন্ন্যাসগ্রহণ ও কঠোর তপস্যা।

এইরূপে মহাযোগী মতিরাম, অশেষবিধ যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া নানা প্রকার যোগবিভূতিতে বিভূষিত হওতঃ, নির্ম্মল, নিঃশঙ্ক ও বিগতমৎসর হইয়া উজ্জয়িনীখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিছুকাল উজ্জয়িনী নগরীতে অবস্থানের পর, তিনি পুণ্যক্ষেত্র গুজরাট ও মালবদেশে ভ্রমণ করতঃ কিছুকাল তীর্থসেবা করিলেন। গুজরাট প্রদেশে দ্বারাবতী নগরীর এক মঠে অবস্থান করিয়া, চারি বৎসর কাল বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। তদনন্তর উজ্জয়িনী নগরীতে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, দীর্ঘকাল বিচার দ্বারা রজঃ ও তমোগুণ প্রনষ্ট করতঃ শুদ্ধসত্ত্বময় হইয়া অনন্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের ধ্যান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি কঠিন সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণে অভিলাষ করিলেন।

উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য, পরে গার্হস্থ্য, তৎপর বানপ্রস্থ, পর পর ক্রমে ক্রমে যথাশাস্ত্র সকল কর্ত্তব্যেরই তিনি পালন করিলেন, সুতরাং এক্ষণে সন্ন্যাসগ্রহণের সম্পূর্ণ উপযোগী হইলেন। বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিলে উক্ত মহাত্মা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে তিনটি আশ্রম যথোপযুক্তরূপে ভোগ করিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে এবং উপনয়নের পর অধ্যয়নকালে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম উপভোগ হইয়াছিল। অনন্তর বিবাহ ও

পুত্রোৎপাদন দ্বারা গৃহত্যাগের পূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত তিনি গৃহস্থাশ্রম ভোগ করিয়াছিলেন। তৎপরে উজ্জয়িনী গুজরাট ও মালব প্রভৃতি পুণ্যভূমে তীর্থভ্রমণকালে তাঁহার বানপ্রস্থাশ্রম ভোগ করা হইয়াছিল, সুতরাং তিনি উপযুক্ত সময়েই সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের বাসনা করিলেন।

এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এই অল্পবয়সে তাঁহার মনে প্রকৃত জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল, জগৎ তাঁহার নিকট ভ্রান্তিস্বরূপ অনুভূত হইতে লাগিল। তিনি জগতের সর্ব্বত্র, সেই অগোত্র, অগ্রাহ্য, অবর্ণ, অশ্রোত্র, অচক্ষু, অব্যয়, অজর, অমর, অশরীরী, অপাপবিদ্ধ, অকাম, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অরস, অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয়, সহস্ররশ্মি, স্বয়ম্ভু, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত. সুসূক্ষ্ম ভূতযোনিকে,—যিনি স্থির হইয়াও দূরে, অচল হইয়াও সর্ব্বত্র যান,—তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব আমরা, আমাদিগের কোন চেষ্টাই নাই, আমরা প্রতিপদে রজ্জু দর্শন করিয়া সর্পভ্রমে ভীত হইয়া কালাতিপাত করিতেছি, সুতরাং মায়ামোহও অপসারিত হয় না, আমরাও বশিষ্ঠোক্ত শান্তিলাভে বঞ্চিত হইয়া, মহা অশান্তিতে হাহাকার করিতে থাকি *। রাজা, রাণী, সম্রাট, দীন দরিদ্র সকলেরই এক দশা। প্রকৃত ভাগ্যবান্ পুরুষই প্রবল পুরুষকারসহায়ে "অনন্তসচ্চিৎ-সুখসিন্ধুসারে" নিমগ্ন হইতে সমর্থ হন; আর আমরা সংসারী সাজিয়া মায়ামৃগ ধরিবার জন্য চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে থাকি, আসল বস্তু ত্যাগ করিয়া ছায়ার অনুসরণে ব্যস্ত থাকি, একবারও মুহূর্ত্তের

* সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হনীশয়া শোচিতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ!—মুণ্ডকোপনিষদ্। ৩। ১। ২॥

জন্য ভাবি না যে জ্ঞান ভিন্ন অজ্ঞাননাশের দ্বিতীয় উপায় নাই। সুতরাং স্বপ্রকাশ আত্মরূপদর্শন আমাদের ভাগ্যে একবারে ঘটেই না, অধিকন্তু মোহ মায়া ভ্রম ছায়া সংসারস্বপ্ন পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া "জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ" আমরা কেবল মাত্র জন্মপরম্পরাই অর্জ্জন করিতে থাকি। কত সত্য ত্রেতা দ্বাপর অতীত হইয়া গেল কিন্তু আমাদের আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনের বিরাম নাই, কিছুতেই আমাদের আশা মিটিতেছে না!

কিন্তু যুবা মতিরামের মায়ামোহ অপসৃত হইয়াছিল, ভগবৎ-সত্বার উপলব্ধি হওয়ায়, তাঁহার হৃদয় ভূমানন্দে আপ্লুত হইতে লাগিল, সুতরাং সন্ন্যাসগ্রহণেরও প্রকৃত সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে তিনি এরূপ শুদ্ধসত্বময় হইয়াছিলেন, যে নবীন বয়স, বলিষ্ঠ শরীর, সুন্দর কান্তি, বিদ্বান্ ও পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা; রতিসমানা স্ত্রী, চন্দ্রপ্রতিম পুত্র, এ সকল বর্ত্তমান থাকিতে তিনি কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, এ প্রশ্ন তাঁহাকে দেখিলে কাহারও মনে উদয় হইত না। তাঁহাকে দেখিলে স্বতঃই হৃদয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সঞ্চার হইত। নবীন যোগী সংসারত্যাগের পর হইতে প্রগাঢ় ভক্তি-সহকারে যোগসাধনা করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রসন্ন বদনে অতুল, উৎসাহপূর্ণ প্রেম ও তাঁহার অকপট ভক্তি ও বিশ্বাস দেখিয়া দর্শকের মনে ভক্তিরসের উদয় হইত।

এই সময়ে ব্রহ্মজ্ঞ জীবন্মুক্ত দাক্ষিণাত্যের শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামী তাঁহাকে সাদরে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মতিরাম পূর্ব্ব নাম এবং তৎসহ কুল, বন্ধু, মান, অপমান প্রভৃতি মনের বিকার ও মোহোৎপাদক সমস্ত বিষয় যজ্ঞসূত্র সহ ত্যাগ করিলেন এবং গুরুদত্ত শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী সরস্বতী

নাম, সাদরে গ্রহণ করিলেন। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ এখন হইতে এই নূতন নামে খ্যাত হইলেন।

সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের পর স্বামী ভাস্করানন্দ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান করতঃ কিছুকাল রেবানদীতটে এক শ্মশানে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পবিত্রসলিলা জাহ্নবীর তটস্থিত সৃঙ্গিরামপুরে গমন করেন। তদনন্তর গঙ্গাস্নান করতঃ কিছুকাল গঙ্গার তটে তটে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। যে পুত্রের জন্মের পর স্বামীজী গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, এই সময়ে সেই পুত্র মানবলীলা সম্বরণ করেন ও তাঁহার মৃত্যুসংবাদ স্বামীজীর কর্ণগোচর হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রের একাদশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। স্বামীজী সেই একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহার দুঃখেতে কোন প্রকার উদ্বেগবোধ থাকে না, যিনি পুত্রকলত্রাদির প্রতি এককালে নিঃস্নেহ, যিনি শুভাশুভ ঘটনা ঘটিলে বিচলিত হন না, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলা যায় *।

গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতে করিতে স্বামীজী পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া পুনরায় গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে ফতেপুর জিলার অন্তর্গত অসনী নামক এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে কিছুকাল একটি বৃদ্ধপণ্ডিতের সহিত তিনি অবস্থিতি করেন। এই স্থানে সন্ন্যাসাশ্রমের চিহ্নস্বরূপ যে দণ্ড ধারণ করিতেন, তাহাও আত্মচিন্তাবিরোধী বিবেচনা করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন * ; কারণ যে

* গীতা ২।৫৬—৫৭

উদ্দেশ্যে লোকে সন্ন্যাসী হয়, তাহা তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশলাভের পূর্ব্বে সংসাধিত হইয়াছিল।*

অসনীতে স্বামীজী কিছুকাল নির্জ্জনে ভগবদারাধনা করিয়া কানপুর নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণবংশোৎপন্ন রামচরণ নামে এক ধার্ম্মিক পণ্ডিত ভগবৎ-চরণলাভকামনায় তাঁহার শরণাগত হইলেন এবং ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব গয়াদত্ত নামে এক ব্যক্তি এই স্থানে স্বামীজীর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্বামীজী রামচরণ, গয়াদত্ত ও রামনারায়ণ দ্বিবেদী নামক অপর একটি ভক্তকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় জন্মভূমি মৈথেলাল-পুরে গমন করিলেন; গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। মৈথেলালপুরে স্বামীজী পিতা মাতা ও পুত্রবিয়োগ-বিধুরা স্ত্রীকে দর্শন করিলেন কিন্তু মায়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণ মনকে আর মোহিত করিতে পারিল না। তিনি সকলকেই সংসারের অসারতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া অনতিবিলম্বে সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

মৈথেলালপুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া তিনি পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিলেন এবং কেবলমাত্র কৌপীনধারী হইয়া, গঙ্গাতীরে, এক বৃক্ষের মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুর ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া বেদবিহিতমার্গানুযায়ী

* ন যতেরাশ্রমঃ প্রায়ো ধর্ম্মহেতুর্মহাত্মনঃ।
শান্তস্য সমচিত্তস্য বিভৃয়াদুত বা ত্যজেৎ॥ সপ্তম স্কন্ধ ১৩।৯। শ্রীমদ্ভাগবত।

সাধন চতুষ্টয় * অবলম্বন করিলেন। বর্ষার বারিধারায় তাঁহার দেহ সিক্ত হইত, প্রখর সূর্য্যোত্তাপ তাঁহার অঙ্গ ঝলসিয়া দিত, পৌষের দারুণ শীতে বস্ত্র দ্বারা দেহ আচ্ছাদন ত দূরের কথা, নিকটে অগ্নি পর্য্যন্তও প্রজ্বলিত করিতেন না। আহারের নিমিত্তও অন্যত্র গমন করিতেন না, মৌনী ছিলেন বলিয়া ইঙ্গিতের দ্বারাও কাহার নিকট কিছুই প্রার্থনা করিতেন না, যাঁহার যাহা ইচ্ছা হইত, সেই বৃক্ষতলে আসিয়া তাঁহাকে প্রদান করিয়া যাইতেন। এইরূপ কঠোর সাধনায় তাঁহার তিন বৎসর অতীত হয়। কলিযুগে, সাধনচতুষ্টয় অবলম্বন করতঃ কঠোর তপশ্চরণের উদাহরণ অতি বিরল।

সাধারণের ধারণা আছে যে জ্ঞানমার্গে সাধনা অতি কঠোর; কিন্তু ভক্তিমার্গে সাধনা দ্বারা ভগবৎলাভ কি সহজ? কখনই নহে। আর সহজই হউক, কঠোরই হউক, অন্তিমে জ্ঞান

* সাধন চতুষ্টয় যথা—প্রথম নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক; ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এবম্প্রকার দৃঢ় জ্ঞান। দ্বিতীয়—পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার ভোগে বিতৃষ্ণা; বান্ত অন্ন (বমি), মূত্রাদি ভোজনে যেরূপ অনিচ্ছা, পুষ্পমাল্য, চন্দনাদি ভোগ্য-পদার্থেও সেইরূপ বিতৃষ্ণা। অমুত্র অর্থাৎ গোলোক ধ্রুবলোকবাসাদি যাবতীয় দেবভোগে পূর্ব্বের ন্যায় বিতৃষ্ণা। তৃতীয়—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা। পরমাত্মবিষয়ক মনন শ্রবণ ভিন্ন সাংসারিক সকল বস্তু হইতে মনের সংযমকে শম ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে দম বলে। আত্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে মনের নিয়োগকে উপরতি বলে। শাস্তিপ্রদানে সামর্থ্য থাকিলেও অপরের অপরাধ সহ্য করাকে তিতিক্ষা বলে। ব্রহ্মানুধ্যানে রত মন যে যে সময়ে বাসনা বশতঃ বিষয়গত হয়, সেই সেই সময়ে জাগতিক পদার্থের নশ্বরত্বাদি দোষ দেখিয়া, ব্রহ্মেতে ঐ মনের যে একাগ্রতা, তাহাকে সমাধান বলে। শ্রদ্ধা—অর্থাৎ গুরু ও বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস। চতুর্থ—মুমুক্ষত্ব।

ভিন্ন জীবের উদ্ধার নাই। স্বধর্ম্মপরায়ণ সুবিখ্যাত স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন :—

আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। সর্ব্বত্রৈষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতীতি।" বেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদ।

ইহার অর্থ এই যে, "এই সব আত্মা। ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, যে আত্মায় রত হয়, আত্মাতে ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাজ (আপনার রাজা) হয়। ইহাই যথার্থ ভক্তিবাদ।"*

জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। ভক্তিমার্গে সাধনা দ্বারা সাধকের ভগবদ্দর্শন হইলেও নিস্তার নাই, সাধককে ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে। কারণ যোগবাশিষ্ঠে নির্ব্বাণপ্রকরণে মহামুনি বশিষ্ঠ ভগবান রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন :—

"বৎস, আত্মপদই পরম পদ; ইহা আমি তোমাকে বার বার বলিয়াছি। ঐশী শক্তির অনন্ত প্রভাবে আকাশের সহিত সমুদায় পৃথিবী প্রলয়কবলে নাশপ্রাপ্ত হয়। কালবশে দিক্ সকল অদৃশ্য, সমুদ্রও শুষ্ক, অধিক কি কালবশে প্রহ্লাদ ধ্রুব ও অমর দেবগণ মৃত্যুর বশীভূত হন, যমকেও নিয়মিত, বায়ুকেও ব্যোমত্বে পরিণত, চন্দ্রকেও লীন, সূর্য্যকেও ক্ষীণ এবং অগ্নিকেও বিলীন হইতে হয়। আবার নিয়তি, কাল, আকাশের কথা দূরে থাকুক্, পৃথিবীনাশের সঙ্গে সঙ্গে, ব্রহ্মা বিষ্ণু এমন কি সংহারকর্ত্তা মহাদেবেরও সংহার হইয়া থাকে।"

হিন্দুশাস্ত্রে তিনটি পথ নির্দ্দিষ্ট আছে; কর্ম্মমার্গ, ভক্তিমার্গ,

* বঙ্কিম বাবুর অনুশীলন দেখুন।

ও জ্ঞানমার্গ। মার্গ তিনটি হইলেও, সকলের এক উদ্দেশ্য, সকলেই সেই এক মহাসাগরে গিয়া পড়িতেছে। অধিকন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ যে একটির চেষ্টা করিলে, অপরটি আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। একজন কর্ম্ম করিতেই ভালবাসেন, একজন ঈশ্বরকে ভালবাসিতে চান, আর একজন ঈশ্বরের তত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত হন। ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়া সাধক তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলে ভালবাসার পাত্রের স্বরূপনির্ণয়ে সমর্থ হন, ভগবানকে জানিতে জানিতে তাঁহার উপর ভালবাসা জন্মায়, আর সকাম কর্ম্মবলে গোলকবাসী হইলেও নিস্তার নাই, কর্ম্মক্ষয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় *। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারাও সাধক মৃত্যুবন্ধন ছেদন করিয়া আপ্তকাম হইতে পারেন। সকাম কর্ম্মের নিন্দা সর্ব্বত্র দেখা যায়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন :—হে দেবি! কর্ম্মপরিত্যাগ না হইলে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, শত যুগ ব্যাপিয়া কর্ম্ম করিলেও মুক্তিলাভ হয় না। †

পরমেশ্বরকে ভালবাসা ও পরমেশ্বরকে জানিবার চেষ্টা করা, উভয়ই এক। এই দুই পথকে বিরোধী বা একটিকে অপরটি অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করা উচিত নহে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে ভক্তিসাধিকাগণের আদর্শস্থানীয়া গোপবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিমোহিনী বংশী-সহায়ে যখন তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহারা আপনাদিগকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিলেন। যথা—

* কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্। গীতা ২।৪৩॥

† ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি! কর্ম্মসংন্যসনং বিনা।
কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেন্মুক্তিভাজনং॥ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র॥

আরুহ্যৈকা পদাক্রম্য শিরস্যা হ্যপরাং নৃপ।
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং নন্নু দণ্ডধৃক্॥ শ্রীমদ্ভাগবত
১০ম স্কন্ধ ৩০।২১॥

অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশাম্যতাম্।
দুষ্ট কালিয়! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা॥
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

ভক্তিগ্রন্থের আদর্শস্থানীয় শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইল :— "হে গোপগণ, তোমাদের বৃষ্টির জন্য কোন আশঙ্কা নাই, তোমরা নিঃশঙ্ক হও, আমিই (জনৈক গোপবালা) গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ।" সুতরাং যাঁহারা বলেন, "চিনি হইতে চাই না, চিনি খাইতে চাই" তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমরা চিরজীবনই চিনির উপভোগের নিমিত্ত লালায়িত থাকিব ও চিনির মাধুর্য্য আস্বাদন করিব। কথাটি বড়ই সুন্দর, কারণ সর্ব্বদা উপভোগের ইচ্ছাই আমাদের প্রবল। আমরা যাহা সম্মুখে দেখি তাহাই উপভোগ করিতে চাই, তাহারই কামনা আমাদের মনে সর্ব্বদা জাগে। কিন্তু এই কামনানিবৃত্তির বিষয় চিন্তা করিতে আমাদের কষ্ট বোধ হয়। আমরা কোন দিন পূর্ণকাম হইয়া নিবৃত্তির সুখময় রাজ্যে বিচরণ করিতে প্রার্থনা করি না; কোন দিন বিগতশোক হইয়া, যিনি জগতের কাম্য বস্তু সকল বিধান করিতেছেন, যিনি সকল কামনার পরিসমাপ্তি, যিনি যজ্ঞের অনন্তফল হিরণ্যগর্ভপদ, সেই আদিত্যবর্ণ, অজ্ঞানের পরপারস্থ * সর্ব্বভূতাশ্রয়, শান্তিময়ের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া বিশ্রাম লাভ করিতে চাই না, তাঁহার পুণ্যপ্রকাশিনী, অভয়া

* আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৩।৮॥

মঙ্গলারূপা তনু * দর্শন করিয়া অমৃতত্বলাভে বিন্দুমাত্রও অভিলাষী নহি, কেবল ভোগচিন্তায় নিরত। সুতরাং যতদিন আমার চিনি খাইবার স্পৃহা থাকিবে, ততদিন আমি সকামই থাকিব কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম হইবার জন্য বার বার উপদেশ দিতেছেন। এই হেতুবশতঃ কামনাশূন্য হওয়াই প্রার্থনীয়। কামনা অপসৃত হইলে ভোগস্পৃহা স্বতঃই বিলীন হইবে। কিন্তু যতদিন কামনা পরিপূর্ণাবস্থায় না দাঁড়াইবে, ততদিন কেহই নিষ্কাম হইতে পারিবেন না। সুতরাং চিনির আস্বাদনের অনুরাগ থাকায়, চিনির চিন্তাজনিত ক্লেশ আমাকে পরিত্যাগ করিবে না। কিন্তু চিনি খাইতে খাইতে যে দিন রসনা পরিতৃপ্ত হইবে, সেই দিন চিনির চিন্তা অন্তর হইতে দূরীকৃত হইবে, তখন সেই পরিতৃপ্তি আমার হৃদয়ে আধিপত্য করিতে থাকিবে। তখন আমাতে ও চিনিতে প্রভেদজ্ঞান থাকিবে না। এই অবস্থাকে নিষ্কাম অবস্থা বলা যায়। যাঁহারা বলেন চিন্তা দ্বারা সেই বস্তুর স্মৃতি হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে কিন্তু তদ্বিষয়ক চিন্তা নিবৃত্ত হইলে স্মৃতিও বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং এ অবস্থায় যাহাতে চিন্তা বদ্ধমূল হইয়া থাকে, সেই অতৃপ্তিই প্রার্থনীয়। তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, চিন্তা যখন প্রবল হইয়া দাঁড়ায় তখন কি তন্ময়তা আসে না? তখন কি আর চিনি উপভোগ করিতে ইচ্ছা থাকে? তখন চিনিতে ও উপভোক্তাতে কি কোন প্রভেদ থাকে? তখন উপভোক্তা তন্ময়তা দ্বারা কি চিনির সারূপ্য লাভ করেন না? এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য বৈদিক শত শত মন্ত্রসাহায্যে, তাঁহার সমসাময়িক বৈষ্ণব শাক্ত শৈব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের সমস্ত

* যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরা পাপকাশিনী॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৩।৫॥

পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া, ভারতে অদ্বৈতবাদের বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান করেন। পরবর্ত্তী কালে যদিও বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী রামানুজস্বামী ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্য, অদ্বৈতমত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন, তথাপি শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতমতের গৌরব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

পদব্রজে ভারতভ্রমণ।

অসনী গ্রাম হইতে কিছু দূরে গঙ্গাতটে. স্বামীজী তিন বৎসর মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর সাধনা করিয়া পরিশেষে পদব্রজে ভারতের যাবতীয় তীর্থ-ভ্রমণার্থ বহির্গত হন। প্রথমে হরিদ্বারে গমন করিয়া চক্রতীর্থ ব্রহ্মকুণ্ডঘাটে স্নান ও কুশাবর্ত্তঘাটে শ্রাদ্ধাদি কৃত্য সম্পাদন করেন। হরিদ্বারে, ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের পুরোবর্ত্তী দৃশ্য বড়ই প্রাণমনোহারী। সম্মুখে কাক-চক্ষুবৎ-নীল-সলিলা সরিদ্বরা গঙ্গা—পরপারে বহুদূরে, অমল-ধবল-হিমানী-মণ্ডিত শতশৃঙ্গসমন্বিত অনন্তপর্ব্বতমালা—তাহার পশ্চাতে তুষারাবৃত ধবলগিরির, অনলঙ্কৃত স্থির গম্ভীর বিমল শান্ত শোভা দেখিলে মনে হয়, সংসারসংগ্রামনিরত ত্রিতাপতাপিত মানব ঐ স্থানে গিয়া বসতি স্থাপন করিতে পারিলে, সংসারের সকল জ্বালা হইতে মুক্ত হইতে পারে। সেই জন্য ত্রিকালদর্শী ত্রিলোচন, রত্নগর্ভা ভারতভূমির সমতলক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া, ঐ মহীধরশিখরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজী হরিদ্বার হইতে একাকী পদব্রজে গঙ্গোত্রীতীর্থে গমন করেন। হরিদ্বার হইতে বহুদূরে, হিমালয়পর্ব্বত মধ্যে গঙ্গোত্রী বা গোমুখী তীর্থ অবস্থিত। গোমুখীর যে দিকেই কেন দৃষ্টিপাত করা যাউক না, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল পরে পরে স্তরে স্তরে

সজ্জিত, তুষারাবৃত, শিখরসমন্বিত, গগনস্পর্শী শত শত পর্ব্বতমালা, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ।

গঙ্গোত্রী যাইতে পথিমধ্যে "ভীম কি উদ্ধার" নামক একটি পল্লীগ্রাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতে কিছু দূরে গমন করিয়া যাত্রীদিগকে একটি অত্যুচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হয়। এই পর্ব্বত অতিক্রম করিতে স্বামীজীর ক্লেশের অবধি ছিল না। জনৈক বলিষ্ঠ ইংরাজপুরুষ এই পর্ব্বত অতিক্রম করিতে কিরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুস্তকের একস্থানে লিখিত হইয়াছে*—"এক্ষণে দুই এক পদ উপরে উঠা আমাদের পক্ষে অতিশয় পরিশ্রমের কার্য্য হইয়া উঠিল। এমন কি সমতল ভূমির উপর চলিতে চলিতে আমার পদদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে আমার উদরে বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল। আমার অপরাপর সঙ্গীগণের কেহ কেহ প্রবল শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা বক্ষে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, অনেকেই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, এবং চলিতে চলিতে কাহারও নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল।"

ফ্রেসার সাহেব তাঁহার পুস্তকে, হঠাৎ এরূপ কেন হইল, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে গঙ্গোত্রী আসিতে পথিমধ্যে এই পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ দ্বিতীয় পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায় না। পথিক যত উচ্চে উঠিতে থাকেন, বায়ুও

---

* Every few paces of ascent seemed now an insuperable labour and even in passing along the most level places, my knees trembled, and at times sickness of stomach was experienced. The symptoms it produced were various, some were affected with violent headache, others had severe pain in the chest, many were overcome with heaviness and fell asleep even while walking along—J. B. Fraser. F. R. G. S.

সঙ্গে সঙ্গে লঘু হইতে থাকে, শেষে এত লঘু হইয়া পড়ে, যে উপযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাসের অভাবে পূর্ব্বোক্ত পীড়াসমূহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন।

এই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া স্বামীজী ত্রিকান্তপর্ব্বতে গমন করেন এবং আরও কিছু দুরে গমন করিয়া দেখিতে পান যে, একটি মনোরম স্থানে, হর্ষিলা ও গোমতী গঙ্গা নামক দুইটি স্রোতস্বতী আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে। তৎপরে বহু দুরে অগ্রসর হইয়া দুরালী নামক একটি গ্রাম প্রাপ্ত হন। এই দুরালী গ্রাম হইতে গঙ্গোত্রী দ্বাদশ ক্রোশ দূরে। দুরালীর পরপারে মুকুব্বা নামে একটি গ্রাম আছে; এই গ্রামে একটি পণ্ডিত বা পাণ্ডা, পঞ্চদশ জন মাত্র অনুচর সহ বাস করেন। এই স্থান হইতে কিয়দ্দূর অগ্রে কুশালি গ্রাম। এই গ্রামের পর, পথিমধ্যে কোন লোকালয় পাওয়া যায় না, যাত্রীগণকে রাত্রিবাসের জন্য পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইতে হয়। কুশালি গ্রাম হইতে রুদ্রহিমালয় পর্ব্বত যত দূর, রুদ্রহিমালয় হইতে পতঙ্গিনী পর্ব্বত প্রায় তত দূর। এই পতঙ্গিনীতে আসিয়া পাণ্ডবগণ কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। পতঙ্গিনী হইতে গঙ্গোত্রী এক ক্রোশ মাত্র দূরে।

যে স্থানটিকে গঙ্গোত্রী বলা যায়, তাহা বড় বড় বরফ খণ্ডে এরূপ ভাবে আবৃত, যে অতি নিকটে গমন না করিলে গঙ্গার দর্শন লাভ হয় না। ভাগীরথী গোমুখী পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াই কেদারগঙ্গা নাম ধারণ করিয়াছেন। এই স্থানের দ্বাদশ ক্রোশ নিম্নে একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ মন্দির আছে। মন্দিরটি দেখিতে শুভ্র ও দ্বাদশ ফুট উচ্চ। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটি দ্বার আছে। এই দ্বার হইতে গঙ্গোত্রীর পবিত্র বারি * স্পর্শ

* সুবিখ্যাত মার্ক টোয়েন সাহেব, আমাদিগকে যে পুস্তকখানি (More

করা যায়। মন্দিরের নিকটেই যাত্রীগণের বাসোপযোগী দুই তিনটি কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ আছে। যাত্রীগণের সংখ্যা অধিক হইলে, কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহের স্থান সঙ্কীর্ণতা বশতঃ, অতিরিক্ত যাত্রীগণকে নিকটস্থ পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইতে হয়।

গঙ্গোত্রী দর্শনান্তে, * স্বামীজী কেদার ও বদরিকাশ্রমে গমন

Tramps Abroad) উপহার পাঠাইয়াছেন, তাহার এক স্থানে গঙ্গার জলের গুণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"It had long been noted as a strange thing that while Benares is often afflicted with the cholera, she does not spread it beyond her borders. This could not be accounted for. Mr. Hankin, the scientist in the employ of the Government at Agra concluded to examine the water. He went to Benares and made his tests. * * * He added swarm after swarm of cholera germs to this water (Ganges) ; within six hours, *they always died, to the last sample.* Repeatedly he took pure well water which was barren of animal life and put into it a few cholera germs ; they always began to propagate at once and always within six hours they swarmed—*and were numberable by millions upon millions.*"

For ages and ages the Hindoos have an absolute faith that the water of the Ganges was utterly pure, could not be defiled by any contact whatsoever and infallibly made pure and clean whatsoever thing touched it. They still believe it, and that is why they bathe in it and drink it, caring nothing for its *seeming* filthiness and the floating corpses. The Hindus have been laughed at, these many generations, but the laughter will need to modify itself a little from now on. How did they find out the water's secret in those ancient ages? Had they germ-scientists then? We do not know. We only know that they had a civilisation long before we emerged from savagery—*More Tramps Abroad.* (p. 343—344.)

* গঙ্গোত্রী দেখিয়া ফ্রেসার সাহেব লিখিয়াছেন:—"The scene in

করেন; তদনন্তর হরিদ্বারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, মানসসরোবরে গমন করেন। তিনি শাস্ত্রোল্লিখিত কূর্ম্মাচলপথ অবলম্বন করিয়া মানস-সরোবরে উপস্থিত হন। পথিমধ্যে তাঁহাকে যে কত অমানুষিক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা আমাদের এই সামান্ত লেখনী বর্ণনা করিতে সম্পূর্ণ অশক্ত। অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইল, জনৈক ইংরাজপুরুষ, মানস সরোবরে যাইবার নিমিত্ত, অনুচরবর্গে বেষ্টিত হইয়া, কুর্ম্মাচল-পর্ব্বত হইতে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, অর্দ্ধেক পথ হইতেই তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছেন :—

বস্তুতঃ মানস-সরোবরের পথে, সেই সমুদায় স্তূপাকার বরফরাশি অবলোকন করিলে, প্রাণে এক প্রকার অভুতপূর্ব্ব আতঙ্কের সঞ্চার হয়। শীত এত অধিক, মনে হয় যেন মানবের আত্মাও এই সকল স্থানে আসিলে জমিয়া যায়। এক কথায়, স্বভাবের মৃত্যু কাহাকে বলে, তাহা এই স্থানে আসিলে বুঝিতে পারা যায়।"*

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে যাত্রীগণ প্রথমে কূর্ম্মাচলের (বর্ত্ত-মান কুমায়ুন) নিকটবর্ত্তী গণ্ডকী ও লোহা নদীতে স্নান করিয়া

which this holy place is situated, is worthy of the mysterious sanctity attributed to it and the reverence with which it is regarded."

* There is something peculiarly awful and solemn in the sight of these huge masses and depths of snow and the cold that emanated from them feels as if would freeze the soul itself; they resemble indeed the death of nature.—J. B. Fraser. F. R. G. S

কূর্ম্মশিলা পর্ব্বতে উপস্থিত হইবেন। এই কূর্ম্মশিলা, বর্ত্তমান গাগার পর্ব্বতশ্রেণীর * অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত। কূর্ম্মশিলার নিকট হংসতীর্থ নামক স্রোতস্বতীতে স্নান করিয়া, পাতাল-ভুবনেশ্বর নামক স্থানে উপস্থিত হইতে হয়। এই পাতাল-ভুবনেশ্বর, বর্ত্তমান গাঙ্গোলী পরগণার অন্তর্গত গাঙ্গোলীহাট ডাকবাঙ্গালার কিছু দূর উত্তরে অবস্থিত। এখানে একটি গুহা ও শিব মন্দির আছে। পাতালভুবনেশ্বর হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইলে প্রথমে পবনপর্ব্বত, তৎপরে পতাকাপর্ব্বত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পতাকাপর্ব্বত বর্ত্তমান পিথোড়াগড় নামক স্থানের কিছু উত্তরে। পতাকাপর্ব্বত হইতে কিয়দ্দূর গমন করিলে যাত্রীগণ ব্যাসাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তৎপরে বহুদূর গমন করিলে তারকপর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই তারকপর্ব্বতের নিকট, তারিণী নদীতে স্নান করিয়া, যাত্রীগণ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিব্বতপ্রদেশের সীমায় পদার্পণ করেন। তৎপরে বহু দূর গমন করিলে, গৌরী পর্ব্বত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গৌরী পর্ব্বতের নিকটেই মানস-সরোবর। মানস-সরোবর দৈর্ঘ্যে আট ক্রোশ ও প্রস্থে ছয় ক্রোশ। মানস-সরোবরে উপস্থিত হইয়া রাজহংস নামক মহাদেবের অর্চ্চনা করিতে হয়। তদনন্তর মানস-সরোবর হ্রদের চতুর্দ্দিকে যথা-বিধি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, যে যে নদী মানস-সরোবরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেই সকল নদীতে ক্রমশঃ স্নান

* The Gagar Ranges. আমরা, ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী বাহাদুরের অনুমতি লইয়া, হোম্ ডিপার্টমেণ্টের পুস্তকাগারে গমন করতঃ শাস্ত্রোল্লিখিত স্থান সমূহের বর্ত্তমান নাম সকল বহু অনুসন্ধানের পর অবগত হইয়া, এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

করিতে হয়। দক্ষিণে শম্ভুপর্ব্বত হইতে শষ্টিনদী, উত্তরে নলপর্ব্বত হইতে কপিলা, কৈলাসশিখর হইতে মন্দাকিনী, এবং পুষ্পভদ্র, চন্দ্রভাগা নামক অপর দুইটী স্রোতস্বতী আসিয়া মানস-সরোবরে মিলিত হইয়াছে। মানস-সরোবর হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরে কৈলাসপর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতটী দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই ক্রোশ ও উচ্চে বিংশতিসহস্র ফুট হইবে ও আপাদমস্তক হিমানীমণ্ডিত। এই কৈলাস পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিতে দুই দিবস অতিবাহিত হয়। মানস-সরোবরের নিকট রাবণ-হ্রদ নামে আর একটী সরোবর আছে।

মানস-সরোবর হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি পঞ্জাবদেশান্তর্গত জ্বালাতীর্থে গমন করেন; তাহার পর কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। জ্বালামুখীর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেই প্রথমে একটী গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। এই গহ্বর মধ্যস্থিত পবিত্র অগ্নিশিখা দর্শন করিলে, মনোমধ্যে একপ্রকার অবর্ণনীয় আনন্দোদ্রেক হয়। থানেশ্বর কুরুক্ষেত্রে পাঁচটী স্থান দর্শনীয় আছে। প্রথম কুরুক্ষেত্র বা কুরু রাজার দানক্ষেত্র; এই স্থানে অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত একটী পুষ্করিণী আছে; এবং ইহারই মধ্যস্থলে লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির অবস্থিত। কুরুপাণ্ডবগণের যুদ্ধক্ষেত্র এই স্থান হইতে চারি পাঁচ ক্রোশ দূরে। দ্বিতীয়—দ্বৈপায়ন হ্রদ। এই হ্রদে দুর্য্যোধন গোপনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৃতীয়—পঞ্চপাণ্ডবাশ্রম। চতুর্থ ভদ্রকালীর পীঠস্থান। পাণ্ডবগণ বলেন—"মার দর্শন এখানে জলরূপী", কারণ পীঠস্থানটীর উপর একটী কূপ খনন করা আছে। সহর হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে নিবিড় বনমধ্যে পীঠস্থান অবস্থিত। সম্প্রতি দেবীর একটি মূর্ত্তি জনৈক বাঙ্গালী বাবু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পঞ্চম—থানেশ্বর মহাদেব। কুন্তিদেবী এই থানেশ্বর

মহাদেবকে অষ্টোত্তরশত স্বুবর্ণনির্ম্মিত চম্পকপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন।

পঞ্জাবদেশান্তর্গত বিখ্যাত অমৃতসহরের স্বুবর্ণমন্দির, এই কুরুক্ষেত্র হইতে অধিক দূরে নহে। শিখদিগের এই মনোহর মন্দিরটি আপাদমস্তক স্বুবর্ণপাতে আচ্ছাদিত এবং একটি স্বুবৃহৎ জলাশয়ের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যহ সন্ধ্যাসমাগমে যখন শত শত শিখগণ একত্র মিলিত হইয়া, ভগবানের নাম গান করিতে করিতে জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন, তখন সেই সমস্বরোচ্চারিত সহস্রকণ্ঠোত্থিত নানাযন্ত্রসম্মিলিত সঙ্গিতধ্বনি শ্রবণ করিয়া, ভক্তির পীযুষধারায় পঙ্কিল মন স্বতঃই দ্রব হইয়া যায়। শিখদিগের মধ্যে কোন প্রকার পূজাপদ্ধতি প্রচলিত নাই। ইহাদের কারুকার্য্যখচিত মন্দিরমধ্যে নানকপ্রমুখ "গুরুগণ" প্রণীত কতকগুলি গ্রন্থ সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং দলে দলে শিখনরনারীগণ উপস্থিত হইয়া ঐ সমুদায় গ্রন্থরাশির উপর এবং মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অজস্রধারে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া থাকেন। স্বামীজী এই স্বুবর্ণ মন্দিরের অতিশয় প্রশংসা করিতেন এবং বলিতেন কাশী প্রভৃতি তীর্থ-স্থানের ন্যায় এই পবিত্র মন্দিরটি ভক্তমাত্রেরই দর্শনীয়। তদনন্তর পদব্রজে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে স্বামীজী অবশেষে নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। লক্ষ্ণৌ হইতে পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে শাণ্ডিলা নামক রেলওয়ে ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া গোযানে নৈমিষারণ্যে গমন করিতে হয়।* পথিমধ্যে 'হত্যাহরণ' নামক আর একটী তীর্থস্থানে, সন্ধ্যাসমাগমে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কথিত আছে ভগবান রামচন্দ্র এইস্থানে আসিয়া, একটী পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া

* আজকাল রেল হইয়াছে।

রাবণহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। পরদিন প্রাতে হত্যাহরণে স্নান ও তীর্থকৃত্যাদি যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া বহির্গত হইলে, নৈমিষারণ্যে সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হওয়া যায়। স্বভাবের লীলাভূমি, গভীরঅরণ্যানীপরিব্যাপ্ত, বিহগকাকলীসঙ্কুল, শ্যামল-বৃক্ষরাজিমণ্ডিত, সাধুজনমনোমোহন এই নৈমিষারণ্যকে প্রকৃতি দেবী, যেন সংসারের তীব্র কোলাহল হইতে রক্ষা করিবার জন্যই আপন ক্রোড়ে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। কলনাদিনী নীলবসনা নির্ম্মলসলিলা গোমতী, উৎফুল্ল জলরাশি লইয়া ভারতের পুণ্যক্ষেত্র হুতহুতাশন সদৃশ মহামুনি ব্যাসের লীলাস্থল নৈমিষারণ্যের পাদদেশ বিধৌত করিয়া বেগভরে প্রবাহিত হইতেছে।

নৈমিষারণ্যের এই কয়েকটী স্থান দর্শনীয় যথা—প্রথম চক্রতীর্থ। ইহা একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রসমন্বিত একটী গোলাকার ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর আছে। যাত্রীগণ সর্ব্বপ্রথমে এই চক্রতীর্থে স্নান করেন।

দ্বিতীয়—পঞ্চপ্রয়াগ। ইহাও একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। তৃতীয় —কাশীতীর্থ। কাশীতীর্থ নামক পুষ্করিণীর নিকটে দুইটি মন্দির আছে, একটি মন্দিরে বিশ্বনাথ আছেন, অপরটিতে আর একটি শিবলিঙ্গ বিরাজিত। চতুর্থ—তপোবন। এই স্থলে পুরাকালে মহাভারতপাঠ হইত। পঞ্চম বেদব্যাসগদি। এই স্থানটি অতি মনোরম; নিকটে মনুষ্যের বসতি নাই, সুতরাং অতিশয় নির্জ্জন; কেবল মূক প্রকৃতি পুষ্পপরিমলবাহী সমীরণের সহিত মধ্যে মধ্যে বিহগকাকলীরবে কথোপকথন করিয়া সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া থাকে। এইখানে কশ্যপমুনি ও মনুর সমাধি আছে।

নৈমিষারণ্য হইতে সীতাপুর যাইতে পথিমধ্যে মিশ্রীনামক স্থানে দধীচি মুনির আশ্রম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানে দেবগণের

উপকারার্থে দধীচি মুনি স্বকীয় দেহ দান করেন। নৈমিষারণ্যদর্শনান্তে স্বামীজী অযোধ্যাধামে আগমন করেন। অযোধ্যার স্থানে স্থানে রাম লক্ষণ দশরথ ইত্যাদির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অযোধ্যা সরযূনদীর তীরে অবস্থিত। অযোধ্যার "হনুমান গড়ীই" মুখ্য স্থান। এই মন্দিরে হনুমানের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু এই স্থানে আসিলে, মনে স্বতঃ একটি প্রশ্নের উদয় হয়—ভগবান রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া লোকে ভক্ত হনুমানের প্রতি এত ভক্তি প্রদর্শন করে কেন? কারণ প্রত্যহ এই মন্দিরে যত লোক আসে অযোধ্যার অন্য কোনও মন্দিরে তাদৃশ লোকসমাগম হয় না।

অযোধ্যা হইতে স্বামীজী কাশীধামে আগমন করেন, এবং প্রয়াগক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ত্রিবেণীতে স্নান করতঃ বেণীমাধবজীর দর্শনান্তে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। পূর্ণাবতার ভগবান বাসুদেবের লীলাভূমি বৃন্দাবনের রমণীয় দৃশ্যের বর্ণনা করি এরূপ সামর্থ্য আমাদিগের নাই। আমরা অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এক হরিদ্বার ভিন্ন, স্বভাবের এরূপ অপরূপ মনোহারী মাধুরী কুত্রাপি নয়নগোচর হয় নাই। অদ্যাপি ময়ূর ময়ূরীগণ, আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে, নিঃশঙ্কে ব্রজবাসীর গৃহে গৃহে বিহার করিয়া থাকে, আজও সেই কালিন্দীতটে ব্রজাঙ্গনাগণ কলসী লইয়া জল আনয়নার্থ ধীরে ধীরে গমন করিয়া থাকেন, আজও সেই দূরে—সুনীল আকাশের সহিত মিলিত, বনরাজিপরিবৃত, শ্যামল, দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তর সমূহের উপর, ধেনুকুল ও মৃগযূথ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকে কিন্তু সেই বনমালীর অভাবে,—সেই কালাচাঁদকে দেখিতে বা সেই বাঁশরিনিনাদ শ্রবণ করিতে না পাইয়া, ভক্তের নিকট বৃন্দাবন

যেন শূন্য বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য প্রকৃত ভক্তের নিকট এই সকল অভাব, মহাভাবের দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে।

বৃন্দাবনে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির অছে। মদন-মোহন, গোপীনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি বিগ্রহ এই সকল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবন যেরূপ নির্জ্জন, মথুরাধাম তদ্রূপ জনকোলাহলময়। মথুরাতে বিশ্রামঘাট, দ্বারকানাথের মন্দির, ধ্রুবক্ষেত্র প্রভৃতি কয়েকটি স্থান তীর্থযাত্রীগণের অবশ্য দর্শনীয়। মধুবন, তালবন, ভাণ্ডীরবন, কুন্দবন, বকুলবন, ভদ্রবন, খদিরবন, মহাবন, বিল্ববন, লোহার্গলবন প্রভৃতি অরণ্যসমূহের মধ্যে নিধুবন, ও নিকুঞ্জবন বৃন্দাবনমধ্যে অবস্থিত। বৃন্দাবনের ছোট ছোট শিশুগণ যখন আধ আধ সুমিষ্ট স্বরে বাঙ্গালী যাত্রী দেখিলেই নিম্নোলিখিত ছড়াটি বলিতে থাকে, তখন ভক্তের মনে সেই গোচারণে নিরত শ্রীদাম সুদামাদির কথা উদয় হয়;—

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন।
মধুর মধুর বংশী বাজে এই বৃন্দাবন॥
বাছা বোল হরি॥

বৃন্দাবনদর্শনান্তে জয়পুর পুষ্কর প্রভৃতি স্থান হইয়া স্বামীজী গুজরাট প্রদেশান্তর্গত দ্বারাবতী নগরীতে গমন করিলেন। বর্ত্তমান আমেদাবাদ নগর হইতে ২৩৫ মাইল ও বরোদা হইতে ২৭০ মাইল দূরে দ্বারকা অবস্থিত। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে তিনি এক বার এই দ্বারাবতী নগরীতে আগমন করিয়া একমঠে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে দ্বারকাপুরী সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত ছিল; এক্ষণে বালির চড়া পড়িয়া তথায় একটি পথ প্রস্তুত হইয়াছে। দ্বারকানাথের মন্দিরের পার্শ্বে, দেবকীমন্দির নামে

আর একটি সুন্দর মন্দির আছে। স্বামীজী পদব্রজে সমুদায় বোম্বাই প্রদেশ পর্য্যটন এবং গোকর্ণেশলিঙ্গ দর্শন করিয়া অবশেষে ভারতের শেষসীমায়, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। রামেশ্বর নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর ভারত-বিখ্যাত প্রাচীন রামেশ্বরশিবমন্দিরটি অবস্থিত। দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে সাত ক্রোশ ও প্রস্থে আড়াই ক্রোশ হইবে। প্রথমেই কারুকার্য্যখচিত পঞ্চাশৎ হস্ত উচ্চ অতি সুন্দর এক প্রবেশ-দ্বার। এই দ্বারদেশ দিয়া প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক, তিনটি স্তম্ভ-শ্রেণী ভেদ করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে, প্রত্যেক দিকে তিন শত হস্ত পরিমিত একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। সকল মন্দিরই এই প্রাঙ্গণটির চতুর্দ্দিকে অতি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত।

স্বামীজী রামেশ্বর হইতে মাদ্রাজে গমন করেন এবং উৎকলে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের পবিত্র পুরী দর্শন করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। বঙ্গদেশ, আসাম এবং বিহারের তীর্থাদি দর্শন করতঃ বিদর্ভ নগর হইয়া শোণভদ্র পার হন। সর্ব্বশেষে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগ নগরে আসিয়া পুনরায় উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যা-সাশ্রমোচিত সাত পুরী, চারি ধাম, ও আটখণ্ড সমুদায় তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। হিমাদ্রিখণ্ডে বা হিমাচলে, মানসখণ্ডে বা মানস-সরোবরে, কৈলাসখণ্ডে বা কৈলাস পর্ব্বতে এবং কেদারখণ্ডে ও তিনি গমন করিয়াছিলেন। যে প্রদেশে রামেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত সেই রেবাখণ্ডে তিনি বোম্বাই হইয়া গমন করিয়াছিলেন। বোম্বাই প্রদেশ পর্য্যটনকালে, তিনি বর্ত্তমান কানাড়া জেলান্তর্গত ব্রহ্মো-ত্তরখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত গোকর্ণেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন। গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি নগরখণ্ডান্তর্গত উজ্জয়িনী নগরীতে

আগমন করিয়াছিলেন। কাশীখণ্ডে তাঁহার আগমনোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত, গঙ্গার তটে তটে সমুদায় স্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে একাকী পদব্রজে একমাত্র কৌপীনধারী হইয়া তিনি সমুদায় তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহাকে নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সুখ অথবা দুঃখ তাঁহার মনকে বিচলিত করিতে পারিত না। দৈহিক বা মানসিক ক্লেশ তাঁহার মনে স্থান পাইত না। কোন কোন দিন সময়ে আহার মিলিত না, কোন দিন অর্দ্ধাশনে, কোন দিন বা অনশনে যাপন করিতে হইত। কখন বৃক্ষতলে, কখন বিজন বিপিনে, কখন পর্ব্বতশিখরে, কখন সমুদ্রতটস্থিত বালুকারাশির উপর, কখন জনশূন্য শ্মশানে, কখন বা ব্যাঘ্রভল্লুক সঙ্কুল গিরিগুহাতেও তাঁহাকে রাত্রি যাপন করিতে হইত। *

একবার বদরিকাশ্রমে পথিমধ্যে তুষার পতন হওয়াতে তিনি অতিশয় ক্লেশ পাইয়াছিলেন। শীতে তাঁহার সমুদায় অঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছিল। পথিমধ্যে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পতিত ছিলেন। সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য সঙ্গে কেহ ছিল না। কিছু কাল পরে এক মহাজন সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার ঐরূপ বিপন্নাবস্থা দর্শন করিয়া অতি যত্নে সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

* Alone, without any money, clad in a single garment, did the Sanyasi roam from end to end of India, visting Bengal Behar, Orissa, Madras, :Bombay, Central India and the Himalayas, experiencing on the long weary way many dangers and hardships such as floods, snowstorms, and starvation.—*The Mystics, Ascetics, And the Saints of India* Professor John Campbel Oman.—p. 211.

দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে এক সময়ে তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত কোনরূপ আহার্য্য বস্তু প্রাপ্ত হন নাই। পরে চতুর্থ দিবসে, যখন তিনি একটি বৃক্ষতলে মৃতবৎ পতিত ছিলেন, সেই সময়ে সহসা এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন।

একদিন সন্ধ্যার পর স্বামীজী হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা ও পাড়ে নামক এক নদীর সঙ্গমস্থল পদব্রজে পার হইতেছিলেন; এমন সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকার হইল, তুমুল ঝটিকার সহিত বৃষ্টি পড়িতে লাগিল এবং বন্যা আসাতে নদীর জল হুহু করিয়া বাড়িয়া উঠিল। সেই ভয়ানক দুর্য্যোগকালে অনন্যোপায় হইয়া এবং কোন্ দিকে যাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া, অসামান্য সংযমী মহাপুরুষ নদীগর্ভে জলমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

এইরূপে সময়ে সময়ে এই মহাত্মাকে যে কত ক্লেশ ও বিপদ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। সে সমুদায়ের বিস্তৃত বর্ণন নিষ্প্রয়োজন।

এইরূপে স্বামীজী একাকী নিঃসম্বল হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর তীর্থভ্রমণ করতঃ পরিশেষে পুনরায় * স্বর্গদ্বারে হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পুণ্যতীর্থে স্বনামধন্য সাধু অনন্তরামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অনন্তরামের নিবাস পাটনা জিলার রঘুপুর গ্রামে। তিনি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ।

* "For thirteen years, Swami Bhaskaranand travelled about India, always practising "*toposya*" (penance). *The Mystics, Ascetics and the Saints of India. p. 212.*

বেদান্তবিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ পবিত্র হরিদ্বার তীর্থে নির্জ্জনে ভগবচ্চিন্তায় রত ছিলেন।

স্বামীজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন, এবং বেদান্তশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও, শিক্ষাচ্ছলে তিনি অনন্তরাম পণ্ডিতের নিকট শারীরকভাষ্য, গীতাভাষ্য, চিৎ সুখী, পঞ্চদশী, বেদান্তপরিভাষা, দশোপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ সকল পুনরায় অধ্যয়ন করিলেন। তত্ত্বজ্ঞানীগণ স্বভাবতঃ আত্মপ্রকৃতি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না, তজ্জন্য স্বামীজী হরিদ্বারে অনন্তরাম পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা স্বীকার করিয়াছিলেন। পণ্ডিত অনন্তরাম স্বামীজীর সমাগমে অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন এবং দুই জনে বিমল আনন্দে বিবিধ ঐশিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া পরস্পরকে সমধিক সুখী করিতেন।

মীমাংসকগণ বলেন যে, যথাবিধি ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা মুক্তিলাভ ঘটে, বৈদান্তিকেরা বলেন, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই, * তবে কর্ম্ম জ্ঞানের সাধন মাত্র। কিন্তু এই সময়ে স্বামীজীকে দেখিলে বোধ হইত, যেন ইহাঁদের কলহ অসহ্য বোধ হওয়াতেই, জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ে মিলিত হইয়া উপদেশ দিবার ছলে মহাত্মা মতিরামের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কারণ বেদান্তের অভ্যাসে তৎপর হইয়াও স্বামীজী বিধিমত

* "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন"—বেদান্তর্গত প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের ১২ মন্ত্র।

যাবতীয় তীর্থেরই সেবা করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত প্রকৃত মহাপুরুষের লক্ষণই এই। *

* স্বামীজী যখন তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন তখন শুদ্ধ যে নিজের পারত্রিক মঙ্গল লইয়া ব্যস্ত ছিলেন তাহা নহে, সঙ্গে ২ সাধারণের কিরূপে মঙ্গল হয়, সে দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। জন সাধারণের মঙ্গলসাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। এই জন্যই, বিশ্বপ্রেমিক দেহত্যাগের পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছিলেন, যে তাঁহার মৃত দেহ যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া পক্ষিদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। গত ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের টেলিগ্রাম পত্রে নিম্নোল্লিখিত কয়েক ছত্র দেখিয়া বিস্মিত হইলাম ঃ—

Mhow, C. I. Sept. 14. 1904.

On the 12th instant, mahajans of this place, in order to erect a Sanskrit Patsala,—had invited the general public to attend the ceremony. Major Wake, Cantonment Magistrate, was present to lay the foundation-stone as a token of auspicion.

The Patsala will be named after Swami Bhaskarananda, who visited this place—and tried his utmost to open a Sanskrit School which the public were very much in want of here.

—The Telegraph, September 21-1904.

বিস্মিত হইলাম এইজন্য, যে তিনি ইংরাজী ১৮৯৯ সালে দেহত্যাগ করিয়াছেন, আর আজ ১৯০৪ সাল—অদ্যাবধি তাঁহার পরোপকার-ব্রত উদ্‌যাপিত হয় নাই!

অষ্টম অধ্যায়।

ভক্তিসাধন।

এইরূপে কিছুকাল হরিদ্বারে অবস্থান করিয়া স্বামীজী পুনরায় পুণ্যধাম বারাণসীপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সপ্তবিংশতি বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার বয়স চত্বারিংশৎ বৎসর হইল।

সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের পর এই ত্রয়োদশ বৎসর তিনি অতিশয় কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন; তথাপি তাঁহার একটি সাধনের যেন তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল; যোগিশ্রেষ্ঠ স্বামীজীর ভক্তি-সাধনের ষোল কলা যেন তখনও পূর্ণ হয় নাই। তজ্জন্য এক্ষণে কাশীধামে আগমন করিয়া গঙ্গাতটোপরি প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডতাপে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর শয়ন করিয়া তিনি চন্দ্রমৌলি বিশ্বনাথের আরাধনায় রত হইলেন। এই সময়ে ধ্যান ধারণা প্রাণায়াম প্রত্যাহার সকলই ত্যাগ করিয়া, অহোরাত্র আহার নিদ্রা সমুদয় বর্জ্জন পূর্ব্বক, বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ রবে, তিনি দিগ্‌দিগন্ত প্রতি-ধ্বনিত করিতে লাগিলেন। আপনার মনে আপনি হাসিতেন, পরক্ষণেই আবার দেখা যাইত তাঁহার নয়নপ্রান্ত হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে। এই মহাভাবের মহাবস্থার কথা স্বর্গীয় ভূধর বাবুর "সাধুদর্শন" নামক পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে——

"সে সময়ে ইনি সর্ব্বদাই গঙ্গাতীরে থাকিতেন। যেরূপভাবে

থাকিলে জীবমাত্রেরই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপেই থাকিতে ভাল বাসিতেন। তীব্রশীতের সময় বিবস্ত্র দেহে জলের উপর ঠিক একখণ্ড কাষ্ঠের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতে বড়ই আনন্দ বোধ করিতেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় উত্তপ্ত বালুকার উপর নিজ দেহকে শায়িত করিয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। সে সময়ে তাঁহাকে কেহ কোনরূপ আহার করিতে দেখে নাই। যদি কেহ ভক্তি করিয়া কোন আহারীয় সামগ্রী নিকটে যাইয়া ধরিতেন, তিনি দ্রব্য গুলির প্রতি একবার নিরীক্ষণ করিয়া স্মিতমুখে সে স্থান পরিত্যাগ করিতেন। ক্রমে এত শীর্ণ হইয়া পড়েন যে উত্থানশক্তি পর্য্যন্ত রহিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় সর্ব্বদাই সমাধিস্থ থাকিতেন"।

তিনি যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার সংযম এই ষড়ঙ্গ যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন। সোহহংজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হওয়ায় প্রকৃতি পুরুষের একত্ব উপলব্ধি করিয়া সুবিমল ব্রহ্মরূপ ধ্যান করতঃ কখন ধবলকান্তিহিমগিরির শুভ্র শৃঙ্গোপরি, কখন শ্বাপদসঙ্কুল বিজন বিপিনে, কখনও বা তুষারাবৃত গিরিগুহায় অবস্থান করিয়া তিনি অতি কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। হরিদ্বারে বৎসরাধিক কাল অবস্থান পূর্ব্বক, শারীরকভাষ্য, গীতাভাষ্য, চিৎসুখী, পঞ্চদশী, বেদান্ত, উপনিষদাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আর আজ বিশ্বনাথের কাশীক্ষেত্রে আগমন করতঃ ভক্তিসাধনায় কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া জানিতে পারিলেন, পরাজ্ঞানে ও পরাভক্তিতে কোন প্রভেদ নাই। কথিত আছে এই সময়ে স্বামীজীর অসাধারণ তপস্যার কথা কাশীধামের চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়ায়, সময়ে সময়ে তাঁহার দর্শনার্থ বহুলোকের সমাগম হইত। তাহাতে তিনি সাতিশয় বিরক্ত হইয়া,

মধ্যে মধ্যে সন্তরণের দ্বারা গঙ্গা পার হইয়া পরপারে রামনগরের চড়ায় গমন করতঃ অধিকাংশ সময় তথায় সমাধিস্থ থাকিতেন।

নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর সমাসীন হইয়া অম্লান বদনে তিনি পরমাত্মচিন্তনে রত থাকিতেন এবং শীতের নিদারুণ হিমে বা প্রাবৃটের অজস্র বারিপাতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর সিক্ত হইলেও, কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এইরূপ ভাবে তাঁহার অতিবাহিত হইতে লাগিল *।

ইহা দেখিয়া লোকের জনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কাশীর কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া অবস্থিতি করিতে অভিলাষী হইলেন। ইচ্ছা অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইল। তিনি অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত আমেটীর বিখ্যাত রাজা শ্রীযুক্ত লালমাধব সিংহ বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, তাঁহার আনন্দবাগ্ † নামক, পরম রমণীয় উদ্যানে আগমন করিয়া অবস্থিতি কবিতে লাগিলেন। রাজা স্বামীজীর সেবার জন্য আট জন ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু স্বামীজী তাহাদিগকে ইহাই আদেশ করিলেন;—"আমার অন্য সেবার প্রয়োজন নাই; জানিও আনন্দবাগের মধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে না দিলেই আমার সর্ব্বপ্রকারে সেবা করা হইবে"। সুতরাং ভৃত্যগণের অন্য কোন কার্য্য রহিল না; চারি জন ভৃত্য

* নির্দ্বন্দ্বোহি মহাবাহো সুখংবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।—গীতা ৫।৩॥

† এই আনন্দবাগ সুবিখ্যাত দুর্গাবাড়ীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহা ভূতপূর্ব্ব মহারাষ্ট্রাধিপতি অমৃত লাল রাও পেসোয়ার উদ্যানবাটী ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের পর ইহা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া নীলামে বিক্রীত হইলে, আমেটীর মহারাজা ক্রয় করেন।

[illegible]

প্রহরীর কার্য্যে ও অবশিষ্ট ভৃত্যগণ আনন্দবাগ্-মধ্যস্থ নানা প্রকার বৃক্ষাদির রক্ষণ ও জলসেচনের কার্য্যে নিয়োজিত হইল।

এই আনন্দবাগ কাশীধামের প্রসিদ্ধ দুর্গাবাড়ীর পার্শ্বদেশে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রথমেই একটি বৃহৎ প্রবেশদ্বার এবং উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়াই একটি অতি বৃহদাকার কূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্যানটি সুপ্রশস্ত এবং নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষে পরিশোভিত। শত শত পুষ্পবৃক্ষাদির পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর নির্ম্মিত সরল পথগুলি অতি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত। স্থানে স্থানে লতাকুঞ্জ, কোথায় বা কেতকীগুচ্ছ, কোথায় বা ইষ্টকনির্ম্মিত অতি মনোহর বেদী, মালতী মাধবী প্রভৃতি নানাজাতীয় লতাজালে সমাচ্ছাদিত হইয়া সুন্দর তপোবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে আম্র, নিচু প্রভৃতি পাদপশ্রেণী পর্য্যাপ্ত-পুষ্পস্তবকা-বনম্রা লতাকুঞ্জে বেষ্টিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উদ্যানের মধ্যভাগে পাঁচটি বকুল বৃক্ষ * একটি সুন্দর ইষ্টকনির্ম্মিত "বারদ্বারীকে" বেষ্টন করিয়া, স্ব স্ব মস্তক সমূহ যেন সুনীল আকাশের সহিত মিশাইয়া দিয়াছে। উদ্যানের স্থানে স্থানে প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহসমূহ হংসাবলীর ন্যায় ধবল কান্তি ধারণ করিয়া শান্তিদেবীকে যেন চিরকালের জন্য হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে।

ব্যাসাদি মহর্ষিগণ কাশীপুরীকে আনন্দকানন বলিয়া গিয়াছেন, সেই আনন্দকাননের মধ্যেই এই আনন্দবাগ্ অবস্থিত। যে আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া জগৎসংসার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, সেই আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া শ্রীশ্রীস্বামী

* বকুল বৃক্ষ কাটিয়া এই স্থানে সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভাস্করানন্দ এক্ষণে উক্ত আনন্দবাগ্ নামক উদ্যানে সদানন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

স্বামীজী এই আনন্দবাগে নিজেই যে কেবল এক মনে ব্রহ্মধ্যানে রত রহিলেন, তাহা নহে। এই উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলও তাঁহার শম দম প্রভৃতি গুণদ্বারা সংক্রামিত হইয়াই যেন শান্তচিত্ত মুনিগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

বিকসৎ কুসুমং সু-রবচ্ছকুনং
প্রচলত্তরুকং প্রবলৎসুকৃতং।
বিলসন্মুনিসংঘমনোবিভবং
বনমেনমসেবত চিত্রকথং॥ যতীন্দ্রচরিতম্।

অর্থ। নানাবিধ পুষ্প বিকসিত হইয়া, বিহগগণ সুমধুর ধ্বনি করিয়া, বৃক্ষ সকল বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া, পুণ্য বর্দ্ধিত হইয়া এবং মুনিগণের অন্তরের ধন ভগবদ্ভাব উল্লসিত হইয়া এই বিচিত্র বন স্বামীজীর সেবায় নিরত হইল।

কুসুমে কুসুমে শকুনে শকুনে
ক্ষিতিজে ক্ষিতিজে মনুজে মনুজে।
অবধূততমোংশরজোংশচয়ং
রজএব বিরাজতি তস্য পদঃ॥ যতীন্দ্রচরিতম্।

অর্থ। এই বনের প্রতি পুষ্পে, প্রতি পক্ষীতে, প্রতি বৃক্ষে এবং প্রতি মনুষ্যে তমঃ ও রজোগুণ বিলুপ্ত হইয়া স্বামীজীর পদরজঃ বিরাজ করিতে লাগিল অর্থাৎ এই বনের প্রত্যেক বস্তু যেন সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

নবম অধ্যায়।

স্বামীজীর অগ্নিপরীক্ষা।

নির্জ্জনবাসের জন্য স্বামীজী গঙ্গাতট পরিত্যাগ করতঃ আনন্দবাগ উদ্যানে আগমন করিলেন; কিন্তু লোকের জনতা হ্রাস না পাইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আনন্দবাগের ভূগর্ভস্থ একটি গৃহমধ্যে উপনিষদাদিপাঠে রত হইয়া, তিনি কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দিবাবসানে একবার মাত্র উপরে উঠিয়া আসিতেন; সেই সময়ে যাঁহারা উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যেই তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিত।

আনন্দবাগে আসিয়া স্বামীজী নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন বটে, তথাপি প্রতিদিনই শত শত নর নারী তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া আগমন করিতে লাগিল। বালিকা, অবগুণ্ঠনবতী যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা রমণীগণ, এমন কি অসূর্য্যম্পশ্যা রাণী মহারাণীগণও শিবিকারোহণে তাঁহার দর্শনার্থ আনন্দবাগে সমাগত হইতে লাগিলেন। এতদ্দর্শনে একদা জনৈক রাজা স্বামীজীর চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য অভিলাষী হইলেন। কাশীর তদানীন্তন তিনটি বিখ্যাত রূপসী বেশ্যা স্বয়ং রাজা কর্ত্তৃক মনোনীত হইল। রাজা প্রতিশ্রুত হইলেন যে, যে কোন উপায়ে স্বামীজীর মন বিচলিত করিতে পারিলে, উহারা প্রত্যেকেই এক শত টাকা পুরস্কার পাইবে। রূপসী বারাঙ্গনাগণ প্রলুব্ধা হইয়া একদা

গভীর নিশীথে পূর্ব্বদিকের দ্বারদেশ দিয়া আনন্দবাগমধ্যে প্রবেশ করিল। সে দিন উদ্যানের প্রহরিগণ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল। রাজা দলবল সহিত উদ্যানের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে কেতকীকুঞ্জের পার্শ্বে লুকাইয়া রহিলেন এবং বারবিলাসিনীগণকে আদেশ করিলেন যে, তাহাদের মধ্যে যে কেহ অভীষ্টসাধনায় সফল হইলে যেন তিনি অবিলম্বে সংবাদ পান। রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রজ্বলিত প্রদীপহস্তে, রমণীগণ ধীরপদসঞ্চারে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ভূগর্ভস্থ গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল যে স্বামীজী সমাধিস্থ অবস্থায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন; নিকটে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং ভূমির উপর কি একখানা পুস্তক পতিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া সহসা তাহাদিগের মনে কেমন এক অভাবনীয় মহাভাবের আবির্ভাব হইল। তাহাদিগেব পাপ বুদ্ধি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তাহারা উপরে উঠিয়া আসিয়া রাজাকে জানাইল যে, তাহাদিগের দ্বারা একার্য্য কিছুতেই সাধিত হইবে না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজা তখন সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত পণ রাখিলেন। কিন্তু তুচ্ছ সে সহস্র মুদ্রা,—কোটী মুদ্রার প্রভাবও ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিকে মলিন করিতে পারে না।

যাহা হউক বিলাসিনীগণ আর একবার প্রলুব্ধা হইল। হাজার টাকার মায়াটা একেবারে ত্যাগ করিতে পারিল না। এবারও তাহারা স্বভাবসুলভ হাব ভাব সহ ভূগর্ভস্থ সেই গৃহে অবতরণ করিল। দেখিল, স্বামীজীর সমাধি ভঙ্গ হইয়াছে, তিনি জাগরিত হইয়াছেন।

সহসা তাহাদিগকে সম্মুখে দেখিয়া কেশরীগর্জ্জনে হুঙ্কার ছাড়িয়া জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া উঠিলেন—"যদি জীবনের

আশা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ কর।” কি গম্ভীর ও ভীতিপ্রদ সে স্বর! দুইটি রমণী অবিলম্বে তথা হইতে পলায়ন করিল কিন্তু তৃতীয়টি তখনও রূপের ফাঁদ পাতিতে তৎপর!—এদিকে দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে এক বৃহৎ সর্প আসিয়া সেই রমণীটির পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তখন সেই হতভাগিনী, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া “পিতা রক্ষা কর, পিতা রক্ষা কর” রবে, স্বামীজীর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইবার উপক্রম করিতে লাগিল। স্বামীজী তাহাকে তদবস্থায় রাখিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই ভূগর্ভস্থ গৃহের উপর দ্বিতল গৃহে গমন করিয়া রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা ও অনুচরবর্গ, অপর বেশ্যাটির কি হইল জানিবার জন্য ভূগর্ভস্থ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদিগের চক্ষুস্থির হইল। আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রাণভয়ে তাঁহারা আনন্দবাগ্ পরিত্যাগ করিলেন। কে জানে যদি সেই সর্প আসিয়া পুনরায় রাজার পদদ্বয়ও সেই রূপে বেষ্টন করে!

রাজা পলায়ন করিলেন, স্বামীজী দ্বিতলে উঠিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; আর সেই বেশ্যাটি রাত্রি চারি ঘটিকা পর্যান্ত তদবস্থায় নাগপাশে বদ্ধ হইয়া সেই ভূগর্ভস্থিত গৃহে দণ্ডায়মান রহিল, এবং সূর্য্যোদয়ের অল্প পূর্ব্বে হঠাৎ সর্পবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, প্রাণভয়ে ছুটিয়া আনন্দবাগ হইতে পলায়ন করিল।

মহাযোগী মহেশ্বরের ধ্যান ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়া মদন হরকোপানলে ভস্মীভূত হন বটে কিন্তু পূর্ব্ব জন্মের রাশি রাশি সুকৃতিফলেই তাঁহার এরূপ ভাবে মৃত্যু সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

কারণ ভগবানকে দর্শন করিতে করিতে কয় জন ভাগ্যবান পুরুষের মৃত্যু ঘটে? পূতনা রাক্ষসী শিশু গোপালকে স্তন্য পান করাইতে গিয়া, স্তনের অগ্রভাগে গোপনে কালকূট মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিল, তথাপি কৃষ্ণ কর্ত্তৃক হত হইয়াও সে, "যশোদোচিতাং-গতিং লেভে" "যশোদা যে গতি লাভ করিয়াছিলেন, সেই গতিই প্রাপ্ত হইয়াছিল।" সুতরাং স্বামীজীর ন্যায় মহাপুরুষকে পরীক্ষা করিতে আসিয়া অতঃপর যে সেই পতিতার মনে দারুণ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

সেই বেশ্যা আনন্দবাগ হইতে পলায়ন করিল বটে, কিন্তু গৃহে আসিয়া সে নিরতিশয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। দুই দিন দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল, সে কিছুই ভক্ষণ করিল না এবং অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। অতঃপর সহসা তাহার মনে উদয় হইল যে সে তীর্থদর্শনরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সমুদায় পাপরাশি প্রক্ষালিত করিবে। সুতরাং সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সে হরিদ্বারাভিমুখে গমন করিল এবং দুই বৎসর যাবৎ ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কাশীধামে আগমন করিয়া, একটি গৃহস্থের গৃহে পবিত্রভাবে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

সম্প্রতি এই রমণীর দেহান্তর হইয়াছে। সে যত দিন জীবিত ছিল, মধ্যে মধ্যে স্বামীজীর নিকট আনন্দবাগে আগমন করিত *।

* এই ঘটনার কথা অনেকেই জানেন। পরিশিষ্টে কলিকাতা পটলডাঙ্গা নিবাসী জমিদার বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু মল্লিকের পত্র দেখুন।

দশম অধ্যায়।

নির্ব্বিকল্পসমাধি ও কৌপীনত্যাগ।

চরিত্রপরীক্ষার পর হইতেই আর কাহারও আনন্দবাগ্ মধ্যে প্রবেশাধিকার রহিল না; তখন স্বামীজী সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া, "আপন মনে" "আপন ধ্যানে", কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রায় ছয় মাস অতীত হইলে, একদিন রাত্রিকালে এক ব্যক্তি দুর্গাকুণ্ডের নিকটস্থ একটী দ্বিতল গৃহের ছাদের উপর গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ নিদ্রা না হওয়ায় পাদচারণ করিতেছিলেন। সে দিন পূর্ণিমার রাত্রি। রাত্রি তখন অনুমান দুই ঘটিকা। স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে আলোকিত হইয়া বারাণসীক্ষেত্রের ধবলকান্তি সৌধাবলী অপূর্ব্ব দিব্য কান্তি ধারণ করিয়াছে, শত শত সহস্র সহস্র মন্দিরের স্বর্ণনির্ম্মিত চূড়ার উপর চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করায় বোধ হইতেছে, যেন প্রকৃতই এই অবিমুক্ত কাশীধাম শিব কর্ত্তৃক কখন পরিত্যক্ত হয় না। আনন্দবাগের অভ্রভেদী বকুলবৃক্ষের * শাখায় বসিয়া দুই একটী নিশাচর পক্ষী উচ্চৈঃস্বরে মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া উঠিতেছে, অদূরে অসীসঙ্গমের পার্শ্ব দিয়া উত্তরবাহিনী শুভ্রাকৃতি ভাগীরথীর তরল তরঙ্গ-রঙ্গে চন্দ্রকিরণ হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া নাচিয়া মণিকর্ণিকার দিকে উধাও ছুটিতেছে, দূরে বিন্ধ্যাচলের † বিশাল

* বৃক্ষাচ্ছাদিত হওয়ায়, আজ কাল (১৩২৮ সালে)
† বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত আর ভাল দেখা যায় না।
বকুলবৃক্ষগুলি কাটিয়া ঐ স্থানে সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

দেহ চন্দ্রকিরণে ছায়ার ন্যায় ঈষৎ লক্ষিত হইতেছে। চারিদিকে পুষ্পসৌরভবাহী সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে, এমন সময় পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তিটি দেখিতে পাইলেন, কে যেন আনন্দবাগ্ উদ্যানের পশ্চিম দিকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া বহির্গত হইয়া আসিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গাকুণ্ডের জলে ঝম্প প্রদান করিয়া অদৃশ্য হইলেন। চন্দ্রকিরণে যেরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বোধ হইয়াছিল যে ইনি স্বামীজী ভিন্ন অপর কেহ নহেন। পরদিন প্রাতে, অনুসন্ধানে তাঁহার অনুমান সত্য বলিয়া নিশ্চিত হইল।

যাহা হউক কিছুকাল নির্জ্জনবাসের পর স্বামীজীর নির্ব্বিকল্পাবস্থাপ্রাপ্তি * ঘটে। নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থায় আত্মচেতন বা জ্ঞানাকাশ শিরঃকপাল হইতে বহির্নিঃসৃত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে এই ভাবে ব্যাপ্ত হয় ঃ—যথা—

ব্রহ্মজ্ঞানং———শান্তাতীতম্।
ব্রহ্মজ্ঞানং———শূন্যাতীতম্।
ব্রহ্মজ্ঞানং———ব্যাপকাতীতম্।
ব্রহ্মজ্ঞানং———সাক্ষ্যাতীতম্।
ব্রহ্মজ্ঞানং ——— আনন্দাতীতম্॥

এইরূপে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সম্পূর্ণ লয় হইলে, জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, বা সাধক সর্ব্বত্র ব্যাপী চৈতন্য-স্বরূপত্বে পরিণত হন। সুতরাং তিনি চিৎসাগরে মগ্ন হইয়া চিরকালের

---

* অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থে চিত্তবৃত্তি একীভূত হইয়া অবস্থিতি করায়, নির্ব্বিকল্পাবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞান, ও জ্ঞেয় এই তিন বস্তুর পার্থক্যবোধ থাকে না। ঘটাবস্থা অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী অর্থাৎ যতক্ষণ সাধক যোগক্রিয়ায় রত থাকেন। নির্ব্বিকল্প সমাধি ঈশ্বরানুগ্রহে ঘটিয়া থাকে এবং একবার ঘটিলে সাধক ইচ্ছা করিলেই, যত দিন ইচ্ছা এই অবস্থায় থাকিতে পারেন।

জন্য সকল জ্বালা হইতে মুক্ত হইয়া, রাত্রিন্দিব নিত্যানন্দ ভোগ করিতে থাকেন এবং যাবৎ দেহত্যাগ না হয়, তাবৎ যোগীশ্বর-ভাবে অবস্থিতি করেন *। নির্ব্বিকল্পাবস্থাপ্রাপ্তির পর, প্রথম প্রথম বিজন অরণ্যে বা গিরিগুহায়, কিছু দিন বাস করিতে হয় ; তজ্জন্য স্বামীজী, ভূগর্ভস্থ গৃহে থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইতে হইত বলিয়া, আনন্দবাগ্-সংলগ্ন দুর্গাকুণ্ড নামক পুষ্করিণীর মধ্যে অথবা গঙ্গাতটস্থ কোন গুপ্ত গহ্বরে প্রবেশ করিয়া, সময়ে সময়ে দুই তিন মাস যাবৎ অবস্থিতি করিতেন। বলা বাহুল্য, এইরূপে দুই তিন মাস যাবৎ একস্থানে থাকিলেও কোন বস্তু ভক্ষণ ত করিতেনই না, এমন কি বিন্দুমাত্র বারিপানেরও আবশ্যক হইত না †।

এই অবস্থাপ্রাপ্তির পর তিনি ১৯২৫ সংবতে কৌপীনপরিধান পরিত্যাগ করিলেন ‡। যিনি দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক,

* No other people will be there but only me alone ;
Everything will be glorious and everything my own.

—*Away off*—F. Wilkinson.

† এই সম্বন্ধে ১৯০০ সালের ১৮ই মে তারিখে কলিকাতার বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক "ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস" পত্রে, আসামপ্রবাসী জনৈক ইংরাজ মহিলা লিখিয়াছেন :—When the contemplative exalted mood was upon him, he would leave the Anandabag, the beautiful secluded garden which an adoring public forced upon him as a place of residence "in the world" (so to speak) and retire to a cave for weeks and even months at a time, seeing no one, speaking to no human soul, and living literally upon air and the spiritual ecstacies and trances in which his soul found vent—The Indian Daily News, Calcutta.

‡ ভাস্করানন্দ প্রথম ত্যাগ করিলেন সংসার, তৎপরে শরীরের বেশ ভূষা, ও সাজ সজ্জা, অবশেষে বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া

মঙ্গলস্বরূপ পরমহংসপদ লাভ করিয়া, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদজ্ঞান্ দ্বারা মায়ামুক্ত হইয়াছেন, যিনি একমাত্র অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের সত্তা ভিন্ন অপর কোন বস্তুরই বিদ্যমানতা অনুভব করিতেন না, ব্রহ্মেই যাঁহার ঐকান্তিক মন, যিনি পরম বোধবিশিষ্ট এবং এই সংসারের উদয় আছে, অস্ত আছে, এই প্রকার চিন্তা করিয়া যিনি সর্ব্বত্রই অনন্তরূপিণী ব্রাহ্মী দৃষ্টি স্থাপন করিয়াছেন, সামান্য কৌপীনের আবরণ এক্ষণে তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ নিষ্প্রোজন হইল। এক্ষণে অনন্ত আকাশ তাঁহার আশ্রয়, পৃথিবী তাঁহার শয্যা, ভুজলতা তাঁহার উপাধান, অনুকূল বায়ু ব্যজন, চন্দ্র তাঁহার প্রদীপ, দশ দিক তাঁহার বস্ত্র হইল, এবং বিরতিরূপ বনিতার সহবাসে পরমানন্দ ভোগ করিয়া বিপুল বিভবশালী ভূপেন্দ্রের ন্যায়, স্বামীজী পরমসুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ভিক্ষাবৃত্তি তাঁহার অবলম্বন হইল, তিনি জীবনধারণের জন্য যৎসামান্য দ্রব্য আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট আহার্য্য বস্তুর ভাল মন্দ বিচার পূর্ব্বেও ছিল না, এক্ষণেও রহিল না, এবং তিনি আহার সংগ্রহের কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়া অশোক ও অভয় হইয়া, পরম পদে পরম বিশ্রান্তি লাভ করিলেন। এক্ষণে তৃণ এবং কাষ্ঠ, শত্রু ও মিত্র, সর্প এবং হার, মণি এবং লোষ্ট্র, * পুষ্পশয্যা এবং প্রস্তর তাঁহার নিকট সমান হইল,

---

বলিলেন—"সংসার ও সমাজ, তোমাদিগের নিকট আর আমার কিছুই চাহিবার নাই"। জগতের নিকট এইরূপ ঘোষণা করিয়াই যেন কাশীর আনন্দ কাননে আনন্দময় ভাস্করানন্দ জ্ঞানরত্নে মূলধন করিয়া আশীর্ব্বাদের দোকান খুলিয়া বসিলেন। সারস্বত পত্র তাং ৭ই শ্রাবণ সন ১৩০৬ সাল। ঢাকা।

* হায়! আজ সোনে আউর কঙ্কর কো সমান জাননেবালে মহাত্মা (স্বামী ভাস্করানন্দ) ভারতবর্ষসে উঠ গয়ে—বেঙ্কটেশ্বর সমাচার, বোম্বাই তাং ২১ জুলাই, ১৮৯৯।

মনের এমন অবস্থায় ইন্দ্রত্বপদও তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল।

এই অবস্থা লাভ করিবার জন্যই মতিরাম সদ্যঃপ্রসূত তনয়, প্রিয়তমা পত্নী, অতুল বিভব পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, আর অদ্য সেই আত্মপদে, সেই অদ্বিতীয় নির্ব্বাণপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, সেই পাপের অপসারয়িতা, দেশকালাতীত, অমৃতস্বরূপ, ধর্ম্মাধার বিশ্বাধারকে আত্মস্থ জানিয়া, আশানদী পার হইলেন, পর্য্যাপ্তকাম ও প্রকাশিতস্বরূপ হওয়ায় ভবসাগরের পরপারে উপনীত হইলেন, এক্ষণে আর তাঁহার কোন ক্রিয়া কোন সাধনাই অবশিষ্ট রহিল না। এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় হইলেন। *

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।১।৩॥

দ্রষ্টা যখন ব্রহ্মার স্রষ্টা, স্বর্ণবর্ণ পরমপুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি পাপ পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া, নির্ম্মল হওতঃ পরম সমতা লাভ করেন।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ ঐ ২।২।৮॥

সেই পরাবর (কার্য্যরূপে অশ্রেষ্ঠ ও কারণরূপে শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে অবিদ্যাজনিত বিষয়বাসনা বিলীন হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন এবং সাধকের সকল কর্ম্মই ক্ষয় হয়।

* যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ গীতা ৩।১৭॥

আত্মপদ লাভ করাতে সত্যতা, মহত্তা, জ্ঞানবত্তা, উপশমতা সুন্দরতা, নির্ম্মলতা, কৃত্যতা, অমত্ততা, সত্তা, উদারতা, পূর্ণতা, নির্ব্বিকল্পতা, কান্ততা, একজ্ঞতা, নির্ভয়তা, সর্ব্বৈকতা, হৃদ্যতা ও অদ্বৈততা এই অষ্টাদশ নিত্যোদিতা কান্তা তৎকর্ত্তৃক অধিগতা হইল; তিনি নির্ম্মল, নির্ম্মোহ ও নির্ব্বিকল্প হইয়া—পরম শান্ত-স্বরূপ আত্মাতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

নিষ্কামধর্ম্ম ও ত্যাগশীলতা।

স্বামীজী কৌপীনপরিধান পরিত্যাগ করিলেন, আদিম অসভ্য মানবের ন্যায় বিবস্ত্র হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-লোকে প্রদীপ্ত বারাণসীপুরীরই একভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তথাপি পৃথিবীর কাতর, কাঙ্গাল, কোটিপতি, কপর্দ্দকহীনের মধ্যে যে কেহ, কোন উপায়ে একবার মাত্র তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিলে, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু কোন স্ত্রীলোক আসিবার পূর্ব্বে পার্শ্বস্থিত যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন প্রকার বস্ত্র গ্রহণ করিয়া কটিদেশে সংলগ্ন করিতেন, স্ত্রীলোকগণ চলিয়া যাইলে, তাহা পরিত্যাগ করিতেন।

এক্ষণে তাঁহার সাধন ভজন সকলই পরিসমাপ্ত হইল বটে, তথাপি উপবেশন বা শরীরের আবরণোপযোগী কিছুই নিকটে রাখিলেন না, ভোজনাদির জন্য কোন প্রকার তৈজসপাত্রাদি, এমন কি নিত্য প্রয়োজনীয় মৃত্তিকা-নির্ম্মিত একটী মাত্র কমণ্ডলুও তাঁহার আপনার বলিবার রহিল না, কৌপীনত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অপর সমুদয় দ্রব্যই পরিত্যক্ত হইল। কেবল মাত্র কোন ভক্তপ্রদত্ত একখণ্ড 'চ্যাটাই' তাঁহার উপবেশনার্থ সম্বল রহিল। দিবাভাগে আনন্দবাগের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে আপন মনে আপন ধ্যানে নিস্তব্ধ ভাবে উপবিষ্ট থাকিতেন; রাত্রিকালে আনন্দবাগের দ্বিতল গৃহমধ্যে ভূমিকে শয্যা করিয়া ভুজলতা-

উপাধানে, * পরমানন্দে অবস্থিতি করিতেন। ক্লেশ বলিয়া জগতে যে কোন পদার্থ আছে, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি সদা "একরসে" মগ্ন হইয়া একই ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

১২৯২ সালে, অর্থাৎ আনন্দবাগে আগমন করার অষ্টাদশ বৎসর পরে, স্বর্গীয় ভূধর বাবু, তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নোল্লিখিত অংশমাত্র উদ্ধৃত হইল:—"আমরা অনেক সাধু দর্শন করিয়াছি কিন্তু এরূপ অহর্নিশ হাস্যানন আর কাহারও কখনও দেখি নাই। যেন হৃদয় মধ্য হইতে আনন্দসমুদ্র উছলিয়া উঠিয়া আননপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং নয়নপ্রান্তে আনন্দাশ্রুরূপে পরিণত হইয়া অপাঙ্গদেশ দিয়া বহিয়া পড়িতেছে। এরূপ পবিত্র মুখচ্ছবি একবার মাত্র দর্শনেও হৃদয় পবিত্র হইয়া যায়। শরীর শীর্ণ, কিন্তু ঐ শীর্ণতার মধ্যেও যেন কি এক অপূর্ব্ব কান্তি বিভাসিত হইতেছে, † দেখিলেই বোধ হয়, জরা ব্যাধি যেন এ দেহে কখনও স্থান পায় না"।

"এক দিবস পৌষমাসে অতি প্রত্যুষে, প্রাতঃসমীরণসেবনে বহির্গত হইয়া, আমরা মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীর নিকট উপস্থিত

* ভুমি থাকিতে শয্যাসংগ্রহের চেষ্টা কেন? বাহুদ্বয় থাকিতে উপাধান কেন?—শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বিতীয় স্কন্ধ।

† "His emaciated body appeared indeed to be subject to the ardent spirit—he was a living example of the power of mind over matter. Swami Bhaskarananda of middle stature, with every rib and every bone in his whole body showing through his skin, yet possessed an extraordinary dignity, a naturally majestic mien which would have done credit to any Royalty." The Indian Daily News, 18. 5. 1900. Calcutta.

হইলাম। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম তাহা অবর্ণনীয়। সমস্ত রাত্রি শিশরবিন্দু বৃক্ষের পল্লবাদি সিক্ত করিয়া, শ্যামল দূর্ব্বাদলোপরি নিপতিত হইয়াছে, তদুপরি স্বামীজী শয়ন করিয়া আছেন। সর্ব্বাঙ্গে শিশিরবিন্দু মুক্তামালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। শরীরে কোন আচ্ছাদন নাই, তথাপি সেই নিদারুণ শীতেও, কোনরূপই ক্লেশানুভব করিতেছেন না *।" "সাধুদর্শন।" গীতায় উক্ত হইয়াছে যে শান্তিসম্পন্ন জিতাত্মা ব্যক্তিরই আত্মা, পরমাত্মায় অভেদরূপে প্রকাশিত হয়, এবং শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমানে, সমভাবে অবস্থান করে †। সুখে দুঃখে সমজ্ঞান ছিল বলিয়াই, তিনি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে, এবং তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া, অমানুষিক ক্লেশ সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন। বিবস্ত্র স্বামীজীর চরণতলে শত শত রাজগণ পতিত হইতেন কিন্তু, এরূপ সম্মানে তাঁহার মনে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হইত না। ‡

ভূতপূর্ব্ব "বেদব্যাস" সম্পাদক স্বর্গীয় ভূধর বাবু, দেহত্যাগের চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজীকে যে অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায় স্বামীজীর জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত হয়। তিনি নিদারুণ শীতে, বস্ত্র দ্বারা § দেহাবৃত করা দূরে থাকুক্,

---

* পরিশিষ্টে ৪ নং পত্র দেখুন।

† গীতা—৬।৭ ॥

‡ "There was in him no trace either of the arrogant pride or the false humility which one might have suspected would be the case under such circumstances."—The Indian Daily News, 18th May, 1900.

§ স্বামীজীর অর্শের পীড়া ছিল। তজ্জন্য জনৈক ভক্ত কর্ত্তৃক আনীত একটি "মাদুলী" সূত্র দ্বারা দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিতে হইবে শুনিয়া

এমন কি রাত্রিকালে ভূমির উপর শয়ন করিবার সময়ও, নিকটে অগ্নি পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত করিতেন না। চত্বারিংশৎ বৎসর বয়সে আনন্দবাগে আগমন করিয়া, যেমন অনাবৃত দেহে বামহস্তোপরি মস্তক ন্যস্ত করিয়া, নিদারুণ পৌষ মাসের শীতেও ভূমিতে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতেন, দেহত্যাগের শেষ সময় পর্য্যন্তও তাঁহার এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পূর্ব্বেও যেরূপ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলেও, পানীয় পাত্রাভাবে তাঁহার জল পান করা হইত না, দেহত্যাগের শেষ সময় পর্য্যন্ত, চেষ্টা করিয়া জলপানার্থ আনীত পানপাত্রে, কোন মতেই তিনি জলপান করিতেন না। যদি কোন দর্শনার্থী, 'লোটা' (পানপাত্র) হস্তে লইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার ঐ লোটা লইয়া জলপান করতঃ তৎক্ষণাৎ তাহা প্রত্যার্পণ করিতেন, নতুবা করপুটই তাঁহার পানপাত্রের কার্য্য করিত। * জনৈক শিষ্য তাঁহার এই ক্লেশ দেখিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত একটি পানপাত্র ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া তদ্দণ্ডেই অপর এক ব্যক্তিকে প্রদান করেন। তাঁহার জনৈক সন্ন্যাসী শিষ্য পর-দিবসের রন্ধনার্থ কিঞ্চিৎ কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন জানিতে পারিয়া, স্বামীজী অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কেন না স্বামীজীর মতে, সকল সন্ন্যাসীরই যদৃচ্ছালব্ধ পানাহারী হওয়া কর্ত্তব্য।

বলেন ঃ—"বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে বস্তু (বস্ত্র) একবার পরিত্যাগ করেন, তাহা পুনরায় গ্রহণ করেন না। অধিকন্তু জগতে ব্যাধি দুই প্রকার, কর্ম্মকৃত ও ধাতুজ। শেষোক্ত ব্যাধির চিকিৎসা দ্বারা শান্তি হয় কিন্তু কর্ম্মকৃত ব্যাধি, ভোগ দ্বারা পাপক্ষয় না হইলে, কিছুতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।"

* করপুট থাকিতে পাত্রের প্রয়োজন কি ? শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ।

রাজা, মহারাজ, সাহেব, বিবি, দীন দরিদ্র, যুবা, বৃদ্ধ, যিনি যে ভাল আহারীয় দ্রব্য পাইতেন, স্বামীজীর জন্য আনয়ন করিতেন, স্বামীজীও তাঁহাদিগের ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া সেই সমুদয় আহারীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কেহ কদাচিৎ তাঁহাকে সেই সমুদয় দ্রব্যাদি ভোজন করিতে দেখিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ ভক্তগণ কর্তৃক বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া, পাছে তাঁহারা মনোবেদনা প্রাপ্ত হন, এই আশঙ্কায়, রাশি রাশি আনীত দ্রব্যাদির মধ্যে কদাচিৎ কণামাত্র গ্রহণ করিতেন। ভিক্ষাই সন্ন্যাসিগণের ধর্ম্মসাধনের প্রধান অঙ্গ, তথাপি আহারীয় দ্রব্যাদি ভিন্ন, অন্য কোন বস্তু, কখন তিনি গ্রহণ করিতেন না।

মহারাজ মহারাণীগণ কর্তৃক নিত্য নূতন নূতন আহারীয় দ্রব্যাদি প্রেরিত হইত; সিঙ্গাপুর হইতে কেস্থর, সুদূর ফরাসীদেশ হইতে সাহেবভক্তগণ কর্তৃক প্রেরিত কুল, চিনদেশ হইতে কলা, * কাবুল হইতে সরদা, নিজামের রাজধানী হইতে তরমুজাদি বিবিধ প্রকার ফল, নিত্য ডাক বা রেলযোগে আনন্দবাগে আসিয়া উপস্থিত হইত, কিন্তু সেই সমুদায় দ্রব্যাদি তিনি, যে আসিত তাহাকেই দান করিতেন। স্বামীজী কাশীধামের ম্যাজিষ্ট্রেট্, কমিশনার, জজ্, পুলিস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সিবিল-সার্জ্জন, প্রমুখ সাহেবগণ কর্তৃক প্রেরিত ফলাদি গ্রহণ করিতেন, আবার তিনিও তাঁহাদিগকে দুস্প্রাপ্য নানাবিধ ফলাদি প্রেরণ করিতেন।

কাশী, ভিঙ্গা, নেপাল, নাগোধ, বড়হর, বেতিয়া, অযোধ্যা,

* Many Lieutenant Governors and Viceroys paid their respects to the Swami. I may mention the fact of having received myself from him a present of plantain fruits, which he said, he had received from an admirer in China. *Benares Correspondent*—Amrita Bazar Patrika. August 1, 1898.

প্রভৃতি রাজ্যের রাজা বা রাণীগণ সাতিশয় ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক নূতন নূতন আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইয়া, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ভোজন করাইবার নিমিত্ত, সদা সর্ব্বদা আনন্দবাগে সমাগত হইতেন, স্বামীজীও তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থে, সেই সমুদয় দ্রব্য গ্রহণ করিয়া স্বীয় মস্তকোপরি স্থাপন করিতেন, কিন্তু তাঁহারা আনন্দবাগ্ হইতে বহির্গত হইতে না হইতেই, আমরা দেখিতে পাইতাম, সেই সমুদয় দেবভোগ্য দ্রব্যাদি, কুকুর, বানর বা আনন্দবাগস্থ গাভীগণ ভোজন করিতেছে। "বস্তুতঃ নির্লোভ নিরহঙ্কার স্বামীজী হিন্দুর নিষ্কাম ধর্ম্মের যে মহান্ আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহা জগতে অতিশয় দুর্লভ।" *

প্রভুপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামীজীর একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি একদা স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, জনৈক মহারাজ একথালা সুবর্ণ মোহর লইয়া স্বামীজীর পদতলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং স্বামীজী যাহাতে সেই সুবর্ণ মোহরগুলি গ্রহণ করেন তজ্জন্য বার বার অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু আত্মপরিতৃপ্ত, মৃৎকাঞ্চনে সমজ্ঞানসম্পন্ন স্বামীজী তাঁহার বাসনা কিছুতেই চরিতার্থ করিলেন না। †

তৎপরে স্বামীজীকে লক্ষ্য করিয়া, বিজয়বাবু নিম্নোল্লিখিত তিনটি শ্লোক পাঠ করিলেন :—

ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষকাঙ্ক্ষী
ন বীরো ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ।
ন শৈবো ন শাক্তো ন বা বৈষ্ণবো বা,
বধূর্তশ্চিদানন্দরূপো মহেশঃ॥

---

* প্রতিবাসী তারিখ ২রা শ্রাবণ, ১৩০৩ সাল।

† যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ। গীতা ৬।৮॥

শ্মশানে গৃহে বা হিরণ্যে তৃণে বা
তনূজে রিপৌ বা হুতাশে জলে বা।
স্বকীয়ে পরে বা সমত্বেন বুদ্ধো
বিরেজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ॥
অভেদেন পশ্যন্ জগৎ সর্ব্বমেতদ্
বনে বা গৃহে বা সমানানুরাগঃ।
সদানন্দপূর্ণঃ প্রসন্নেন্দুবক্ত্রো।
বিরেজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ॥

কাঞ্চনত্যাগের অপর একটি উদাহরণ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম :—

"দক্ষিণ দেশের বড়হরের রাণী স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এক সময়ে একটি মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায় রাণী-জীর সমস্ত বিষয় যায় যায় হইয়া উঠে। মহাভক্ত রাণী স্বামীজীর পদে আসিয়া শরণ লইলে, স্বামীজী তাঁহাকে অভয় প্রদান করতঃ বলিলেন—"মোকদ্দমায় তোমার শত্রুপক্ষ পরাজিত হইবে।" যথাসময়ে স্বামীজীর বাক্য সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে, রাণীমা সহর্ষে দেড় লক্ষ টাকা স্বামীজীর সেবার্থ আনন্দবাগ্ উদ্যানে প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য স্বামীজী কপর্দ্দকমাত্রও গ্রহণ করি-লেন না এবং পরিশেষে তাঁহার উপদেশমত, উপরোক্ত অর্থে, আনন্দবাগের নিকটে একটি শিবমন্দিরসমন্বিত অতিথিশালা প্রতি-ষ্ঠিত হইল। রাণীজী, স্বামীজী নিষেধ করিলেও, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ, ঐ অতিথিশালার এক প্রকোষ্ঠে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত স্বামীজীর এক মূর্ত্তি সংস্থাপিত করেন। অদ্যাপি ঐ অতিথিশালা ভক্তের প্রতি তাঁহার অপার অনুগ্রহের কথা, স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

বেদে দেখিতে পাই জীবন্মুক্ত পুরুষের বর্ণনা এইরূপ আছে ঃ—

তিনি অন্তর্জগত ও বহির্জগৎ সর্ব্বত্র একভাবে অবস্থিতি করেন। অন্তরে নিগূঢ় পরম তত্ত্বে যুক্ত রহিয়াছেন, এদিকে বহিরিন্দ্রিয়ের সকল কার্য্যই চলিতেছে, কিন্তু কোন কার্য্যের প্রতি আসক্তির লেশ মাত্রও নাই।

আসক্তির লেশমাত্রও নাই। ইহারই প্রমাণস্বরূপ আমরা পাঠকগণকে, পরিশিষ্টে ১নং পত্রখানি পড়িতে অনুরোধ করি। ইংরাজী ১৮৯৮ সালে, যুক্ত প্রদেশের ছোট লাট সাহেব বাহাদুর স্বামীজীকে দেখিতে, আনন্দবাগে গিয়াছিলেন। আর আমরা ইংরাজী ১৯০৪ সালে, লাট সাহেবকে একখানি পত্র লিখি। ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে ; লাটসাহেব তথাপি স্বামীজীর বিশেষ বিশেষ গুণগুলি বিস্মৃত হন নাই। স্বামীজীর যে দেশে জন্ম কর্ম্ম, যে দেশে অবস্থিতি, সেই দেশেরই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, লাট সাহেবকে আসিতে দেখিয়া তিনি কিছুমাত্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হন নাই ; (free from embarrassment) "লাট সাহেব আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন, না জানি আমি কত বড় লোক," ইহা ভাবিয়া, নিজের মহত্ত্বপ্রকাশের বিন্দু মাত্র চেষ্টাও নাই (free from self-assertion ১নং পত্র দেখুন) ; অভ্যাগতের সন্তোষোৎপাদনে ব্যগ্র (anxious to give pleasure to his guest).

"To show that he was pleased and interested in the conversation"—তিনি যে লাট সাহেবের সহিত কথা বার্ত্তায় সন্তুষ্ট ও পরম আপ্যায়িত হইয়াছেন, ইহা "দেখাইতে" অভিলাষী। লাট সাহেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার আগমনে স্বামীজী আন্তরিক সুখী হন নাই, কেন না জীবন্মুক্ত পুরুষ যিনি, তাঁহার কোন বিষয়ে স্পৃহাও নাই, বিরক্তিও নাই, দৃষ্টি অর্থশূন্য,

চেষ্টা কামনাশূন্য, ইন্দ্রিয়গণ ভ্রূক্ষেপশূন্য *। যথাসুখে দেখিতেন, শুনিতেন, গ্রহণ করিতেন, ঘ্রাণ লইতেন, ভোজন করিতেন, তথাপি সকল বিষয়ে অনাসক্ত। বিশ্ব ধ্বংস হউক ইহাও তাঁহার ইচ্ছা নয়, বিশ্ব থাকুক তাহাতেও তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; জীবন মরণ, থাকা না থাকা, সকলই সমান। জ্ঞাতব্য, বক্তব্য, কর্ত্তব্য কিছুই নাই। স্বর্গরাজ্যে ও ভিক্ষাবৃত্তিতে, লাভে অলাভে, জনপদে ও অরণ্যে, বন্ধন ও মোক্ষে, † কোন প্রভেদ নাই। সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্পের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার বিশ্বই বা কোথায়? ধনই বা কোথায়? কামনাই বা কোথায়? ধ্যানই বা কোথায় ‡? মুক্তিই বা কোথায়? সমাধিস্থ রহিয়াছেন অথচ সমাধির অনুষ্ঠান নাই, জড়তা রহিয়াছে অথচ জড় নহেন, পাণ্ডিত্য আছে অথচ পণ্ডিত নহেন সুতরাং তিনিই ধন্য।

---

* What impressed me most at first sight was his absolute renunciation of even the ordinary comforts of life—পরিশিষ্টে মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পত্র দেখুন।

† যখন যতি, কার্য্যকারণস্বরূপ এই বিশ্বের সকল পদার্থেই আপনাকে ও পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তখন বন্ধন ও মোক্ষ, তাঁহার নিকট পৃথক বোধ হয় না, তখন আপনাকে ও পরমব্রহ্মকে একাধারে দর্শন করিতে থাকেন—শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধ, যতিধর্ম্ম-কথন অধ্যায়।

‡ আমরা মধ্যে মধ্যে কাশীধামে গমন করিয়া, মাসাধিক কাল স্বামীজীর সহিত অতিবাহিত করিতাম। স্বামীজী অনুগ্রহ করিয়া দিবারাত্র আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে দিতেন; এমন কি রাত্রিকালেও, যে দ্বিতল গৃহে, পিপীলিকাটির পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার থাকিত না, সেই গৃহেও আমরা তাঁহারই নিকট শয়ন করিতে পাইতাম। আমরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, দেহত্যাগের পূর্ব্বে, শেষ দশ বৎসর, তিনি ক্রিয়াশূন্য ছিলেন; ধ্যান, ধারণা, পূজা, পাঠ কিছুই করিতেন না।

ন ধাবতি জনাকীর্ণং নারণ্যমুপশান্তধীঃ।
যথা তথা যত্র তত্র সময়ে বাবতিষ্ঠতে।

শান্তচিত্ত ব্যক্তি বিজন অরণ্যে গমন করেন না, জনাকীর্ণ স্থানেও যান না, যেখানে সেখানে যখন তখন তিনি থাকিতে পারেন।

আত্মতত্ত্বে অবস্থিত ব্যক্তির ধর্ম্মই বা কোথায়? অর্থই বা কোথায়? দ্বৈতভাব বা কোথায়? অদ্বৈতভাব বা কোথায়? গুরুই বা কোথায়? শিষ্যই বা কোথায়? পুরুষার্থ বা কোথায় বিদ্যমান? অধিক কি অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, দ্বৈত, অদ্বৈত এ সমস্ত জীবন্মুক্তের মনে এক কালে স্থান প্রাপ্ত হয় না।

মুক্তচেতার কি চমৎকার অবস্থা! তিনি জাগরিতও নহেন, নিদ্রিতও নহেন; চক্ষু উন্মীলিতও নহে, নিমীলিতও নহে, প্রবৃত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, সকল অবস্থাতেই একভাব,* সকল অবস্থাতেই নিষ্কাম, ও সকল স্থানেই বিরাজমান। কাহারও নিন্দা করেন না বা স্তব করেন না, হস্ত পদাদির কার্য্য চলিতেছে, অথচ সকল বিষয়েই নির্লিপ্ত; ধর্ম্ম অর্থ কাম এই তিনের কথা দূরে থাকুক্, আত্মতত্ত্বে অবস্থিত ব্যক্তির সর্ব্ব প্রকার আশা বিগলিত হওয়ায় এমন কি মোক্ষে পর্য্যন্তও স্পৃহা থাকে না। তিনি নিত্য-তৃপ্ত, ধীর, স্থির, গম্ভীর ও সদা আনন্দময় †। তিনি আপনাতে আপনাকে হারাইয়া স্বারাজ্যসিদ্ধি লাভ করেন ‡।

* "It is an expression of countenance wholly from within, which no outside influence can affect"—The Indian Daily News. 18th May 1900, Calcutta.

† "I have much pleasure in reproducing the photo now, (fig 11), as I have also in calling to mind the serenity, cheerfulness and urbanity of this famous and highly venerated Hindu ascetic"—*The Mystics, Ascetics And Saints of India* Prof. J. C. Oman. P. 210.

‡ Calm, silent and majestic, he [Swami Bhaskarananda] remained immersed in the glory of his own soul—The Hindu Patriot July 15, 1899, Calcutta.

দ্বাদশ অধ্যায়।

পিতা মাতা ও পত্নীর বিয়োগ।

মৈথেলালপুরের মিশ্রবংশ অতিশয় ভাগ্যবান্। ঐ বংশের উপর ভগবানের অতিশয় কৃপা পরিলক্ষিত হয়। স্বামীজীর আনন্দবাগ্ উদ্যানে পরমহংসরূপে বাস করার পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯১০ সংবতে, তাঁহার পিতা মিশ্রীলালের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল, সুতরাং আর তাঁহার গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে ভাল লাগিল না।

তিনি সংসার, মিথ্যা ও মায়াসৃষ্ট বিবেচনা করিয়া, ইহার অসারতা বুঝিতে পারিলেন ও বিষয়ভোগাভিলাষী মনকে, অসার সুত, ধন ও যুবতীপ্রলোভন হইতে রক্ষা করা অতিশয় কঠিন বিবেচনা করিয়া, স্বয়ম্ভুর অভয় পদে আশ্রয় লাভ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে মিশ্রীলাল গৃহত্যাগ করিলেন এবং বারাণসী পুরীতে আগমন করতঃ পরম কল্যাণদায়ক, মোক্ষপ্রদ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। মিশ্রীলাল দুইবৎসর কাশীধামে বাস করতঃ সন্ন্যাসাশ্রম উপভোগ করিয়া, দেহত্যাগ করিলেন।

পতিপুত্রের গৃহত্যাগের পর, স্বামীজীর দয়াশীলা পুণ্যবতী মাতাঠাকুরাণী, তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন এবং যাবতীয় তীর্থভ্রমণের শেষে, তিনি বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া বিষম পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। ত্রিকালজ্ঞ স্বামীজী যোগবলে মাতার

অন্তিম কাল উপস্থিত, অবগত হইয়া, কাশীধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন। মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হওয়ার অব্যবহিত পরে, স্বামীজীর মাতাঠাকুরাণী, জীবন্মুক্ত পুত্রের কোলের উপর মস্তক রক্ষিত করিয়া, বদরীনারায়ণ দেবের অমৃতময় নামোচ্চারণ করিতে করিতে জীবলীলা সমাপ্ত করেন।

এইরূপ পিতামাতার, যে স্বামীজীর মত ব্রহ্মনিষ্ঠ, জীবন্মুক্ত সুসন্তান হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

স্বামীজীর সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী, তপস্যা দ্বারা বরাণসীধামে দেহত্যাগ করিয়া, তাঁহার জ্যোতিঃ আশ্রয় করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

স্বদেশীয় ভক্ত ও দর্শক বৃন্দ।

সর্ব্বভূতে প্রেম বিতরণের জন্যই যেন স্বামীজী পুণ্যভূমি বারাণসীক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং প্রথম বৎসর প্রতিদিন এক ঘণ্টার জন্য, পর বৎসর দুই ঘণ্টার জন্য, ক্রমশঃ সমস্ত দিনই আনন্দবাগের দ্বার উন্মুক্ত থাকিতে লাগিল। আর সেই অবসরে দিগ্‌দিগন্ত হইতে অসংখ্য নরনারী স্বামীজীর আশীর্বাণীতে কৃতার্থ হইবার নিমিত্ত আনন্দবাগে সমাগত হইতে লাগিল। তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার অমিয়মাখা উপদেশ শুনিয়া, জীবন ধন্য বোধ করিল। ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষের সেই উদার বিশ্বব্যাপী * প্রেমে হিন্দু মুসলমান, শিখ্, খৃষ্টান † প্রভৃতি সকল জাতিই সমভাবে মাতিয়া উঠিল, কেননা তাঁহার এই প্রেম সেই রাজ্যের যথায় আত্মীয় অনাত্মীয় নাই, জাতি বিচার নাই, নাম রূপ নাই, যে স্বারাজ্যে সবই আছে অথচ কিছুই নাই।

* ভারতে তাঁহার মত বৈদান্তিক পণ্ডিত কেহ ছিল না, কিন্তু পাণ্ডিত্যের বলে কে কবে জগৎ মুগ্ধ করিয়াছে? মহাপ্রেম তাঁহাকে জগৎপূজ্য করিয়াছিল। সঞ্জীবনী, ৫ই শ্রাবণ ১৩০৬।

† হিন্দু, মুসলমান, কৃস্তান, বৌদ্ধ আপকে দর্শন করনেকো হী কাশী আতে থে, হিন্দি বঙ্গবাসী, ১৭ই জুলাই—১৮৯৯ সাল।

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং
গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে।
এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ
পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ
ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ॥

অথর্ব্ববেদান্তর্গত ষষ্ঠ প্রশ্নে পঞ্চম শ্লোক।

যেমন সমুদ্রাভিমুখে ধাবমানা নদী, সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই অস্ত যায় এবং তাহার নাম রূপ বিনষ্ট হয়, তখন তাহাকে কেবল সমুদ্রই বলা যায়, তদ্রূপ পরম পুরুষের প্রতি গমনশীল জীবরূপ পরিদ্রষ্টার ষোড়শ কলা, তাঁহাতেই অস্ত যাওয়ায় তাহাদের নাম রূপ থাকে না, তখন চিৎসাগরে লীন হওয়ায়, জীবকে কেবল পুরুষমাত্রই বলা যায়, এবং জীব অকল ও অমর হন।

সুতরাং তিনি এক্ষণে বিশ্ববিৎ, বিশ্বরূপ, সহস্রচক্ষু, সত্বান্তর-নিরপেক্ষ, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতস্থিত, সাক্ষী, সর্ব্ববিৎ, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, নির্দ্দোষ, নিরঞ্জন ব্রহ্মকে ঘরে বাহিরে, সাগরে, নগরে, ঘটে পটে, জলে স্থলে, সর্ব্বত্রই দেখিতে লাগিলেন, এবং অবিরত, স্বয়ং ব্রহ্মপ্রেমউপভোগ করিয়া যে আসিতে লাগিল, হিন্দু অহিন্দু জ্ঞান রহিল না, সকলকেই সেই প্রেম বিতরণ করিতে লাগিলেন; সকলকেই সমভাবে প্রেমসম্ভাষণে পুলকিত করিতে লাগিলেন! "আনন্দবাগ্ প্রেমের বাজার হইয়া উঠিল*।" যাঁহাকে বিদ্যুৎ প্রকাশিত করিতে পারে না, সূর্য্যাদি সমুদায় বস্তু, যে দীপ্যমানেরই প্রকাশে

* সঞ্জীবনী ৫ই শ্রাবণ, ১৩০৬ সাল।

অনুপ্রকাশিত সেই জন্মরহিত, ধ্রুব এবং বিষয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট ঈশ্বরকে জানিয়া, তিনি অমৃতত্ব লাভ* করিলেন। তিনি এক্ষণে সমভাবে জাগ্রদাদি সকল অবস্থায় চৈতন্যসমাধিযুক্ত হইলেন। অপরিচ্ছন্ন পরমবস্তু আশ্রয় করাতে, অপর সমুদয় পরিচ্ছন্ন বস্তুতে আর তাঁহার অণুমাত্রও আগ্রহ রহিল না। তাঁহার দর্শনার্থ সমাগত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিতে লাগিলেন যে, "তাঁহার চিত্ত যেন এই পাপময় সংসার হইতে প্রস্থান করিয়া কোন লোকাতীত স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, এবং তথাকার অনুপম আনন্দ উপভোগ করিয়া আপন আনন্দে হাসিতেছে। মুখে কেবল 'প্রেম প্রেম' শব্দ। যিনি কেন উপস্থিত হউন না, তিনি যেন সচেতন জীব দেখিলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন এবং জীব মাত্রকেই শক্তি উপহিত চৈতন্যজ্ঞানে প্রেমপরিবর্ত্তনে লালায়িত হন। পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলকেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন "রে ভাই হামরা সাথ্ প্রেম করোগে?" † "সাধুদর্শন"।

এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহার যশোরাশি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং এই মহাপুরুষের মহাপ্রেমে‡ আকৃষ্ট

* In recording, the above particulars of what is indeed a typical case, I have stated enough to show the honoured position and unstinted veneration with which the ascetic life in India may, even in this materialistic age, reward the Successful "Sadhu"—p. 212—The Mystics, Ascetics and Saints of India.

† "With eyes fuller of kindly human interest"—Dr. Fairburn in the "Nineteenth Century." London.

‡ "Strange as it may seem, there was undeniably something refined and *attractive* about the personality of this naked ascetic with his transparently benevolent countenance

হইয়া পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় মনুষ্য প্রবাহ পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে আগমন করিতে লাগিল। প্রথমেই আসিয়াছিলেন কাশীনরেশ মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহ বাহাদুর (জি, সি, এস্, আই,)। ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য কাশীপতি, স্বামীজীর প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনার্থ তাঁহার এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্বীয় রামনগরের রাজভবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

স্বামীজী তখনও লোকসমাজে উত্তমরূপে পরিচিত হন নাই। তখনও তিনি অধিকাংশ সময়, ভূগর্ভস্থ গৃহমধ্যে অতিবাহিত করেন, কিন্তু জানি না, কি প্রকারে স্বামীজীর সন্ধান পাইয়া, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, বর্ত্তমান রুষিয়াধিপতি (তখন সম্রাট-পুত্র) সহসা একদিন আনন্দবাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী, ভূগর্ভস্থ গৃহ হইতে উপরে উঠিয়া আসিতে দেখিতে পাইলেন, দুইটি সাহেব তাঁহার অপেক্ষায় আনন্দবাগের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। স্বামীজীকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহারা সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যথোচিত অভি-বাদনান্তে তাঁহাকে অবগত করাইলেন, যে তাঁহারা, তাঁহার দর্শনার্থই আনন্দবাগে সমুপস্থিত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া স্বামীজী যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং পরিচয়ে জানিতে পারিলেন, রুষিয়ার সম্রাটপুত্র আপন অনুজ সহ তথায়, সমাগত হইয়াছেন।

তদনন্তর বর্ত্তমান অযোধ্যাধিপতি মহারাজ স্যার প্রতাপ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর (কে, সি, আই, ই), কাশীধামে আগমন করিয়া, স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহারাজ বাহাদুর

and keen bright eyes"—The Mystics, Ascetics and Saints of India. John Campbell Oman P. 208—9.



কাশীর মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহ (জি, সি, এস, আই), শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী ও

স্বামীজীর বড়ই প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং ইহাঁর ন্যায় স্বামীজীর ভক্ত অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি মধ্যে মধ্যে অযোধ্যা হইতে ৺কাশীধামে শুভাগমন করিতেন এবং বহুসংখ্যক দাস দাসী থাকিলেও, স্বহস্তে শ্রীগুরুদেবের পরিচর্য্যা করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

কয়েক বৎসর গত হইল, একবার মহারাজ স্যার প্রতাপ নারায়ণ, স্বামীজীর সেবার্থ কাশীধামে সমাগত হইয়া, কয়েকদিন অতিবাহিত করিলে পর, একদিন আপন রাজধানীতে প্রত্যাগমনার্থ এক টেলিগ্রাফ্ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মহারাজ স্বামীজীর নিকট অনুমতিগ্রহণার্থ গমন করিলে, স্বামীজী তাঁহাকে বার বার নিষেধ করিলেন, যেন সে দিন মহারাজ বাহাদুর কোন মতে কাশীত্যাগ না করেন। মহারাজ বিষম বিপদে পড়িলেন। বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য হেতু অযোধ্যায় না ফিরিলেই নয়, এদিকে গুরুর আজ্ঞা কিরূপে লঙ্ঘন করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে স্বামীজী আদেশ করিলেন—"একান্তই যদি আবশ্যক থাকে, তবে যে গাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছ, ঐ গাড়ী খানিতে না যাইয়া পরের গাড়ীতে যাইও"। মহারাজ স্বামীজীর আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন; এবং পরের গাড়ীতে অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য রাজঘাট ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে, তিনি যে রেলগাড়ীতে অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং স্বামীজীর নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত না হইলে, যে গাড়ীতে নিশ্চয়ই অরোহণ করিতেন, সেই গাড়ীর সহিত, জোনপুরের নিকট এক ষ্টেসনে, অপর একখানি গাড়ীর সংঘর্ষ (collision) হওয়ায়, অনেক লোক হতাহত হইয়াছে। আমরা এই ঘটনা সত্য, অথবা মিথ্যা জানিবার নিমিত্ত, মহারাজ বাহাদুরকে

একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি আমাদিগকে পরিশিষ্টে প্রকাশিত ৩ নং পত্র খানি লিখিয়াছিলেন।

স্বামীজীর মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া ক্রমশঃ কত শত নর নারী, যে তাঁহার দর্শনমানসে প্রত্যহ আনন্দবাগে আগমন করিতে লাগিল, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, মহারাষ্ট্রী, গুর্জ্জর, পাঞ্জাবী, পঞ্চগৌড়, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্ব ধর্ম্মের ও সর্ব্ব বর্ণের বহু সংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহার দর্শন লাভ করিবার জন্য, আনন্দবাগে আগমন করিতে লাগিলেন। ইউরোপের আইস্‌ল্যাণ্ড, জার্ম্মানি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুষিয়া, বেলজিয়ম, নরওয়ে, ইতালী, ও আমেরিকা এবং এশিয়ার অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের জ্ঞানী, ও উচ্চপদস্থ সাহেব বিবিগণও এই সর্ব্বত্যাগী নগ্ন সন্ন্যাসীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রত্যহ দলে দলে আসিতে লাগিলেন। কোন কোন দিন লোক সংখ্যা এক সহস্র পর্য্যন্ত হইত।* এক এক দিন, স্বামীজী লোকসমাগম একবারে বন্ধ করিয়া দিতেন, কিন্তু তাঁহার নিষেধ কেহ শুনিতেন না; আনন্দবাগের দ্বার ভিতর হইতে অর্গলরুদ্ধ হইলেও, দর্শনার্থীগণ আনন্দবাগের বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিতেন। তাঁহাদের আর কোন উদ্দেশ্য থাকিত না, কেবল, কখন পুনরায়

* প্রতিদিন সহস্রোং মনুষ্য ইনকে দর্শনকো আতেথে—বেঙ্কটেশ্বর সমাচার, বোম্বাই, তাং ২১শে জুলাই ১৮৯৯ সাল।

"Here he enjoyed the greatest consideration and distinction. Pilgrims crowded to adore him."—*The Mystics, Ascetics, And Saints of India*, P. 212.

দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে, আর তাঁহারা "সেই জগদ্বিখ্যাত জগজ্জ্যোতি যোগোজ্জ্বল যোগিপুরুষ, ভাস্করানন্দের পদ্মাসনাসীন পুণ্য পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিবেন,—জীবন ধন্য করিবেন।"* এক এক দিন এত লোক আসিত যে, বোধ হইত, যেন আনন্দ-বাগে একটি মেলা বসিয়াছে।

স্বামীজীর সংস্কৃত জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে ঃ—

গণয়তু গণিতজ্ঞ ক্ষুব্ধসিন্ধূর্ম্মিধারাঃ।
কলয়তু স ইয়ত্তাং বিপ্রুষাং বর্ষবারঃ॥
বিমৃশতু খলু ভল্লুকস্য লোমানি কশ্চি-
ত্তদপি গদতু নৈতচ্ছিষ্যসংখ্যাং বিপশ্চিৎ॥

অর্থাৎ সুচতুর গণিতজ্ঞ, সমুদ্রের তরঙ্গমালা গণনা করিলেও করিতে পারেন, বর্ষাকালে আকাশ হইতে পতিত বারিবিন্দু বা ভল্লুকের গাত্রের লোমের সংখ্যা নির্ণয় করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু যত লোক এই মহাপুরুষ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা এরূপ লোকের পক্ষেও অসম্ভব।

বস্তুতঃ "স্বামীজীর শিষ্যসংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক হইবে। ১৮৯৪ সালে প্রস্তুত তালিকায় দেখা যায়, স্বামীজীর হিন্দুস্থানে ও বাঙ্গালী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শিষ্যের সংখ্যা ৩২৫, মুন্সেফ সবজজ শিষ্যের সংখ্যা ৫৬৬" †। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা, এলাহাবাদ, বোম্বাই পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের কত বড় বড় উকীল, ইন্‌জিনীয়ার, ডাক্তার এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ যে তাঁহার ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন, তাহার সংখ্যা কে করিতে পারে? আনন্দবাগে আসিয়া

* বঙ্গবাসী, তারিখ ৭ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল।

† বঙ্গবাসী, তাং ৭ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল।

কেবল মাত্র স্বামীজীকে দর্শন করিয়া গিয়াছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা কুড়ি পঁচিশ লক্ষ হইবে।

আনন্দবাগে আসিয়া স্বামীজীর অবস্থিতির কয়েক বৎসর মাত্র পরে, বড় বড় রাজা মহারাজ প্রভৃতি আসিয়া আনন্দবাগের অতি নিকটেই গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন; সুতরাং দেখিতে দেখিতে ঐ স্থানটি "রাজপল্লী" হইয়া উঠিল। কাশীরাজের প্রাসাদ অসীসঙ্গমের পরপারেই স্থাপিত, ভিঙ্গাধিপতি, স্বামাজী যে গৃহে বাস করিতেন তাহার পার্শ্বদেশেই একটি নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন, অপর দিকে বেতিয়ার মহারাণী, নাগোধ ও অনচেরার রাজা প্রভৃতি আনন্দবাগের অতি নিকটেই, গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইলেন।

"ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় রাজা মহারাজই ভাস্করানন্দের ভক্তশিষ্য ছিলেন, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। কাশী, অযোধ্যা, কাশ্মীর, রেওয়া, নাটোর, ভিঙ্গা, ডুমরাওন, বেতিয়া, শিয়ারশোল, দ্বারবঙ্গ,—কত নাম করিব? হায়দরাবাদের নিজাম, মুর্শিদাবাদের নবাব, স্বাধীন রামপুর রাজ্যের মুসলমান অধিপতি প্রভৃতিও তাঁহার সবিশেষ গুণগ্রাহী। সকলেরই নিকট তিনি সবিশেষ পরিচিত এবং সকলেরই ভক্তি-পাত্র ছিলেন"।*

দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব অধিরাজের বংশধরগণ, দুর্গাকুণ্ডের নবাব সাহেব প্রমুখ অসংখ্য মুসলমান স্ত্রীপুরুষও, প্রায়ই স্বামীজীকে দর্শন করিতে, তাঁহার নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, আনন্দবাগ্ উদ্যানে সমবেত হইতেন। কাশীধামের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ প্রমুখ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটগণ, মুসলমান্

* বঙ্গবাসী, তাং ৭ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল।

কোতওয়াল ও অপরাপর উচ্চপদস্থ ভক্ত রাজকর্ম্মচারিগণ মধ্যে মধ্যে স্বামীজীর নিকট আগমন করিয়া, কায়মনোবাক্যে কেবল মাত্র ইহাই প্রর্থনা করিতেন, যে যত দিন স্বামীজী কাশীতে বর্ত্তমান থাকিবেন, তত দিন যেন তাঁহাদিগের অন্যত্র বদলী না হয়।

স্বামীজীকে দর্শন করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে কিম্বা তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গললাভ কামনায় কেবলমাত্র রাজা মহারাজগণই যে আসিতে লাগিলেন তাহা নহে, আমাদিগের ন্যায় কত দীন হীন ভারতসন্তান যে তাঁহার অপার কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। কত, ছিন্ন ভিন্ন মলিন বস্ত্রপরিহিত পথের কাঙ্গাল, কত কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় আগমন করিয়া, "সংসারদুঃখগহনাৎ রক্ষ" রবে আনন্দবাগ্ নিয়ত প্রতিধ্বনিত করিত, কত কঠিনপীড়াগ্রস্ত আর্ত্তের অশ্রু-পাতে আনন্দকানন অহর্নিশ সিক্ত হইত তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? যে দিন দেখিলাম, কলিকাতা ভবানীচরণ দত্তের গলি নিবাসী, মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার ভাড়ড়ী মহাশয়, নিজে ডাক্তার হইয়াও আপনার চতুর্দ্দশ বৎসরের অম্লশূলপীড়া আরোগ্য করিতে অসমর্থ হওয়ায়, অসহনীয় যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে, স্বামীজীর শরণাগত হইলেন, এবং স্বামীজীও তাঁহার ক্লেশ দর্শনে দয়া করিয়া তাঁহার উদর বারেক মাত্র স্পর্শ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সকল যন্ত্রণা দূর করিলেন, সেই দিন মনে হইল, সত্যই দৈববলের তুল্য বল আর নাই! যাহা হউক, ভক্ত আসিয়া স্বামীজীর কৃপা প্রার্থী হইলে, পরম কৃপালু স্বামীজী তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনোবাঞ্ছা সন্তুষ্ট চিত্তে পূর্ণ করিতেন। ঘোর নাস্তিক ডাক্তার বাবু এক্ষণে যারপরনাই আস্তিকভাবাপন্ন হইয়াছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলের কারবিগোয়ান নামক ষ্টেসন হইতে কিছু দূরে,———নামক গ্রামে বাবু নারায়ণ সিংহ নামক এক জমিদারের বাস। কয়েক বৎসর গত হইল, ইহাঁর একদিন হঠাৎ স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে। ইহাঁরা স্ত্রী পুরুষ স্বামীজীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখনই কাশীধামে আগমন করিতেন, প্রত্যেক বারেই নারায়ণ বাবু স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন, কিন্তু এবার স্ত্রী দশ মাস গর্ভবতী, সুতরাং একাকীই গোপনে গৃহ হইতে বহির্গত হন। কিন্তু মোগলসরাই ষ্টেসনে পোঁছিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী অপর একটি সঙ্গিনীর সহিত তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। বাবু নারায়ণ সিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা স্ত্রীকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হন, এবং আনন্দবাগে উপস্থিত হইয়া, স্বামীজীর অনুমতি গ্রহনান্তর, ঐ উদ্যানের একটি গৃহে উভয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু পর দিবস প্রাতঃকালেই বাবু নারায়ণ সিংহ সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্ত্রীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। একে বিদেশ তাহাতে আবার গুরুগৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, সুতরাং স্ত্রীকে লইয়া এক্ষণে কোথায় যান কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, সাতিশয় চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। পরদুঃখহারী স্বামীজী ভক্তের বিপদ উপস্থিত হইলে কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারেন? এমন সময়ে কাশীর ভেলুপুরা মহল্লা নিবাসিনী মান্‌কি নাম্নী একটি স্ত্রীলোক স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী বসিয়া ছিলেন, দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সেই বৃদ্ধা মানকীকে সঙ্গে লইয়া, যে গৃহে বাবু নারায়ণ সিংহ সাতিশয় বিষণ্ণ মনে সস্ত্রীক উপবিষ্ট

ছিলেন, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী, নারায়ণ বাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারেই মানকীকে বলিলেন—"তুমি এই স্ত্রীলোকটির মস্তকের উপর হস্তার্পণ করিয়া এই কথা তিনবার বল, যে এই স্ত্রীলোকটির পুত্র সন্তান যেন আরও দশ দিন বিলম্বে ভূমিষ্ঠ হয়"। মানকী স্বামীজীর আদেশমত ঐ কথাটি তিনবার বলিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে প্রসববেদন-কাতরা রমণী সুস্থা হইলেন, স্বামীজীও সহাস্যবদনে সেই গৃহ হইতে চলিয়া আসিলেন।

এই ভারতে, এরূপ হিন্দু সেনাদল অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সৈন্যই স্বামীজীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভয় পদে চিরকালের জন্য শরণ না লইয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া মন্ত্রলাভে কৃতকৃত্য হইয়াছেন. এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা সহস্রমধ্যে ত্রিশ চল্লিশটির অধিক হইবে না, কিন্তু ব্রাহ্মণ সেনাগণ প্রার্থনামাত্রেই তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিতে পাইতেন ; কেন না যাঁহারা দেশের জন্য, রাজার জন্য প্রাণ দিতে সদা প্রস্তুত, তাঁহারা নিশ্চয়ই উচ্চাধিকারী, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ অনেক ব্যক্তিকে দেখা গিয়াছে, যাঁহারা দূর দেশ হইতে সমাগত হইয়া সহস্র চেষ্টা করিয়াও মন্ত্রলাভ করা দূরে থাকুক, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার দর্শনজনিত পুণ্যসঞ্চয়েও অকৃতকার্য্য হইতেন, কিন্তু সকল হিন্দু সেনাই যখনই ইচ্ছা করিতেন, তদ্দণ্ডেই তাঁহার দর্শন পাইতেন। কখন কখন এরূপ দেখা গিয়াছে, পাঁচ জন বন্ধু একত্রে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই জন তাঁহার দেখা পাইলেন, অবশিষ্ট তিন জনের সহিত তিনি একেবারেই দেখা করিলেন না, এবং রাজা হউন, মহারাজ হউন, উকিল হউন, বা হাকিম

হউন, ধর্ম্মানুরাগী ভিন্ন, কাহাকেই তিনি পাঁচ মিনিটের অধিক কাল, নিজ সন্নিধানে অবস্থান করিতে দিতেন না। এরূপ না করিলে, এক ঘণ্টার মধ্যে অত্যন্ত জনতা হইয়া পড়িত, তাহাতে কথা বার্ত্তা কহিবার কাহারও বিশেষ সুবিধা হইত না, স্বামীজীকেও একটু বিরক্ত হইতে হইত।

পৃথিবীতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে সমশ্রেণীর লোক-গণই পরস্পর বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। দীন হীন কাঙ্গালের সহিত অর্থশালী ব্যক্তির, বা পণ্ডিতের সহিত মূর্খের বন্ধুত্বস্থাপনের উদাহরণ সচরাচর অতি বিরল। ধর্ম্মজগতের নিয়মও স্বতন্ত্র নহে। স্বামীজী কাশীধামের বিখ্যাত বৈদান্তিক ৺বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজীর সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, স্বামী বিশুদ্ধানন্দও তাঁহাকে "বড় দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আর এই জন্যই মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামী কখন কখন স্বামীজীর আনন্দবাগে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, স্বামীজীও মধ্যে মধ্যে তৈলঙ্গ স্বামীজীর কুটীরে গমন করিতেন।

একদা জনৈক রাজা নানাবিধ উত্তম উত্তম ফল ফুল ও আহারীয় দ্রব্যাদির সহিত, প্রায় পঞ্চাশ জন অনুচর কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া স্বামীজীর নিকট আগমন করিলেন। কিন্তু স্বামীজী রাজাকে আনন্দবাগ্ হইতে কেন জানা যায় নাই তদ্দণ্ডেই বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সশস্ত্র প্রহরিবেষ্টিত প্রতাপশালী রাজার প্রতাপ থাকিয়াও নাই। তাই তিনি মনেব ক্ষোভ মনেই মারিলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে যোগবলের নিকট অর্থবল তুচ্ছাদপি তুচ্ছতম।

এই ঘটনার পর হইতেই, স্বামীজীর দর্শনলাভ দুর্লভ হইয়া পড়িল, অষ্টপ্রহর আটজন প্রহরী আনন্দবাগের দ্বাররক্ষার্থ

নিয়োজিত হইল, এবং কাহারও বিনানুমতিতে আনন্দবাগে প্রবেশাধিকার রহিল না। সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংস, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সংসারত্যাগী পুরুষগণ যখন ইচ্ছা করিতেন স্বামীজীর দর্শন পাইতেন, কেবল মাত্র সাধারণ দর্শকগণই স্বামীজীর অনুমতি ভিন্ন উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিতে পাইতেন না। কিন্তু স্বামীজীর ভক্তগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় নাই। রাজগণের আগমনও তিনি একবারে বন্ধ করিতে পারেন নাই, কারণ স্বয়ং কপর্দ্দকহীন হইলেও, ইঁহাদিগের দ্বারা কত লোকের যে কত প্রকার উপকার করাইতেন, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। স্বামীজীর আদেশে কত রাজা, যে, কত পিতৃমাতৃহীন বালক, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, অনাথা স্ত্রীলোক বা পুত্রকন্যাহীন বৃদ্ধের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতেন, * তাহার নির্ণয় করা অসম্ভব। তথাপি এক একদিন রাজা প্রজার বিচার থাকিত না, দেখা গিয়াছে। এমনও দেখা গিয়াছে, কোন কোন দিন রাজা মাত্রেরই সহিত তিনি দেখা করিতেন না, কিন্তু দীন দরিদ্র কাতর কাঙ্গাল, যে আসিত তাহারই সহিত তিনি হৃষ্টচিত্তে আলাপ করিতেন †।

* উদাহরণস্বরূপ আমরা দুই চারিটি মাত্র নামোল্লেখ করিলাম—যথা নিষ্ঠাবান সাত্বিক ব্রাহ্মণ সরযূ ও তাঁহার স্ত্রী, রামনারায়ণ পাঁড়ে ও তাঁহার পুত্রগণ, লছমন প্রসাদ ও তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ, বৃদ্ধ ভগবান চামার ইত্যাদি।

† "More Tramps Abroad" নামে পুস্তকের এক স্থানে Mark Twain সাহেব লিখিয়াছেন,—"When we arrived, we also had to stand around in the garden (Anandabag) a little while and wait and the outlook was not good, for he (Swamiji) had been turning away Rajahs and Maharajahs that day and receiving only the riffraff.—Rank is nothing to him. To him all men are alike. Sometimes he receives a prince and denies himself to a pauper ; at other times he receives the pauper and turns the prince away."

কারণ কোন কোন দিন বড় বড় রাজা রাণী, মুনসেফ্ ডেপুটী ইত্যাদির এত গাড়ী, জুড়ী পাল্কী আসিত, যে, সে দিন দীন দরিদ্রের পক্ষে, তাঁহার দর্শনলাভ দুষ্কর হইত। এই জন্যই এক এক দিন কেবল মাত্র দীন দরিদ্রের সহিতই দেখা করিতেন। যে সমুদয় লোক কেবল মাত্র স্বার্থসাধনের জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিত, তাহাদিগের সহিত তিনি কথা কহিতেন না। কাশীর কতকগুলি লোকের উপদ্রবে তাঁহাকে বড় বিরক্ত হইতে হইত। ইহারা রাজা মহারাজগণের অধীনে নিয়োগপ্রার্থী হইয়া, কেহ কেহ বা স্বদেশস্থ আত্মীয়ের উৎকট ব্যাধি প্রশমনার্থ তাঁহার নিকট ঔষধ লইতে, আগমন করিত। অন্তর্যামী স্বামীজী ইহাদিগের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, ইহাদিগকে আনন্দবাগ্ মধ্যেই প্রবেশ করিতে দিতেন না। এই সমুদয় প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিগণ চতুর্দ্দিকে প্রচার করিত যে স্বামীজীর নিকট কেবল বড় লোকই, আদর পাইত। যিনি স্বয়ং দিগম্বর, যিনি এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না, * বলা বাহুল্য "জীব মাত্রেরই সহিত প্রেম পরিবর্ত্তনে লালায়িত" এই মহাপ্রেমিকের নিকট ধনী নির্ধনের বিচার ছিল না। "তাঁহার নিকট নিতান্ত দরিদ্র হইতে মহারাজ পর্য্যন্ত গমন করিতেন কিন্তু তিনি ধনী নির্ধনের পার্থক্য করিতে জানিতেন না। বরং দেখা গিয়াছে নির্ধনকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ধনীর অভ্যর্থনা করিতেন না। প্রেম-

* "কঠিন সে কঠিন জাড়া পড়নে পরভী ইয়ে আপনে পাস বস্ত্র কা নাম তক্ নহী রখ্‌তে থে। কেবল চটাই পর সোনা আউর ভোজনমাত্র গ্রহণ করনে কি সিবায় কিসীসে এক পাই ভী লেনা ইন্‌কে লিয়ে অগ্রাহ্য থা"— "বেঙ্কটেশ্বর সমাচার" ২১ শে জুলাই, ১৮৯৯ সাল।

সাধনে তিনি সফল হইয়াছিলেন। আনন্দ ও প্রেমের তিনি সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ছিলেন *।"

আচারে ব্যবহারে গোঁড়া হিন্দু হইলেও উদারহৃদয় স্বামীজী ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবু চণ্ডীচরণ বসুকে যজ্ঞোপবীত প্রদান করিয়াছিলেন। চণ্ডী বাবুর মত স্বামীজীর ভক্ত অতি অল্পই দেখা যাইত। একদিন সহসা চণ্ডী বাবুর ইচ্ছা হইল যে, তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া স্বামীজীকে ভোজন করাইবেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল যে, তিনি উদ্বাহু বামনের ন্যায় চাঁদ ধরিতে প্রয়াস করিতেছেন, কারণ, তিনি জাতিতে শূদ্র। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! চণ্ডীবাবু আনন্দবাগের একান্তে বিরলে বসিয়া উক্ত প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা সম্মুখে স্বামীজীকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। স্বামীজী, চণ্ডীবাবুর প্রাণের কথা টানিয়া লইয়া, চণ্ডীবাবুকে কথা কহিবার অবসর না দিয়া, বলিলেন:—"দেখ লোকে তোমাকে শূদ্র বলে, কিন্তু তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। আমি তোমাকে উপবীত প্রদান করিব। আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে যে, আমি তোমার স্বহস্তে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিব।" চণ্ডীবাবু উত্তরে কি বলিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না, নিস্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টিতে স্বামীজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তৎপরদিবস প্রাতে স্বামীজী চণ্ডীবাবুকে বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যজ্ঞোপবীত প্রদান করিলেন এবং চণ্ডীবাবুর স্বহস্তে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিয়া চণ্ডীবাবুর মনের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। কিন্তু স্বামীজী চণ্ডীবাবুকে আদেশ করিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের ব্যক্তি

তাং ৫ই শ্রাবণ, ১৩০৬ সাল।

কর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি চণ্ডীবাবু ভোজন করিতে পারিবেন না।

৺কাশীধামে আগমনের পর এইরূপে পরমানন্দে আচণ্ডালে প্রেম বিতরণে রত থাকিয়া, স্বামীজী ষড়বিংশতি বৎসর অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু দেহান্তের ছয় বৎসর মাত্র পূর্ব্ব হইতে, আনন্দবাগের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত, যখন যিনি আসিতেন তখনই তিনি তাঁহার দর্শন পাইতেন।

কাশীবাসী সাহাই তেলি নামে একটি দীন হীন পথের কাঙ্গাল স্বামীজীর বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে সর্ব্বাগ্রে, স্বামীজীকে দর্শন করিতে নিয়মমত আগমন করিতেন এবং স্বামীজীও, ইহাঁকে দেখিলেই "আও হামারা বাপ্" বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। যাঁহারা বলেন পূজ্যপাদ স্বামীজী কেবল ধনী মানী ও পদস্থ লোকদিগকে অধিক আদর করিতেন, তাঁহাদিগের এরূপ উক্তির কোন মূল্য নাই। স্বামীজী কাহাকেও আদর করিতেন না, বা কাহাকেও অনাদরে উপেক্ষা করিতেন না; তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া যিনি তাঁহার নিকটে যাইতে ইচ্ছা করিতেন তিনি তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেন। কিন্তু যাঁহারা হৃদয়ে স্বার্থভার বহন করিয়া তাঁহার নিকট যাইতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাদিগের আশা কখনই পূর্ণ হইত না। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, স্বার্থশূন্য ভক্তকেই বিশেষ ভালবাসিতে পারেন। যাঁহারা তাঁহার পুণ্যময় মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য একান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেন, তাঁহারা, ধনীই হউন বা নির্ধনীই হউন, পদস্থই হউন বা নগণ্যই হউন, অবাধে তাঁহার দর্শন পাইতেন। তাঁহার নিকট রাজা মহারাজ বা জমিদারগণ সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন, কেবল এই কারণেই বুঝিতে হইবে না যে তাঁহার



ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, বোম্বাই প্রদেশের সিভিল সার্জ্জন

নিকট বড়লোকেরই আদর ছিল *। বড়লোকেরা তাঁহার মহিমায় মুগ্ধ হইত বলিয়াই, তাঁহার দর্শনের জন্য লালায়িত হইত, সেই জন্য তাঁহার দর্শনও পাইত। সাধারণের চিত্ত সাধু সন্ন্যাসীর বেশ দেখিলেই মুগ্ধ হইয়া যায়, ইহার প্রমাণ স্বতঃ-সিদ্ধ; কিন্তু বিশেষ কোন মহত্ত্ব না থাকিলে বড়লোকের চিত্ত আকর্ষণ করা যায় না। তিনি কোন দিন কোন বড়লোককে বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিতেন না ইহা ধ্রুব সত্য; তবে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা কি মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া আসিতেন, তাহার সাক্ষ্য তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ দিতে পারে, বা কাশ্মীররাজপ্রমুখ বড়লোক-গণ যাঁহারা অদ্যাবধি জীবিত আছেন, তাঁহারাও দিতে পারেন †।

বঙ্গদেশীয় শিক্ষা বিভাগের সুবিখ্যাত স্বর্গীয় বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, স্বামীজীর পরমভক্ত ছিলেন। ভূদেব বাবুর সম্বন্ধে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। পরিশিষ্টে ৪নং পত্র পাঠ করুন। আনন্দবাগ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত স্বামীজীর প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে লিখিত এই শ্লোক ভূদেব বাবুর রচিত:—

জাতো ব্রহ্মকুলে স্বতো হি পবিতঃ পূতঃ পুনর্বিদ্যয়া জ্ঞানেন জ্বলিত স্তপোভিরুদিতো ব্রাহ্মং মহোমূর্ত্তিমৎ॥ ভিত্ত্বা সংতমসং প্রবোধ্য জগতী মানন্দয়ন্ প্রাণিনো জ্ঞানপ্রেমময়োঽর্কবেন্দ্র মিলিতঃ ‡ শ্রীভাস্করানন্দকঃ॥

* ইনকে স্বভাব মে প্রপংচ কা লেশ ভী নহী থা। ইয়ে জৈসে ধনবানোং কো সমঝতে ঐসে হী গরীবোং কো—ভারতজীবন-পত্রিকা (কাশী)।

† উপক্রমণিকাতে কাশ্মীররাজ প্রেরিত টেলিগ্রাম্ দেখুন।

‡ ভূদেব বাবুর সংস্কৃত জীবনীতে দেখিতে পাই অর্কচন্দ্রমিলিতঃ পাঠ দেওয়া

অর্থ।—শ্রীমৎ ভাস্করানন্দের স্বরূপ লক্ষণ যথা :—আপনার ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম, আপনি স্বভাবতঃ পবিত্র, সগুণ বিদ্যার উপাসনা দ্বারা পুনরায় পবিত্র হইলেন; নির্গুণ জ্ঞান দ্বারা আপনার প্রকাশ উজ্জ্বলতর হইল; অখণ্ড নির্ব্বিকল্পধ্যানযোগে আপনি অধিকতর দীপ্তিমান হইলেন; (অধিক আর কি বলিব) আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মতেজ বা ব্রহ্ম।

শ্রীমৎ ভাস্করানন্দের তটস্থ লক্ষণ :—(সূর্য্য যেরূপ পৃথিবীর অন্ধকার দূর করিয়া জগতের প্রাণীগণকে জাগরিত করিয়া আনন্দ প্রদান করেন) আপনি সেইরূপ পৃথিবীবাসীর অজ্ঞানান্ধকার * নাশ করিয়া উহাদিগকে প্রবোধিত করতঃ ব্রহ্মানন্দের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। হে যতীন্দ্র ভাস্করানন্দ, আপনি জ্ঞান ও প্রেমের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন।

দ্বারবঙ্গের মহারাজ জীবনের কোন সময়ে প্রকৃত সুখী হইয়াছিলেন!

দ্বারবঙ্গাধিপ স্বর্গীয় মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। মহারাজের সকল প্রকার মহৎকার্য্যেরই স্বামীজী প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। গত ১৮৯৭-৯৮ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষে মহারাজ স্বকীয় প্রজাগণের দুঃখবিমোচনার্থ এককালে আট লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন; এত অধিক টাকা অপর কেহই দান করিতে পারেন নাই, কিন্তু

হইয়াছে। মূর্ত্তির নিম্নে কিন্তু অর্কবেন্দ্রমিলিতঃ লেখা আছে। অর্কবেন্দ অর্থে যতীন্দ্র স্বামীজীর সংস্কৃত জীবন চরিতের নামও "যতীন্দ্রচরিতম্"। অর্কং পরমাত্মানং বাতি জানাতি ইতি অর্কবাঃ যতিঃ। সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থষশ্য ইতি শ্রুতেঃ।

* স্বামীজীর দেহান্তের পর কাশীধামের বিখ্যাত "ভারতজীবন" পত্রিকাতে প্রকাশিত "কাশীমে অন্ধকার" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করুন (ভারতজীবন, তারিখ—শ্রাবণ ৫৩০৬)। ঢাকার ১৩০৬ সালের—শ্রাবণ তারিখের সারস্বত পত্রিকা দেখুন।

এই দানের সর্ব্বপ্রথম পরামর্শদাতা পরদুঃখকাতর মহাত্মা স্বামীজী ছিলেন। একবার জনৈক বন্ধু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি জীবনের কোন্ সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইয়াছিলেন। তদুত্তরে মহারাজ বাহাদুর বলেন "দেখ, আমি বাঙ্গালা দেশের একজন প্রধান রাজা; ধনে মানে সর্ব্বরকমে আমাকে অনেকে বড় বলিয়া থাকে। আমার দাস, দাসী, গাড়ী, জুড়ী, হীরা, মণি, কিছুরই অভাব নাই। প্রতিদিন শত শত ব্যক্তি কেবল মাত্র আমি কিসে সুখী থাকিব তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে। আমি ভারতের গবর্ণর জেনারলের রাজদরবারে, ছোট লাট বাহাদুরের সভাগৃহে, বিলাসীর বিলাস কক্ষে, দীনদরিদ্রের পর্ণকুটীরে, সন্ন্যাসীর পবিত্র আশ্রমে, ভারতের সকল স্থানেই গমন করিয়া থাকি, কোন স্থানে কোন কালেই আমার আদর অভ্যার্থনার ত্রুটি হয় না; কিন্তু যে দিন আমি কাশীধামে পরহংসশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীজীর প্রথম দর্শন পাই, সেই দিন আমি যে কি আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণনা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। যখন স্বামীজী আমাকে বলিলেন 'দেখ লোকে আমাকে ত্যাগী বলে কিন্তু আমি ভাবি, আমি কি প্রকৃতই ত্যাগী? তাহাই যদি হইবে, তবে তোমাকে আসিতে দেখিয়া, আমার মন আজ বিচলিত হইল কেন?' সেই সময়ে স্বামীজীকে ঐরূপ কথা বলিতে শুনিয়া আমি যে, কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। আমি প্রায়ই ভাবিয়া থাকি, ইহজীবনে বোধ হয়, আর কখন ঐ প্রকার আনন্দোপভোগ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না।"

এই সংবাদ মহারাজ বাহাদুরের স্বর্গপ্রাপ্তির পর ১৩০৫ সালের মাঘ মাসের "বঙ্গবাসীতে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

কলির জীব কালমাহাত্ম্য হেতু সহজেই ধর্ম্মহীন ও দুর্ব্বলচিত্ত, তাহার উপর বিজাতীয় শিক্ষায় ও বিজাতীয় আদর্শে অধিকাংশ লোকই প্রনষ্টবুদ্ধি হইয়াছে। ঘোর মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া এবং অহম্মতি প্রণোদিত হইয়া এই সকল শিক্ষাভিমানী লোক আসুর-ভাবাপন্ন হইয়াছেন এবং তমোগুণের প্রভাবে সৎকে অসৎ বলিয়া মনে করিতেছেন। এই সম্প্রদায়ের অনেক লোকও স্বামীজীর চরণ দর্শন পাইয়া, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যে সত্য বুঝিতে পারিয়া এক্ষণে কায়মনোবাক্যে তদনুসরণ করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

এক সময়ে কলিকাতার কোন লক্ষপতির স্ত্রীবিয়োগ হয়। কাল পর্য্যন্ত যে, সমুদায় ভোগ তাঁহার নিকট সর্ব্বসুখের আধার বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, অদ্য সেই সমুদায়ই একটি মাত্র লোকের অভাবে বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল, তিনি মনের আবেগে গৃহত্যাগ করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু একে লক্ষপতি, তাহাতে আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত "আদর্শ পুরুষ", ইহাঁরা বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থকে উপন্যাস বলিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার সেই উত্তরবাহিনী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভাগীরথীশোভিতা সহস্র সহস্র শিবমন্দির সুসজ্জিতা, শত শত শঙ্খঘণ্টানিনাদমুখরিতা, নানাজাতীয় নরনারীসমাকীর্ণা আনন্দময়ী নগরী ভাল লাগিল না,—তিনি তাঁহারই যোগ্য পুরীতে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কাশীর অনতিদূরে শিকরোল নামক স্থানে তিনি আবাস বাটী নির্ণয় করিয়া লইলেন। তাঁহার আহারাদি ইংরাজী হোটেলে চলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারই শিক্ষাগুরু শত শত ইংরাজ-নরনারী একজন নগ্ন সন্ন্যাসীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় প্রত্যহ আনন্দ-বাগের দিকে গমন করিতেছে দেখিয়া, তাঁহার কৌতুহল উদ্দীপিত

হইল, তিনিও একদিন অতি প্রত্যূষে আনন্দবাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে স্বামীজী তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন কিন্তু ইংরাজীপরিচ্ছদধারী বাবুটি তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া অবনত মস্তকে উপবিষ্ট রহিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ সমস্ত দিন অতীত হইলে, সূর্য্যদেব অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন। সমস্ত দিন অনাহারে ও পিপাসায় কাতর বাবুটিকে তদনন্তর স্বামীজী বলিলেন, "বৃথা কেন ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইতেছ?" বাবুটি বলিলেন, "কিন্তু কই প্রাণ ত বাহির হয় না! স্বামীজী! সংসারে কিছুমাত্র সুখ নাই। তাই স্থির করিয়াছি এইরূপে অনাহারেই এই স্থানে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। তবে আপনার যদি কৃপা পাই—" এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন, "অদ্যাপি তোমার স্ত্রীবিয়োগ হওয়ায়, অশৌচান্ত হয় নাই, কিন্তু প্রত্যহ রাত্রে তুমি বিদেশীয়া রমণী আনাইয়া থাক।"

এই কথা শুনিয়া বাবুটি যারপরনাই আশ্চর্য্য হইলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন—"যে কথা আমি ভিন্ন এই কাশীতে দ্বিতীয় ব্যক্তি অবগত নহে, সেই স্ত্রীবিয়োগের কথা ইনি কিরূপে জানিলেন? আর এক কথা, কাশীতে আসা পর্য্যন্ত আমি ইংরাজী হোটেলেই অবস্থান করিতেছি, কোন দেশীয় ব্যক্তির সহিত একদিনের জন্যও, আমি ইচ্ছা করিয়াই আলাপ পরিচয় করি না, ইনি ঐ সকল কথা জানিলেন কিরূপে?" পরিশেষে বাবুটি স্থির করিলেন যে স্বামীজী নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ হইবেন; এবং তন্মুহূর্ত্তে তিনি স্বামীজীর পদতলে পতিত হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া করুণাময় স্বামীজী ইঁহাকে দীক্ষা প্রদান করেন। ইঁহার বিষয়ের

বাৎসরিক আয় তিন লক্ষ টাকার অধিক হইবে, কিন্তু এক্ষণে এই অর্থের অধিকাংশই নানা প্রকার সৎকার্য্যে ব্যয় করা হইয়া থাকে *।

এইরূপে কত নাস্তিক ব্যক্তি তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া, পাপ পথ পরিত্যাগ করতঃ সৎপথ আশ্রয় করিয়াছেন, কত পাষণ্ড পতিত বিদ্রূপ করিতে আসিয়া ভক্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কত পাপীর হৃদয়ে প্রেম ভক্তির স্নিগ্ধ উৎস উদ্ভূত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। তিনি কাশীতে আসিয়া ষড়বিংশতি বৎসর মাত্র অবস্থিতি করিয়াছিলেন কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমাদিগের ন্যায় যে কত মহাপাপী, কত "জগাই মাধাই" তাঁহারই অপার কৃপাবলে অকূল ভবসমুদ্রে কূল পাইয়াছ তাহার সংখ্যা কে করিতে পারে? কাশীর যে সমুদায় পাণ্ডাদিগের ভয়াবহ অত্যাচারে যাত্রীদিগের দুঃখের অবধি থাকিত না, তিনি বাছিয়া বাছিয়া সেই সকল আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকেই মন্ত্র প্রদান করিতেন;-এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেখা যাইত, ঐ সমুদায় নরপিশাচগণ দেবদুর্ল্লভ-স্বভাবশালী হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামীজী বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়কেই সমদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন, কারণ তিনি সাম্প্রদায়িক মতের সঙ্কীর্ণ সীমা বহুদিন পূর্ব্বে অতিক্রম করিয়া সকল ধর্ম্মের সার সকল সম্প্রদায়ের আশ্রয় সেই অজর—অমর—অনন্তে আত্ম-যোজনার দ্বারা সর্ব্বত্র সমতাবলম্বন করিয়াছিলেন। স্বামীজার বিশেষ একটি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তিনি লোক দেখিলেই, লোকটি বৈষ্ণব কি শাক্ত বা শৈব বা অপর কোন সম্প্রদায়-

* এই ঘটনার কথা কলিকাতা বহুবাজার নিবাসী স্বামীজীর জনৈক শিষ্যের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। ইনি অদ্যাবধি জীবিত আছেন।

ভুক্ত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেন। সুতরাং যিনি ধর্ম্মা-ধর্ম্মের সকল ভার স্বামীজীর উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, তাঁহাকে তাঁহার যে কুলদেবতা, সেই দেবতার মন্ত্রপ্রদান করিতেন, কেবল মাত্র কয়েকটি বিশেষ উচ্চাধিকারী ভক্তকে “তত্ত্বমসি” মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কোন কোন স্থলে মন্ত্র প্রদানের পূর্ব্বে ভাবী শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিতেন, কোন্ দেবতার মন্ত্র তিনি গ্রহণ করিবেন। স্বামীজী কোন কোন বিশেষ প্রিয় শিষ্যকে সাত আট বৎসর যাবৎ নানা প্রকার কঠোর সাধনায় নিযুক্ত রাখিয়া, পরিশেষে তাঁহাদিগের সকল ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে সকল প্রকার ক্রিয়া হইতে নিষ্কৃতি দিয়া গিয়াছেন।

সাধারণ গুরুর ন্যায় কোন শিষ্যকেই তিনি কোন প্রকার ক্রিয়াপদ্ধতির বড় একটা শিক্ষা দিতেন না; যাঁহার যাহা জানিবার আবশ্যক হইত তিনি স্বপ্নে দর্শন দিয়া বা অন্য অলৌকিক উপায়ে তাহা অবগত করাইতেন। এইরূপে শিষ্য-দিগের তাঁহার উপর ভক্তি ও বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত এবং ধর্ম্মসাধনে তাঁহারা সমধিক উৎসাহিত হইতেন। তিনি দুই একটি উচ্চাধিকারী শিষ্যকে যোগের নানা প্রকার প্রক্রিয়াদির শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ২৪ পরগণা তেঘরিয়া নিবাসী জনৈক শিষ্য, নাম ভূতনাথ ঘোষ একদিন স্বামীজীকে দর্শন করিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “স্বামীজি! ভক্তি কিসে হয়?” স্বামীজী ইহার কোন প্রকার উত্তর প্রদান না করিয়া, একবারে তাঁহাকে আনন্দবাগ্ ত্যাগ করিতে বলেন। শিষ্যটি ইহাতে বিরক্ত হইয়া চলিয়া আসেন। কিন্তু স্বপ্নে আবার তাঁহাকে দর্শন দিয়া স্বামীজী

তাঁহার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর প্রদান করিয়া, তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। এইরূপে তাঁহার ভক্ত শিষ্য মাত্রেই যখন যাঁহার আবশ্যক হইত, স্বপ্নে তাঁহার দর্শন পাইতেন; এবং অদ্যাপিও পাইয়া থাকেন, কারণ গুরুর মৃত্যু নাই—তিনি মৃত্যুঞ্জয়—অজর—অমর। তাঁহার কোন শিষ্য (ডাক্তার বাবু সত্যজীবন লাহিড়ী সাং কৃষ্ণনগর) লিখিয়াছেন ঃ—"তাঁহার যেবার দেহত্যাগ হয়, তাহার কিছুদিন পরে আমি কাশী গিয়াছিলাম। স্বামীজী দেহত্যাগের ছয় মাস বা এক বৎসর পূর্ব্বে একটি ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন যাহা আমার ভবিষ্যতে ঘটিবে। দেহত্যাগের পর যখন কাশী গিয়াছিলাম তাহা সেই সময় ঘটিল। তিনি আমাকে তাহা দিলেন। এখনও তাহা মনে করিতে আনন্দ হইতেছে"।

কোন শিষ্য বা শিষ্যের আত্মীয় ভীষণ বিপদে পতিত হইবেন তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া, সেই বিপদ হইতে রক্ষার উপায় বিপদ ঘটিবার পূর্ব্বে বলিয়া দিতেন।

কলিকাতা—চৈতন সেনের গলি নিবাসী স্বামীজীর জনৈক শিষ্য একবার কাশীধামে গমন করিয়া, তাঁহার দর্শনান্তে, বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, স্বামীজী তাঁহাকে প্রসাদ স্বরূপ একটি আম্র ফল প্রদান করেন এবং বলিয়া দেন "এই ফলটি তোমার তৃতীয় পুত্রকে খাইতে দিও।" স্বামীজীর পরম ভক্ত কৃষ্ণধন বাবু গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখেন, তাঁহার তৃতীয় পুত্রটি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত। তিনি পুত্রের চিকিৎসা বন্ধ করাইয়া, তাহাকে অন্য কোন ঔষধ খাইতে না দিয়া, সেই আম্রটি খাইতে দেন। বলা বাহুল্য কৃষ্ণধন বাবুর তৃতীয় পুত্র অল্পদিনের মধ্যেই রোগমুক্ত হইয়াছিল।

তিনি শাক্তকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন বটে, কিন্তু পঞ্চম-কার সাধনের বড়ই বিরোধী ছিলেন। একবার আনন্দবাগের জনৈক ভৃত্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করিয়াছে জানিতে পারিয়া তাহার প্রাপ্য বেতন সমুদায় প্রদান করাইয়া, তাহাকে আনন্দ-বাগ হইতে তদ্দণ্ডেই বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কাশীধামের তান্ত্রিক ৺পূর্ণানন্দ স্বামীর কোন কোন শিষ্য, আজ কাল বলিয়া থাকেন যে স্বামীজী ইঁহারই শিষ্য ছিলেন ; কিন্তু বলা বাহুল্য এই কথা সত্য নহে। স্বামীজীর শিষ্য মাত্রেই জানেন যে যত দিন তিনি ও পূর্ণানন্দ স্বামী কাশীধামে জীবিত ছিলেন, পরস্পরের মধ্যে এক-দিনের জন্যও দেখা বা আলাপাদি হয় নাই। স্বামীজী হরিদ্বারে যে অনন্তরাম নামে সাধুর নিকট গীতাভাষ্যাদি পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া মানিতেন, এবং তাঁহার কৃত উপনিষদাদি গ্রন্থে বার বার এই কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে দাক্ষিণাত্যের মহাযোগী পূর্ণানন্দ স্বামীর নিকট তিনি যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন ও পরিশেষে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার কণামাত্র কৃপা লাভ করিতে পারিতেন, তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। তাঁহার উপদেশ কেবলমাত্র নিষ্ফল বাক্যে পরিসমাপ্ত হইত না, ভক্তমাত্রেই তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিয়া তাঁহারই অপার অনুগ্রহে কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ ফল লাভ * করিতেন। এইরূপে প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে প্রাপ্ত হইয়া আমরা অনেকেই—

* Those who sought his spiritual counsels had the exceeding great reward—*The Indian Mirror July 1899.*

সময়ে সময়ে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইতাম, কি দেখিতেছি, কি করিতেছি, কোন্ আনন্দময় দিব্যধামে বিদ্যমান রহিয়াছি, কিছুরই জ্ঞান থাকিত না; আমাদিগেরই যখন এই প্রকার অবস্থা সমুপস্থিত হইত, তখন প্রকৃত প্রেমিকগণের হৃদয়ে যে আনন্দের উত্তাল-তরঙ্গলহরী সমুপস্থিত হইত, তাহার বর্ণনা করাও দূরের কথা, কিঞ্চিৎ মাত্র আভাস প্রদানে প্রয়াসী হইলেও, ভাব ও ভাষা নিরস্ত হইয়া পড়ে।

কল্পনা ঐন্দ্রজালিক পক্ষে উড্ডীয়মান হইয়াও যাহার সীমান্ত-রেখা নির্ণয় করিতে পারিত না, একবার যে সমুদায় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সেই অনুপম অপূর্ব্ব আনন্দের বিন্দুমাত্র সুধাস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যত দিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন সেই আনন্দস্রোতের মূলধার, তাঁহাকে কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। অধিকন্তু চর্চ্চা রাখিলে এই আনন্দ ক্রমশঃ মনের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া, বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতে পারিবে। স্বামীজী গুরু ও ঈশ্বর যে এক ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত পটলডাঙ্গা নিবাসী ভক্তপ্রবর ক্ষেত্র চন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়কে কালীমূর্ত্তি হইয়া দেখা দিয়াছিলেন। সাধনের কথা প্রকাশ করিতে নাই, করিলে শিষ্যটির ক্ষতি হইতে পারে, এজন্য শিষ্যটির নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

কানপুর নিবাসী পণ্ডিত রামচরণ ত্রিবেদী নামক জনৈক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, স্বামীজার পূর্ণ কৃপা দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। রামচরণ স্বয়ং লক্ষপতি হইলেও, কায়মনোবাক্যে অহোরাত্র স্বামীজীর সেবা করিয়া, আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। অহর্নিশ স্বামীজীর সেবায় রত থাকায়, তাঁহার বৈষয়িক কার্য্য পরিচালনে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল; তজ্জন্য

যজ্ঞেশ্বর নামক অপর একটি সেবক স্বামীজীর সেবার্থ আমেটিরাজ-কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিল।

কোন বিখ্যাত রাজবংশে বহুদিন হইতে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ না করায়, পোষ্যপুত্রগণ রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী—রাজার উপর প্রীত হইয়া বলিয়া দেন যে তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে; কিন্তু তাহার নাম জঙ্গ বাহাদুর রাখিতে হইবে এবং চূড়াকরণ কার্য্য আনন্দবাগ্ উদ্যানেই সম্পন্ন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যথাসময়ে স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় এবং—রাজাও উক্ত পুত্রের চূড়াকরণ ও নামকরণ ক্রিয়াদি স্বামীজীর আদেশমত আনন্দবাগে আসিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন *। ১৮৯৯ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নেপালের প্রধান সেনাপতি ও তাঁহার পুত্রগণ স্বামীজীর দর্শনার্থ আনন্দবাগে শুভাগমন করিয়াছিলেন। নেপালের রাণা মিনা বাহাদুর স্বামীজীর উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। ইনি কলিকাতাতে নেপাল রাজের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত ছিলেন ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে কর্ণেল (Colonel) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর অপার কৃপা বলে, সংসারের অনিত্যতার ইঁহার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হওয়ায়, ইনি ধন, মান, স্ত্রী, পুত্রাদি পরিত্যাগ করতঃ হিমালয় পর্ব্বত মধ্যে শালিগ্রাম নদীতটে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অতি কঠোর তপস্যায় নিরত থাকিতেন †। নেপালের প্রধান

* এই ঘটনা কাশীধামের বিখ্যাত "ভারতজীবন" পত্রিকা হইতে আমরা গ্রহণ করিলাম। কোন কারণ বশতঃ উক্ত স্বাধীন রাজ্যের নাম প্রকাশিত হইল না।

† এই মহাভক্তকে দেখিয়া বিলাতের পণ্ডিত ও গোঁড়া খ্রীষ্টান ডাক্তার ফেয়ারবর্ণ (Dr. Fairburn) বিলাতের "Ninteenth Century" নামক বিখ্যাত ইংরাজী সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন ঃ—

রাজমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সমশের জঙ্গ রাণাবাহাদুর ১৯৪৯ সংবতে যে দিন স্বামীজীকে দর্শন করিতে আগমন করেন সেদিন রাজঘাট হইতে আনন্দবাগ পর্য্যন্ত সমস্ত রাজপথ রক্ষার্থ পুলিস প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল। ইনি চীন সম্রাট ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নানা প্রকার উপাধিভূষণে ভূষিত হইলেও পদব্রজে আগমন করিয়াছিলেন।

স্বামীজীর অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ শত শত দণ্ডী পরমহংস প্রভৃতি প্রত্যহ তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিতেন। (দণ্ডিগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত স্বামীজীর ছবি দেখুন)।

শেসন জজ বাবু তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের মুখে আমরা নিম্নোল্লিখিত বিস্ময়জনক গল্পটি শ্রবণ করিয়াছি :—

পাল মহাশয় নামক জনৈক ব্রহ্মচারী বহুদিন যাবৎ কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি ও আমি, বাল্যকালে এক বিদ্যালয়ে এক শ্রেণীতেই অধ্যয়ন করিতাম। কালসহকারে তিনি ব্রহ্মচারী হইলেন, আর আমি মুন্সেফ্ হইলাম। মধ্যে একবার কাশীধামে পাল মহাশয়ের সহিত আমার দেখা হয়। নানা কথাবার্ত্তার পর পাল মহাশয় আমাকে বলেন :—

"একদিন শীতকালে অতি প্রত্যুষে আমরা তিনজন ব্রহ্মচারী একত্রে স্বামী ভাস্করানন্দের দর্শনার্থ আনন্দবাগে সমুপস্থিত হই। স্বামীজীর সহিত আমাদিগের বিশেষ জানাশুনা ছিল, সুতরাং অতি সহজেই আমরা তাঁহার দর্শন পাইলাম। কিন্তু আমরা সকলেই সন্ন্যাসী, আহারের দিকে আমাদিগের বড় একটা দৃষ্টি ছিল না।

"In his presence I felt the power of a goodness which nothing I had seen even in Christendom surpassed".



দর্শনার্থী দণ্ডিগণ বেষ্টিত স্বামীজী ভাস্করানন্দ সরস্বতী। (১১৪ পৃষ্ঠা

সেই দিন স্বামীজী আমাদিগকে একখানি পুস্তক পড়াইতে লাগিলেন, আমরাও এক মনে তাহা শুনিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে বেলা অধিক হইয়া উঠিল। সর্ব্বদর্শী স্বামীজী তখন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কিছু খাবে কি"? আমরা উত্তর করিলাম যে তিনি আমাদিগের তিন জনের উপযুক্ত আহার কোথায় প্রাপ্ত হইবেন। স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, তোমরা আহারার্থ উপবেশন কর, এখনই তোমাদিগের আহার উপস্থিত হইবে; তোমরা কোন্ কোন্ দ্রব্য খাইতে চাও আমাকে বল"। ইহা শুনিয়া আমাদিগের মধ্যে একজন উত্তর করিলেন,—"আমরা রাবড়ী, বরফি ক্ষীর, দধি, ছানা, সন্দেস, আম্র ও কমলালেবু ভোজন করিব"। এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে আমরা সকলে দেখিতে পাইলাম, দুইটি দিব্যাকৃতি সুন্দর বালক আমাদিগের দিকেই আগমন করিতেছে। বালক দুইটি আগমন পূর্ব্বক তাহাদিগের মস্তকস্থিত ঝুড়ি দুইটি স্বমাজীর পদতলে স্থাপন পূর্ব্বক মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইহার অপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা যে যে খাদ্য দ্রব্য ভোজন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বালক দুইটি কেবল মাত্র সেই কয়েকটি দ্রব্যই আনয়ন করিয়াছিল *।

একদা স্বামীজী কাশীরাজের সংস্কৃত বিদ্যালয়ে পদব্রজে

* এই ঘটনা সত্য কিনা অবধারণার্থ আমরা বাবু তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহোদয়কে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি আমাদিগকে "পরিশিষ্টে" প্রকাশিত ৫নং পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠক পরিশিষ্ট দেখুন।

গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ দিন বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত দামোদর শাস্ত্রী, শ্রীরামমিশ্র শাস্ত্রী, শ্রীরাম শাস্ত্রী, পণ্ডিত ভবানী দত্ত দীক্ষিতজী, শ্রীতাত্যা শাস্ত্রীজী, শ্রীগঙ্গাধর শাস্ত্রীজী, শ্রীসুধাকর পণ্ডিতজী ও বৃহস্পতিতুল্য শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা স্বামীজীকে আগমন করিতে দেখিয়া সকলে স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বামীজীর দিকে ছুটিয়া আসিলেন এবং কেহ বা স্বামীজীর উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন, কেহ পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন, কেহ বা স্বামীজীর পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যতীন্দ্রচরিতে ইঁহাদের এবম্প্রকার আচরণ দেখিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ঃ—

হিত্বা ব্রহ্মমুখানি বক্ত্রকমলান্যেষাং
শ্রিতা ভারতী। কিং চৈতজ্জগদেবদেববচনৈঃ
স্বর্গাধিকং রাজতি॥ চাতুর্ব্বর্ণ্যমথৈতদীয়চরণা-
নিশ্রত্বাহত্মাবোধক্ষমং তেপ্যেবং প্রণতা
যতো যদি তদান্যেষাং কথাকা নৃণাম্॥

ভাবার্থ—সরস্বতীর বরপুত্রসদৃশ এই পণ্ডিতগণ, যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া চারিবর্ণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, ইঁহারাই যখন স্বামীজীকে পাইয়া এইরূপ আচরণ করিলেন, তখন সাধারণ মনুষ্যের কথা আর কি বলিব।

গত ১৮৯৯ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে বর্ত্তমান কাশ্মীরাধিপতি মেজর জেনারেল মহারাজ স্যার প্রতাপ সিংহ জি, সি, এস, আই, বাহাদুর, ইঁহার উপযুক্ত মধ্যম ভ্রাতা, কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি (Lieutenant Colonel) রাজা রাম সিংহ [ফটো দেখুন] কে, সি, বি, ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশ্মীর কৌন্সিলের সহকারী সভাপতি রাজা অমর সিংহ কে, সি, এস,



কাশ্মীররাজভ্রাতা রাজা (Lieut. Colonel) রাম সিংহ (K. C. B) কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ও স্বামীজী। (১১৬ পৃষ্ঠা)

আই, মহোদয়গণ, স্বামীজীর দর্শনার্থ আনন্দবাগে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি স্বামীজীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ ইঁহারা পদব্রজে আনন্দবাগে আগমন করিয়াছিলেন *। কাশ্মীর-রাজকে পদব্রজে আসিতে এক ক্রোশের অধিক পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কোন কোন ব্যক্তি কখন কখন, দুই তিন শত ক্রোশ পথ পদব্রজে, অতিক্রম করিয়া, কেবলমাত্র তাঁহাকে দেখিতে কাশীধামে আগমন করিতেন †।

* জিস্ সময় শ্রীমান (কাশ্মীরাধিপতি) কাশীজী মে স্বামীজীকে দর্শনো কো আয়ে থে উস্ সময় জিনলোগো নে দেখা হৈ, ওয়ো কহ সকতে হৈ কি শ্রীমান্ কে রোম রোম সে স্বামীজী কী ভক্তি কা উমঙ্গ টপকা পড়তা থা। ভারতজীবন; (কাশী)—১৮ই জুলাই, ১৮৯৯ সাল।

† Suddenly, a man came up who had travelled hundreds of miles for this very object—Mark Twain, in *The Englishman*, Calcutta 1896.

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

দৈবশক্তি। *

তপঃপ্রভাবে স্বামীজী অশেষ প্রকার অলৌকিক দৈবশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আবশ্যক না থাকিলে সেই সকল ঐশিক ক্ষমতা তিনি প্রকাশ করিতেন না। কেবল কোন কোন ভক্তের বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য, কখন কখন কোন ক্ষমতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহাও সকলের সমক্ষে নহে। যিনি বিশেষ কারণ না থাকিলেও দৈবশক্তিশালী বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করেন, তিনি নিশ্চয়ই শঠ।

বারাণস্যাং ব্রহ্মনালান্তরাল-
স্থায়ী শ্রীমান্ শীতলাদিপ্রসাদঃ।
তারুণ্যাপ্ত-স্তত্তনুজোঽপ্যকস্মাৎ
প্রাসাদস্থোঽত্যূর্দ্ধতঃ ক্বাপ্যপপ্তৎ॥ ১১৯।

কাশীতে ব্রহ্মনাল মহল্লানিবাসী শ্রীমান শীতলাপ্রসাদের প্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র অকস্মাৎ প্রাসাদের অতি উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, আত্মীয়েরা সকলেই মৃত ভাবিয়া তাহার জীবনে নিরাশ হইয়াছিলেন। লালা শীতলাপ্রসাদ স্বামীজীর

---

* Miracles, particularly of healing, were attributed to him, and temples were, even during his life-time, built in his honour, and his effigy worshipped in them.—*The Mystics, Ascetics, and Saints of India*, p. 212.

সেবক, তিনি অবিলম্বে স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ১১৯। ১২০ উদ্ধৃত হইল না।

শ্রুত্বা তেন ব্যাহৃতং স্বামিবর্য্যাঃ
সাশীঃ প্রাদুঃ পাদনির্ণেজনং স্বং।
পিত্রানীতস্তস্য পাদোদকস্য
পানাদ্বালো নষ্টসর্ব্বব্যথোঽভূৎ॥ ১২১

লালা শীতলাপ্রসাদের কথা শ্রবণ করিয়া, স্বামীজী আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক স্বীয় পাদোদক প্রদান করিলেন, এবং শীতলাপ্রসাদ ঐ পাদোদক আনিয়া পান করাইলে, বালকের সমস্ত ব্যথা দূর ও মৃত বালক পুনর্জীবনলাভ করিল।

সপুত্র শীতলাপ্রসাদপ্রাড়্বিবাকজীবনং
দদৌ যতিঃ স্বতেজসাস্ত্যতোঽধিকং কিমদ্ভুতম্।
বহূন্যমূদৃশানি দুষ্করাণি মানবা ভুবি,
যতের্ম্মহাদ্ভুতানি সিদ্ধিদানি বর্ণয়ন্ত্যহো॥ ১২২

স্বামীজী আপন তেজঃ প্রভাবে সপুত্র শীতলাপ্রসাদ পুত্রের জীবন দান করিলেন, ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? স্বামীজীর চরিত্র সম্বন্ধে এইরূপ অনেক দুষ্কর ও সিদ্ধিপ্রদ অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। ১২২॥ এই ঘটনা যতীন্দ্রচরিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

৺স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র ও জগদ্‌ভ্রান্তি।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বর্গগত স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র, স্বামীজীর একজন ভক্ত ছিলেন। ইনি মধ্যে মধ্যে কাশীধামে আগমন করিয়া স্বামীজীর নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন। একদিন স্বামীজী, উপবিষ্ট আছেন, এমন

সময়ে রমেশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কল্য বলিয়াছিলেন, জগৎ কিছুই নহে, বন্ধ্যাপুত্র বা খপুষ্পের ন্যায় দৃশ্য বস্তু মাত্রই অলীক; তাহাই যদি প্রকৃত কথা, তবে আপনাকে স্পর্শ করিলে, কোন একটী দ্রব্য স্পর্শ করিতেছি এরূপ অনুভূতি হয় কেন?" ইহা বলিয়া রমেশবাবু স্বামীজীর চরণদ্বয় স্পর্শ করিলেন। কিন্তু পদদ্বয় হইতে হস্তোত্তোলন করিতে না করিতে রমেশবাবু দেখিতে পাইলেন, স্বামীজী অন্তর্হিত হইয়াছেন, * সেখানে কেবল তিনি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্ত পরে স্বামীজী পুনরায় আবির্ভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন "দেখ, রমেশ, আমার এই দেহ (দৃশ্য পদার্থ) শূন্যমার্গে জাত বৃক্ষের ন্যায় যদি অলীক না হইবে, তবে এই আমি আছি, এই নাই কেন?" ইহা বলিতে বলিতে স্বামীজী দ্বিতীয়বার অদৃশ্য হইলেন।

তদনন্তর পুনরায় আবির্ভূত হইয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন,—"এই জগৎ স্বপ্নদর্শনের ন্যায় সম্পূর্ণ অলীক †। স্থূলদৃষ্টিতে দেখা যাইলেও দৃশ্য বা সিদ্ধ বা জাত নহে। একমাত্র ব্রহ্ম হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। মহাপ্রলয়ে যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও ‡ ধ্বংস

---

*এই সম্বন্ধে ১৯০৫ সাল ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের Statesman পত্র হইতে কয়েক ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইল:-

In writing of wonderful occurrences, such as he himself has witnessed, Dr. Franz Hartman of Berlin, in the current number of the Psycho-Therapeutic Journal gives the following instance of a dematerialisation, disappearance and reappearance.

† মাণ্ডুক্যকারিকা দেখুন।

‡ "হে নারদ! আমা (ব্রহ্মা) হইতে মহান্ যে আর এক ঈশ্বর আছেন, ইহা তুমি জানিতে না। সেই বাক্য মনের অগোচর, পরমাত্মাই, আমার,

হইয়া থাকে, তখন ইহাকে সত্য বলা কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত নহে। ব্রহ্মরূপ মহাসাগরে জগৎরূপ এক মহাতরঙ্গ সমুত্থিত হইয়াছে মাত্র; এই জগৎকে জানিলে তাঁহাকে জানা হয়, কিন্তু তাঁহাকে জানিলে, জগৎ আর থাকে না। তখন সাধক তন্ময় হইয়া থাকেন।"

সুখীরপুর নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ স্বামীজীর নিকট আপন ব্যাধির আরোগ্য কামনায় উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তির শরীর অতিশয় কৃশ ছিল, যাহা খাইত, তাহাই বমি হইয়া উঠিয়া যাইত। স্বামীজী আগন্তককে দর্শনমাত্র তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"পাঁড়ে জি ভোজন প্রস্তুত কর।" আদেশ মত সে খিচুড়ি রাঁধিয়া স্বামীজীর কণিকামাত্র প্রসাদ খাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।" "বঙ্গবাসী" ৭।৪।১৩০৬ ॥

"পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি বাবু একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কয়েকজন প্রণাম করিলে পর, অন্য একটি বাবু যেমন প্রণাম করিতে যাইতেছেন, অমনি স্বামীজী তাঁহাকে প্রণাম করিতে নিষেধ করিলেন,—বলিলেন, 'তোমার অশৌচ হইয়াছে; পিতৃবিয়োগ হইয়াছে; তুমি প্রণাম করিও না। তুমি এখনই বাটী চলিয়া যাও, বাটীতে তোমার অনাথিনী মাতা যার পর নাই শোকে কাতরা।' প্রথমে তাহাদের এই কথায় বিশ্বাস হয় নাই, কিন্তু ঐ বাবুটি যেমন বাসায় ফিরিলেন, অমনি দেখিলেন, দরজার কাছে তারপিয়ন দাঁড়াইয়া। হাতে টেলিগ্রাম;—'তোমার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে; অবিলম্বে বাটী আসিবে।" "বঙ্গবাসী" ৭।৪।১৩০৬ ॥

তোমার ও সমস্ত বিশ্বের ঈশ্বর। অতএব তাঁহাকে নমস্কার করি।—শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ—নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি।

কাশীধামের বর্ত্তমান ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় জগমোহনপ্রসাদ বাহাদুর, ই. বি. এস রেলের মীরপুর ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী ঝাউদিয়া গ্রাম নিবাসী বাবু কামিনী কুমার মজুমদারকে বলিয়াছিলেন;—"স্বামীজীকে অন্তর্যামী বলিয়া জানিতাম। তাঁহার নিকট আমি যতবার গিয়াছি, প্রত্যেক বারেই তিনি আমার মনোগত ভাব সকলের সমক্ষে ব্যক্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কখন কখন আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে, আমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন মনে মনে স্থির করিয়া লইতাম এবং তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া সে কথা মনোমধ্যে একবারে উদয় হইতে দিতাম না; কিন্তু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিতে না করিতে তিনি অযাচিত হইয়াও আমার কথ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতঃ আমাকে বিস্মিত করিতেন।"

গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের স্বধর্ম্মনিরত প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু সত্যজীবন লাহিড়ী মহোদয় আমাদিগকে এই পত্রখানি লিখিয়াছেন।

গোয়াড়ি,

২৮ পৌষ, ১৯৫৬ সংবৎ।

* * বাবু চণ্ডীচরণ বসুর বাড়ী ঢাকা জিলার বহরগ্রামে। তাঁহারা ঐ প্রদেশের প্রসিদ্ধবংশজাত। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন। কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার কঠিন প্রস্রাবের পীড়া (Diabetes) হয়। সেই রোগ ক্রমে এত উৎকট হইয়া পড়ে যে, তাঁহার প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিয়াছিল। নানা প্রকার চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল হইল না। সেই সময় তিনি শুনিলেন যে, দিল্লীতে নবাবের এক হাকিম আছেন, তিনি



বাবু সত্যজীবন লাহিড়ী, ভক্তগণ ও স্বামীজী। (১২২ পৃষ্ঠা)

প্রস্রাব রোগের চিকিৎসায় বড় দক্ষ। তাহা শুনিয়া তিনি দিল্লীতে গমন করেন এবং হাকিমের চিকিৎসাধীন হন। সেখানেও চিকিৎসায় কোন ফল হইল না, এবং রোগ অসাধ্য, এই মত, হাকিম প্রকাশ করিলেন। চণ্ডীবাবু জীবনে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় হঠাৎ মনে হইল, যখন প্রাণের আর আশা নাই, তখন দীক্ষা লইয়া মরণ ভাল, নতুবা পশুযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। এই ভাবিয়া ৺কাশীধামে গমন করিলেন। চণ্ডীবাবু কাশীতে আসিয়াই স্বামীজীর শরণাপন্ন হইলেন। দয়াবতার স্বামীজী তাঁহার প্রতি অশেষ কৃপা দেখাইয়া তাঁহাকে শিষ্য করিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন অগ্রে তাঁহার কুলগুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে, পরে তিনি মন্ত্র দিবেন। চণ্ডীবাবু বড় ভাবনায় পড়িলেন। তাঁহার বাড়ী ঢাকা জেলায়, তিনি রহিয়াছেন কাশীধামে, কেমন করিয়া এখন কুলগুরুর দেখা পান। সেই দিন ঐ চিন্তা করিতে করিতে বাসায় ফিরিলেন। কিন্তু বড় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। চণ্ডীবাবু চিন্তিত হইয়া বাঙ্গালী টোলার রাস্তায় বেড়াইতেছেন, হঠাৎ সম্মুখে তাঁহার কুলগুরুকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। পরে তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া আনন্দবাগে শ্রীস্বামীজীর নিকট গমন করিলেন। স্বামীজী চণ্ডীবাবুকে দীক্ষা প্রদান করিয়া বলিলেন, "তোমার পীড়া আরোগ্য হইয়াছে।" চণ্ডীবাবু প্রত্যহ স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করেন, আর তিনি প্রতিদিনই বলেন "ঘর যাও, তোমারা বিমার আচ্ছা হো গ্যায়া"। কিন্তু চণ্ডীবাবুর প্রস্রাবের যন্ত্রণা সমভাবেই আছে। তিনি ভাবিলেন—তাঁহাকে স্বামীজী আশ্বাস দিতেছেন মাত্র; তাঁহার রোগের যখন কোন উপশম

হইতেছে না, তখন তাহা অসাধ্য। কিন্তু ৫।৭ দিন পরে স্বামীজী তাঁহাকে বাড়ী যাইতে আদেশ করিলেন এবং সেই সময় বলিয়া দিলেন যে, ৩৯ দিন পরে তাঁহার পীড়া আরোগ্য হইবে। চণ্ডীবাবু ভাবিলেন ইহাও স্তোকবাক্য। যাহা হউক তিনি কলিকাতা চলিয়া আসিলেন এবং কুমারটুলীর ৺গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করাইলেন। এই চিকিৎসাতেও পূর্ব্বের ন্যায় কোন ফল হইল না। এমন সময় বাড়ী হইতে তারে সংবাদ আসিল যে ঢাকায় কোন মোকদ্দমায় তাঁহার উপস্থিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তিনি ডাক্তার কবিরাজের মত লইলেন, কিন্তু তাঁহার শরীরের দুর্ব্বলতা দেখিয়া কেহই ঢাকায় যাইতে অনুমতি দিলেন না। চণ্ডীবাবু প্রাণের মায়া অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং চিকিৎসকের উপদেশ না মানিয়া ঢাকা যাত্রা করিলেন। সেই স্থানে যাইয়া দুই এক দিন পরে, প্রাতে উঠিয়া দেখেন, প্রস্রাব করিতে আর জ্বালা যন্ত্রণা নাই এবং সে সম্বন্ধে কোন অসুখই নাই। তিনি দেখিয়া অবাক্ হইলেন। হঠাৎ আরোগ্য হইবার কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ শ্রীস্বামীজীর কথা মনে পড়িল। কিন্তু সেই দিন স্বামীজীর কথার পর কতদিন হইয়াছে জানিতে ইচ্ছা হইল। চণ্ডীবাবুর ডায়েরি ছিল। তিনি ডায়েরি খুলিয়া দেখিলেন সেই দিন ঠিক ৩৯ দিন। স্বামীজীও বলিয়াছিলেন তিনি ঠিক ৩৯ দিনে রোগমুক্ত হইবেন!

ভবদীয়

সত্যজীবন লাহিড়ী।

১৬ নং নিউগীপুকুর ইষ্ট লেন কলিকাতা নিবাসী বাবু অম্বিকা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজীর একজন পরম ভক্ত ছিলেন। অম্বিকা বাবুকে স্বামীজীও বড় ভাল বাসিতেন, কারণ অম্বিকা বাবুর "তোমা—ভিন্ন অন্য দেব নাহি আমি জানি" এইরূপ মনের ভাব ছিল। সর্ব্বকর্ম্মে অম্বিকা বাবু স্বামীজীকে "তুমি ব্রহ্মা তুমি হরি ঈশ্বর আমার" এই চক্ষে দেখিতেন। এই পুস্তকে "জন্মভূমিতে পুনরাগমন অধ্যায়ে" বর্ণিত লছমন মালার ন্যায় অম্বিকা বাবুরও গুরু ও ঈশ্বরে ভেদজ্ঞান দূর হইয়াছিল। অম্বিকা বাবুর পুত্র কন্যা ছিল না। তিনি একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম "পাতু" রাখিয়াছিলেন—পাতু অর্থে রক্ষা করুন—অর্থাৎ স্বামীজী আমার পুত্রকে রক্ষা করুন, করিবেন, ইহাই ভাবিয়া পুত্রের নাম পাতু রাখিয়াছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে অম্বিকাবাবু পাতুকে লইয়া আনন্দবাগে উপস্থিত হইলেন। নানা কথাবার্ত্তার পর অম্বিকা বাবু চলিয়া আসিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে স্বামীজীকে বলিলেন "বাবা পাতুকে দয়া কর।" স্বামীজী বলিলেন "পাতুর বয়স এত অল্প, সবে পাঁচ বৎসর, উহাকে কি দয়া করিব।" অম্বিকা বাবু কিন্তু কিছুতেই ছাড়িবেন না। অবশেষে স্বামীজী পাতুকে বলিলেন "এই যে দেয়ালের গায়ে এক থলো কাঁচা আম ঝুলিতেছে, ইহার মধ্যে পাতু তুমি কোন্ আমটা লইবে আমাকে আঙ্গুল দিয়া দেখাও।" পাতু যে আম্রটি অঙ্গুলী দ্বারা লক্ষ্য করিয়া দেখাইতে লাগিল, সেই আম্রটিই তৎক্ষণাৎ থলো হইতে খাসয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপে স্বামীজী প্রদত্ত প্রসাদ স্বরূপ কয়েকটি অম্র লইয়া পাতু অম্বিকা বাবুর সঙ্গে গৃহে চলিয়া আসিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বিদেশীয় ভক্ত ও দর্শকবৃন্দ।

যাবতীয় ভক্তি গ্রন্থের আদর্শ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—"আমিই পরমপদ ব্রহ্ম এবং পরমপদ ব্রহ্মই আমি" এইরূপ চিন্তা করিয়া নিরাকার ব্রহ্মে আত্মযোজনা কর; দেখিতে পাইবে দেহাদি বিশ্ব আত্মা হইতে পৃথক্ নহে" *। জ্ঞান শাস্ত্র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ যোগবাশিষ্ঠের উপশমপ্রকরণের চতুস্ত্রিংশৎ সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রহ্লাদ বিজন অরণ্যমধ্যে অতি তীব্র ভক্তিসাধনা দ্বারা যখন ভগবান্

---

* বঙ্গের সুসন্তান কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু, জড়ে জীবন দেখিয়া, খনিজ ধাতুপদার্থেও অনুভূতি প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহারই দুই একটি কথা আমরা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

"It was when I came upon the mute witness of these self-made records and perceived in them one phase of a pervading unity that bears within it all things ; the mote that quivers in ripples of light, the teeming life upon our earth and the radiant suns that shine above us,—it was then that I understood for the first time a little of that message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago : 'They who see but one in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs Eternal Truth, unto none else, unto none else !"—*Is Matter Alive*—Dr. J. C. Bose.

বিষ্ণুর দর্শন পাইলেন, তখন বিষ্ণু বর দিতে চাহিলে, প্রহ্লাদ বলিলেন "প্রভো! তুমি সকল লোকের অন্তরে অবস্থান করিতেছ, আমি কি ভাল জানি না, তুমি যে বর ভাল বিবেচনা কর, তাহাই আমাকে প্রদান কর"! ভগবান্ বিষ্ণু তদুত্তরে বলিলেন :—"সংসারভ্রান্তিশান্তির কারণ ব্রহ্মবিচার, তোমার অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হউক"। ইহা বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর বিচার করিতে করিতে জ্ঞান প্রবুদ্ধ প্রহ্লাদ অপার জ্ঞান-সাগরের পরপারে উপনীত হইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন :—"জগৎ স্থিতির কারণ স্বরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও আদি কারণ চেতনা, কিন্তু এই চেতনার কারণ কিছুই নাই। আমিই দৃশ্য, আমিই দ্রষ্টা, আমিই চেত্য, আমিই চিৎ, আমিই কল্পনারহিত স্বপ্রকাশ পরমব্রহ্ম, অতএব আমাকে নমস্কার। পরিত্যক্তসংসারসম্ভ্রম মহাত্মা আমার জয় হউক। প্রত্যক্ষ চৈতন্যস্বরূপ আমাকে নমস্কার। আমি অনন্ত নহি, ইত্যাকার দুর্নিশ্চয় দ্বারাই দেহীর আবির্ভাব হয় *। ব্রহ্ম, বন্ধ, মোক্ষ, একত্ব ও দ্বিত্ব বর্জ্জিত। ফলতঃ সমস্তই আমি, এই প্রকার শুভভাবনার সহায়ে অশুভ ও শুভ জ্ঞান পরিহৃত হইলেই বন্ধ ও মোক্ষের অধিকার ভ্রষ্ট হইয়া যায়"। †

যোগবাশিষ্ঠোক্ত "সৎশাস্ত্র ও বৈরাগ্য-বুদ্ধি-সহায়ে", সঙ্গে সঙ্গে কঠোর তপস্যা দ্বারা স্বামীজী যে সর্ব্বত্র সমতাবলম্বন হেতু আজ পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান সমুদ্ভাসিত হওয়ায় তাঁহার যে বন্ধন বিগলিত ও শান্তি সমাগত হইয়াছে, তাহা যেন জানিতে

* হংসো (জীবঃ) আত্মানং প্রেরিতারঞ্চ পৃথক্ মত্বা ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যতে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১।৬॥

† যোগবাশিষ্ঠ দেখুন।

পারিয়াই, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূভাগের নরনারীগণ, তাঁহার সদয় আশীর্ব্বাণীতে আপনাদিগকে কৃতার্থ করিবে ভাবিয়া, দলে দলে আগমন করিতে লাগিল। হিন্দুধর্ম্মের মহিমাপ্রচারার্থ তাঁহাকে এক দিনের জন্যও সাগর-পারে দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিতে হয় নাই, অথবা বক্তৃতা দ্বারা হিন্দুগণকে স্বধর্ম্ম-নিরত করিবার জন্য ভারতবাসীর দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করা ত দূরের কথা, তিনি এক দিনের জন্যও আনন্দবাগের প্রাচীরের বহির্ভাগে পর্য্যন্ত গমন করেন নাই, তথাপি এই আপ্তকাম বিশ্বপ্রেমিকের মহাপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়াই যেন, পৃথিবীর সকল স্থানের অসংখ্য নর নারী প্রত্যহ তাঁহারই দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিতে লাগিল। মক্ষিকাই মধু অন্বেষণ করিয়া থাকে, মধুকে মক্ষিকার অন্বেষণে বহির্গত হইতে হয় না। বস্তুতঃ পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই স্বামীজীর ন্যায় সমুদয় পৃথিবীর এত লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা কখন আকর্ষণ করিতে পারেন নাই।

স্বামীজীর প্রত্যেক বিদেশীয় দর্শকের নাম, যুক্ত প্রদেশের ছোট লাট বাহাদুরের স্বাক্ষরযুক্ত ও তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত একখানি পুস্তকে সহি করাইয়া লওয়া হইত।

সকল নামগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইলে এরূপ আর একখানি পুস্তক হইয়া পড়িবে, সুতরাং কেবল মাত্র কয়েকটি পৃথিবীবাসীর নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্টে বিদেশীয় দর্শক ও ভক্তবৃন্দ অধ্যায় দেখুন।) ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ দুই বা তিন বৎসর অন্তর স্বামীজীর হিন্দুশিষ্যবর্গের ন্যায় কেবল মাত্র তাঁহারই দর্শনার্থ সুদূর ইউরোপ বা আমেরিকা ভূমি হইতে ৺কাশীধামে আগমন করিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন

সাহেব বা বিবির, স্বামীজীর উপর অসাধারণ ভক্তি ছিল। স্বামীজী সকল সাহেব বিবিকে সাদর সম্ভাষণে পুলকিত করিতেন। সংস্কৃতজ্ঞ দার্শনিক মাত্রেই তাঁহার কৃত টীকাসমন্বিত বিখ্যাত আটখানি উপনিষদ্ এবং "স্বারাজ্যসিদ্ধি" উপহার পাইতেন এবং এইরূপে তিনি সমুদায় পৃথিবীতে বহু সহস্র উপনিষদাদি গ্রন্থ বিতরণ করিয়াছেন। স্বামীজীকে আনন্দবাগে আসিয়া দর্শন করিয়া গিয়াছেন এরূপ ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীর সংখ্যা লক্ষাধিক হইবে এবং স্বামীজী ইচ্ছা করিলে অন্ততঃ চারি পাঁচ হাজার সাহেব বিবিকে মন্ত্রশিষ্য করিতে পারিতেন, কারণ, ইউরোপের অনেক বড় বড় দার্শনিক এবং আমেরিকার অনেক দর্শকই মন্ত্রপ্রদানার্থ স্বামীজীকে যার পর নাই অনুরোধ করিতেন; কিন্তু স্বামীজী কোন বিধর্ম্মীকেই মন্ত্র প্রদান করিতেন না, মুসলমানকে মুসলমান ধর্ম্মে ও খ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টধর্ম্মে অধিকতর বিশ্বাস স্থাপনার্থ বার বার উপদেশ প্রদান করিয়া মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতেন। অধিকন্তু স্বয়ং ইংরাজী-ভাষানভিজ্ঞ হইলেও খ্রীষ্টধর্ম্মত্যাগার্থ উদ্যোগী ভক্তগণকে খ্রীষ্টধর্ম্মের সার কথাগুলি এরূপ সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিতেন, যাহাতে আর কোনও সাহেব বা বিবি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে ব্যাকুল হইতেন না। এইরূপে স্ব স্ব ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যস্ত অনেক ভক্ত সাহেব বিবি, মধ্যে মধ্যে নিয়ম মত কেবল মাত্র এই উদ্দেশ্যেই ইউরোপও আমেরিকা হইতে বারাণসীধামে আগমন করিতেন। স্বামীজীকে দেখিতে আসিয়া স্বামীজীর ভক্ত সাহেব ও বিবিগণ শূন্যমস্তকে নতজানু হইয়া স্বামীজীর দক্ষিণ হস্ত চুম্বন করিতেন।

এলাহাবাদের বেচলার কোম্পানি (Betchler & Co.) জর্ম্মান দেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের উপর স্বামীজীর অতি সুন্দর শুভ্র মূর্ত্তি অঙ্কিত করাইয়া লইয়া আসিতেন এবং প্রত্যেকটি

দশ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেন। কথিত আছে একদিন দৈবক্রমে এইরূপ একটি মূর্ত্তি বর্ত্তমান জর্ম্মাণ সম্রাট (Kaiser) দ্বিতীয় উইলিয়মের হস্তগত হয়। জর্ম্মাণ সম্রাট এইরূপে স্বামীজীর সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত গ্রফ্ কণিগস্মার্ককে কাশীধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য স্বামীজী জর্ম্মাণ সম্রাটের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কণিগস্মার্ক-মুখে স্বামীজীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জর্ম্মান সম্রাট স্বামীজীকে তাঁহার পিতার ও আপনার ছবি (ফটো) প্রেরণ করিয়াছিলেন *। "জর্ম্মান ও রুষিয়ার সম্রাট প্রভৃতি স্বামীজীর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন" †। পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান রুষিয়াধিপতি নিকোলাস্ কাশীধামে আসিয়া স্বামীজীকে দেখিয়া গিয়াছিলেন।

আমেরিকার চিকাগো সহরের ধর্ম্মমহামণ্ডলে (World's Parliament of Religions, Chicago) উপস্থিত হইবার জন্য স্বামীজী বার বার নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সকল পত্রেরই উত্তরে লিখাইয়াছিলেন—"আমি যাইতে পারিব না।"

যে কয়েকটি মাত্র নাম পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইল, তাহা পাঠ করিলে, পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, এই সসাগরা পৃথিবীর সকল স্থানের কত বড় বড় কাউণ্ট, ব্যারন, লর্ড, লেডি, মারকুইস্, ডিউক্, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, জেনারেল, কর্ণেল,

---

* ছবি প্রেরণ করিবার সময় কণিগস্মার্ক সাহেব যে পত্রখানি জর্ম্মাণ ভাষায় লিখিয়াছিলেন তাহার ইংরাজী অনুবাদ "পরিশিষ্টে" প্রকাশিত হইল।

† বঙ্গবাসী তাং ৭ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল।

প্রভৃতি স্বামীজীকে দেখিতে আনন্দবাগ্ উদ্যানে আগমন করিতেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ইহাঁরা সকলে কি উদ্দেশ্যে এই নগ্ন সন্ন্যাসীর দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিতেন? ভারতবর্ষীয় উলঙ্গ সন্ন্যাসী, দর্শনীয় ভাবিয়াই কি, ইহাঁরা কৌতূহলপরবশ হইয়া স্ব স্ব পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া, ইহাঁকে দেখিতে আসিতেন? সাহেব বিবিগণের আবাসস্থল বেনারস ছাউনীতেও (শিকরোলে) সন্ন্যাসী দণ্ডী পরমহংসের অভাব ছিল না; তবে কেন ইহাঁরা শকটারোহণে দুই ক্রোশের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া আনন্দবাগে আসিয়া উপস্থিত হইতেন? অধিকন্তু ভারতের গবর্ণর-জেনারেল, কমাণ্ডার-ইন-চিফ্ প্রমুখ সাহেব ও বিবিগণ যাঁহারা ইচ্ছা করিলেই স্ব স্ব প্রাসাদে বসিয়া শত শত দণ্ডী পরমহংসের দর্শন লাভ করিতে পারিতেন, তাঁহারাই বা কেন এই দীন হীন ভারতবাসী, এই নগ্ন সন্ন্যাসীর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন *? কোন কোন দিন, সাহেব বিবি মাত্রেই স্বামীজীর দর্শন পাইতেন না, ম্যাজিষ্ট্রেট, মেজর্, কর্ণেল প্রমুখ ভারতীয় বড় বড় সাহেবগণকেও বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগত হইতে হইত, তথাপি জানিয়া শুনিয়াও বা ইহাঁরা কেন স্বামীজীকে দেখিতে আসিতেন? বড়লাট বা ছোটলাট সাহেবগণ স্বামীজীকে দেখিতে আসিবার পূর্ব্বে, আপন আপন প্রাইভেট্ সেক্রেটারী

* The Swami was a name to conjure with among the Hindu community. To see the Swami but once, was one of the most cherished desires of the highest people in the land. European scholars and divines of world-wide fame themselves beheld and wondered at this living Hindu marvel of sanctity, learning and asceticism—The Indian Mirror—July, 1899.

পাঠাইয়া কোন্ দিবস কোন্ সময়ে স্বামীজীর দর্শন পাইবেন, স্থির করিয়া লইতেন, সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইঁহারা স্বামীজীকে একজন অসাধারণ পুরুষ ভাবিয়াই দেখিতে আসিতেন। সাহেব বা সাহেবপত্নীগণের নিকট স্বামীজী "The Holy Man of Benares" নামে পরিচিত ছিলেন। "ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু-লোক ভারতে আসিয়াছেন, ভাস্করানন্দকে না দেখিলে তাঁহারা ভারতে আগমন নিষ্ফল বলিয়া মনে করিতেন। আমেরিকার ব্যারোজ, ইংলণ্ডের ফেয়ারবারন, জার্ম্মনীর দেওসেন তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন" *। সুতরাং কেবল মাত্র কৌতূহল নিবারণার্থ সাহেব বা সাহেবপত্নীগণ কখনই স্বামীজীকে দেখিতে আসিতেন না। †

সন ১৩০৬ সাল ৩১শে আষাঢ় তারিখের "বঙ্গবাসী" পত্রে লিখিত হইয়াছিল :—"পৃথিবীর অনেক অনেক জ্ঞানী পণ্ডিত বা খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র তাঁহাকেই দেখিবার জন্য ভারতে আগমন করিতেন।" কেবল একবার মাত্র স্বামীজীকে দেখিয়া ইউরোপীয় নরনারীর মনে কিরূপ ধারণা হইত, তাহা ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের "ইংলিশম্যান" পত্রে, আমেরিকাবাসী মার্কটোয়েন সাহেব কর্ত্তৃক অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

---

* সঞ্জীবনী তাং ৫ই শ্রাবণ, ১৩০৬ সাল।

† I paid many visits to the late Swami Bhaskaranand when I was in Benares and like all others, who had the pleasure of knowing him, *respected and admired him.* যুক্তপ্রদেশের প্রধান সেক্রেটারী (Chief Secretary) শ্রীযুক্ত পোর্টার সাহেব আমাদিগকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল। পরিশিষ্টে ৯ নং পত্র দেখুন। পোর্টার সাহেব কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন।

সুবিখ্যাত গ্রন্থকার মার্কটোয়েন সাহেব য়ুরোপ ও আমেরিকায়, সবিশেষ পরিচিত। মার্কটোয়েন সাহেব ১৮৯৬সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বামীজীকে দেখিয়া যখন কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন, তখন কলিকাতার ইংরাজমহলে মার্কটোয়েন সাহেবের আগমন হেতু বিশেষ সমারোহ উপস্থিত হয়, এবং শত শত ইংরাজনরনারী গড়ের মাঠে এবং টাউনহলে মার্কটোয়েন সাহেবের বক্তৃতা † শ্রবণার্থ প্রত্যহ মিলিত হইতেন। কলিকাতার "ইংলিশম্যান" পত্রের জনৈক প্রতিনিধি ঐ সময়ে একদিন মার্কটোয়েন সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ—"আপনি ভারতে আসিলেন, সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিলেন, এক্ষণে কোন্ বিষয়, আপনি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বিবেচনা করেন ?" *

ইহার উত্তরে মার্কটোয়েন সাহেব বলিলেন, "Benares and the Saint I saw there"—অর্থাৎ কাশীধাম ও তথায় যে মহাপুরুষকে দর্শন করি। ইংলিশম্যানের প্রতিনিধি।—"কোন্ মহাপুরুষের কথা আপনি বলিতেছেন ?"

মার্কটোয়েন। ভাস্করানন্দ স্বামী।

ইহা বলিয়া তিনি প্রতিনিধি মহাশয়কে স্বামীজীর একখানি ছবি দেখাইলেন। তৎপরে মার্কটোয়েন সাহেব বলিলেন ;—

---

* ইংরাজী ১৮৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার (The Indian Empire) পত্র এবং ঐ মাসের ইংলিশম্যান দেখুন।

† মার্কটোয়েন সাহেব যখন কলিকাতায় আসেন, আমরা জানিতে পারি নাই। তিনি এখান হইতে ভায়নাতে গিয়া এক সভায় যে বক্তৃতা করেন, সেই সভায় অষ্ট্রিয়ার সম্রাট সভাপতি হইয়াছিলেন। ঐ সভায় মার্কটোয়েন কি বলিলেন তাহা তার যোগে (Reuter) পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল। এই উপায়ে সন্ধান পাইয়া আমরা তাঁহাকে Care of Emperor, Austria এইরূপ ঠিকানা লিখিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি আমাদিগকে পরিশিষ্টে প্রকাশিত ২ নং পত্র লিখিয়াছিলেন।

"A man, who is worshipped for his holiness from one end of India to the other"—অর্থাৎ তিনি এরূপ ব্যক্তি যে ভারতের, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল স্থানের লোকগণ তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। মার্কটোয়েন সাহেব আরও বলিলেন;—"পথে আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলাম, স্থানে স্থানে মন্দিরের মধ্যে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এবং আনন্দবাগে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দূর হইতে, আমার দিকে আগমন করিতে দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারিলাম যে, জীবিত থাকিতেই মনুষ্যগণ যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতেছে, ইনিই সেই ব্যক্তি। তৎপরে প্রতিনিধি মহাশয় লিখিতেছেন:—He [Mr. Mark Twain] pointed to the photograph but neither in mockery nor contempt. It may surprise his many readers but when Mark Twain is serious, he is very serious" (অর্থ,—মার্কটোয়েন সাহেব স্বামীজীর ছবিখানির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, কিন্তু ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বা পরিহাসের ছলে নহে। ইহা শুনিয়া, সাহেবের পুস্তক যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন; কিন্তু (উপায় নাই,) মার্কটোয়েন সাহেব যখন কোন বিষয় গুরুতর মনে করেন, তখন তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হন।)

তৎপরে প্রতিনিধি বলিলেন;—"বড় আশ্চর্য্যের কথা! আপনি আমাদিগকে এরূপ কথা উত্থাপন করিয়া হাসাইতে থাকেন, যাহাতে হাসিবার কিছুই নাই। এই জন্যই আপনার লেখার এত সুখ্যাতি। কিন্তু ঐ উলঙ্গ সন্ন্যাসীর কথা উত্থাপন

করায় আমি মনে করিয়াছিলাম, না জানি আমাকে কত হাসাইবেন, এক্ষণে দেখিতেছি, তিনিই আপনার বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন।"

ইহার উত্তরে মার্কটোয়েন বলিলেন ;—

"Because"—Mrak Twain pursued with great animation—"he is a divinity." অর্থ—মার্কটোয়েন উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"কেন না, তিনি দেবতা।"

ইংলিশম্যানের প্রতিনিধি। তাঁহার স্বরে বা কথাবার্ত্তায় বা অন্য কোন বিষয়ে সাধারণ মনুষ্য হইতে কোন বিশেষত্ব দেখিতে পাইলেন কি ?"

মার্কটোয়েন। "Nothing at all. It is just as though you had taken a very fine, learned, intellectual man, say a member of the Indian Government and unclothed him. There he is. He is minus the trappings of civilization."

"This face" said the humourist, again regarding the portrait,—"at first reminded me strongly of W. M. Evarts, formerly Secretary of State and 'one of the greatest minds, America has ever produced. When I looked into it, I found that it also resembled the face of another noted American, Dr. Talmage. But the head is more intellectual than that of Dr. Talmage."

"কিছুই নহে। ভারত গবর্ণমেণ্টের কোন একটি সভ্য, পণ্ডিত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সচিবকে উলঙ্গ করিয়া দেখিলে, যেরূপ দেখায় তিনি দেখিতে ঠিক তদ্রূপ, কেবল মাত্র তিনি আধুনিক সভ্যতার বাহ্যিক বেশে ভূষিত নহেন। প্রথমে

তাঁহার মুখ দেখিয়া, আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ (সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্) এভার্টস্ সাহেবকে মনে পড়িয়াছিল; অদ্যাবধি আমেরিকা প্রদেশে যে কয়েকটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এভার্টস্ সাহেব ও একজন। তৎপরে যখন ভাল করিয়া দেখিলাম, তখন তাঁহার মুখের সহিত আর একজন বিখ্যাত আমেরিকাবাসী, ডাক্তার ত্যালমেজের মুখের মিল আছে দেখিলাম; কিন্তু ইনি ডাক্তার ত্যালমেজ অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান্।"

চলিয়া আসিবার সময় ইংলিশম্যানের প্রতিনিধি বলিলেন :—I take it however, that you as a westerner and particularly as an American are more interested in the progress which India has made in various directions under British Government than even in the antiquities of Benares ?"

"আমি নিশ্চয় মনে করিতে পারি, আপনি যখন পশ্চিম দেশীয়, বিশেষ আমেরিকাতে যখন আপনার জন্ম, বারাণসীর পুরাতন কথার আলোচনার অপেক্ষা, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারত যে নানাপ্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহারই আলোচনা করিতে, আপনার অধিক ভাল লাগে ?"

এই কথার উত্তরে মার্কটোয়েন বলিলেন :—

"That is not so"—pursued Mr. Mark Twain, with a decided shake of his head—"I have no hesitation in saying that in all my travels, I have never seen any body so wonderful as that recluse. These modern improvements have been familiar to me for years, but such an experience as the other is only met with once in a life time."

মার্কটোয়েন মস্তক নাড়িয়া উত্তর করিলেন ;—"না কখনই তাহা নহে। আমি বলিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত নহি যে, আমি আমার সমস্ত ভ্রমণের মধ্যে ঐ সন্ন্যাসীর ন্যায় আশ্চর্য্য মনুষ্য অদ্যাবধি কোথায়ও দেখি নাই। ভারতের এই সমস্ত উন্নতি যে হইয়াছে তাহা আমি অনেকদিন হইতেই জানি, কিন্তু ঐরূপ ব্যক্তির সহিত সম্মিলন একবার মাত্র মানবজীবনে ঘটিয়া থাকে।" *

ইংরাজী ১৯০০ সালের ১৮ই মে তারিখের "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ্ (Indian Daily News) পত্রে, আসামপ্রবাসিনী জনৈক ইংরাজমহিলা লিখিত যে প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছিল, তাহা হইতে আমরা নিম্নোল্লিখিত অংশমাত্র উদ্ধৃত করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকাগণ, বুঝিতে পারিবেন যে স্বামীজী ইংরাজ মহিলাগণেরও কিরূপ ভক্তির পাত্র ছিলেন ঃ—

"It was by a reference to him in a leading article on the disposal of the body after death, which appeared the other day in the "Indian Daily News," that I learned that Swami Bhaskarananda Saraswati the "Holy Man of Benares" had passed beyond this life into that other, beyond, that other, unknown, dreaded or welcomed, according to the religion and temperament of the individual—to this Great "Sadhu" of worldwide reputation, more welcome, because more real to him than the realities

* মার্কটোয়েন সাহেব ইউরোপের ভায়না নগর হইতে আমাদিগকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। ২নং পত্র দেখুন।

of a world, to him so evanescent, so unworthy of contemplation.

I was personally acquainted with Swami Bhaskarananda, an acquaintanceship which I acknowledge with pride and pleasure and remember always with a sense of peculiar satisfaction amid many other acquaintanceships made among various nationalities. His emaciated body appeared indeed to be subject to the ardent spirit—*he was a living example* of the power of mind over matter. But his extreme asceticism did not repel as the asceticism of many of the fakirs of India is apt to repel. On the contrary, it attracted in a peculiar degree."

শেষাবস্থায় স্বামীজী দেখিতে কিরূপ ছিলেন, এক্ষণে মেম সাহেব তাহাই বর্ণনা করিতেছেন ঃ—Swami Bhaskarananda of middle stature, bald headed, without a tooth, with every rib and every bone in his whole body showing through his skin, yet possessed an extraordinary dignity, a naturally majestic mien *which would have done credit to any Royalty* and which was obviously inherent in the man, combined with an equally natural instinct of gracious courtesy and simple refinement. There was in him no trace of the arrogant pride or the false humility, which one might have suspected would be the case under such circumstances. Rather was there in his face *a certain sublimity of expression, a benign influence,* such as one has seen in the face of a Newman, a Keble and others of that type. It is an expression

of countenance wholly from within which no outside influence can affect. No Christian Saint possessed it in a greater degree than Swami Bhaskarananda.

উপসংহারে ইংরাজ মহিলা লিখিয়াছেন :—

It must often have been a surprise to strangers to find him so well informed ; he was in fact a most cultured and intellectual companion, well up in the chief topics of the day, his own views and opinions on such questions being distinct and well defined. His mind was steeped in the most exalted of spiritual lore and which must have occasionally grown weary of the constant adulation and grovelling homage of an adoring populace, right and natural as such would be to him.

ভাবার্থ। "কয়েক দিবস গত হইল ডেলিনিউস পত্রে মৃতদেহ-সৎকার শীর্ষক এক প্রবন্ধে স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতীর নামোল্লেখ হওয়ায় জানিতে পারিলাম, বারাণসী ধামের "হোলিম্যান" বা পুণ্যাত্মা ইহজীবন-সীমা অতিক্রম করিয়া অপর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। সে রাজ্য অপরিজ্ঞাত ; ব্যক্তিগত ধর্ম্ম বা চিন্তানুসারে ভীতিপ্রদ বা বাঞ্ছনীয়। এই ভুবন বিখ্যাত সাধু সম্বন্ধে ইহা, অনিত্য ও অচিন্তার্হ জড়জগতের প্রত্যক্ষ বস্তুনিচয় হইতেও অধিকতর প্রত্যক্ষীভূত ও তজ্জন্য অধিকতর বাঞ্ছনীয়। আমি স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত। বিভিন্ন জাতির লোক-বৃন্দের সহিত পরিচিত হইলেও এই আলাপের জন্য আপনাকে ধন্য মনে করি। এই বিষয় স্মরণ হইলেও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করি। শরীর শীর্ণ কিন্তু ঐ শীর্ণতার মধ্যেও এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃ বিভাসিত হইতে দেখিয়া মনে হইত, যে

বাস্তবিকই জড়ের উপর মনের আধিপত্য স্থাপিত হইতে পারে। ভারতবাসী অন্যান্য সন্ন্যাসিদিগের ন্যায় তাঁহার কঠোর তপশ্চরণ চিত্তপ্রতিষেধক না হইয়া বরং এক নূতনভাবে চিত্তাকর্ষণ করিত।"

"স্বামীজীর দেহ নাতি দীর্ঘ নাতি হ্রস্ব। মস্তক কেশ-শূন্য। একটিও দাঁত ছিল না; পঞ্জরের ও শরীরের প্রত্যেক অস্থি চর্ম্মাবরণের অভ্যন্তর হইতে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত। তথাপি তাঁহার অবয়ব এরূপ অসামান্য মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক ও স্বতঃসিদ্ধ গাম্ভীর্য্যভাবময় যে, যে কোন সম্রাটও সেরূপ লক্ষণযুক্ত হইলে রাজকুলে মহাগৌরবান্বিত হইতে পারেন। সে প্রকৃতি কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাভাবিক, সুন্দর শিষ্টাচার ও সরল অমায়িকতার সহিত সংমিলিত। এরূপ স্থলে উদ্দাম দাম্ভিকতা বা দীনতার ভাণই সম্ভবপর; কিন্তু এই দুইটির কোন চিহ্নও তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত না। বরং তাঁহার মুখশ্রীতে এক অপূর্ব্ব মহানুভবতা ও স্বর্গীয়ভাব দৃষ্ট হইত, যাহা নিউম্যান কেবল্ এবং তৎসদৃশ মহাত্মাগণের মধ্যেই লক্ষিত হইত। এই মুখশ্রী আভ্যন্তরীণ ভাবব্যঞ্জক; বহিঃজগতের কিছুই ইহার পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত করিতে পারিত না। কোন খ্রীষ্টীয় মহাপুরুষেও এই ভাব অধিকতর পরিমাণে দেখা যায় নাই।"

"নবাগন্তুকগণ তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে সুপরিজ্ঞাত দেখিয়া অনেক সময়ে বিস্মিত হইতেন। বস্তুতঃ তাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিত ও তিনি সাতিশয় সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার সাময়িক সমাচার বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও তৎসম্বন্ধে মতামত সুব্যক্ত ও পরিস্ফুট ছিল। তাঁহার চিত্ত উচ্চ অধ্যাত্ম বিদ্যায় পরিপ্লুত। তিনি যে যোগ্য পাত্র ছিলেন ইহা নিশ্চয়। তথাপি পূজনকারী জন-

সাধারণের অবিরাম পূজা ও হীন সেবায় তিনি অবশ্যই কখন কখন বিরক্তি অনুভব করিতেন।"

১৭ই জুলাই ১৮৯৯ সালের কাশীর "ভারতজীবন" পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল ঃ—

"ইয়ে স্বামীজী মহারাজহী কা, ক্যা যোগ প্রসাদ থা, কি কেবল ভারতীয় রাজো মহারাজোঁকে রত্নজড়িত মুকুট স্বামীজীকে চরণদ্যুতি সে ভাস্বর নাহী হোতে থে বরন য়ুরোপ আউর এমেরিকাকে বড়ে বড়ে বিদ্বান আউর ধনবান জন বড়ী নম্রতা আউর শ্রদ্ধা ভক্তিসে পরমপদ প্রাপ্ত স্বামীজীকে চরণ দর্শনসে আপনেকো কৃত কৃত্য মানতে থে। ইয়ে স্বামীজী মহারাজকে যোগবলহী কা প্রতাপ থা কি বিদেশী, বিজাতী, বিধর্ম্মী জন দ্বেষ-রহিত হো নতগ্রীব হোতে থে।"

একটা চলিত কথা আছে যে, "গেঁয়ো যোগী ভিক্ পায় না"। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় এই কথা স্বামীজী সম্বন্ধে খাটে না। ভারতের সিবিলিয়ান্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ বৎসরে অভাব পক্ষে একবারের জন্যও তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিতেন, অথবা মধ্যে মধ্যে পত্রাদি দ্বারা সংবাদ লইতেন। কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতিরও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। ইহার নিদর্শন স্বরূপ কাশীর কলেক্‌টার্ কব্ সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত পত্রখানি "পরিশিষ্টে" প্রকাশিত হইল। (৮নং পত্র দেখুন)। কাশীধামের ভাগ্যবিধাতা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ কব্ সাহেব একটি ব্যাঘ্র বধ করিয়া তাহার দুইখানি অস্থি * স্বামীজীকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়া লিখিতেছেন যে, ব্যাঘ্রটি

* 'Semtoks'

তিনি স্বয়ং বধ করিয়াছেন ও তিনি শীঘ্রই স্বামীজীকে দেখিতে আসিবেন। কাশীর কমিশনার রবার্ট (Roberts) সাহেব মধ্যে মধ্যে স্বামীজীকে নানা প্রকার ফল উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিতেন।

য়ুরোপ, আমেরিকার বিখ্যাত গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব রচিত পুস্তকাদি প্রেরণ করিতেন। এইরূপ শত শত পত্রের মধ্যে ভারতবন্ধু কেইন সাহেবের পত্রখানি "পরিশিষ্টে" প্রকাশিত হইল। ৭নং পত্র দেখুন।

গত ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে যুক্ত প্রদেশের বর্ত্তমান ছোট লাট মাননীয় জে. ডিগেস্ লাটোস্ সাহেব বাহাদুর স্বামীজীকে দর্শন করিতে আনন্দবাগে শুভাগমন করিয়াছিলেন। নানা কথাবার্ত্তার পরে ছোটলাট সাহেব স্বামীজীকে একটি সুবর্ণমোহর প্রদান করেন। স্বামীজী মোহরটি গ্রহণ করিয়া অগ্রে বাহুমূলে রক্ষা করিলেন, সে স্থান হইতে সেটি সরিয়া পড়িল! তাহার পর স্বামীজী সেই মোহরটি তুলিয়া লইয়া আপন উদরের উপর রাখিলেন। সে স্থান হইতেও উহা পড়িয়া গেল। তখন তিনি প্রসন্নবদনে কহিলেন—"এ বস্তু আমার শরীরের কোন স্থানে স্থান লইল না, অতএব আমি ইহা রাখিব না"। ইহা বলিয়া স্বামীজী সাহেবকে মোহরটি প্রত্যর্পণ করিলেন। *

পৃথিবীর সকল স্থান হইতে যে সমস্ত সাহেব বিবিগণ স্বামীজীকে দর্শন করিতে আগমন করিতেন, তাঁহাদিগের নাম ধাম এই লাট বাহাদুরের ইচ্ছানুসারে তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত একখানি পুস্তকে (Album) সহি করাইয়া লওয়া হইত। ছোট লাট বাহাদুর তদনন্তর এই পুস্তকে নিজের নাম ধাম প্রভৃতি লিখিলেন।

* ১৩০৫ সাল ২০শে শ্রাবণ মাসের "বসুমতী" দেখুন।

পত্রাণি পুষ্পানি ফলানি তস্মৈ।
দদে যতী সোঽপি মহানমুষ্মৈ॥
ইয়েষ দাতুং বহুলং স্ববস্তু।
ত্যাগী তদোবাচ ন দানমস্তু॥ যতীন্দ্রচরিতম্

স্বামীজী লাট সাহেবকে পত্র পুষ্প ফল দিতে চাহিলে, লাট সাহেবও তাঁহাকে অর্থ ছাড়া নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বামীজী "ত্যাগী ন দানমস্তু" ইহা বলিয়া লাট সাহেবকে একটি কলা ভক্ষণ করিতে দিলেন। লাট সাহেব প্রসাদ স্বরূপ কলাটি ভক্ষণ করিয়া স্বামীজীর সঙ্গে সমস্ত আনন্দবাগ উদ্যান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে সেক্রেটারী পাঠাইয়া আগমনের দিন স্থির করাইয়া আগমন করায় লোকসমাগম অধিক হইয়াছিল। একারণ ঐ দিন স্বামীজীকে লইয়া বিরলে যাইলেও বিশেষ কিছু কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন নাই। (পরিশিষ্টে লাট সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত ১নং পত্র পাঠ করুন) তদনন্তর মস্তকের টুপি উঠাইয়া বার বার প্রণাম করণান্তর লাট সাহেব বাহাদুর পারিষদবর্গ বেষ্টিত হইয়া আনন্দবাগ উদ্যান পরিত্যাগ করিলেন। বলা বাহুল্য তিনি ইহার পরে যতবার স্বামীজীর নিকট আসিয়াছিলেন, আর কখন পূর্ব্বে সংবাদ পাঠাইয়া আগমন করেন নাই।

জনৈক ইংরাজ পুরুষের পুত্র ও স্ত্রী বিলাতে থাকিতেন। সাহেবের পুত্রটি লেখা পড়ায় বড়ই অমনোযোগী ছিলেন। ব্যাধি শান্তি, বা পুত্র সন্তান লাভের জন্য, স্বামীজীর আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া শত শত স্ত্রী পুরুষ হিন্দু বা মুসলমানগণ যেরূপ স্বামীজীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, সাহেবও তদ্রূপ একদিন আনন্দবাগে আসিয়া স্বামীজীর নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন যেন তাঁহার পুত্রের

লেখাপড়ায় মতি হয়। স্বামীজী সাহেবের ঐকান্তিক ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া বলিয়া দেন:—“বিলাত হইতে পত্র দ্বারা জানিতে পারিবেন যে আপনার পুত্র লেখাপড়ায় সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছে।” সাহেব স্বামীজীর আশ্বাস বচনে সন্তুষ্ট হইয়া বিলাত হইতে তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক লিখিত একখানি পত্রের উপর স্বামীজীর স্মরণার্থ এই কয়েকটি কথা লিখিয়া রাখিয়া যান।

To Swami Bhaskaranand—

I give this letter to bless my son.

(Sd.) E. K. Harcourt.

9. 2. 93.

বলা বাহুল্য স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফলা হইয়াছিল।

১৮৯৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতের সর্ব্ব-প্রধান সেনাপতি (Commander-in-Chief) জেনারল লকহার্ট সাহেব, স্বামীজীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সস্ত্রীক আনন্দবাগে আসিয়াছিলেন। আফ্রিদীবীর লকহার্ট সাহেবের সহিত তাঁহার মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল বি ডফ্ ও কাশীধামের কালেক্টার কমিশনার প্রভৃতি আগমন করিয়াছিলেন। স্বামীজী লেডী লকহার্ট ও অন্যান্য সাহেবদিগের গলায় তাঁহারই পূজার্থ শিষ্যগণ কর্ত্তৃক আনীত গাঁদাফুলের মালা পরাইয়া দিয়া-ছিলেন। (প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি দেখুন)। জেনারল লকহার্ট সাহেব, নানা কথাবার্ত্তার পর চলিয়া আসিবার সময় স্বামীজীকে বার বার প্রণাম করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের “ভারতজীবন” পত্রে লিখিত হইয়াছিল:—

“লাট সাহেব বাহাদুর, লেডী সাহেবা তথা সমস্ত সিকত্তর মহাশয়ো নে, গাড়ী পর সোয়ার হো তিন বার টোপী উতার



কর, স্বামীজী মহারাজ কো প্রণাম কিয়া, নিঃসন্দেহ স্বামীজী মহারাজ কা তপঃপ্রভাব আউর যোগশক্তি প্রশংসা কে যোগ্য হৈ।" জঙ্গীলাটসাহেবের সহিত মুক্তির উপায় সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

ভারতের অধিকাংশ লাট সাহেবের নিকট স্বামীজী পরিচিত ছিলেন; এবং কোন কোন লাট সাহেব স্বামীজীকে দেখিবার নিমিত্তই কাশীধামে আগমন করিতেন। *

* Swami Bhaskaranand, Swami Bisudhanand and Mataji—lived at three ends of the city but the fame of Swami Bhaskaranand had eclipsed that of the other two. He had come to be worshipped and received visits from the biggest personages. There were few Viceroys who had not made the Swami's acquaintance and his images of marble, clay and stone are beautifully made and sold everywhere at Benares,—*A. B. Patrika, Benares Correspondent.*

ষোড়শ অধ্যায়।

জন্মভূমিতে পুনরাগমন।

১৯২৫ সংবতে স্বামীজী কাশীধামে আগমন করেন, আর আজ ১৯৫২ সংবতের শুক্লপক্ষীয় নবমী তিথি, শুক্রবার; স্বামীজী এই সপ্তবিংশতি বৎসরের মধ্যে এক দিনের জন্যও আনন্দবাগের প্রাচীরের বহির্ভাগে পর্য্যন্ত গমন করেন নাই। তাঁহার ভক্তশ্রেষ্ঠ কানপুরের লালা গয়াপ্রসাদ, মৈথেলালপুরে তাঁহার পিতৃভবনের সম্মুখস্থিত পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া, তাহার নিকটে দশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া ছত্র ধর্ম্মশালা ও স্বামীজীর মূর্ত্তিসহ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু গয়াপ্রসাদের দৃঢ় পণ, স্বামীজী স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলে, তিনি মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিবেন না, স্বামীজীও স্বীয় জন্মভূমিতে পুনরায় গমন করিতে বার বার অনিচ্ছা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি ভক্তের প্রার্থনা কতদিন পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন; সুতরাং গয়াপ্রসাদের বহুবিধ কাতরোক্তিতে কৃপাপরবশ হইয়া, পূর্ব্বোল্লিখিত দিবসে হঠাৎ কাশীধাম পরিত্যাগ করিলেন।

গুপ্তভাবে কাহাকেও কিছুই জানিতে না দিয়া, তিনি সহসা কাশী পরিত্যাগ করিলেন, কারণ অযোধ্যার তালুকদারগণ একবার যদি কোন প্রকারে জানিতে পারেন যে, স্বামীজী অযোধ্যা রোহিলখণ্ড রেলে কানপুর গমন করিতেছেন, তাহা হইলে সকলেই পথিমধ্যে স্ব স্ব আবাসভূমির নিকটস্থ ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইবেন এবং সকলেই তাঁহাকে তাঁহাদিগের গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত অনুরোধ করিতে থাকিবেন। কিন্তু



স্বামীজী, ভক্তশ্রেষ্ঠ গয়াপ্রসাদ ও গ্রন্থকার। (১৪৬ পৃষ্ঠা)

কি আশ্চর্য্য! রেলগাড়ী অযোধ্যা ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইতে না হইতে, অযোধ্যার মহারাজ স্যার প্রতাপনারায়ণ সিংহ বাহাদুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যাহাতে স্বামীজী তাঁহার গৃহে পদার্পণ দ্বারা রাজভবন পবিত্র করেন, তজ্জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী ভক্তের প্রার্থনা বিফল করিতে পারিলেন না,—অযোধ্যাপতির অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন এবং অবিলম্বে ত্রয়োদশ-অশ্ব-সংযোজিত একখানি রথে স্বামীজীকে আরোহণ করাইয়া, মহারাজ বাহাদুর স্বয়ং সারথির কার্য্যে ব্রতী হইলেন। অশ্বগুলি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক অশ্বের গলদেশে এক এক ছড়া মুক্তার মালা সংলগ্ন ছিল। অশ্বগণের অগ্রে অগ্রে কতকগুলি হস্তী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া গমন করিতে লাগিল এবং রথের চারিদিকে কতকগুলি ঘোঁড়সওয়ার রাজা ও স্বামীজীর দেহ রক্ষার্থ গমন করিতে লাগিল। এইরূপে স্বামীজী রাজভবনে উপনীত হইলে, রামচন্দ্র যেরূপ বশিষ্ঠের সেবা করিতেন, তদ্রূপ বর্ত্তমান রঘুবংশমণি অযোধ্যাধিপতি স্বামীজীকে বিধিপূর্ব্বক অর্ঘ্যদান ও পূজা করিয়া, স্বকীয় রাজ্য, কোষাগার, সৈন্য, মহিষী প্রভৃতি নিজস্ব সকল পদার্থই স্বামীজীর শ্রীচরণসরোজে সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর কদর্হা ষ্টেসনে গাড়ী আসিলে, কদর্হা গ্রামনিবাসী দয়াশঙ্কর বাজপেয়ীজী, তাঁহার গৃহে পদার্পণের জন্য স্বামীজীর নিকট বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দয়াশঙ্কর পরমভক্ত হইলেও অযোধ্যারাজের তুলনায় অতিশয় দরিদ্র—কিন্তু স্বামীজীর নিকটে ধনী নির্ধনের পার্থক্য ছিল না, সুতরাং ভক্ত দয়াশঙ্করজীর গৃহে গমন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে পুনরায় রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিতে হইল।

তদনন্তর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলের কানপুর নগরের নিকট ভাউপুর ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া স্বামীজী স্বীয় জন্মভূমি মৈথেলালপুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সকলেই করিয়া থাকে, কিন্তু আজ মৈথেতে এত লোকসমাগম কেন? ক্ষুদ্র গ্রামখানি লোকে লোকারণ্য; স্বামীজীর দর্শন মানসে প্রয়াগে কুম্ভমেলার ন্যায় অসংখ্য লোক সমাগত হইয়াছে। কিন্তু এত লোককে দর্শন দেওয়া, স্বামীজীর পক্ষে অসাধ্য হওয়ায়, পরিশেষে একটি উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইল এবং স্বামীজী সেই মঞ্চোপরি উপবিষ্ট হইলে, সকল লোকই তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া আপনা-দিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিল।

এই লক্ষাধিক লোক কর্ত্তৃক স্বামীজীর জন্য আনীত বিভিন্ন প্রকার আহারীয় দ্রব্য ও ফলাদি স্থানে স্থানে জমা হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল যেন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের সৃষ্টি হইয়াছে। স্বামীজীও মঞ্চোপরি উপবিষ্ট হইয়া ঐ সমুদায় আহারীয় দ্রব্যাদি, দুই হস্তে প্রসাদস্বরূপ, অনবরত চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। * তখন ধনী দরিদ্রে—ইতর ভদ্রে—পার্থক্য রহিল না, সকলেই কি উপায়ে স্বামীজীর স্বহস্তনিক্ষিপ্ত প্রসাদকণিকা প্রাপ্ত হইবেন, তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

কোন কোন বৃদ্ধ বা খঞ্জ, লোকের জনতা ভেদ করিয়া মঞ্চের নিকট উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইয়া, স্বামীজী যে পথ দিয়া পদব্রজে মৈথেলালপুরে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথের উপর

* স সর্ব্বদাতাহথ ববর্ষ ধাতা। স্বয়ং ফলানাং মহতাং বিধাতা॥ ধর্ম্মার্থকামামৃতমত্র সংঘে। প্রসাদদানাচ্ছলতঃ প্রসঙ্গে॥ যতীন্দ্রচরিতম্
সর্ব্ববস্তুদাতা মহাফলবিধাতা দ্বিতীয় ব্রহ্মদেব স্বামীজী প্রসাদ নিক্ষেপছলে চারিদিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পতিত হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেনঃ— "এই পথ দিয়া স্বামীজী আগমন করিয়াছেন—এই পথে তাঁহার পদধূলি পতিত আছে, প্রসাদগ্রহণাপেক্ষা পদধূলিগ্রহণের মাহাত্ম্য অধিক" ইত্যাদি।

মঞ্চোপরি উপবিষ্ট হইয়া প্রসাদ বিতরণের কিছুক্ষণ পরে, স্বামীজী তাঁহার পার্শ্বস্থ কয়েকজন পুলীস প্রহরীকে আদেশ করিলেন "লছমন মালা নামক একটি ধীবর পুত্র এই জনতার মধ্যেই আছে, অবিলম্বে তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর।" স্বামীজীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রহরিগণ লছমন মালার অন্বেষণে বহির্গত হইল, কিন্তু কোন মতেই তাহারা তাহার সন্ধান পাইল না, বার বার প্রহরিগণ বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে লাগিল, স্বামীজীও পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন লোক প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দুই ঘণ্টা অনুসন্ধানের পর লছমন মালা স্বামীজীর নিকট আনীত হইল॥ স্বামীজী তাহাকে মঞ্চোপরি স্বীয় পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট করাইলেন। শিষ্য গুরুর শান্তিময় সন্নিধি লাভ করিয়া যেন পরমানন্দধামে উপনীত হইল। জগৎ দেখিল, অসংখ্য লোক দেখিল, আর সেই অগণিত নরনারী পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে "স্বামী ভাস্করানন্দ কাঙ্গালের ঠাকুর।"

লছমন মালা জাতিতে ধীবর, বর্ণ কাল, বয়স আন্দাজ চত্বারিংশৎ বৎসর, পরিধানে শতগ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন বস্ত্র। কিন্তু এরূপ হীন অবস্থা ও নীচ জাতি হইলে কি হয়,—মূর্খ লছমন মালা বিনা শিক্ষায় যে জ্ঞানে জ্ঞানী, বিদ্যাভিমানী * পণ্ডিতগণ

* "নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে।"

শত বৎসর তাহার পদতলে উপবিষ্ট হইয়া, তাহার নিকট শিক্ষা লাভ করিলেও, সে জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন কি না সন্দেহ। স্বামীজী বলিতেন, "লছ্‌মন মালার ভেদজ্ঞান দূর হইয়াছে।" স্বামীজীর পার্শ্বে লছ্‌মনকে উপবিষ্ট দেখিয়া দর্শকগণ স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে লছ্‌মন মালাকেও প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, স্বামীজী কেবল মাত্র বড় লোককেই ভালবাসিতেন, কিন্তু এই ঘটনা অবগত হইলে বোধ হয় তাঁহাদের সেই ভ্রম দূর হইবে। মৈথেলালপুরে ঐ দিন ঐ সময়ে কত লক্ষপতি, কত বড় বড় জমিদার, রাজা মহারাজ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু পথের কাঙ্গাল লছমন মালাই কেবল সেইদিন স্বামীজীর পার্শ্বে বসিতে পাইয়াছিল। অন্তর্যামী স্বামীজীর নিকট যদি গুণের আদর না থাকিত, তাহা হইলে সহস্র সহস্র দীন দরিদ্র কাতর কাঙ্গাল, মুটে, মজুর, প্রভৃতি তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে কখনই সমর্থ হইত না। তাঁহার নিকট ব্যক্তিভেদ ছিল না, জাতিভেদ ছিল না, তবে হৃদয়ভেদ তিনি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেন। কিন্তু অভক্ত বড়লোক ও অভক্ত দরিদ্রের মধ্যে, অভক্ত বড় লোকের আদর তাঁহার নিকট অধিক ছিল, কারণ তিনি বলিতেন,—"অভক্ত ধনীর মনকে একবার ফিরাইতে পারিলে, তাহা অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে, আর অভক্ত দরিদ্রকে আদর করিলে সে কেবল নানা প্রকার কামনা লইয়া আমাকে বিরক্ত করিতে থাকিবে।" অভক্ত দরিদ্র, কামনা লইয়া আসিয়া প্রত্যাখ্যাত হইত, অভক্ত ধনী আদর পাইত, এইজন্য অদ্যাপি কেহ কেহ বলেন "বড় লোকেরই স্বামীজীর নিকট আদর ছিল"; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভক্ত দরিদ্রকে পরিত্যাগ করিয়া অভক্ত

ধনীর আদর করিতেন না; ইহার উদাহরণ ঐ লছমন মালা। স্বামীজীর প্রিয় দরিদ্র বাঙ্গালী শিষ্যেরও নাম করিতে পারি।

স্বামীজীর জন্মহেতু পবিত্র মৈথেলালপুরকে* এইরূপে পবিত্রতম করিয়া স্বামীজী কানপুরে লালা গয়াপ্রসাদের ভবনে আগমন করিলেন। অসংখ্য কানপুরবাসী গয়াপ্রসাদ ভবনে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত স্বামীজীর দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিলেন। পরদিবস স্বামীজী কানপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে দেখিতে পান অসংখ্য ব্রাহ্মণ সৈন্য মন্ত্রগ্রহণার্থ অপেক্ষা করিতেছেন। স্বামীজী সৈন্যগণকে মন্ত্র প্রদান করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সৈন্যগণের মন্ত্রগ্রহণ শেষ হইতে না হইতে রেলগাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল; এদিকে স্বামীজী দেখিতে পাইলেন অসংখ্য লোক মন্ত্র লইবার জন্য নিতান্ত কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন; এত লোককে অত অল্প সময় মধ্যে দীক্ষিত করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তিনি প্রত্যেক লোকের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া, তাহাদিগকে মন্ত্র দেওয়া হইল এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সকল লোকই আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিল। তদনন্তর সেনাপতি (Major Lumsden) স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া স্বামীজীর সম্মুখে সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া নানা প্রকার যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন করাইলেন। তিনি তদনন্তর কাশীধামে প্রত্যাগমনার্থ গাড়ীতে উঠিলেন। রেলগাড়ী এলাহাবাদ

---

* ভোগাপবর্গমুদঃ একপদে বিধাতা। যস্মৈ দদাতি দয়য়া দয়িতায় দাতা॥ শ্রীমস্করী সকলশোকবিরামহেতুং। পাদাম্বুজার্পণকৃপাং ভবসিন্ধুসেতুম্॥ যতীন্দ্রচরিত।

ভাবার্থঃ—একসঙ্গে ভোগমোক্ষদাতা স্বামিজী ঐ নগরের উপর চরণকমলার্পণরূপ কৃপা করিয়া থাকেন।

ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলে, এলাহাবাদের বিখ্যাত জমিদার মহাদেবপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় স্বামীজীকে নিজগৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, স্বামীজীর নিকট বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজী এক উত্তরে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন ঃ—

নাহম্ভো বায়ুঃ খং ধরা নাহস্মি তেজঃ।
সম্ভক্তোহয়ং মন্যতে মেদৃশং যঃ॥
নাহয়ং কিঞ্চিদ্বস্তুতো বস্তু লোক।
এতদ্বিদ্বাংস্তং নযেঃ কং স্বমোকঃ॥

"আমি পৃথিবী নহি, বায়ু জল, তেজ বা আকাশ নহি, এই সকল হইতে আমাকে যিনি পৃথক জানেন, তিনিই আমার পরমভক্ত। বাস্তবিক আমি সমস্ত সংসারের কোন বস্তুই নহি, এরূপ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনি কখনই কাহাকেও নিজগৃহে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হন না।" ইহা বলিয়া স্বামীজী বাবু মহাদেবপ্রসাদকে সন্তুষ্ট করিয়া, কাশীধামে প্রত্যাগত হইলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

দেহত্যাগের পূর্ব্ব সূচনা।

স্বামীজী আনন্দবাগে প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রত্যাগমন কালে লছ্‌মন মালা ও তাঁহার স্ত্রীকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। যে কয়দিন লছমন মালা আনন্দবাগে অবস্থান করিয়াছিলেন, প্রায় প্রত্যহই স্বামীজীর আদেশ মত তাঁহাকে এই গানটি গাহিতে হইত ঃ—

লারে মালাহা কিনারে লাইয়া।
সরযূকে তীরে ভীড় ভৈ ভারি
ঠারে হৈ রাম লছমন দুই ভাইয়া॥

এই গানটি গাহিয়া লছমন মালা চুপ করিলে স্বামীজী হাসিতে হাসিতে বলিতেন "মালা, আমার জন্যও শীঘ্র তোমাকে এই অসিঘাটে নৌকা লইয়া আসিতে হইবে।" বোম্বাই নগরীতে বিউবনিক প্লেগ আসিয়া দেখা দিল, ১৮৯৭—৯৮ সালের ভারত-ব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষে সহস্র সহস্র লোক অন্নাভাবে হাহাকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, স্বামীজীও একদিন বলিলেন—"কলির প্রাদুর্ভাব হেতু ধরা পাপে পূর্ণ হইয়া উঠিল, আর অধিক দিন বাঁচিয়া থাকা উচিত নহে।"

একদিন প্রাতে স্বামীজী বসিয়া আছেন, এমন সময় জনৈক বাঙ্গালী বাবু একখানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র হস্তে লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী বাবুর হস্ত হইতে সংবাদ

পত্র খানি লইয়াই দেখিতে পাইলেন যে, তাহাতে এক খানি ছবি রহিয়াছে। একটি কঙ্কালসার মধ্যপ্রদেশবাসী যুবক একটি বৃক্ষের নিম্নে পতিত রহিয়াছে, বহুদিন অনাহারে তাহার অন্তিম দশা উপস্থিত কিন্তু তথাপি দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার যেন কিছু বিলম্ব রহিয়াছে। এদিকে বৃক্ষের শাখার উপর চার পাঁচটি শকুনি, এবং অনতিদূরে তিন চারিটি শৃগাল উপবিষ্ট হইয়া যুবকের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। স্বামীজী এই ছবিখানি দেখিয়া যেন শিহরিয়া উঠিলেন এবং কি একটা কথা বলিলেন তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। পরক্ষণেই বালিয়া সহরের নিকটস্থ বৈরিয়া গ্রাম নিবাসী বাবু পদ্মদেব নারায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী পদ্মদেব নারায়ণকে দেখিতে পাইয়াই বলিলেন—"দেখ, আমার জন্য কিছু টাকা ব্যয় করিতে হইবে।" পদ্মদেব বাবু সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর নিম্নে লিখিত বিজ্ঞাপন কাশীর ভারতজীবন প্রেসে ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় মুদ্রিত হওতঃ স্বামীজীর স্বাক্ষরযুক্ত হইলে, তাঁহারই আদেশানুসারে কাশীর সর্ব্বত্র বিতরিত হইল ঃ—

শ্রী ১০৮ মৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতীজী কে চরণকমলোং কা জো কুছ আশয় মুঝে জ্ঞাত হুয়া হৈ, উস কো নীচে প্রকাশ করতা হুঁ।

শ্রীমৎ পূজ্যপাদ স্বামীজী নে জব সে সন্ন্যাস ধারণ কিয়া তব সে আজ তক দ্রব্য হাথ সে স্পর্শ নহী কিয়া। অপনে ভোজন কে নিমিত্ত অপনে রহনে কে স্থান মে রসোংই বনানে কা প্রবন্ধ কভী নহী রাখা, ভাগ্যবশ জিস কিসী নে জৈসী রসোংই দে দিয়া উসী কো খা লিয়া করতে হৈ। অপনী সেবা কে নিমিত্ত কিসী

কো সেবক বা টহলুয়া ভী নহী রাখা, অপনে শারীরক কার্য্যো কা নির্ব্বাহ স্বয়ং কর লেতে হৈ জব সে শ্রীকাশী দুর্গাকুণ্ড পর আনন্দ-বাগ্‌মে বিরাজতে হৈ, জো কুছ নৌকর হৈ সো সব রাজা আমেঠী কে হৈ জিসকা উও বাগ হৈ, বস্ত্র কা ত্যাগ করহী দিয়া ফির ভোজন সে অতিরিক্ত কিসী বস্তু কে গ্রহণ কা প্রয়োজন নহী রহা—জগেসর আহীর উক্ত পূজ্যপাদো কী সেবা প্রায়ঃ করতা হৈ কিন্তু ও ভী রাজা আমেঠী কা নৌকর হৈ।

রামচরণ তিয়ারী জী আপনী শ্রদ্ধা ও ভক্তি সে সদা উক্ত পূজ্যপাদো কী পরিচর্য্যা মে তৎপর রহতে হৈ সো উও ভী রাজা সাহেব অমেঠী মুলাজিম হৈ। উক্ত পূজ্যপাদো নে ইয়ে ভী প্রত্যক্ষ কর দিয়া হৈ কি উক্ত তিয়ায়ী জী নে পূজ্যপাদো কে দ্বারা অথবা সঙ্গ সে কদাপি কিসী সে কুছ নহী লিয়া আউর ন লেতে হৈ, উওা স্বয়ং সুখী হৈ আউর জো কুছ উপার্জ্জন কিয়া সো নৌকরী কে দ্বারা স্বয়ং অপনে হাথো সে কিয়া হৈ আউর গোসাই কৃষ্ণগিরি জী সে উন কো দ্রব্য মিলা হৈ জিসকে সাথ তিয়ারী জী পহিলে রহা করতে থে আউর উন্‌হো গোসাই জী কে দ্বারা রাজা সাহেব আমেঠী কে হিয়া নৌকর হুএ।

শ্রীমৎ পূজ্যপাদো কী কভী এসী ইচ্ছা নহী হৈ কি উনকে নাম পর কোই স্থান মঠ অথবা গদ্দী স্থাপিত হো জো উনকে শরীর নষ্ট হোনে পর উনকে নাম সে চলে। গৃহস্তো মে বহুতেরে ধনী নির্ধন রাজা বাবু শিষ্য হৈ জিন কো কভী শ্রীস্বামীজা নে শিষ্য হোনে কে লিয়ে নহী কহা কিন্তু উন লোগো নে স্বয়ং—অপনে হিত কে লিয়ে উপদেশ লিয়া হৈ।

আউর জো লোগ প্রেমী আউর ভক্ত হৈ উও ভলী ভাঁতি জানতে হৈ কি কভী কিসী প্রকার কী ইচ্ছা শ্রীস্বামীজী নে

অপনে ভক্তো মে প্রগট নহী কী ন ইএ কহা কি মেরী মূর্ত্তি স্থাপিত করো অথবা মন্দির বনাও, অথবা তালাও ধর্ম্মশালা বনাও কিন্তু শ্রদ্ধালু গুরুভক্তো নে অপনে পুণ্য অপনে আত্মা কে সংশোধন লোকোপকার আউর অপনী গুরুভক্তি প্রগট করনে কে লিয়ে শ্রীমৎ পূজ্যপাদো কে নাম সে মন্দির বনায়ে হৈ, প্রতিমায়ে স্থাপিত কী হৈ আউর তালাও ধর্ম্মশালে ইত্যাদি বনায়ে হৈ।

ইস লিয়ে শ্রীস্বামীজী মহারাজ কে চরণানুরাগী মহারাজে রাজে বাবু ধনী আউর সব সাধারণ কো জাননা চাহিয়ে কি উক্ত চরণো কে পশ্চাৎ কাশী আনন্দবাগ্ মে অথবা কহী কোই চেলা শিষ্য· গুরুভাই অথবা সেবক টহলুয়া বন কর উক্ত চরণো কা সঙ্গ প্রগট করকে ন রহে আউর কোই উস্কো ন মানে আউর এসে নাম বেচনেওবালে কো ভোজন তক ন দেবে। কাশী মে অথবা অন্যত্র যদি এসা কোই কহে কি হমনে শ্রীমৎ পূজ্যপাদো নে সন্ন্যাস লিয়া হৈ অথবা এসা কহে কি হম উনকে সন্ন্যাসী শিষ্য বা গুরুভাই ইত্যাদি হৈ তো ভী উস্কো কুছ ন দেবে আউর ন উস্কো আদর করে ইসকে লিয়ে শ্রীমৎ স্বামীজী কে চরণ কমলো নে শপথ দিলায়া হৈ।

জিস্কো গুরুভাব সে অথবা কিসী ভাব সে উক্ত চরণো মে ভক্তি হো উও কাশী অথবা অন্য স্থানো মে জহা শ্রীমৎ স্বামীজী কী প্রতিমায়ে স্থাপিত হৈ উনকা দর্শন পূজন করে পরন্তু দ্রব্য অথবা বস্ত্র কদাপি উন মূর্ত্তিয়ো পর ভী ন চড়ায়ে কোং কি পূজ্যপাদ স্বয়ং প্রতিগ্রহ কে বিমুখ হৈ তো উনকী মূর্ত্তিয়ো পর ভী দ্রব্য চড়ানা অনুচিত হৈ। শ্রীমৎ চরণ কমলো সে ইএ আজ্ঞা হুই হৈ কি জব প্রাণো কা বিয়োগ ইস শরীর সে হো জাবে তো

সন্ন্যাসিয়োঁ কী রীতি কে অনুসার মৃতক শরীর কো মিট্টি ভরে হুএ ঘড়ো মে বাঁধ কর শ্রীগঙ্গাজী মে ডাল দেনা চাহিয়ে।

মেরে লিখনে কা তাৎপর্য্য ইয়ে হৈ কি শ্রীমৎ পূজ্যপাদ জৈসে অসঙ্গ আউর দিগম্বর জন্মে ঐসে হী দিগম্বর আউর অসঙ্গ রহে আউর ঐসে হী জাঁয়গে ইস্ লিয়ে হমলোগোঁ কো উচিত হৈ কি উনকে নাম কো ভী সংসার মে ঐসা হী অসঙ্গ রখ্যে—ইত্যলম্।

দঃ ভাস্করানন্দ স্বামী,
(স্বামীজীর স্বাক্ষর)।

পদ্মদেব নারায়ণ সিংহ,
বৈরিয়া—জিলা বালিয়া।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দেহত্যাগ।

১৮৯৯ সালের ১৭ই জুলাই তারিখের কাশীর ভারতজীবন পত্রে লিখিত হইয়াছিল ঃ—

"শ্রীশ্রীস্বামী ভাস্করানন্দ জী মহারাজ নিজ শরীর ত্যাগ-নে কে পূর্ব্ব শ্রীমহারাজ কাশীরাজ জী তথা ডিপ্টী মহারাজ নারায়ণজী সে কহতে থে কি অব হমকো সংসার মে বহুত অশ্রদ্ধা হো গই হৈ, সো হম অপনা শরীর পরিত্যাগ করেংগে।"

সন ১৩০৬ সালের ২১শে আষাঢ় বুধবার (প্রাতে বেলা দশটার সময়) স্বামীজীর অতিসার হইল। বার কয়েক ভেদ হইল। সন্ধ্যা সাতটার সময় ব্যাধি ক্রমে বিসূচিকায় পরিণত হইল; তাঁহার শরীর হিম হইল, নাড়ী অনুভূত হইল না, প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গেল, সমস্ত রাত্রি এই ভাবে অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রাতে বেলা নয়টার সময়, আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন; প্রস্রাব হইল, উঠিয়া বসিলেন; এবং সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, যেন পূর্ব্বরাত্রিতে তাঁহার কিছুই হয় নাই। কিন্তু যিনি আসিতে লাগিলেন তাঁহাকেই বলিতে লাগিলেন—"আমি শরীর ত্যাগ করিব, এই সংবাদ আমার অমুক অমুক শিষ্যকে তারে প্রেরণ কর!" তার পাইয়া পরদিন বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার সময় কানপুর হইতে মহাভক্ত গয়াপ্রসাদ আসিলেন, শুক্রবার প্রাতে বেলা দশটার সময় এলাহাবাদের মহাদেবপ্রসাদ চৌধুরী আসিলেন, অযোধ্যাধিপতি মহারাজ প্রতাপনারায়ণ, কাশীর মহারাজ ও দেওয়ান, নাগোধের মহারাজ যাদবেন্দ্র সিংহ,

প্রভৃতি রাজা মহারাজ তালুকদার, ম্যাজিষ্ট্রেট্, জজ্ এবং অন্যান্য অসংখ্য লোক আসিতে লাগিলেন। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার একই ভাবে কাটিল। কিন্তু শনিবার প্রাতে জোলাপ দেওয়ার পর হইতে স্বামীজীর অত্যন্ত ভেদ হইতে লাগিল। ইহা শুনিয়া স্বামীজীর ভক্ত কাশীর সিবিল সার্জ্জেন সুইনী সাহেব আসিয়া স্বামীজীকে তিন চারি বার দেখিয়া যাইলেন। কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিলেও স্বামীজীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল না; স্বামীজী শনিবার সন্ধ্যা হইতেই মৃতবৎ শয্যার উপর পতিত রহিলেন। কিন্তু ভাস্করানন্দ কি রবিবার (ভাস্করবার) ভিন্ন অন্য কোন বারে দেহ ত্যাগ করিতে পারেন? পরদিন রবিবার রথযাত্রার দিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় * বোধ হইতে লাগিল যেন স্বামীজীর অন্তিম সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যরাত্রেই যোগিগণের দেহত্যাগের প্রশস্ত সময়। কার্য্যেও ঘটিল তাহাই।

"দেখিতে দেখিতে রবিবারের কালরাত্রি—মধ্যরাত্রি দেখা দিল; সব ফুরাইল! দেহত্যাগের কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে স্বামীজী একদিন অন্ন ব্যঞ্জন ভোজনান্তে বলেন—'এই আমার শেষ খাওয়া!' রবিবার—রাত্রি যখন বারটা,—তখন কাষ্ঠখণ্ডবৎ পতিত দেহে সহসা যেন কোন অলৌকিক শক্তির সঞ্চার হইল,

---

* এই সময় ভক্তশ্রেষ্ঠ গয়াপ্রসাদ, স্বামীজীকে বলিলেন:—"আপনি বলিয়াছিলেন, আপনার ও আমার মৃত্যু, এক মাসে ঘটিবে, কিন্তু আমার মৃত্যু হইল কৈ?" স্বামীজীর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণার্থ উইল করিয়া লক্ষাধিক টাকা দানের বন্দোবস্ত করার কিছুদিন পরে, গয়াপ্রসাদের আত্মীয়গণ একদিন দেখিলেন, গয়াপ্রসাদ শয্যার উপরে মরিয়া আছেন, অথচ শরীরে অসুখের চিহ্ন কিছুমাত্রও নাই!!! স্বামীজী, পূর্ব্বরাত্রে অর্দ্ধ শিব, অর্দ্ধ পূর্ব্ব দেহ এইরূপ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন!

মহাযোগী উপবিষ্ট হওতঃ—জানিও এই সমাধিই আমার শেষ সমাধি!—এই কয়েকটি কথা বলিয়া সমাধিস্থ হইলেন। "যোগাসনে দেহত্যাগ" * ছবি দেখুন।

"শোকে আঁখি উচ্ছ্বাসিত নীরে!
হায় প্রভু, হায় প্রভু,
আর না দেখিব কভু,
আর না আসিবে তুমি ফিরে!
—জগতের গুরু হয়ে
তুমি এসে ছিলে লয়ে
জ্ঞান ও আনন্দ বিতরিতে।
—গেলে তুমি দেখাইয়া
সারা বিশ্ব কি করিয়া
পারা যায় আপন করিতে।"
"মনে পড়ে সে পুণ্য আশ্রম।
তোমার মহিমা গাথা
প্রতি তরু, লতা, পাতা,
প্রতি ফুল, প্রতি বিহঙ্গম,
প্রতি ধূলি কণা সনে,
গগণে ও সমীরণে
আছিল জড়িত, বিকশিত,

* বঙ্গবাসী, তাং ৭ই শ্রাবণ, সন ১৩০৬ সাল।

On the 9th instant at 12 P. M. he passed away while in a sitting posture, as if he was engaged in meditation—A. B. Patrika, July, 1899.

স্বামীজী নে পদ্মাসনপর অপনে নিত্যকে যোগিপ্রিয় আসনপর বৈঠে বৈঠে নশ্বর দেহকো ত্যাগ দিয়া। মুখ তোভী সদাকী ভাংতি প্রসন্ন, নেত্রোসে তোভী সর্ব্বদাকী ভাংতি জ্ঞান সুধাকী বৃষ্টি।—হিন্দী বঙ্গবাসী, জুলাই ১৮৯৯॥



শ্রীমৎ যতীন্দ্র ভাস্করানন্দ স্বামীর যোগাসনে দেহত্যাগ। (১৬০ পৃষ্ঠা)

মরতে কৈলাস ভূমি ;
তারি মাঝখানে তুমি
ছিলে শিব সদানন্দ চিত !"
"নির্ব্বিকার সর্ব্বত্যাগী জন।
তবু কি মোহিনী বলে
ওই চরণের তলে
এক হ'ত নিখিল ভুবন!
রত্নময় শিরশত
সম্ভ্রমে লুণ্ঠিত হ'ত
ও উলঙ্গ তনুর সমীপে,
একটি সুমিষ্ট কথা
আনি দিত কৃতার্থতা।
—ধরা—হেন পুনঃ কি দেখাবে ?"
"হায় প্রভু, তুমি গেছ চলি!
শূন্য করি সে কৈলাস,
করি কাশী শোকাবাস
সারা ধরণীর হৃদি দলি!
কত আশা কত সাধ
ভগ্ন আজি অকস্মাৎ,
জুড়াবে কোথায় তাপী আর ?
উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে
হায়, আর কোন্ দেশে
এমন উদার কোল কার ?" *

* ১৩০৬ সালের আষাঢ় মাসের "পন্থায়" প্রকাশিত কবিতা হইতে উদ্ধৃত।

"জীব ঈশ্বরপ্রেম লাভ করিয়া কেমন আনন্দময় হইতে পারে ভাস্করানন্দ তাহার মূর্তিমান্ সাক্ষী ছিলেন। ঈশ্বরপ্রেমে তিনি স্বয়ং শোকাতীত, দুঃখাতীত, শীত গ্রীষ্মের ক্লেশাতীত, আহার অনাহারের বেদনাতীত হইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু জীবের ক্লেশ দেখিলে তাঁহার অশ্রুপাত হইত, জীবের সুখে তিনি আনন্দে বিস্ফারিত হইতেন। হায়! প্রেমের এমন মূর্ত্তি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল!" "সমগ্র উপনিষদ্ তাঁহার রসনাগ্রে ছিল, তাঁহার ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় শ্রোতা মুগ্ধ ও ব্রহ্মস্বরূপে লীন হইত, তাঁহার উদার প্রেম হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানকে সমভাবে আলিঙ্গন করিত।" *

"তাঁহার প্রণীত দশোপনিষদ্ ও মৃদ্ধি নাম্নী টীকা, "স্বারাজ্য-সিদ্ধি" নামক অতি কঠিন দর্শন পুস্তক ও তাহার "কৈবল্য কল্পদ্রুম" নাম্নী টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ চিরকাল তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিবে। এই সকল গ্রন্থ দেশ বিদেশে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়াছে—তাঁহার গ্রন্থ অক্ষয় আসন পাইয়াছে, গ্রন্থগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। কিন্তু তাঁহার সে প্রেমমূর্ত্তির অভাবে কাশী অনাথ হইল! হায়! ভারত দরিদ্র হইল!!" "তাঁহার উদার প্রেম ও নির্ম্মল আনন্দমূর্ত্তি দেখিয়া কাশীবাসী বলিত যে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বর, তিনি প্রত্যক্ষ বিশ্বেশ্বর।" †

"লোকে যেমন কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন করিতে যাইত, তেমনি স্বামী ভাস্করানন্দকেও দেখিয়া আসিত। স্বামী ভাস্করানন্দ

* সঞ্জীবনী ৫ই শ্রাবণ, ১৩০৬ সাল।

† সঞ্জীবনী ৫ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল।

হিন্দুজাতির আরাধ্য দেবতা; এমন দেবতাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হয়, এমন দেবতার উপদেশমালা অনুক্ষণ স্মরণ করিতে হয়।" *

বোম্বাই নগরের "বেঙ্কটেশ্বর সমাচার" পত্রে প্রকাশিত কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে, প্রদত্ত হইল ঃ—

"হে বিশ্বনাথনগরি বারাণসি, তুমি সকল গুণে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু হায়! আজ তোমাকে দুই একটি কথা বলা উচিত মনে ভাবিয়া বলিতে যাইতেছি—তুমি শিবস্বরূপ ভাস্করানন্দ যতিকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিয়াছ, তাহাতে আমাদের এই মনে হইতেছে যে, শিবের প্রতি যে প্রীতিকে বিদ্বানেরা শ্লাঘনীয় মনে করেন, সে প্রীতি এখন আর তোমার নাই!"

"তাঁহার অন্তর্দ্ধানে কাশী আজ উদাসিনী হইলেন; সমস্ত বিশ্ব দুঃখরাহু দ্বারা গ্রস্ত হইল। তপঃ রূপ বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জপরূপ সলিল শুষ্ক হইল; যোগবিরাগাদিতে অনুরাগ শিথিল হইয়া পড়িল। হায়! পরমেশ স্বরূপ, বেদবিধিমণ্ডিত, জ্ঞান ও ধ্যানের ধারণকর্ত্তা মার্ত্তণ্ড, আজ অস্তমিত হইলেন।"

"নিরাশ্রয় হইয়া, একদিকে জ্ঞান, অন্যদিকে বিরাগ ক্রন্দন করিতেছে; ধ্যান, যোগের চক্ষের অশ্রুজল মুছিয়া দিতেছে। দুরভিসন্ধিপূর্ণ সেই জড় ষট্ পঞ্চাশৎ এই সমস্ত অনর্থের মূল। সে তপকে সন্তাপিত, জপকে বিলাপিত করিয়াছে। তাহারই জন্য, বিধি, বেদ, সমাধি, স্বধা, স্বরোদয়, স্বাহা—ইঁহারা ভাস্করানন্দের সঙ্গে সঙ্গে সমাধিগর্ভে নিহিত হইলেন; শ্রুতির সারযুক্তিরূপ বাদক দ্বারা তাড়িত ঈশ্বরোপদেশরূপ দুন্দুভিও, আজ ভগ্ন হইল।"

"যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান এই সমস্ত সাধনাবলম্বন পূর্ব্বক সমাধির আসনে আর কে বসিবে? সর্ব্ব

* বসুমতী ৫ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল।

জীবের প্রতি প্রেম আর কে সুন্দররূপে প্রদর্শন করিবে! আর কে বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রীতি নীতি লোকদিগকে শুনাইবে!"

"হায়! জ্ঞানে, গৌরবে, দেশে, বেশে, যিনি শিবের সদৃশ, সেই ভাস্করানন্দ স্বামী যখন অন্তর্হিত হইলেন, তখন বিমল জ্ঞানোপদেশ আর কে শুনাইবে! হায়! কামনাশূন্য সেই স্বামী এখন কোথায়? যখন তিনি অনাদি পরমব্রহ্মে লীন হইয়াছেন, তখন আর তাঁহার পুনরাবৃত্তির সম্ভব নাই।"

"যিনি অঙ্গিরার কীর্ত্তিস্বরূপ, বৃহস্পতির ভরণীস্বরূপ, ধরণীতে ত্রাণকারীরও তরণীস্বরূপ, যিনি মিথ্যা জগজ্জালের সত্যত্ব প্রতিপাদক যুক্তি ও তর্কসমূহকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছিলেন এবং যিনি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের ও সংস্কৃত ভাষার ও বাগ্‌দেবীর আসনস্বরূপ ছিলেন, সেই পৃথিবীর স্তম্ভস্বরূপ, "পরমেশ্বর" *, দম্ভের দাহক, হিন্দুস্থানের গৌরবরবি আজ অস্তমিত হইলেন।"

মহাযোগী মধ্যরাত্রে যোগাসনে তনু ত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদ প্রত্যূষ হইতে না হইতেই সকলে জানিতে পারায়, পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় জনপ্রবাহ হাহাকার করিতে করিতে আনন্দবাগ্ অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল।† সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই

* মার্কটোয়েন সাহেব স্বামীজীর সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

What is the Taj, as a marvel, a spectacle, and an uplifting and overpowering wonder, compared with a living, breathing, speaking Personage, whom several millions of human beings devoutly, sincerely and unquestioningly believe to be a God and humbly and gratefully worship as a God—"*More Tramps Abroad.*"—

† "সম্পূর্ণ নগর স্বামীজীকে দর্শনকো পহচাথা"—হিন্দি বঙ্গবাসী, কলিকাতা।

আনন্দবাগ্ ও নিকটস্থ স্থান দশ বার হাজার লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই তেজঃপুঞ্জ যোগীর হাসিমাখা প্রফুল্লমুখনির্গত সদয় আশীর্ব্বাণীতে আর কৃতার্থ হইতে পাইবে না ভাবিয়া, এবং তাঁহাকে জন্মের মত দেখিবার নিমিত্ত মুসলমান, খৃষ্টান ও জৈনগণ, আনন্দবাগে আগমন করিতে লাগিলেন এবং শিব-স্বরূপ স্বামীজীর চরণ যুগল স্পর্শ করিয়া, চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পমাল্য ও বিল্বপত্রে তাঁহাকে শেষবার পূজা করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিবে ভাবিয়া, দলে দলে হিন্দুগণও আসিতে লাগিলেন। সেই দিন এক এক ছড়া ফুলের মালা দুই তিন টাকা মূল্যেও বিক্রীত হইতে লাগিল।

স্বামীজী, দেহত্যাগের পূর্ব্বে কাশীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণকে তিন বার শপথ করাইয়া লইয়া, আদেশ করিয়াছিলেন :—"দেহান্তে আমার শবদেহ চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া চারিদিকে নিক্ষেপ করিও; পক্ষিগণ যাহাতে আমার শবমাংসভোজনে পরিতৃপ্ত হইতে পারে, তাহার উপায় করিও।" মানবজগতে বিনামূল্যে আশীর্ব্বাদ-বিতরণের ছলে, স্বামীজী এত দিন আপন হৃদয়ের আনন্দ ও দয়া বিলাইয়া আসিতেছিলেন। অবশিষ্ট ছিল মাত্র তনুখানি, আজ তাহাও মাংসাশী বিহঙ্গমদিগের নামে উৎসর্গ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পৃথিবীতে সর্ব্বভূতে সমান দয়াপ্রকাশের একমাত্র উদাহরণ, স্বামীজীই রাখিয়া যাইলেন! এত না হইলে, কি আজ সমস্ত পৃথিবী তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইত?

অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে, ডেপুটী মহারাজ নারায়ণ স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন,—"প্রভো! বহুদিন হইতে আমি যাতায়াত করিতেছি; কখন কিছুই প্রার্থনা করি নাই। অদ্য আমার এক

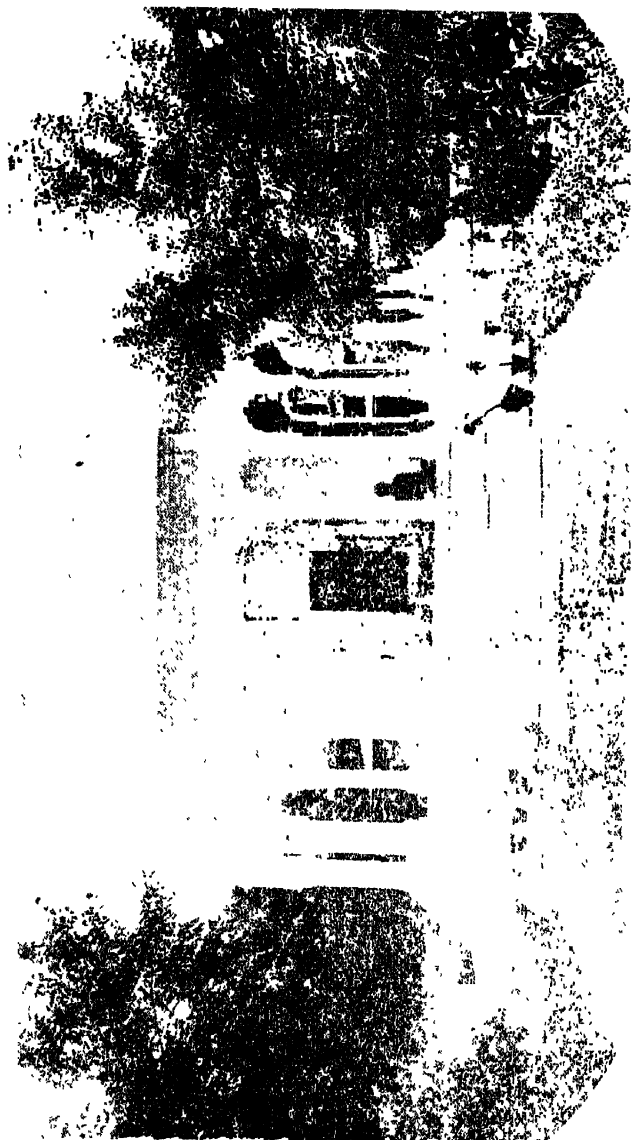
ভিক্ষা আছে। ভিখারীর বাসনা পূর্ণ করিবেন কি ?" স্বামীজী ইঙ্গিতে সম্মতি প্রকাশ করিলে, ডেপুটী বাবু বলিয়াছিলেন, "প্রভো! আমাকে শপথ হইতে উদ্ধার করুন।" অন্যান্য শিষ্যগণ গুরুদেহের ঐরূপ পরিণাম স্বচক্ষে দেখিতে পারিবেন না ভাবিয়াই, তাঁহাকে সমাহিত করাই স্থির করিলেন। সন্ন্যাসীকে সমাহিত করা প্রচলিত-প্রথাবিরুদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। কিন্তু পণ্ডিত অনন্তরাম বানপ্রস্থ, মনীষানন্দ স্বামী, অগ্নিরাম ব্রহ্মচারী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ, শ্রীবিশ্বেশ্বরী গ্রন্থ হইতে নিম্নোল্লিখিত প্রমাণ পাঠ করিয়া সকলের ভ্রম অপনীত করিলেন :—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোমিতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য দর্ভৈরাচ্ছাদ্য মধ্যে লবণেন জঘনতটে পূরয়িত্বা প্রণবেন পূরয়িত্বা অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ঋক্ পৃথ্বী হোতেতি দ্বাভ্যাং মন্ত্রাভ্যাং শৃগালাদিরক্ষণার্থং সম্যক্ ছাদয়েৎ। কদাচিৎ কেষাঞ্চিন্মতে গঙ্গায়াং বা নর্ম্মদায়াং বা এতৈর্মন্ত্রৈঃ মন্ত্রপূতং কৃত্বা পাষাণৈর্দৃঢ়ং বদ্ধা জলে মহাহ্রদে প্রণবেন স্বাহাকারান্তেন ইত্যেকেষাং মতম্॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, কোন কোন ব্যক্তির মতে সন্ন্যাসীর দেহ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সন্ন্যাসিদিগকে সমাহিত করাই সর্ব্ববাদিসম্মত।

তদনন্তর স্বামীজীর দেহকে দুইমন দুগ্ধ, চিনি, দধি ও গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া, প্রস্তরাধার মধ্যে স্থাপন করিয়া, যথারীতি বৈদিক প্রক্রিয়ানুসারে আনন্দবাগের মধ্যস্থলে, সমাহিত করা হইল। সমাধির সময় অযোধ্যার মহারাজ, কাশীর মহারাজ প্রমুখ ছয় সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

১৩০৬ সালের শ্রাবণ মাসের "বসুমতী" পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল :—



"স্বর্গগত ভগবান ভাস্করানন্দ স্বামীর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণের জন্য, অযোধ্যার প্রতাপগড়ের তালুকদার এক কালে আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।"

কানপুরবাসী মহাভক্ত স্বর্গীয় বাবু গয়াপ্রসাদ, স্বামীজীর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণার্থ এক লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। এই টাকায় এক্ষণে সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। (ছবি দেখুন।)

স্বামীজী নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া এই অসার সংসার পরিত্যাগ করতঃ "অনন্ত সচ্চিৎ সুখসিন্ধুতে" নিমগ্ন হইলেন, অবশিষ্ট রহিল তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ধর্ম্মশালা সকল ও ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ও পৃথিবীর ভক্তগণের গৃহে গৃহে রক্ষিত শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সকল; ইহারাই তাঁহার অনুকরণাতীত ত্যাগশীলতা, সহিষ্ণুতা, সর্ব্বভূতে দয়া, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, নিষ্কাম কর্ম্মানুশীলন ও সর্ব্বজনীন মহাপ্রেমের সাক্ষ্য স্বরূপ প্রতিনিধিরূপে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।*

স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই কাশীধামের স্থানে স্থানে শ্বেত-প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাশীর যে সমুদায় দোকানে প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়, সেই সকল দোকানে, পাঁচ টাকা মূল্য হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্র টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের বহুবিধ প্রতিমূর্ত্তি সমূহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়া, ভারতের ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরিত হইত। এইরূপে ভারতের সর্ব্বত্র যে কত শত কূপ, পুষ্করিণী, ছত্র এবং মন্দিরমধ্যে স্বামীজীর

* The man is gone but he has left behind him his own noble self, his stainless and immaculate life—his holy and saintly existence—the pattern of purity—the paradigm of human perfection,—A. B. Patrika July 26, 1899.

মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সংখ্যানির্ণয় করা অসম্ভব। অর্থশালী ভক্ত মাত্রেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশালাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।* মাতাদীন নামক জনৈক শিষ্য (নিবাস্ মৌজে নরবল, জিলা কানপুর) স্বামীজীর প্রসন্নার্থ কাশীধামে, একটি ধর্ম্মশালা, একটি কূপ এবং ভাস্কর সাগর নামে পুষ্করিণী সমন্বিত একটি মনোহর উদ্যান প্রস্তুত করাইয়াছেন।

স্বামীজীর শিষ্য আমেঠীরাজ, স্বামীজী যেখানে অবস্থিতি করিতেন সেই আনন্দবাগানে, কাশীনরেশ ও বড়হরের রাণী কাশীধামে, প্রয়াগের বাবু চৌধুরী প্রসাদ টিরহুট জেলার নানপুরে, নাগোধাধিপতি শ্রীযাদবেন্দ্র সিংহ, ও চন্দাপুরের রাজা জগন্মোহন সিংহ প্রমুখ রাজগণ সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া মনোহর মন্দিরমধ্যে স্বামীজীর প্রতিমূর্ত্তি সমূহ, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অদ্যাবধি কাশীর যে কোন মেলাতে, মৃত্তিকানির্ম্মিত তাঁহার শুভ্র মূর্ত্তি সকল বিক্রয় হইয়া থাকে।

অসিতে আর একটী ছত্র, নাম "ভাস্কর ছত্র" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

---

* ১৮৯৯ সালের ২৬সে আগষ্ট তারিখের "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্" পত্রিকা দেখুন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

স্বামীজীর উপদেশ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, স্বামীজীর শিষ্যসংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক হইবে। কিন্তু এক মৈথিল স্বামী ভিন্ন তিনি অপর কাহাকেও চতুর্থ আশ্রমভুক্ত করিয়া যান নাই। একদা তিনি স্বামী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর (মৈথিল স্বামী) আশ্রমে গিয়া দেখিতে পান যে পরদিনের রন্ধনার্থ কেবলমাত্র কতকগুলি ঘুঁটে এক স্থানে রাখা আছে। তিনি মৈথিল স্বামীকে বলিয়া দিলেন, দ্বিতীয়বার এইরূপ আচরণ দেখিলে, তিনি তাঁহাকে মন্ত্রত্যাগ করিতে বাধ্য করিবেন। স্বামীজী বলিতেন সন্ন্যাসাপনা চাদরের উপর যদি সামান্য পরিমাণে দাগ ধরে, ধোপার বাটিতে চাদরকে যতবার ইচ্ছা ধৌত করাও, ঐ দাগ কিছুতেই উঠিবে না; কিন্তু সংসারপনা চাদরের উপর যে কোনপ্রকার দাগ লাগুক না কেন, ধোপার বাটিতে একবার মাত্র ধৌত হইলেই ঐ দাগ অতি সহজে উঠিয়া যাইবে। ইহা বলিয়াই তিনি বলিতেন,—

"কলিকালে কেহ যেন সন্ন্যাসী না হয়।" স্বামীজী অযোধ্যাধিপতির গৃহে শুভাগমন করিলে, মহাভক্ত স্যার প্রতাপনারায়ণ সস্ত্রীক কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। স্বামীজী সস্ত্রীক মহারাজের সেবাতে সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন-- "মহারাজ, অদ্য আমি যে সন্তোষ লাভ করিলাম, তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করিয়া জানান যায় না। আমি তাহাকেই মহাভক্ত বলিয়া জানি যে, স্ত্রীপুত্রাদি পরিবৃত সংসারের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও, ভগবানের উপর অচলা ভক্তি রাখিতে পারে।"

উচ্চাধিকারী জনৈক শিষ্য কর্ত্তৃক লিখিত একখানি পত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল ঃ—

৺গুরুপদ ভরসা।

পোঃ বরিশাল
১৮ই আগষ্ট, ১৮৯৭ সাল

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

প্রণামা পাদপদ্মে কোটী কোটী নমস্কার পূর্ব্বক সেবকাধমের নিবেদন এই যে, শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে নিরাপদে বাটীতে পঁহুছিয়াছি। গুরুদেব! যখনই আমি কোন বিষয়ে ধ্যান অথবা কোন মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করি, তখনই আমার শরীরে অত্যন্ত কম্প ও নানারূপ শব্দ আপনা হইতেই হইতে থাকে এবং নানা রকম অনুভব হইতে থাকে। বোধ হয় যেন মূলাধার পদ্ম হইতে কোন এক অলৌকিক শক্তি ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধগামী হইতে থাকে। কখন বোধ হয় যেন একটি শুভ্র হংস ক্রমান্বয়ে উপরে উপরে উড়িয়া আসিয়া শেষে ভ্রূযুগলের মধ্যে এক তেজোময় স্থানে আসিয়া বসে, কখন বোধ হয় যেন কোন দেবতা আসিয়া আমার শরীরে বসেন এবং কখন বোধ হয় যেন আমার ইষ্টদেব আসিয়া আমার শরীরে অধিষ্ঠান করেন, কিন্তু যখনই এইরূপ হয় তখনই আমি আত্মশরীর বিস্মৃত হই এবং আমিই সেই দেবতা ইত্যাকার জ্ঞান হয়। * *

আপনি আমাকে বিবাহ করিতে আদেশ করিয়াছেন কিন্তু আমার যেরূপ সাংসারিক অবস্থা এবং যেরূপ দেশ কাল হইয়াছে, তাহাতে যে আমি কি প্রকারে স্ত্রী পুত্রাদির ভরণপোষণ করিব, তাহা মনে হইলেই আমি চারিদিক অন্ধকার দেখি। কি করিয়া বিবাহ করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

সেবকাধম

শ্রী——

এই পত্রের উত্তরে স্বামীজী লিখাইলেন—"আমি গুরু, আমি আদেশ করিতেছি, তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে।" ইত্যাদি শত শত দর্শকগণ মধ্যে কদাচিৎ দুই একজনকে দীক্ষিত করিতে স্বীকৃত হইতেন; দীক্ষার পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেন; বিবাহ হয় নাই শুনিলে কখনই দীক্ষা প্রদান করিতেন না। বিবাহান্তে ঐ সকল ব্যক্তিকে দীক্ষিত করিতেন।

সন্ন্যাসধর্ম্ম যে কিরূপ কঠোর তাহা বোধ হয় অনেকের জানা নাই। প্রত্যেক সন্ন্যাসীকেই যে কয়েকটি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় তন্মধ্যে কয়েকটি এই—

(১) স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিও না, এমন কি মনেও স্ত্রীবিষয় চিন্তা করিও না।

(২) মনকে যে কোন কারণেই হউক বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হইতে দিও না। (অর্থাৎ আনন্দে বিন্দুমাত্র হৃষ্ট বা শোকে অভিভূত হইও না।)

(৩) কোন প্রকার ধাতু (সুতরাং টাকা পয়সা ইত্যাদি) স্পর্শ করিবে না।

(৪) এরূপ গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইবে যেখানে কোন প্রাণী অভুক্ত নাই।

শঙ্করাচার্য্য মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কামকলাসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হওয়ায়, বিষম বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। একদিকে প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইলে পরাজয় ঘটে, অপরদিকে কামকলাসংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করিলেও যতিধর্ম্মের ক্ষয় হয়। অবশেষে দেহ পরিত্যাগ করতঃ জনৈক মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করিয়া কাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করণানন্তর উভয়ভারতীকে পরাজিত করেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কামচিন্তাতেও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম থাকে না। এইজন্য স্বামিজী বলিতেন কলিকালে প্রকৃত সন্ন্যাসী এক শত মধ্যে একটিও অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিবে না; সহস্র মধ্যে দুইটি একটি পাওয়া যাইতে পারে কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

যত্র যত্র ভবেৎ তৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তং তদা।
প্রৌঢ়বৈরাগ্যমাস্থায় বীততৃষ্ণঃ সুখী ভব॥ অষ্টাবক্রসংহিতা।

তোমার তৃষ্ণার সঞ্চার যেখানে যেখানে হইবে অর্থাৎ যে মুহূর্ত্তে তোমার মনে কামনার উদ্রেক হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই সংসারী বলিয়া তুমি আপনাকে জানিবে। অতএব প্রগাঢ় বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া বিগততৃষ্ণ ও সুখী হও॥

হাতুমিচ্ছতি সংসারং রাগী দুঃখজিহাসয়া।
বীতরাগো হি নির্দুঃখস্তস্মিন্নপি ন খিদ্যতে॥ অষ্টাবক্রসং

কেহ কেহ বিবেচনা করেন, স্ত্রীপুত্রাদিপরিপূর্ণ সংসার ত্যাগ করিলেই মুক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যিনি দুঃখপরিহারার্থ সংসারত্যাগী তিনি নিশ্চয়ই সুখানুরাগী, অতএব সংসারত্যাগী হইলেও তিনি প্রকৃত পক্ষে মুক্ত নহেন। কিন্তু যিনি বীতরাগ, যাঁহার দুঃখ নাই, তিনি সংসারে থাকিয়াও সদানন্দচিত্ত। সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে তিনি কাহাকেও উপদেশ দিতেন না।

একদা মহাত্মা শুকদেব রাজর্ষি জনকের গৃহে গমন করিয়া দেখেন যে রাজা একহস্ত ষোড়শী রমণীর অঙ্গে ও অপর হস্ত অগ্নিতে রাখিয়া রাজকার্য্য দেখিতেছেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া "আসুন, শুকদেব আসুন, ঐ স্থানে উপবিষ্ট হউন" এই কথা বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজা শুকদেবকে

অন্তঃপুরে লইয়া যাইলেন এবং বিবিধ প্রকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্য কিছুতেই তিরোহিত হইল না দেখিয়া রাজা বলিলেন "হে শুকদেব, আপনাকে এই তৈলপূর্ণ পাত্র লইয়া আমার এই নগর ভ্রমণ করিয়া কোথায় কি হইতেছে দেখিয়া আসিতে হইবে; কিন্তু দেখিবেন যেন এক ফোঁটা তৈল ভূমিতে না পড়ে"; এই কথা বলিয়া রাজভৃত্যদিগকে নগরে নানা প্রকার উৎসব করিতে আদেশ করিলেন। শুকদেব তৈলপাত্রে মনোনিবেশ করিয়া অতি কষ্টে বহুক্ষণ পরে নগর পর্য্যটন করিয়া রাজার নিকট আসিলেন। রাজা তাঁহাকে নগরের কোথায় কি হইতেছে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, তিনি কিছুই দেখেন নাই, কারণ তাঁহার মন তৈলপাত্রে ছিল। তখন রাজা বলিলেন— "আপনি যেমন মন তৈলপাত্রে রাখিয়া নগরের উৎসব কিছুই দেখিতে পান নাই, আমার মন সেই প্রকার আত্ম-চিন্তায় থাকিয়া রাজকার্য্য চালাইতেছে, সুতরাং কোথায় কি হইতেছে কোন বস্তুর উপরই বিশেষ লক্ষ্য নাই। মনের সঙ্কল্পই সমস্ত বাসনার মূল। আমরা কল্পনা দ্বারা যে জগৎ দেখিয়া থাকি ইহা ঈশ্বরের সত্তা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। স্বপ্নে যেমন সুকৃত বা দুষ্কৃত করিলে, জাগরিত হইয়া ঐ সকল কর্ম্মের কোন ফল হয় না, সেইরূপ পরমার্থবেত্তা শত অশ্বমেধ যজ্ঞই করুন বা সহস্র ব্রহ্মহত্যা করুন, পাপ পুণ্য কিছুতেই লিপ্ত হন না; কারণ তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ববোধ থাকে না।"

ভক্ত বৈষ্ণবমণ্ডলমধ্যে পরিচিত রামানন্দ রায় বিষয়ী ভক্ত ছিলেন। অগাধ বিষয় মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার চিত্ত কিরূপ ভগবন্নিষ্ঠ ছিল, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সুন্দরী দেবদাসীদিগকে তিনি স্বহস্তে স্নান করাইয়া দিতেন, বসন

ভূষণ পরাইয়া দিতেন, সমস্ত সেবা করিতেন ও নানা প্রকার ভাব শিক্ষা দিতেন, তথাপি তাঁহার চিত্ত পাষাণবৎ অবিচলিত থাকিত। পরম ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয় সুবর্ণ-মণ্ডিত খট্বায় উপবেশন করিতেন, সদ্‌গন্ধযুক্ত তৈল দ্বারা কেশ রঞ্জিত করিতেন, কিন্তু সদা সুখভোগে রত বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকের অর্দ্ধেক মাত্র উচ্চারিত হইতে না হইতে তাঁহার চিত্ত ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইত, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অজস্র প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত, শরীরে সাত্ত্বিক লক্ষণ সকল দেখা যাইত, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন।

কলিকাতা বহুবাজার ৭নং চৈতনসেন লেন নিবাসী বাবু কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় স্বামীজীর একজন পরম ভক্ত ছিলেন। ইনি কয়লাঘাট ষ্ট্রীটে যখন মিলিটারী একাউণ্ট আফিস (Military Account office) ছিল, তখন ঐ আফিসে কেরাণী ছিলেন। একদিন সহসা তাঁহার মনে অতি তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হওয়ায়, আফিসে লিখিতে লিখিতে আফিসের কলমটা টেবিলের উপর পরিত্যাগ করিয়া, আফিসের কাপড় পরিধান করিয়াই কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতে স্বামীজীর সহিত দেখা করিলে, স্বামীজী তাঁহাকে সংসার পরিত্যাগ করিতে কোন মতেই অনুমতি দিলেন না। বলিলেন "কিসের জন্য চাকরি ছাড়িবে।" কৃষ্ণধন বাবু বলিলেন চাকরি হইতে অবসর না লইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছি না; একটা উদাহরণ দিতেছি, এই দেখুন, মহিম্ন স্তোত্রটী— আপনার নিকট পড়িয়া বুঝিয়া লইব, কিন্তু আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে হইয়া উঠিল না। যখনই আসি বড় জোর অর্দ্ধ ঘণ্টা, ইহার অধিক সময় আপনি আপনার নিকটে থাকিতে দেন না।

স্বামীজী বলিলেন "মহিম্ন স্তোত্র আমার নিকট পড়িবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, আমার কিন্তু সময় নাই ইহা ত দেখিতে পাইতেছ। আচ্ছা আমি স্তোত্রটী শীঘ্র পড়াইয়া দিতেছি ;" ইহা বলিয়া একটি শ্লোক পড়াইয়া বলিলেন, "অদ্য বাসায় যাও।" আমরা কৃষ্ণধন বাবুর নিকট শুনিয়াছি পরদিন প্রাতে কাশীধামে তাঁহার বাসাতে একটি সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতে থাকেন। কৃষ্ণধন বাবু উপর হইতে নীচে আসিলে সন্ন্যাসী বলিলেন "বাবা মহিম্ন স্তোত্রটী কি তোমার ভাল করিয়া পড়িয়া বোঝা হইয়াছে ; যদি না হইয়া থাকে আমার নিকট পড়িবে এস।" তদনন্তর সন্ন্যাসী মহোদয় তাঁহাকে অতি সুন্দর ভাবে স্তোত্রটী পড়াইয়া বুঝাইয়া দিয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন। এই সন্ন্যাসী কে, কোথা হইতে আসিলেন, কৃষ্ণধন বাবু কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য কৃষ্ণধন বাবু কাশীতে কোন্ মহল্লায় কোন্ বাড়ীতে বাসা লইয়াছিলেন, স্বামীজি কে বা অপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তিনি কখন বলেন নাই।

কৃষ্ণধন বাবু যে দিনে কলিকাতায় চলিয়া আসিবেন, তাহার পূর্ব্বদিনে স্বামীজীর নিকট বিদায় লইতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, এক কাপালিক স্বামীজীর নিকট বসিয়া আছেন। কৃষ্ণধন বাবু, নানা কথা বার্ত্তার পর স্বামীজীর পদধূলি গ্রহণান্তে উঠিয়া আসিবেন, এমন সময় স্বামীজী তাঁহাকে দুইটি প্রসাদী গোলাপ ফুল দিলেন। একটি ফুল কিন্তু স্বামীজীর নিকট যে কাপালিক উপবিষ্ট ছিলেন তিনি লইয়া খাইয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া স্বামীজী 'কেঁয়ো' 'কেঁয়ো' বলিয়া কেশরীর ন্যায় হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর গাভী যেরূপ নিজ বৎসকে বিপদ্‌কালে রক্ষা করে সেই ভাবে কৃষ্ণধন বাবুর হাত ধরিয়া আনন্দবাগমধ্যস্থিত কেতকীবনের অন্তরালে,

যে স্থানটা বিষ্ঠা পরিপূর্ণ সেইস্থানে তাঁহাকে রাখিয়া আসিয়া, কাপালিককে বলিলেন "যদি প্রাণের মায়া থাকে ত এই দণ্ডে অপর পুষ্পটি খাইয়া ফেল।" কাপালিক খাইবেন না, তিনিও ছাড়িবেন না, শেষে কাপালিক অপর পুষ্পটি না খাইলে নিষ্কৃতি নাই বুঝিতে পারিয়া খাইয়া ফেলিলেন। তদনন্তর কাপালিককে আনন্দবাগ হইতে বাহির করিয়া দিয়া স্বামীজী কৃষ্ণধন বাবুকে বলিলেন "দেখিলে তাড়াতাড়ি করিলে কি হইবে? তোমাকে দিলাম তুমি রাখিতে পারিলে না।" তাহার পর কৃষ্ণধন বাবুকে বলিলেন "পেয়ারা গাছের ছাল দেখিয়াছ? ঐ ছাল কি ইচ্ছা করিয়া কেহ ছাড়াইতে পারে?" কৃষ্ণধন বাবু বলিলেন 'না'। স্বামীজী বলিলেন "ইচ্ছা করিয়া ছাড়াইতে চেষ্টা কর, কিছুতেই পারিবে না। ডাল কাটিয়া যাইবে, তথাপি ছাল উঠিবে না, আর আপনি কেমন ছাল উঠিয়া যায় দেখিয়াছ? এইরূপে গৃহে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে আপনি সংসার ছুটিয়া যাইবে।" কৃষ্ণধন বাবু আমাদিগকে বলিয়াছেন, স্বামীজী যে সময় সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হুঙ্কার করিতেছিলেন, সে সময় কাহার সাধ্য তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করে; দেখিলে আতঙ্কে সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে থাকিত। শেষে কৃষ্ণধন বাবু ভয়ে চক্ষু দুই হস্তে আবৃত করিয়া কেতকীবৃক্ষের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। কাশীতে আসিবার পূর্ব্বে কলিকাতার বাড়ীতে ঐ কাপালিক একদিন আসিলে, কৃষ্ণধন বাবু উঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু কাপালিক চলিয়া যাইবার পর তাঁহার বাড়ীর উঠানে—অন্যত্র নহে—একটা ঝড় উঠিয়াছিল। এই কথা কৃষ্ণধন বাবুর পুত্রগণও জানেন।

স্বামীজী বলিতেন পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদি যাহা বলিবেন



জগৎ মিথ্যা। (১৭৭ পৃষ্ঠা)

তাহাই করিবে, দিবারাত্রি তাঁহারা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহার চেষ্টা করিবে কিন্তু মনে যেন তোমার তাঁহাদিগের উপর মায়া মমতা না থাকে * ; মনে থাকে যেন জগৎ মিথ্যা। (ছবি দেখুন)

স্বামীজী অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেন, এক শিষ্যকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন, অপর শিষ্যকে কখনই সেই প্রকার উপদেশ প্রদান করিতেন না। অধিকার অনুসারে স্থানে স্থানে বা বিপরীত আদেশ প্রদত্ত হইত। একদিন প্রাতঃকালে এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আসিয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার স্ত্রীকে মাংসের অভাবপক্ষে মাছের ঝোল খাইতে দেওয়া যাইতে পারে কি না এবং বলিলেন ডাক্তারের মতে না চলিলে, তাঁহার স্ত্রী মারা যাইতে পারেন। স্বামিজী উত্তরে কিছু বলিলেন না, কেবল বলিলেন, সেসন জজ সাহেব যে লাল মাছ দিয়া গিয়াছেন, চল আমরা ঐ মাছ কেমন আছে গিয়া দেখি। সকলে গিয়া দেখিলাম, আনন্দবাগ মধ্যস্থিত চৌবাচ্চার মধ্যে জলের উপর একটি বৃহৎ সর্প পড়িয়া রহিয়াছে, কোন মতে উঠিতে পারিতেছে না। দুই একটি মৎস্য খাওয়ায় সর্পের পেট ফুলিয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে মাছগুলি খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে অনেক লোক একত্রিত হইল। কেহ বলিতে লাগিলেন সর্পটাকে মারিয়া ফেল, কেহ বলিতে লাগিলেন না না, উহাকে মারিও না। কি করা হইবে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাঙ্গালী বাবু, তোমরা যখন মাছ ভাজিয়া খাও, জীবিত মৎস্য কড়ার উপর ছট্‌ফট্ করে না? তজ্জন্য মনে কোন কষ্ট হয় না?" আমি বলিলাম, "অভ্যাসবশতঃ বঙ্গরমণীগণের

* জ্ঞাতরঃ পিতরৌ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ সুহৃদোঽপরে।
যদ্‌বদন্তি যদিচ্ছন্তি চানুমোদেত নির্ম্মমঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১৪।৬

মনে ঐ কার্য্যকে নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হয় না; আপনি যদি বলেন আমি মৎস্য খাওয়া পরিত্যাগ করিব।” স্বামিজী, “না না, তোমরা পুরুষানুক্রমে মৎস্য খাইয়া আসিতেছ; যদি তোমার ইচ্ছা হয়, যজ্ঞেশ্বর (স্বামীজীর আমেঠীরাজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত ভৃত্য) এই বাগানেই তোমাকে মৎস্য রন্ধন করিয়া দিবে।” তাহার পর সর্পটি যেমন ছিল, তাহাকে সেই অবস্থায় থাকিতে দিয়া, স্বামীজী চলিয়া আসিলেন; হিন্দুস্থানী ভদ্রলোককে বলিলেন “তোমার স্ত্রী যদি মরিয়া যায় তাহাও ভাল, তথাপি মৎস্যের ঝোল খাইবার অনুমতি আমি দিতে পারি না। তাহাকে যত পার দুগ্ধ খাওয়াও। পুরাকালে ঋষিগণ হিংসার ভয়ে গোদুগ্ধও পান করিতেন না।” সুতরাং * দুইটি অতি আবশ্যক বিষয় ভিন্ন, অপর কোন বিষয়ে তাঁহার উক্তি সমূহের বড় একটা মিল থাকিত না; কিন্তু “গুরুভক্তি” † সম্বন্ধে তিনি সকল শিষ্যকে একই কথা বলিতেন।

* Different persons require different conditions for their spiritual development; and can no more exist in the same moral than all the variety of plants can in the same physical atmosphere and climate. The same things which are helps to one person towards the cultivation of his higher nature, are hindrances to another. The same mode of life is a healthy excitement to one, keeping all his faculties of action and enjoyment in their best order, while to another it is a distracting burthen, which suspends or crushes all internal life.—Mill. (প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই কথা দেওয়া হয় নাই, তখন মিলের এই উক্তি এবং নিম্নোক্ত উক্তি আমাদের জানা ছিল না।)

† A serene and cheerful faith, is of itself one of the greatest blessings and it is especially needed in an age in which so many Gospels of pessimism are abroad and so many failures in the struggle for existence tell us that society is a sham, civilisation an imposture and life a mistake—Problem of the future—Samuel Laing.

গুরুভক্তি।

অসীম নিরাকার বিশ্বনাথের আরাধনা, সসীম সাকার মানবের পক্ষে অসম্ভবজ্ঞানে বোধ হয় সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারগণ মানবরূপী গুরুর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। মহাভক্তিমান্ ধ্রুব, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণের আক্রমণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইলেও, নারদ ঋষি কর্তৃক দীক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হন নাই। সেইরূপ অন্য ধর্ম্মেও দেখিতে পাই, মুসলমানগণের "আল্লা" উপাস্য হইলেও, সকল মুসলমানই সাকার দেহবিশিষ্ট, মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ, মহাভক্ত মহম্মদগতপ্রাণ। খ্রীষ্টানগণেরও মেরীপুত্র যীশুখ্রীষ্টের আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই; নাস্তিক বৌদ্ধগণের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইলেও, শুদ্ধোদনপুত্র শাক্যমুনিই তাঁহাদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা। সুতরাং সমগ্র পৃথিবীবাসীর আচরণ দেখিয়া স্থির হইল, দেহধারী মনুষ্যকে ভগবানের আরাধনা করিতে হইলে, অপর দেহধারী মনুষ্যকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অংশবোধে, আরাধনা করিতেই হইবে। অতএব হিন্দুর গুরু, মুসলমানের মহম্মদ, খ্রীষ্টানগণের যীশুখ্রীষ্ট, এক শ্রেণীভুক্ত। স্বামীজী বলিতেন, গুরু ও ঈশ্বরকে একভাবে দেখিতে পারিলে, সকল কর্ত্তব্যের অবসান হয়।

স্বামীজী কাহাকেও অন্যান্য সাধু পরমহংসের ন্যায় বড় একটা উপদেশ দিতেন না। বিবাহ করা উচিত কি অনুচিত এই বিষয়ে উপদেশ লইতে গিয়া, যখন ভাবী স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তি প্রশ্নকর্ত্তার নয়নগোচর হওয়ায়, তিনি চাক্ষুষভাবে দেখিতে পান যে পূর্ব্বজন্মের

কর্ম্ম দ্বারা ইহজন্মে তাঁহার 'হাত পা সকলই বাঁধা,' (পরিশিষ্টে ১০ নং পত্র দেখুন) যখন তিনি বুঝিতে পারেন, যে তাঁহার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাঁহাকে বিবাহ করিতেই হইবে, তখন তাঁহার কি মনে হয় নাই যে এক জনের পক্ষে যে উপদেশ প্রশস্ত অপরের পক্ষে তাহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য? কলিকাতা ৪৫নং মলঙ্গা লেনবাসী নব বাবু কাশীধাম হইতে প্রয়াগে যাইবার জন্য সকল আয়োজন শেষ করিয়া স্বামীজীর নিকট গমন করিলে, স্বামীজী বলিলেন—"না আজ তোমার যাওয়া ঘটিবে না, পরশ্ব দিন যাওয়া হইবে,"—স্বামীজীর কথা শুনিয়া নব বাবু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে "কর্ত্তা" যখন তিনি, তখন তাঁহার যাওয়া কেহ বন্ধ করিতে পারেন না। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অসুখ হওয়ায় তাঁহার যাওয়া হইল না দেখিয়া, তিনি নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিলেন—"ইচ্ছাময় তুমি প্রভো! তুমি যেমনি নাচাও তেমনি নাচি—তুমি যেমনি করাও তেমনি করি।" ইহাই যদি হইল, আমার ইচ্ছানুযায়ী কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতাই যদি না রহিল, তাহা হইলে আমার কিছুই জ্ঞাতব্য রহিল না। সুতরাং অপরকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আমার কি হইবে? ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ঈশ্বরই দিতেছেন, অধর্ম্মে প্রবৃত্তি জীবের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরই দিয়া থাকেন, জগৎভ্রান্তির নিবৃত্তি আবার তাঁহার ইচ্ছা হইলেই—তাঁহার কৃপাকণা লাভ করিতে পাইলেই, ঘটিবে। কিন্তু এই কৃপাকণা লাভ করিবার জন্য পুরুষকার চাই; পুরুষকার ও দৈব লইয়া চিরকাল বিরোধ দেখা যায়। মহামুনি বশিষ্ঠদেব যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। প্রথমে পুরুষকার প্রধান বলিয়া, শেষে মহানিয়তির কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন দৈব প্রবল বটে কিন্তু পুরুষকার কম

নহে।* প্রবল পুরুষকারসহকারে চিত্তশুদ্ধির জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতে হইবে। অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ব্রত, জপ, উপাসনা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা চিত্তশুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য পশু কীট পতঙ্গ প্রমুখ সমস্ত প্রাণী আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুন লইয়া ব্যস্ত। মানুষই কেবল এক মহারত্ন (জ্ঞান) লাভ করিয়াছে যাহা অন্য প্রাণীর নাই। যদি দিন থাকিতে জ্ঞান কাহাকে বলে বুঝিতে চেষ্টা না কর, † যে পথে চলিলে "আপনার জনের" দর্শন পাওয়া যায়, সে পথে যদি না চল, তাহা হইলে ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে,—দুই একগাছি করিয়া কেশ পক্ক হইতে বা দুই একটি করিয়া দাঁত পড়িতে আরম্ভ করিলে—যে বেদে বর্ণিত মহান্ বিনাশ ‡ তোমাকে গ্রাস করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। "তুমি যদি মহাপাপী হও তথাপি ভয় নাই, দুরাচার ব্যক্তিও তাঁহাকে ভজনা করিতে করিতে ধর্ম্মাত্মা হইয়া থাকে; নিশ্চয় জানিবে ভগবদ্ভক্তের বিনাশ নাই, যাহারা তাঁহার আশ্রয় লয়, পাপযোনি অর্থাৎ বৈশ্য, স্ত্রীলোক শূদ্র ইত্যাদি হইলেও পরমাগতি লাভ করিয়া থাকে।" গীতা নবম অধ্যায়। কিন্তু নানা মুনির নানা মত। সুতরাং কোন্ পথে যাইব? এই জন্যই স্বামীজী বলিতেন—"গুরুগত প্রাণ হও। আর সব আপনি হইয়া যাইবে।" কেন না হিন্দুর গুরুও যিনি, ঈশ্বরও তিনি। § গীতার "যে যেভাবে ডাকে সে আমাকে সেই

---

* দৈবমিতি যদপি কথয়সি পুরুষকারস্তদেব। সাংখ্যসূত্র।
তুমি আজ যাহাকে দৈব বলিতেছ, গতকল্য তাহাই পুরুষকার ছিল।

† গীতা ১৩শ অধ্যায় ৭—১১ শ্লোক দেখুন।

‡ ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। কেনোপনিষৎ ১৩ শ্লোক।

§ শিব এব গুরুঃ সাক্ষাৎ গুরুরেব শিবঃ স্বয়ম্, উভয়োরন্তরং কিঞ্চিন্ন দ্রষ্টব্যং মুমুক্ষুভিঃ॥

ভাবে পায়" (৪।১১) কথাটি মনে রাখিয়া তন্ময় হইয়া যে পথে পার চল; ভয় নাই। সকল পথ একই স্থানে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

গুরুভক্তির প্রকৃত সাধন কি?

ইহার উত্তর "হে অর্জ্জুন, যাহারা সর্ব্বকর্ম্ম আমার উপর সংন্যস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হয়, একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা আমার উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আমি অচিরেই জননমরণ-সঙ্কুল সংসার হইতে উত্তোলন করি। আমাতেই মনস্থির কর, আমার উপরই বুদ্ধি সন্নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে দেহত্যাগান্তে আমাকেই পাইবে।" গীতা ১২ অঃ। ৫—৮ শ্লোক॥

কি উপায়ে চেষ্টা করিতে হইবে?

উত্তর যথা ৯ শ্লোকে :—"যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া সমাধান করিতে না পার, তবে অভ্যাস যোগের দ্বারা যাহাতে আমাকে প্রাপ্ত হও, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হও।

পরের শ্লোক (১০)।

"যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তবে মৎকর্ম্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।

পরের শ্লোক (১১)।

"যদি তাহাতেও অসমর্থ হও, তবে আমাতে কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক, সংযতাত্মা হইয়া, সর্ব্বকর্ম্মফল পরিত্যাগ কর।"

এখানে শ্রীকৃষ্ণ গুরু ও অর্জ্জুন শিষ্য।

আমরা এক মুহূর্ত্তও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারি না। কর্ম্মযোগের সোপানত্রয়; যথা :—

১। ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জন
২। কর্ত্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ
৩। ঈশ্বরার্পণ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে "গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও সদাচার কথন অধ্যায়ে" উক্ত হইয়াছে :—"প্রগাঢ় গুরুভক্তি দ্বারা সমস্ত জয় করা যায়। যিনি জ্ঞানবহ্নি দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন, তিনিই সাক্ষাৎ ভগবান। গুরুর স্ত্রী পুত্র আছে ও তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনার জন্য, গুরু যে দেবতা হইতে পারেন না, একথা সঙ্গত নহে। *

অনুভূতিবিবরণাদর্শ

অথবা

আমি কে? ও এই জগৎ কি?

জীবন্মুক্ত বলিয়া স্বামীজীর বিশ্ববিশ্রুত মহিমার কথা অবগত হইয়া তাঁহার গুরু অনন্তরাম পণ্ডিতজী, তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একদিন কাশীধামে আগমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী প্রথম দিন আসিয়াই স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া-

* যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।২৩।

ছিলেন,—"তুমি এই জগৎকে কিরূপ দেখিতেছ?" স্বামীজী উত্তরে পুঁথিগত বিস্তারই পরিচয় দিয়াছিলেন। গুরু অনন্তরাম বলিয়াছিলেন, "তুমি কিরূপ পড়িয়াছ, পরীক্ষা করিতে আমি আসি নাই, তুমি প্রকৃতই নির্ব্বিকল্পাবস্থায় কিরূপ অনুভব করিয়া থাক, তাহার পরিচয় দাও।" স্বামীজী তৎক্ষণাৎ কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়া গুরুজীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

যদা কদানন্দবনে হ্যবিমুক্তকে
বিমুক্তিরাগেণ মনোনুরঞ্জয়ন্।
বিমুক্তনানামতিবাদবাসনো
বিচারচারাদিদমেব ভাবয়ে॥ ১

শিব কর্ত্তৃক অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্র মধ্যে আনন্দবাগ নামক উদ্যানে উপবিষ্ট হইয়া, মুক্তি কিরূপে হইতে পারে নির্দ্ধারণ করিবার মানসে আমি নানা মুনির নানা মত পরিত্যাগ করিয়া নিম্নে-লিখিত বিষয়গুলি চিন্তা করিতেছি।

সকলং জগদেতদপূর্ব্বপদং
জড়বার্ভুবনলানিলভূতময়ম্।
দুরতিক্রামকালজবেন সদা
পরিণামি ন যামি তদাদরণম্॥ ২

জল, অনল, অনিল, ও ভূমির সমষ্টি স্বরূপ এই জগৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না। অধিকন্তু দুরতিক্রমণীয় কালপ্রভাবে এই জগতের নিয়তই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ঈদৃশ পরিবর্ত্তনশীল জগৎকে বিশ্বাস করিয়া আমি কোন মতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না।

জড়জাগতবস্তুময়ীষু সদা
ধিষণাসু চিতিঃ স্ফুরতীব তদা।
অপহায় জড়ং স্ফুরণং ত্বজড়ং
বিততৈকবিধং হি কদাপ্যি ন তৎ॥ ৩

জড় জগতের যাবতীয় ঘট পটাদি বস্তুময়ী বুদ্ধিতে তত্তৎবোধের সাক্ষী স্বরূপে যেন চিৎ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এই জড়মধ্যে যে চিতের আভাস তাহা ছাড়িয়া দিলেও, অজড় চিৎপ্রকাশ এই জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং তাহাতে কখন আমি নাই? *

মুকুরোপগমাপগমান্তরিতং
ভবতি স্ফুরণং তু মুখস্য যথা।
ন তথা স্থিতিরস্য ভবেদ্বিহতা
সময়ত্রয়গা খসমা হি খগা॥ ৪

দর্পণের অপসারণে যে প্রকার মুখের প্রতিবিম্ব অন্তর্হিত হয়, এই চিতের (আত্মার) স্থিতি তদ্রূপ ক্ষণস্থায়ী নহে। ইনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালেই বিদ্যমান, ইনি আকাশের ন্যায়, অধিকন্তু আকাশগত অর্থাৎ এত সূক্ষ্ম যে, আকাশের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া আছেন অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বত্র সকল সময়ে বিরাজমান।

মননাদিদৃঢ়াত্র তু দেহ ইব
স্বমতির্যদি নাস্তি গতিঃ কুগতিঃ।
অহমেব সদা ময়ি নাস্তি জগ-
চ্চ কালজবঃ পরিভূতিভবঃ॥ ৫

* প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে—কেনোপনিষৎ ১২ মন্ত্র॥

"আমি দেহ আত্মা নহি" এই জ্ঞানের পরিবর্ত্তে যদি আত্মাতে মননাদি দ্বারা দৃঢ় অহং বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে মরণান্তে আমার সুগতি কুগতি হইবে বলিয়া কোন ভয় থাকে না। আমিই সদা বর্ত্তমান, আমার নাশ নাই, আমাতে জগৎও নাই, পরিবর্ত্তনকারী কাল আমার কিছুই করিতে পারে না।

সমভানত আত্মন আত্মগতং
জগদেব বিভাতি যথা খগভূঃ।
অথবা মন এব যথা শয়নে
সকলং বিকলং মম রূপমিদম্॥ ৬

আত্মা সম্যক্‌রূপে অপ্রকাশিত থাকায় আত্মগত যে জগৎ, তাহাই দেখা যাইতেছে, যেরূপ পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা মাটি সরাইলে আকাশই বাহির হইয়া পড়ে; এইরূপে আকাশ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইলেও আকাশের পরিবর্ত্তে আমরা সর্ব্বত্র পৃথিবীই দেখিতেছি। অথবা স্বপ্নে যেরূপ সমুদ্র জাহাজ, সমুদ্র-তরঙ্গাদি দেখি, তদ্রূপ জাগরিত অবস্থায় যাহা কিছু আমি দেখি, সকলই নিরবয়ব আমারই (আত্মার) রূপ মাত্র। ঘটাদি সমস্ত পদার্থ মনোরূপ মাত্র।

শ্রুতিরপ্যবোধঘনেন বিনা
ন সমন্বয়মেতি কিল স্বরসাৎ।
চিতিবোধবিমুক্তিপরাহদ্বয়গা
সদসদ্দ্বয়রূপনিষেধপরা॥ ৭

বোধস্বরূপ পরমাত্মাকে না মানিলে, এমন যে বেদ, উহার অর্থই করিতে পারা যায় না। বেদ কিরূপ? উত্তর:—চিতি-বোধবিমুক্তিপরা অর্থাৎ চিতের (চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের) বোধেই

কেবল মুক্তি হয়, ইহাই যাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। ২য় অদ্বয়গা অর্থাৎ এক ব্রহ্ম আছেন, দ্বিতীয় কোন পদার্থ নাই, ইহাই যে বেদ বলেন।* ৩য় সৎ ও অসৎ যে ব্রহ্ম নহে, ইহাই যাহাতে বার বার উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বেদ ব্রহ্ম ভিন্ন নিত্য অনিত্য উভয়বিধ বস্তুরই সত্তা স্বীকার করেন না।

অহমেকজনির্ন জনিদ্বয়বান্
গুরুগো ন গৃহী ন বনী ন যতিঃ।
জনকো জননী জননং চ ন মে
করণং ন শরীরশরীরগুণাঃ ॥ ৮

* ঈশ, কেন, কঠপ্রমুখ যে দশখানি উপনিষদের টীকা স্বামীজী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তিনি শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অদ্বৈত-বাদী ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করেন। সেতুবন্ধ রামেশ্বরে অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠিত করিয়া ত্রিবাঙ্কুররাজ্যে গমন করেন। ঐ স্থানে ভক্ত, ভাগবত, পঞ্চরাত্রিক, বৈখানস, কর্ম্মহীন ও বৈষ্ণব এই ছয় প্রকার বৈষ্ণব বাস করিতেন; বৈষ্ণবগণ বিচারে পরাজিত হইয়া শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তদনন্তর সুব্রহ্মণ্যদেশে গমন করিয়া হিরণ্যগর্ভোপাসক, বহ্নিমতাবলম্বী ও সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণকে স্বমতে আনয়ন করিয়া ও গাণপত্যাদিকে পরাজিত করিয়া কাঞ্চীক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তথায় তান্ত্রিকদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়া বিদর্ভরাজধানীতে উপস্থিত হন। তদনন্তর কর্ণাটে কাপালিকদিগকে, মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে কুবের উপাসকগণকে পরাজিত করিয়া, প্রয়াগক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তথায় নিম্নলিখিত সম্প্রদায়গণ পরাজিত হন যথা:—বরুণের উপাসক, বায়ুর উপাসক, সাংখ্যমতাবলম্বী, পরমাণুবাদী, গ্রহোপাসক, ধর্ম্মবাদী, সিদ্ধমন্ত্রোপাসক ও শূন্যবাদী প্রভৃতি। তদনন্তর দ্বারকাক্ষেত্রে বৈষ্ণব, শৈব, ও শাক্ত পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া কামরূপ তীর্থে সমুপস্থিত হন এবং এই স্থানের পণ্ডিতগণকে স্বমতে আনয়ন করিয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত

আমি একজনি (শূদ্র) অথবা দ্বিজ, কিংবা ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহি। আমার জনক জননী নাই, আমার জন্ম হয় না; আমার ইন্দ্রিয় শরীর অথবা শরীরের গুণ কৃশতা প্রভৃতি নাই।

নিখিলক্রিয়য়া রহিতোঽস্মি সদা
ন চ পূজয়িতাপি ন পূজ্যবরঃ।
ময়ি কামমুখোঽরিগণো বিমুখো-
ঽপচয়োপচয়ৌ চ সদৈকরসে॥ ৯

আমি সর্ব্ববিধ ক্রিয়াবর্জ্জিত, আমি কাহাকেও পূজা করি না, আমিও কাহারও পূজ্য নহি, কামাদি রিপুগণ আমার বিকারোৎপাদনে সমর্থ নহে। আমি সব সময় একই অবস্থায় থাকি, আমার হ্রাস বৃদ্ধি বা অবনতি উন্নতি নাই।

হন। বঙ্গদেশে তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ। শঙ্কর অদ্বৈতমতের পরিপন্থী বৌদ্ধদিগের দর্প চূর্ণ করিয়া, বেদান্তবিদ্বেষী বৈষ্ণবগণ বেদান্তমতের বিরুদ্ধে যে সকল সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় অবলীলাক্রমে নিরাকৃত করিয়া অদ্বৈতমতের কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন করতঃ কাশ্মীর রাজ্যে উপস্থিত হন। কাশ্মীরের নৈয়ায়িক ও জৈনমতাবলম্বী পণ্ডিতগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে গমন করেন। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার সময় সহস্র শিষ্য তাঁহার অনুগমন করিতেন। কেহ শঙ্খ, কেহ ঘণ্টা কেহ বা ঢক্কা বাদ্য দ্বারা তাঁহার যাত্রা বিঘোষিত করিতেন। একটি প্রকাণ্ড লৌহকটাহ তাঁহার সঙ্গে থাকিত। তিনি বৌদ্ধদিগের সহিত বিচার করিতে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে, তৈলপূর্ণ কটাহখানি প্রজ্বলিত অগ্নির উপর রক্ষা করিতেন এবং বিপক্ষগণের দ্বারা অঙ্গীকার করাইতেন যে, যিনি পরাজিত হইবেন তাঁহাকে উক্ত কটাহে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

সরসো বিরসো নভসোঽস্মি সমো
ন সমো বিষমোঽপি চ কেবলতঃ।
ময়ি কেবলতা ন বিকেবলতা
বিদিতা যদনাত্মবিলক্ষণতা ॥ ১০

আমি সরস না না গুণের আরোপ কি করিয়া করি, আমি বিরস; আমি আকাশের ন্যায়; আমার দ্বিতীয় নাই; তজ্জন্য আকাশের ন্যায় নহি; মৎস্বরূপ বলিয়া আকাশের বিষমও নহি; আমার তুলনা আমিই—আমাতে কেবলতা (একত্ব) আছে, বিকেবলতা (অনেকত্ব) নাই, কারণ আত্মার অনাত্মবিলক্ষণত্ব প্রসিদ্ধ আছে।

অহহাত্মনি বোধময়ে মনসো
বচসোঽপি ন গোচরতাস্তি যতঃ ॥
অতএব বিলক্ষণতাপি কথং
কথিতাস্তু তথাস্ত্ববশেষতয়া ॥ ১১

হায়! হায়! বাক্য মনের অগোচর আত্মা যে কেবল বোধ স্বরূপ, অতএব তাঁহার অদ্বৈত সত্তা কি প্রকারে বাক্য বা মন দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে? হাঁ সত্য, তথাপি নিষেধাবধিভূতত্বেন অর্থাৎ নিষেধ করিতে করিতে যেখানে নিষেধের অবধি হয়, সেইখানে ব্রহ্ম রহিয়াছেন বলা যাইতে পারে।

এবং চিদানন্দঘনং স্বরূপং
বিভাব্য দেহাত্মবিভাব্য বাঢ়ম্।
অনন্তসচ্চিৎ-সুখসিন্ধুসারো
ভবেদভীক্ষ্ণং ন ভবেৎ স ভূয়ঃ ॥ ১২

দেহাদি অনাত্মানুসন্ধানশূন্য হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ চিদানন্দময় নিজরূপ পরব্রহ্মের ধ্যানে দৃঢ়ভাবে নিমগ্ন হইলে, মুমুক্ষু অপরিচ্ছন্ন সচ্চিদানন্দসাগরের সার স্বরূপ হইয়া যায়। পুনরায় আর তাহার জন্ম হয় না।

অনন্তরামস্য গুরোরনুজ্ঞয়া
ধিয়ানুভূতির্বিবৃতেয়মজ্ঞয়া।
সুভাস্করানন্দযতের্মনোজ্ঞয়া
শরীরমাত্রেঽপি কৃতোর্ব্বজ্ঞয়া॥ ১৩

যতি হউন, পরমহংস হউন, গুরু সকলেরই পূজনীয়, তজ্জন্য যাঁহার দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরাগ নাই এমন যে সুভাস্করানন্দ যতির (অজ্ঞ) বুদ্ধি দ্বারা, যেরূপে পরমাত্মার উপলব্ধি হয়, তাহা, অনন্তরাম গুরুর আদেশে বিবৃত হইল।

এই অনন্তরামজীর নিকট, স্বামীজী হরিদ্বারে অবস্থান কালে, প্রস্থানত্রয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অনন্তরাম বানপ্রস্থ কাশীতে আসিলে, স্বামীজী আনন্দবাগের অতি নিকটে, জনৈক সব্ জজের গৃহে তাঁহার অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গুরু অনন্তরাম এই স্থানে থাকিয়া, শিষ্যেরই নিকট, প্রত্যহ পাঠ করিতে আগমন করিতেন।

স্বারাজ্যসিদ্ধিঃ ॥

"সন্ন্যাস গ্রহণ ও কঠোর তপস্যা" অধ্যায়ের শেষে ভক্তিগ্রন্থের আদর্শস্থানীয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে ভক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে জ্ঞান স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রহ্লাদ ভক্তিবলে বিষ্ণুর দর্শন পাইয়া, কি বর চাহিবেন জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান বিষ্ণু বলিলেন "ব্রহ্মবিচার তোমার অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হউক" (১২৭ পৃষ্ঠা দেখুন)।

তন্ত্রশ্রেষ্ঠ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও দেখিতে পাই ঐ এক কথা :—

ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি ! কর্ম্মসংন্যসনং বিনা।
কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেন্মুক্তি-ভাজনম্ ॥

বেদেও দেখিতে পাই ঐ এক কথা :—

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মনা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব—
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

৩য় মুণ্ডকে ১ম খণ্ড ৮ম শ্লোক ॥

চক্ষু, বাক্য, ইন্দ্রিয়, কার্য্য, তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। চাউল রন্ধন করিতে কাষ্ঠ, হাঁড়ি ও জল চাই। কাষ্ঠ না থাকিলে অগ্নির

অভাবে চাউল রন্ধন করা যায় না। কাষ্ঠ ও হাঁড়ি থাকিলেও জল অভাবে, চাউল পুড়িয়া যাইবে; কাষ্ঠ ও জল সংগ্রহ হইলেও, হাঁড়ি না থাকিলে গৃহিনী চাউল রন্ধন করিতে গিয়া অন্ধকার দেখিবেন। কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইলে, ভক্তির সাহায্যে তন্ময় হইতে পারিলে, জ্ঞান আসিয়া সাধককে অজ্ঞানসাগরের পরপারে লইয়া যায়।

বঙ্গদেশে—যেদেশে মহাপ্রভু চৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেশের কোন কোন লোক জ্ঞানের নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন, বলেন কলিকালে "হরের্নামৈব কেবলম্"।

বলা বাহুল্য ডাকার মত ডাকিতে পারিলে এ কথা যে সত্য তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন স্বপ্নেও না ভাবেন, যে কেবল নাম করিলেই মুক্তি হইবে। জ্ঞানপথে চলিতে চলিতে যেরূপ সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প সমাধি নামে দুইটি মহারত্নপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, ভক্তিপথে চলিতে চলিতে সেইরূপ দুইটি রত্ন ভাব ও মহাভাব লাভ করিতে হইবে। উভয় মার্গে সমান ভাবে কঠোর সাধনা করিতে হয়। কারণ পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। (গীতা ১৮শ অধ্যায় ৫৪ শ্লোক দেখুন)।

এই ঐহিক স্বরাজের দিনে কয়জন জানেন যে আর এক পারত্রিক স্বরাজ আছে, যে সাম্রাজ্যের ধন ঐশ্বর্য্য, সুখ শান্তির ভাগ আর কাহাকে দিতে হয় না, যেখানে আমিবাদী জীবই একমাত্র, রাজা। * কিরূপে নিজের সাম্রাজ্যে পুনরায় অধিষ্ঠিত

* পুষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ। তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি। ঈশোপনিষৎ শ্লোক ১৬।

হইতে পারা যায় তাহার উপায় শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য (উভয়ভারতীর স্বামী মণ্ডন মিশ্র) স্বারাজ্যসিদ্ধি নামে পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজী এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি, কিরূপে জানি না, সংগ্রহ করিয়া পুস্তকখানির অতি সরল কৈবল্যকল্পদ্রুম নামক টীকা লিখিয়া, সহস্র সহস্র পুস্তক ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। বেদ বেদান্তের অধিকাংশ শ্লোক ভাবে মধুর হইলেও পড়িতে বিরস বোধ হয়। কিন্তু স্বারাজ্যসিদ্ধির অধিকাংশ শ্লোক এরূপ সরস যে পড়িতে যাইলে কাব্য পাঠ করিতেছি বলিয়া ভ্রম হয়। স্থানাভাববশতঃ নিম্নে কেবলমাত্র কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। স্বারাজ্যসিদ্ধি-প্রদর্শিত পথে চলিলে অতি নিম্নাধিকারী ব্যক্তিও মুক্তিলাভ করিবে, স্বামীজীও এই কথা বলিতেছেন।

স্বারাজ্যসিদ্ধিঃ।

প্রথমং প্রকরণং।

নিষ্কিঞ্চনানাং মন্দানাং স্বারাজ্যপদলব্ধয়ে। ক্রিয়তে ভাস্করানন্দ-স্বামিনা সরলোঽন্বয়ঃ॥

গঙ্গাপুরপ্রচলিতজটাস্রস্তভোগীন্দ্রভীতামালিঙ্গন্তীমচলতনয়াং সস্মিতং বীক্ষমাণঃ। লীলাপাঙ্গৈঃ প্রণতজনতাং নন্দয়ংশ্চন্দ্রমৌলি-র্মোহধ্বান্তং হরতু পরমানন্দমূর্ত্তিঃ শিবো নঃ॥ ১

যিনি মস্তকস্থিত গঙ্গাপ্রবাহের বেগে প্রকম্পিত জটা হইতে অধঃপতিত মহাসর্প দর্শনে ভয়বশতঃ স্বয়ং আলিঙ্গনকারিণী পার্ব্বতীকে মন্দহাস্য পূর্ব্বক বিলোকন করিতে করিতে প্রণতজন-

গণকে কটাক্ষপাত দ্বারা আনন্দিত করেন, পরমানন্দমূর্ত্তি সেই চন্দ্রশেখর মহাদেব আমাদিগের মোহান্ধকার নাশ করুন।

স্মারং স্মারং জনিমৃতিভয়ং জাতনির্বেদবৃত্তির্ধ্যায়ং ধ্যায়ং পশুপতি-মুমাকান্তমন্তর্নিষণ্ণম্। পায়ং পায়ং সপদি পরমানন্দপীযূষধারাং ভূয়ো ভূয়ো নিজগুরুপদাম্ভোজ-যুগ্মং নমামি ॥ ২

জন্মমৃত্যুভয় পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া বিষয়বিতৃষ্ণা উৎপন্ন হওয়ায় হৃদয়স্থিত উমাকান্ত পশুপতিকে বার বার ধ্যান করতঃ অবিলম্বেই পরমানন্দরূপ অমৃতধারা পুনঃ পুনঃ পান করিতে করিতে নিজ গুরুর পাদপদ্মযুগলে প্রণাম করিতেছি।

যস্মাদ্বিশ্বমুদেতি যত্র নিবসত্যন্তেযদপ্যেতি যৎসত্যজ্ঞানসুখস্বরূপ-মবধিদ্বৈতপ্রণাশোজ্ঝিতম্। যজ্জাগ্রৎস্বপনপ্রসুপ্তিষু বিভাত্যেকং বিশোকং পরং প্রত্যগব্রহ্ম তদস্মি যস্য কৃপয়া তং দেশিকেন্দ্রং ভজে ॥ ৩

যাঁহা হইতে এই দৃশ্যমান জগৎ আবির্ভূত হয় এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে, অন্তকালে যাঁহাতে আবার লয়প্রাপ্ত হয়, যিনি সত্য, জ্ঞান ও সুখস্বরূপ, যাঁহার কোন সীমা নাই, যিনি অদ্বয় এবং কখনও বিনষ্ট হন না, জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ অবস্থাভেদে যাঁহার কোন ব্যতিক্রম হয় না, সেই শোকশূন্য সর্ব্বগত পরব্রহ্ম আমি যাঁহার কৃপায় হইতেছি অর্থাৎ যে গুরুর উপদেশে "আমি সেই পরব্রহ্ম" এইরূপ অনুভব করিতেছি, সেই গুরুশ্রেষ্ঠ জ্ঞানদাতা গুরুর আমি ভজনা করি।

অধীতেজ্যাদানব্রতজপসমাধাননিয়মৈর্বিশুদ্ধস্বান্তানাং জগদিদমসারং বিমৃশতাম্। অরাগদ্বেষাণামভয়চরিতানাং হিতমিদং মুমুক্ষূণাং হৃদ্যং কিমপি নিগদামঃ সুমধুরম্ ॥ ৪

অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ব্রত, জপ, সমাধান, (উপাসনা) ও ইন্দ্রিয়-

নিগ্রহ দ্বারা যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, যাঁহারা জগৎ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, যাঁহাদের কোন বিষয়ে অনুরাগ বা বিদ্বেষ নাই এবং যাঁহাদের আচরণে কাহারও ভয় হয় না, এরূপ মুমুক্ষুগণের হৃদয়গ্রাহী, শ্রবণ সুখকর ও হিতকারী কিছু বলিতেছি ॥ ৪

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানির্নান্যঃ পন্থাশ্চেতি ভূয়ো বচোভিঃ। জ্ঞপ্তেস্সাক্ষান্মুক্তিহেতুত্বসিদ্ধাবধ্যাসত্বং বন্ধনস্যার্থসিদ্ধম্ ॥ ৫

চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা ও আমি এক, ইহাই জানিতে পারিলে বন্ধন ছিন্ন হয়। এবম্প্রকার জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির অন্য মার্গ আর নাই। "জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ নান্যঃ পন্থাশ্চ" ইত্যাদি বহুতর বেদবাক্য দ্বারা আত্মজ্ঞানই সাক্ষাৎ, ব্যবধান বিনা মুক্তির কারণ সিদ্ধ হইতেছে। বন্ধনই দুঃখের কারণ, এইজন্য বন্ধনরূপ জগতের অধ্যাসত্ব (শুক্তিরজতাদিবৎ আরোপিতত্ব) শ্রুতি-বাক্যের অর্থ হইতে সিদ্ধ হইতেছে। (বন্ধনরূপ দৃশ্যমান এই জগৎ অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ বা মিথ্যা ইহা শ্রুতিদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে, যেহেতু অধ্যাসই জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হয়, অন্য কিছুই জ্ঞাননাশ্য নহে)।

সত্যং ভাবং ন বিত্তির্ব্যপনুদতি যতঃ কর্ম্মনাশ্যো ঘটাদির্মিথ্যাভূতং চ কর্ম্ম ক্ষপয়তি ন তথা বিত্তিঘাত্যং যতস্তৎ। ইত্থং সিদ্ধে বিভাগে শ্রুতিশিখরগিরাবিত্তিঘাত্যঃ প্রতীতো বন্ধো মিথ্যেতি সিদ্ধে ন তদপহতয়ে কর্ম্মজাতং সমর্থম্ ॥ ৬

পৃথিবীতে ঘটপটাদিভাবপদার্থ প্রহারাদি ক্রিয়ার দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে, অতএব জ্ঞান, সত্য অর্থাৎ অনারোপিত ভাবপদার্থকে বিনষ্ট করিতে পারে না। এইরূপ আবার ক্রিয়া (প্রহারাদি ক্রিয়া) মিথ্যাভূত অর্থাৎ আরোপিত শুক্তিরজতাদিকে বিনষ্ট করিতে পারে না, যেহেতু লোকে ইহাই প্রসিদ্ধ আছে যে মিথ্যাভূত বস্তু

অধিষ্ঠান জ্ঞান দ্বারাই নাশ প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ অজ্ঞান জ্ঞাননাশ্য। যখন এইরূপ বস্তুস্বভাবসিদ্ধ হইতেছে তখন বেদান্ত বাক্যদ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে জ্ঞান দ্বারাই সংসার-বন্ধন নষ্ট হয়; অতএব বন্ধনও মিথ্যা ইহা সিদ্ধ হইল। তবেই বলা যায় অগ্নিহোত্রাদি পুণ্যকর্ম্মসমূহ কথনই বন্ধন বিনাশ করিতে সমর্থ নহে।

আবিদ্যো হ্যেষ বন্ধো বিরমতি ন বিনা বেদনং কর্ম্মজালৈর্মালোদ্ভূতোঽহিরস্তং ব্রজতি কিমু নমস্কারমন্ত্রৌষধাদ্যৈঃ। এবং নিশ্চিত্য নাগস্ত্বচমিব বিধিনা কর্ম্মবন্ধং বিধূয় জ্ঞানোপায়ে গুরু-শ্রীচরণমভিগতঃ সেবমানো যতেত ॥ ৭

যেহেতু এই সংসারবন্ধন অবিদ্যা হইতে উদ্ভূত অর্থাৎ অজ্ঞান-মূলক অতএব জ্ঞান ব্যতীত, কর্ম্ম দ্বারা ইহার নাশ হয় না। মালাতে আরোপিত মিথ্যাভূত সর্প কি নমস্কার, মন্ত্র বা ওষধি দ্বারা বিনষ্ট হয়? তাহা কথনই হয় না। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্প যেরূপ জীর্ণ কঞ্চুক (খোলশ) ত্যাগ করে তদ্রূপ বন্ধনজনক কর্ম্মসকল শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুর চরণগত হইয়া জ্ঞানলাভহেতু তাঁহার সেবা করিবে এবং জ্ঞানার্জ্জন যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করিবে।

কেচিৎ কর্ম্মৈব কাম্যোজ্মিতমুদিতপদপ্রাপ্ত্যুপায়ং প্রতীতাস্তচ্চোপাস্তিং চ মুক্তৌ মিলিতমথ পরে সাধনং সংগিরন্তে। অন্যে তু জ্ঞানকর্ম্মোভয়মিতিমতিভিঃ স্বাভিরুৎপ্রেক্ষমাণাঃ জ্ঞানাদেবেতি বাক্যাদ্বয়মিহ সহসা নানুমন্যামহে তান্ ॥ ৮

কেহ কেহ (ভট্ট প্রভাকর প্রভৃতি) কামনাবর্জ্জিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মই মুক্তিপদ লাভের উপায় নিশ্চয় করিয়াছেন। ভাস্কর প্রভৃতি অন্যান্য পণ্ডিতগণ কর্ম্ম ও উপাসনা উভয়ই মুক্তির সাধন বলিয়া থাকেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই

মুক্তির সাধন বলিয়া নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে কল্পনা করেন। পরন্তু আমরা বেদবাক্যানুসারে (জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং ইত্যাদি বাক্যদ্বারা) তাঁহাদের মত অনুমোদন করি না (তবে জ্ঞানের সাধন হয় বলিয়া কর্ম্মকেও মোক্ষ সাধন বলিতে পারি)।

পৈত্রোলোকোধিগম্যঃ ক্রতুভিরধিগতো বিদ্যয়া দেবলোকো যদ্বা চেতঃ কষায়ক্ষপণমিহ তয়োঃ স্মার্ত্তমেবাস্তুসাধ্যম্। যজ্ঞেনেত্যাদি-বাক্যাদ্ভবতু বিবিদিষা বেদনং তৎফলং বা জ্ঞানাদেবামৃতত্বং নহি শশকবধূঃ সিংহপোতং প্রসূতে॥ ৯

যাগাদিদ্বারা পিতৃলোক ও বেদবিদ্যাদ্বারা দেবলোক পাওয়া যায় ইহা বেদে নিশ্চিত হইয়াছে। অথবা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত যাগ ও বিদ্যার ফল রাগদ্বেষাদিরূপ চিত্তের মলের নাশই হউক অথবা শাস্ত্রবাক্যানুসারে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের ফল জ্ঞানেচ্ছা বা জ্ঞানই হউক, তথাপি মুক্তি কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই হইয়া থাকে। শশকবধূ কদাপি সিংহ শাবক প্রসব করে না।

অর্থী দক্ষো দ্বিজোহহং বুধ ইতি মতিমান্ কর্ম্মসূক্তাধিকারী শান্তো দান্তঃ পরিব্রাড়্ পরমপরমো ব্রহ্মবিদ্যাধিকারী। ইত্থং ভেদে বিবক্ষন্সমুদিতমুভয়ং মুক্তিহেতুং সুশীতং নারং বৈশ্বানরং চোভয়মহহ তৃষোচ্ছেদকামঃ পিবেৎসঃ॥ ১০

আমি ধনী, সমর্থ, দ্বিজ এবং পণ্ডিত এইরূপ অভিমানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যাগাদিকর্ম্মের অধিকারী; ইহা মীমাংসাশাস্ত্রে কথিত আছে। শান্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষবর্জ্জিত, দান্ত অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয়, সন্ন্যাসী ও নিবৃত্তিপরায়ণ অর্থাৎ দেহধারণাতিরিক্ত কোন ব্যাপারই যাঁহারা করেন না এরূপ ব্যক্তিগণই বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী উক্ত হইয়াছেন। অতএব উভয়ের অধিকারী যখন

ভিন্ন হইল, তখন কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ে মিলিত হইয়া মুক্তির কারণ হয় একথা যাঁহারা বলেন, হায়! হায়! তাঁহারা পিপাসা-শান্তির জন্য, জল ও অগ্নি উভয়ই পান করেন।

জ্ঞানং চাপ্যদ্বিতীয়স্বরসসুখঘনানন্তচিন্মাত্ররূপব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধঃ স ভবতি সুমতেস্তত্ত্বমস্যাদিবাক্যাৎ। দেহাদ্যধ্যাসদার্ঢ্যাচ্ছ্রুতমপি সহসা নৈব সম্ভাবনীয়ং ব্রহ্মত্বং স্বস্য তস্মান্নয়গুরুবচনৈঃ সাধু মীমাংসনীয়ম্॥ ১১

দ্বৈতবিহীন, রসাত্মক, সুখময়, অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত নিজের একত্ববোধ নবম শ্লোকে জ্ঞানপদ দ্বারা বলা হইয়াছে। যাঁহার চিত্তশুদ্ধ হইয়াছে এরূপ পুরুষের উক্তপ্রকার অনুভব "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যদ্বারাই হইয়া থাকে। নিজের ব্রহ্মরূপত্ব জানা থাকিলেও দেহাদির উপর অধ্যাসের দৃঢ়তাহেতু অর্থাৎ অসংখ্য জন্মের দ্বৈত বাসনা হইতে উৎপন্ন দেহ পুত্রাদির উপর অধ্যাসের (অর্থাৎ বিপরীতভাবে ভাবনাজনিত) অহং মমতা জ্ঞান দৃঢ়ভাবে আছে বলিয়া, নিজের ব্রহ্মত্ব বেদ হইতে শ্রুত হইলেও, উহা আশু সম্ভাবিত হয় না, অতএব যুক্তি ও গুরূপদেশ দ্বারা যাবৎ নিজের ব্রহ্মত্বজ্ঞানের উপলব্ধি না হয়, তাবৎ বিচার করিবে।

রেতোরক্তপ্রসূতং জড়মশনচিতং ষড়্‌বিকারং ত্বগস্থিস্নায়ুক্রব্যান্ত্রমজ্জারুধিরময়মতিস্বল্পমাধ্যাময়াঢ্যম্। প্রাণাপায়ে মৃদাদিপ্রতিমমপি চ বিট্‌ কীটভস্মাবশেষং দেহং তং মূঢ়! কস্মাদহমিতি মনুষে কেন বা বঞ্চিতোঽসি॥ ৩২

শুক্রশোণিত-সমুদ্ভূত, জড়, অন্নাদিপুষ্ট, জন্মজীবন ইত্যাদি বিলয়যুক্ত, চর্ম্ম অস্থি নাড়ী মাংস অন্ত্র মজ্জা শোণিতময়, অতি স্বল্প, আধিব্যাধিসমাকুল, প্রাণনাশে মৃত্তিকানির্ম্মিত পদার্থ সদৃশ ও মল

কৃমি ভস্মশেষ এই দেহকে হে মূঢ়! কেন আত্মা বলিয়া মনে কর, আর কেনই বা এইরূপে বঞ্চিত হও।

সংশান্তে রবিশশিবহ্নিবাক্‌প্রকাশে নির্ব্বাণে করণগণে নিরস্ত-সঙ্গঃ। স্বজ্যোতিঃ প্রকটিতবাসনাময়ার্থশ্চিদ্‌ধাতুঃ শ্রুতিভিরুদীরিতোঽন্তরাত্মা ॥ ৪৩

যে অবস্থায় রবি শশি অগ্নি ও বাক্‌শক্তির প্রকাশ সংশান্ত হয় (লয়প্রাপ্ত হয়), যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থায় অর্থাৎ স্বপ্নে, নিরস্তসঙ্গ (ইন্দ্রিয়সংযোগশূন্য), অন্যের দ্বারা প্রকাশের অপেক্ষা বিরহিত, স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, বাসনাময়, বাহ্যপদার্থপ্রকটনশীল, চিৎধাতুপ্রকৃতি অন্তরাত্মাই বেদের কথিত। বেদে সেই আত্মাই উক্ত আছেন, তিনি চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট, দ্রব্যধর্ম্মী নহেন ॥

বাহ্যার্থান্‌করণগণেন তং চ বুদ্ধ্যা বুদ্ধিং যঃ প্রথয়তি সন্ততং স্বভাসা। আত্মা সাবনধিগতঃ পরাগ্‌ভিরেভির্বিজ্ঞেয়স্তনুভবনান্তর-প্রদীপঃ ॥ ৪৪

তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে। কে তিনি? যিনি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বাহ্যবিষয় সকল প্রকাশ করিতেছেন। সেই ইন্দ্রিয়গণকে বুদ্ধি (অন্তঃকরণ) দ্বারা এবং বুদ্ধিকে নিজ দীপ্তি বা প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত করিতেছেন। কিন্তু স্বাধিষ্ঠানে চৈতন্য হইতে ভিন্ন অন্য পদার্থ লইয়া বাহ্যাভ্যন্তর ইন্দ্রিয়গণ ব্যস্ত থাকায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ইনিই শরীর মধ্যস্থ প্রদীপ বা সাক্ষী।

অসঙ্গ চিদানন্দের কর্ত্তৃত্বাদি অধ্যাস বশতঃ যথা—

শুদ্ধোসাবহমিদমিত্যুপাধিধর্ম্মানধ্যাসাদভিমনুতে পরস্পরেণ। বুদ্ধ্যাদীনিব সলিলপ্রভেদধর্ম্মান্‌ব্রধ্নেন্দু প্রতিফলিতে মৃষৈব মোহাৎ ॥ ৪৫

সেই আত্মা শুদ্ধ। কিন্তু অধ্যাস হেতু দেহ মধ্যস্থ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণই যে কর্ত্তা এইরূপ মনে করে (এই দেহই আমি ইত্যাদি ভাবনা করে)। সলিলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যে যেমন বৃদ্ধি হ্রাস শুদ্ধি স্থিরতা চঞ্চলতা প্রভৃতি সলিলধর্ম্ম আরোপিত হয়, সেইরূপ আত্মাতে ইন্দ্রিয়াদির কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্ম মিথ্যা আরোপিত হয়।

অধ্যাসের হেতু অজ্ঞান যথা :—

অজ্ঞোঽস্মীত্যনুভবনাদনাত্ববোধশ্চিন্নিষ্টশ্চিতি বিষয়স্তমো যথেন্দুম্। প্রচ্ছাদ্য স্ফুরতি চিতং চিতৈব ভূয়ো বিক্ষিপ্য ভ্রময়তি হন্তদুর্নিরূপঃ॥ ৪৭

আমি অজ্ঞ এইরূপ অনুভব প্রমাণ হইতে অজ্ঞান সিদ্ধ হইতেছে। শুদ্ধ চৈতন্যের উপর অধ্যস্ত চিৎবিষয়ক এই অজ্ঞান অনাদি। চৈতন্যকে আবৃত করিয়া ঐ চৈতন্যের সাহায্যেই লোকের বুদ্ধিকে আক্রমণ করিতেছে; গ্রহণকালে অন্ধকার যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া সেই চন্দ্রের আলোক দ্বারাই লোক-চক্ষুগ্রাহ্য হয়, এইরূপ অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া মিথ্যা জগৎ উদ্ভাবন করতঃ, এই দেহ আমি, এই আমার স্ত্রী, এই আমার পুত্র, এইরূপ ভ্রান্তিযুক্ত করিতেছে। হায়! হায়! সে যে কি অবোধ— দুর্নিরূপণীয় এবং চৈতন্যের উপর অধ্যস্তত্বহেতু স্বপ্নের ন্যায় অনির্ব্বচনীয়।

অধ্যাসোঽনধিগতবস্তুনি হ্যতস্মিঁস্তদ্বুদ্ধিঃ স্ফুটমনুভূয়তে প্রতীচি। অজ্ঞোঽহং গলিতবলো নরো দরিদ্রো জীবেয়ু র্মম তনয়াঃ কথং বতেতি॥ ৪৯

সামান্যতঃ (সাধারণরূপে) ভাসমান বিশেষরূপে অভাসমান যে বস্তু যাহা নয় তাহাতে সেইরূপ জ্ঞানকে অধ্যাস বলে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই অনারোপিত সৎপদার্থের উপর সাধারণরূপে

প্রকাশমান জীব, জড়রূপ যে আরোপিত বুদ্ধি ইহাকেই অধ্যাস বলে।

প্রতি হৃদয়ে সাক্ষীরূপে বিরাজমান পরমাত্মার উপরও এই অধ্যাস—আমি অজ্ঞ, আমি ক্ষীণবল, আমি মনুষ্য, আমি দরিদ্র, এই ভাবে স্পষ্ট অনুভব হয়। হায় হায় আমার পুত্রগণ কিরূপে বাঁচিয়া থাকিবে ইত্যাদি রূপ মমতাভেদে অধ্যাস দ্বিবিধঃ—(১) অহন্তা অস্মিতা, (২) মমতা। এবং প্রকারে অধ্যাস দুই প্রকার, অবান্তরভেদ বহুপ্রকার।

শুদ্ধোঃ হৃষ্টঃ স্থিরোঽহং বুধ ইতি চ তনাবাত্মধর্ম্মান্ যুবাহং স্থূলো গৌরোভিরূপঃ পটুরিতি চ নিজে দেহধর্ম্মান্নিমীতে। অন্যোন্যাধ্যস্তসত্যানৃতবলিতবপুর্লৌহপিণ্ডপ্রবিষ্টো বহ্নিঃ কূটাভিঘাতানিব বিবিধভবানর্থজাতংপ্রপন্নঃ॥ ৫০

আমি শুদ্ধ সুখী স্থির নির্দ্দোষ জ্ঞানী ইত্যাদি আত্মধর্ম্ম দেহের উপর আরোপ করা হয় এবং আমি যুবা স্থূল গৌরবর্ণযুক্ত ইত্যাদি দেহধর্ম্ম আত্মার উপর আরোপিত হয়। এইরূপ উভয় প্রকার অধ্যাসজনিত অর্থাৎ সত্য মিথ্যাতে ও মিথ্যা সত্যতে আরোপিত হইয়া মিশ্রিতস্বরূপ জীব, লৌহপিণ্ডপ্রবিষ্ট অগ্নি যেরূপ অপর লৌহমুদ্গর দ্বারা তাড়িত হয়, সেইরূপ অবিবেক বশতঃ এই সংসারের বিবিধ প্রকার অনর্থ দ্বারা ব্যাকুল হইয়া থাকে।

ধর্ম্মাদ্দেবত্বমেতি ব্রজতি পুনরধঃ পাতকৈঃ স্থাবরাদীন্দেহান্প্রাপ্য প্রণশ্যন্কচিদপি লভতে মানুষত্বং চ তাভ্যাম্। কর্ম্মজ্ঞানোভয়েন ব্রজতি বিধিপদং মুচ্যতে কোঽপি তস্মিন্ রাগী প্রত্যেতি ভূয়ো জনিমিতি বিষমং বংভ্রমীতীহলোকঃ॥ ৫২

বিহিতানুষ্ঠানজাতপুণ্য হইতে লোক দেবতা হয়; পুনরায়

বিহিত কর্ম্ম না করায় এবং অবিহিত কর্ম্ম করিয়া নরকে গমন করে; তদনন্তর অবশিষ্ট পাপ জন্য স্থাবর বৃক্ষাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বার বার বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া দৈবাৎ পাপপুণ্য উভয়ে উদ্যত হইয়া তাহাকে কদাচিৎ মনুষ্যশরীর প্রাপ্তি করাইয়া দেয়। মনুষ্যশরীর প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম ও উপাসনা উভয়ের সাহায্যে সত্যলোকে গমন করে; সত্যলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার পদকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। ভোগেচ্ছু ব্যক্তি ব্রহ্মলোক হইতে ভোগ ক্ষয়ে পুনরায় অন্য জন্ম গ্রহণ করে। এইরূপে লোক ক্রমাগত কেবল যাওয়া আসা করিতেছে; ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম করিতে পায় না।

দুঃখং স্বর্গাৎ প্রপাতে বহুবিধনরকে গর্ভবাসে অতিদুঃখং নিঃস্বাতন্ত্র্যাশনায়গ্রহগদরুদিতৈঃ শৈশবে দুঃখমেব। তারুণ্যেঽমর্ষলোভব্যসনপরিভবোদ্বেগদারিদ্র্য-দুঃখং বার্দ্ধক্যে শোকমোহেন্দ্রিয়বিলয়—গদৈর্দুঃখমস্ত্যেতিদুঃখম্॥ ৫৩

স্বর্গ অর্থাৎ উর্দ্ধলোক হইতে পতন সময়ে ভোগ গেল বলিয়া দুঃখ, তাহার পর বহুবিধ নরক ও প্রায় নরকতুল্য গর্ভবাসে অতিশয় দুঃখ, তদনন্তর বাল্যকালে মশাটি পর্য্যন্ত তাড়াইবার সামর্থ্য না থাকায়, ক্ষুধা, আবদার ও রোগহেতু নানাপ্রকার দুঃখ, যৌবনে ক্রোধ, কামিনীকাঞ্চনের উপর আসক্তি, শত্রু কর্ত্তৃক তিরস্কার, চোরের উপদ্রব এবং দৈবাৎ ধননাশহেতু দরিদ্রতাজনিত-দুঃখ, তদনন্তর বার্দ্ধক্যে আত্মীয়জনবিয়োগজনিত অন্তর্দাহ, ইন্দ্রিয়নাশ ও রোগজনিত দুঃখ, তদনন্তর মরণসময়ে ইক্ষুকে নিষ্পিষ্ট করিয়া রস গ্রহণের ন্যায় পঞ্চপ্রাণের বহির্গমনহেতু অতি দুঃখ।

ইত্থং যঃ কর্ম্মবদ্ধো ভ্রমতি পরবশঃ প্রাণভৃজ্জন্মসঙ্ঘে দুঃখস্যান্তং ন বেত্তি স্মরতি ন চ জনিব্রাতমজ্ঞানযোগাৎ। তং সর্ব্বানর্থমূল-

প্রশমনবিধিনা স্বাত্মরাজ্যেঽভিষেক্তুং তাৎপর্য্যেণ প্রবৃত্তাঃ শ্রুতিশিখরগিরঃ সূত্রভাষ্যাদয়শ্চ ॥ ৫৪

জীব অনাদি অজ্ঞানসম্বন্ধহেতু কর্ম্মবন্ধনজনিত পরবশ শরীরাধীন হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে (৫২ শ্লোকে কথিত) জন্মের পর জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে, দুঃখের অন্ত দেখিতে পায় না, অতীত জন্মে কি ছিল তাহাও স্মরণ করিতে পারে না। সেই সর্ব্বানর্থের মূল অজ্ঞাননাশজন্য এবং শুদ্ধনিজাত্মরূপ পরমানন্দময় স্বাত্মরাজ্যের সম্রাট্ করিবার জন্য শ্রুতিশিখরগির অর্থাৎ বেদান্তবাক্য সকল ও সূত্রভাষ্যাদয়শ্চ অর্থাৎ শারীরকসূত্র তদ্‌ভাষ্যাদি গ্রন্থসমূহ তাৎপর্য্যদ্বারা প্রবৃত্ত হইয়াছে; কিরূপে অর্থাৎ অজ্ঞাননাশক শুদ্ধাত্মাকারবোধোৎপাদনের দ্বারা।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

হেতুত্বং লক্ষণং যদ্জগদিতমিদমুপাদানকর্ত্তৃস্বরূপং তাটস্থ্যাদাস্পদং স্বং গময়তি পরমং ব্রহ্ম শাখেব চন্দ্রম্। এবং লক্ষ্যং চ সচ্চিৎ-সুখবপুরখিলদ্বৈতহীনং সুসূক্ষ্মং সত্যজ্ঞানাদিমন্ত্রোদিতমখিলমনোবাগতীতং, গুহাস্থং ॥ ১

যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান, কুম্ভকার নিমিত্ত কারণ, তদ্রূপ ব্রহ্মই জগজ্জন্মাদির একাই নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ; ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত উপাদানরূপ লক্ষণ (চিহ্ন) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও, আরোপিত রূপে স্বাশ্রয়ভূত পরম ব্রহ্মকে বুঝাইয়া থাকে, যেরূপ নদীর সহিত কোন সম্বন্ধ না

থাকিলেও তাটস্থ্য লক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ তটস্থিত বৃক্ষের দ্বারা নদীর স্থিতি বুঝান হয়। চন্দ্রও কোন বৃক্ষের শাখার নিকট না থাকিলেও শাখা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সেই সচ্চিৎ সুখ-বপু, অখিলদ্বৈতহীন সুসূক্ষ্ম, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতিকথিত, বাক্য মনের অতীত, অন্নময়াদি পঞ্চকোষরূপ আবরণের মধ্যে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মই ঐ তাটস্থ্য লক্ষণের বিষয়ীভূত লক্ষ্য হইতেছেন।

কূটস্থং ব্রহ্ম বিশ্বং জনয়তি ন বিনা মায়য়া সা চ মিথ্যা তস্মিঙ্ক্ষপ্রসিদ্ধেঃ পরসমধিগমাৎ তন্নিবৃত্তিশ্রুতেশ্চ। সৈবাবিদ্যা মৃষার্থা অপি সমধিগতাঃ কার্য্যদক্ষাঃ প্রপঞ্চস্তস্মান্মায়ূরপিচ্ছ-চ্ছবিরিব গহনো ব্রহ্ম সংবিদ্বিবর্ত্তঃ ॥ ২

একখণ্ড লৌহ (কূট) অপর লৌহখণ্ড (হাতুড়ি) দ্বারা তাড়িত হইলেও যেমন নির্ব্বিকার থাকে, তদ্রূপ (কূটস্থ নির্ব্বিকার) ব্রহ্ম জগতের জনয়িতা। তিনি মায়া আশ্রয় ভিন্ন সৃষ্টি করেন না। সেই মায়া মিথ্যা। মিথ্যা অর্থেই মায়া শব্দের ব্যবহার হয়; ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সেই মায়ার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সেই মায়াই অবিদ্যা। মিথ্যা হইলেও, মায়োদ্ভূত পদার্থ মাত্রেই নিজোচিত কর্ম্মে নিপুণ হইয়া থাকে; পুরাণে বর্ণিত আছে, অসুরাদি মায়ানির্ম্মিত জীবগণ যুদ্ধাদি কার্য্যও করিয়া গিয়াছে; তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা হইলেও জগতের পদার্থ বিষয়ে যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা কাঁচ খণ্ডকে হীরকবোধে ব্যবহারের ন্যায়, মিথ্যা নহে। এই মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম চৈতন্যের বিবর্ত্তমাত্র (রূপান্তরে প্রতিভাসই বিবর্ত্ত)। ময়ুর পুচ্ছের কান্তি যেরূপ নানাভাবে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম চৈতন্যের এই ভিন্নাকারে প্রতীতি দুরধিগম্য।

পিণ্ডাবস্থা ঘটত্বে মনসি বিমৃশতো হেতুকার্য্যত্বধীঃ স্যান্মন্মাত্রং যদ্বদেকং স্ফুটমভিমৃশতো নৈব হেতুর্ন কার্য্যম্। তদ্বন্মায়িপ্রপঞ্চৌ মনসি কলয়তো ব্রহ্ম বিশ্বস্য হেতুঃ সন্মাত্রং ত্বেকরূপং পটু পরিমৃশতো নৈব মায়ী ন বিশ্বম্॥ ১১

মৃত্তিকার দুইটি অবস্থা একটি পিণ্ডাবস্থা (মাটির তাল) অপরটি ঘটাবস্থা; এই প্রকার পৃথক জ্ঞান করিলে পিণ্ডাবস্থা কারণাবস্থা ও ঘটাবস্থা কার্য্যাবস্থা এইরূপ কার্য্য কারণ ভেদ বুদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু উক্ত অবস্থা দুইটিতেই মৃত্তিকা একই ইহা যে ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারে তাহার নিকট যেরূপ কার্য্য কারণ ভেদ বুদ্ধি থাকে না, তদ্রূপ মায়ী ঈশ্বর ও প্রপঞ্চকে মনে পৃথকরূপ ভাবিলে, এই বিশ্বের ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু জগৎ ও ব্রহ্মের সদ্রূপ একই, এইরূপ দৃঢ় ভাবে ভাবিলে, যিনি মায়ী তিনিই বিশ্ব হইয়া যান।

জগৎ মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া কেন প্রতীয়মান হয়:—

সন্‌কুম্ভঃ সৎকুসূলং সদখিলমিতি যদ্ভাতি যচ্চ শ্রুতং প্রাক্ তৎ সত্যং ব্যাপ্য বিশ্বং ঘটপিঠরমুখং মৃত্তিকেবাবভাতি। তস্মিন্ রজ্জাবিবাহির্নিখিলমপি জগৎকল্পিতং তৎস্বভাবাত্তন্মাত্রং তৎপৃথকত্বে হ্যসদিদমখিলং স্যাত্তদেবহ্যভেদে॥ ১২

এই যে কলসী দেখিতেছি ইহা সত্য, এই যে কুসূল (ধান্য-পাত্র) ইহাও সত্য; এইরূপ জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, সমস্ত পদার্থই সত্য বলিয়া জানি; কিন্তু বেদে একমাত্র সত্য পদার্থ নিরূপিত হইয়াছেন, যিনি আমাদিগের দৃষ্ট সৃষ্ট পদার্থের পূর্ব্ব হইতে সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন মন মৃত্তিকা নিজ নিজ কার্য্যানুগত ঘট হাঁড়ি প্রভৃতি পদার্থ-মধ্যে থাকে। রজ্জুতে সর্পপ্রতীতির ন্যায় সেই সদ্রূপ ব্রহ্মের

উপর সমস্ত জগৎ কল্পিত। এই যে কল্পিত জগৎ তৎস্বভাব হেতু অর্থাৎ সেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান হেতু (যেমন মৃত্তিকা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয় কিন্তু এক মৃত্তিকা সর্ব্বত্র সেইরূপ) তৎমাত্র অর্থাৎ সেই ব্রহ্মমাত্র; এই কল্পিত জগৎ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই সৎ হইতে এই জগতকে যদি পৃথক জ্ঞান কর তাহা হইলে জগৎ গত্যান্তরাভাববশতঃ অসৎ হইয়া পড়ে; অভেদ অর্থাৎ যদি সৎ হইতে জগৎ অভিন্ন হয়, তাহা হইলে জগৎ সদ্রূপ হইল, আর সেই সদ্রূপই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বা অদ্বৈত দর্শনের কৌশল :—

যঃ প্রাগ্বিসৃজ্য ভুবনং তনুমাবিবেশ যঃ পঞ্চভূতসুরমানুষ-তির্য্যগাত্মা। যেনাবলোকয়তি বক্ত্যভিমন্যতে চ প্রজ্ঞানমাত্র-বিভবোঽহমসৌ পরাত্মা॥ ৪৬

যিনি প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া জীবের দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন (সকল জীবের অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইলেন), যে পরমাত্মা পঞ্চভূতনির্ম্মিত দেব মনুষ্য পশ্বাদিরূপে বিবর্ত্তিত (রূপান্তরে প্রতিভাসিত) হইয়া আছেন; যিনি আছেন বলিয়া জীবগণ দেখিতে পাইতেছে, কথা কহিতেছে, আমি কর্ত্তা, আমি বক্তা ইত্যাদি অভিমান করিতেছে, জ্ঞান মাত্র সম্বল আমিই সেই পরমাত্মা।

যদ্ব্যাকৃতং জগদভূত্তমসা নথাগ্রাগ্রচ্চ প্রবিষ্টতনুকৃৎস্নমকৃৎ-স্নমাসীৎ। প্রেয়স্তদেব পরমং পরমার্থতোঽহং ব্রহ্মাস্মি তদ্বিদিতবদ্ধি তদেব সর্ব্বম্॥ ৪৭

যে ব্রহ্মই মায়ার সাহায্যে বিচিত্র জগৎরূপ আকার ধারণ করিলেন (বিবর্ত্তিত হইলেন)। যিনি সীমাশূন্য হইলেও জীব

শরীরে নখাগ্রপর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া সীমাবিশিষ্ট সংসারী সাজিলেন, তিনি আমার পরম প্রিয়, কারণ পরমার্থিকদৃষ্টিতে আমিই সেই ব্রহ্ম। (মুমুক্ষুতা ভেদের প্রমাণ হইতে পারে না কারণ) সেই ব্রহ্মই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন; (মুমুক্ষুতাও সেই ব্রহ্মের) যেহেতু যাহা কিছু আছে সকলই ব্রহ্ম।

যশ্চায়মত্র পুরুষে প্রথতে গুহান্তর্যশ্চাপ্রমেয়সুখভূঃ সবিতুশ্চ বিম্বে। একস্থ ইত্যভিদধুঃ স্ফুটমৈক্যমেকে তদ্বেদনাচ্চ বিলয়ং জগতশ্চ তত্র ॥ ৪৮

অন্নময়াদি পঞ্চকোশগুহামধ্যে যে আত্মা সাক্ষী বলিয়া খ্যাত, সূর্য্যমণ্ডলে যিনি অনন্তানন্দঘনরূপে বিরাজিত, ঐ দুই ই এক। ঐ আত্মার সহিত একত্বজ্ঞান জন্মিলে, জগৎ ঐ আত্মাতেই লীন হইয়া যায়, ইহা তৈত্তিরীয়গণ বলিয়া গিয়াছেন।

আসীৎ সদেব হি ভবাননৃতং বিধায় তেজোমুখং তদভিমত্য বভূব জীবঃ। দেহান্তশুঙ্গমবধূয় বিলোক্য স্বং সদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি বোধসুখাদ্বিতীয়ম্‌ ॥ ৪৯

সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমিই একমাত্র ছিলে, তুমিই (ঝিনুক যেরূপ রূপা দেখায় তদ্বৎ) মিথ্যা অগ্নিপ্রমুখ পঞ্চভূত নির্ম্মাণ করিলে, আবার পঞ্চভূত নির্ম্মিত শরীরাদিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া অভিমান বিশিষ্ট হওতঃ জীব হইয়া যাইলে। তজ্জন্য বহুবিধ কার্য্যজনিত তোমার দেহরূপ অঙ্কুর (ধান্যের কলার মত) যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া পরিহার করিয়া পরমার্থ নিজ স্বরূপ অবলোকন কর, চিন্ময় সুখসিন্ধু অদ্বিতীয় যে সদ্রূপ ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই স্বয়ং তুমি, ইতি প্রথম উপদেশ।

যদি এইরূপ, তবে নিজ স্বরূপতার অপ্রতীতি কেন এজন্য বলিতেছেন :—

সংপদ্য যত্র মধুনীব রসাঃ সুষুপ্তৌ সৌখ্যৈকরস্যমধিগম্য জনা ন বিদ্যুঃ। যৎপ্রচ্যুতাঃ পুনরমী বহুদুঃখভাজঃ সদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি নাসি কদাপি দুঃখী ॥ ৫০

মৌচাকে ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পের রস মধুরূপে একত্রিত হওয়ার ন্যায়, নিদ্রাকালে (বিভিন্ন স্বভাবের) মনুষ্যগণ ব্রহ্মগত হইয়া সমান স্বভাবতা (ঐক্য) প্রাপ্ত হইয়া নিজের সুখময়ভাব জানিতে পারে না। জাগরিত হইয়া সেই ব্রহ্ম হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় উহারা নানাপ্রকার দুঃখভোগ করিতে থাকে; সদ্রূপ ব্রহ্ম স্বয়ং তুমি, তুমি কদাপি দুঃখী নহ ইতি—দ্বিতীয় উপদেশ। সুষুপ্তিতে অজ্ঞানমাত্র আবরণে আবৃত থাকায় আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে না; জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নে অজ্ঞান ত আছেই, তাহার উপর অজ্ঞানজনিত কার্য্যসকল আবরণস্বরূপে থাকিয়া আত্মসাক্ষাৎকার করিতে দেয় না।

সদ্‌ব্রহ্ম হইতে চ্যুত হইয়া জাগ্রদাদি অবস্থাতে সদ্‌ব্রহ্ম হইতে যে চ্যুত, এরূপ স্মৃতিও থাকে না, তজ্জন্য উদাহরণ দিয়া স্মরণ করাইতেছেন :—

অব্ধির্যথা জলধরৈরপনীয় নীতো নদ্যাদিভাবমুদধিত্বমতিং জহৌ স্বাম্। এবং ভবানুপাধিভিঃ খলু বিস্মৃতঃ স্বং সদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি সংস্মর পূর্ণভাবম্ ॥৫১

সমুদ্র যেমন মেঘ কর্ত্তৃক পৃথক্‌কৃত হইয়া নদী পুষ্করিণী হ্রদের আকারে পরিণত হওয়ায়, নিজের সমুদ্রবুদ্ধি পরিত্যাগ করে; এইরূপ আপনিও শরীরাদি উপাধি দ্বারা নিজের সদ্রূপ বিস্মৃত হইয়াছেন, অতএব সেই সদ্‌ব্রহ্ম আপনিই, নিজের জগন্ময় ব্যাপ্ত পরিপূর্ণভাব স্মরণ করুন ইতি তৃতীয় উপদেশ।

সৎ হইতে উৎপত্তি ও সেই সৎপদার্থে লয়, এজন্য দেহাদি যুক্ত জীব অনিত্য; সৎপদার্থ অবিকারী :—

জীবপ্রহীণতরুশোষবিশেষলিঙ্গাদাত্মা পরোঽস্তি তন্নুতঃ স চ নিত্য একঃ। বিদ্ধ্যেতদাত্ম্যমখিলং বিতথদ্বিতীয়ং সদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি মুঞ্চ বিভেদমোহম্॥ ৫২

জীব বা আত্মা যে যে বৃক্ষ হইতে অপসৃত হন, সেই সেই বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া যায়—এইরূপ শোষ বিশেষ (শুষ্কতা) হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, দেহ হইতে আত্মা পৃথক; সেই আত্মা এক এবং নিত্য, দেহাভিমানগ্রহণপরিত্যাগ জন্য উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে, বস্তুতঃ আত্মার উৎপত্তি প্রলয় নাই। যাহা কিছু দেখিতেছ সমস্তই আত্মা বলিয়া জানিবে, আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পদার্থ নাই, সেই সৎব্রহ্ম তুমিই হইতেছ, অতএব আত্মা হইতে তোমার যে পৃথক জ্ঞান আছে, এই মোহ পরিত্যাগ কর, ইতি চতুর্থ উপদেশ॥

সূক্ষ্মতম পদার্থ যে স্থূলতম পদার্থের উপাদান কারণ এরূপ দেখা যায় না, তজ্জন্য বলিতেছেন :—

ধানান্তরুন্নততরোরুবটঃ পুরেব যস্মিন্নিদং জগদবস্থিতমাবিরাসীৎ। শ্রদ্ধাবতা সমধিগম্যমণোরণীয়ঃ সদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি সত্যমসত্যমন্যৎ॥ ৫৩

অত্যুচ্চ স্থূল বটবৃক্ষ যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্ম বটবীজমধ্যে পূর্ব্বে থাকিয়া পরে আবির্ভূত হয় তদ্রূপ উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ যাহাতে থাকিয়া পরে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই শ্রদ্ধালুব্যক্তিগম্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সদ্রূপ ব্রহ্ম তুমিই হইতেছ, তিনিই সত্য অপর সমস্তই অসত্য ইতি পঞ্চম উপদেশ। তিনিই চিরকাল আছেন ও থাকিবেন তদ্ভিন্ন সম্রাট হইতে কীট পর্য্যন্ত সমস্তই অসত্য।

ব্রহ্ম যদি দেহস্থ তবে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা দেখা যায় না কেন :—

অপ্সু প্রলীনমিব সৈন্ধবখিল্যমক্ষা পশ্যন্তি যন্ন করণৈরপি

হৃদ্বিভাতম্। বিন্দন্তি যদ্রসনয়ৈব রসং গুরূক্ত্যা সদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি দৃশ্যমিদং তু ন ত্বম্॥ ৫৪

দর্শনযোগ্য হইয়াও লবণখণ্ড জলে গলিয়া যাইলে চক্ষুদ্বারা যেমন দেখা যায় না, তদ্রূপ হৃদয়মধ্যে সাক্ষীস্বরূপে ও স্বপ্রকাশ-রূপে বিরাজিত থাকিলেও ইন্দ্রিয়গণদ্বারা (বিবেকের অভাব জন্যই) তিনি প্রত্যক্ষ হন না। জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ লইলে ঐ সৈন্ধব লবণখণ্ড জলমধ্যে যে রহিয়াছে যেরূপ জানা যায়, তদ্রূপ গুরূপদেশ দ্বারা যাঁহাকে জানিতে পারা যায়, সেই সদ্‌ব্রহ্ম তুমি হইতেছ, এই যে দৃশ্যমান বিশ্ব, ইহা সদ্‌ব্রহ্ম নহে। ইতি ষষ্ঠ উপদেশ।

সদ্‌গুরুর উপদেশই অজ্ঞানাদিবন্ধননিবর্ত্তক, তজ্জন্য বলিতেছেন :--

চৌরৈরিবাসি পুরুষো বিপিনে বিসৃষ্টো রাগাদিভিস্তনুষু নদ্ধ-বিশুদ্ধদৃষ্টিঃ। পান্থৈরিবৈষঃ গুরুণাসি বিমুক্তবন্ধঃ সদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি যাহি সুখং স্বধাম॥ ৫৫

যেমন তস্করগণ কোন লোককে তাহার চক্ষুবন্ধন করিয়া স্বদেশ হইতে দূরে আনয়ন করতঃ তাহার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বিজন-বনমধ্যে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ রাগাদি চোরগণ স্বস্বরূপ হইতে পৃথক করিয়া তোমার শুদ্ধস্বরূপ দৃষ্টিকে নিরুদ্ধ করতঃ নিত্যত্ব নির্মলত্বাদি ভূষণ অপহরণ করিয়া দুঃখবহুল সহায়শূন্য নানাযোনি-জনিত শরীরবনে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। দৈবাৎ কোন পথিক আসিয়া বনমধ্যে পতিত ব্যক্তির বন্ধনমোচন করিলে, তদুপদিষ্ট পথে স্বগৃহে যেরূপ ঐ ব্যক্তি সুখে চলিয়া যায়, তদ্রূপ দৈবাৎ প্রাপ্ত সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক তুমি অজ্ঞানবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়াছ। যেহেতু সেই সদ্‌ব্রহ্ম তুমিই হইতেছ অতএব অপরি-চ্ছিন্নান্দময় নিজধামে গমন কর অর্থাৎ তুমি শনৈঃ শনৈঃ সদ্রূপতা প্রাপ্ত হও ইতি সপ্তম উপদেশ।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, উভয়ের মরণ কি এক? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন :—

সংপদ্য যত্র করণাদিলয়ক্রমেণ মূঢ়ো মৃতঃ পুনরুপৈতি জনিপ্রবন্ধম্। প্রাজ্ঞস্তু বঞ্চয়তি মৃত্যুমুদস্তমোহঃ সদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি নিস্তর মৃত্যুবন্ধম্॥ ৫৬

মূঢ় অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদিলয়ক্রমে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ পরমাত্মাতে এইরূপে যথাক্রমে গত হইয়া মৃত হওতঃ জন্ম পরম্পরা এবং তজ্জন্য অনেকর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়। প্রাজ্ঞ অর্থাৎ আত্মজ্ঞব্যক্তি মূঢ়ের ন্যায়ই মৃত হইয়া ব্রহ্মগত হওতঃ পূর্ব্ব হইতে অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়ায় মৃত্যুকে বঞ্চনা (জয়) করে। মোহশূন্য হওয়ায় কোন বাসনা না থাকায় জন্মগ্রহণের আবশ্যকতা থাকে না। সেই সদ্ব্রহ্ম তুমিই হইতেছ অতএব মৃত্যুরূপ বন্ধন বা তাহার ভয়কে উল্লঙ্ঘন কর ইতি অষ্টম উপদেশ।

অজ্ঞের ও জ্ঞানীর বন্ধের হেতুভূত সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারিক সাম্যতা থাকিলেও বিদ্বান কেন ব্যথিত হন না :—

স্তেনপ্রতপ্তপরশোরিব দাহবন্ধাবাপ্নোতি মূঢ়মতিরপ্যনৃতাভিসন্ধঃ। সত্যাভিসন্ধিরথ ন ব্যথতে যদাত্মা সদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি নির্ণুদ বন্ধশঙ্কাম্॥ ৫৭

(পুরাকালে কোন ব্যক্তি চোর কি না পরীক্ষার জন্য প্রতপ্ত কুঠার তাহার হস্তের উপর দেওয়া হইত, চোর হইলে তাহার হাত পুড়িয়া যাইত।)

যেমন কোন চোর আমি চোর নাহ এইরূপ মিথ্যা ভাবনাযুক্ত হইলেও পরীক্ষার নিমিত্ত তাহার হস্তের উপর প্রতপ্ত কুঠার রাখিলে তাহার হাত পুড়িয়া যাওয়ায় চোর বলিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান ব্যক্তিও অনাত্মাতে আত্মত্ব অনুসন্ধানযুক্ত হওয়ায়

মৃত্যুরূপ কুঠার হইতে পীড়া পুনশ্চ জননাদিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। যেমন সাধু ব্যক্তি চোর বলিয়া ধৃত হইলেও এবং উত্তপ্ত কুঠার তাঁহার হস্তের উপর রক্ষিত হইলেও আমি চোব নহি এইরূপ সত্যাভিসন্ধি-বশতঃ ব্যথিত হন না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী আত্মাতেই আত্মত্ব অনুসন্ধানহেতু সত্যাভিসন্ধি হওয়ায় মূঢ়মতির ন্যায় ব্যথা প্রাপ্ত হন না। সেই সদ্‌ব্রহ্ম তুমিই হইতেছ, অতএব তুমি যে বন্ধনভ্রমে পতিত হইয়াছ তাহা দূর করিয়া দাও ইতি নবম উপদেশ।

পিত্রা সুতঃ সুবচনৈরিতি বোধিতঃ স্বং সত্যাদ্বিতীয়সুখ-বোধঘনং বিজজ্ঞৌ। এতদ্বিমৃশ্য বিদিতাদ্বয়দৃক্‌পরোঽপি স্বারাজ্য-সৌখ্যমধিগম্য ভবেৎ কৃতার্থঃ। ৫৮

পিতা কর্ত্তৃক শ্বেতকেতু এই প্রকার সুবচন দ্বারা বোধিত হইয়া নিজ সত্য অদ্বিতীয় সুখময় চিদ্রূপ বিশেষরূপে জানিলেন অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিলেন। সকল উপনিষদ তাৎপর্য্য এই কয়েকটি শ্লোক মধ্যে নিহিত আছে। ইহা বিচার করিয়া অন্য লোকও অদ্বিতীয় চিন্মাত্রজ্ঞ হইয়া আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করতঃ নিজ সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুখপ্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইবে৷

ইত্থং বাক্যাদ্বিমৃষ্টাদরণিবিমথনাদ্বহ্নিকীলেব সদ্যঃ সংভূতাখণ্ডবৃত্তি-স্তৃণমিব নিখিলদ্বৈতজালং সমোহম্। দগ্ধ্বানির্ব্বাণসংজ্ঞে নিরতিশয়-সুখে নিত্যসিদ্ধাত্মতত্ত্বে সদ্যো যাতি প্রণাশং কতকরজ ইবোদস্য পঙ্কং জলস্য॥ ৬১

উক্ত রীতিতে বিচারিত বাক্য হইতে, কাষ্ঠঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নিজ্বালার ন্যায় সদ্য উৎপন্ন অখণ্ডবৃত্তি (অদ্বয়জ্ঞান) তৃণের ন্যায় অজ্ঞান সহিত অশেষ দ্বৈত সমূহ দগ্ধ করিয়া, কৈবল্যসংজ্ঞক পরম সুখময় সনাতন আত্মস্বরূপে সদ্য লয়প্রাপ্ত হয়, কতক

বীজের চূর্ণ যেমন জলের ময়লা নষ্ট করিয়া শেষে সেই জলে লয় প্রাপ্ত হয়।

এষানাদিত্রিতাপজ্বরবিষমভবব্যাধিসম্যক্‌চিকিৎসা হ্যেষা স্বারাজ্য-সংপন্নিরবধিপরমানন্দসংদোহদোগ্ধ্রী। ভস্মীভূতং তথা স্যাং প্রভবতি ন পুনঃ কর্ম্মবীজং প্ররোঢ়ুং সন্দেহগ্রন্থিভেদাবপি চ নিগদিতা-বেতদাসাদনেন॥ ৬২

যেরূপ বায়ু পিত্ত কফ জনিত প্রকোপ জ্বর দুশ্চিকিৎস্য, তদ্রূপ ত্রিতাপ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক) জনিত অনাদি বিষম সংসার রোগের এই অখণ্ডাকারবৃত্তি সম্যক চিকিৎসা; ইহাই নিরবচ্ছিন্ন পরমানন্দময় স্বারাজ্য সম্পৎ প্রাপ্তির উপায়। এই জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে কর্ম্মবীজ পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইয়া যায়, সুতরাং কর্ম্মবীজের আর অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারে না। এই জ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা সর্ব্বসন্দেহের আধার অনাত্মতাদাত্ম্যা-ধ্যাস (আরোপ) রূপ, চিৎ (চৈতন্য) ও জড়ের যে গ্রন্থি তাহা খুলিয়া যায়, ভেদজ্ঞানও সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়।

স্বামীজীর শেষ উপদেশ—বাসনাশূন্য হও।

কলিকাতার সুবিখ্যাত লালা বাবু একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শুনিতে পাইলেন, এক ধোপানী তাহার পুত্রকে বলিল,—"বাবা, বেলা গেল, বাস্‌না জ্বালাইয়া দাও।" পল্লীগ্রামের রজকগণ কলা গাছের বাস্‌না জ্বালাইয়া কাপড় সিদ্ধ করিয়া থাকে। লালাবাবু ঐ কথা শুনিবামাত্র স্থির করিলেন যে, তাঁহার জীবন বেলার অবসান হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন-বাসী হইয়াছিলেন।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽ-মৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ কঠোপনিষৎ ষষ্ঠীবল্লী ১৪।

যে সকল কামনা মর্ত্ত্য জীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদায় যখন তিরোহিত হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হয় এবং এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। বাসনা অপূর্ণ থাকিলে, জন্মগ্রহণ অনিবার্য্য, ভগবদ্দর্শনেও নিস্তার নাই। শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইলেও, বাসনা ছিল বলিয়া ধ্রুবকে পুনরায় সংসারে আসিতে হইয়াছিল।

বেদ বলিতেছেন, ঈশ্বর তোমার হৃদয় মধ্যেই রহিয়াছেন; তাঁহাকে কিরূপে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও বলিয়া দিয়াছেন; যথা—"তং অক্রতুঃ পশ্যতি" অর্থাৎ অকাম ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পায়। আর কি হইলে দেখিতে পায়, উত্তর, বীতশোক হইলে—অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বজনবিয়োগজনিত দুঃখে বিচলিত হয় না। আর কি হইলে? উত্তর, ধাতুপ্রসাদাৎ অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হইলে। যথা—

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।—কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়া বল্লী ২০॥

মনের মননই জগৎ। সুতরাং মন ও জগৎ উভয়ে একবস্তু। বাসনাই পুনর্জ্জন্মের হেতু। এই বাসনা হইতেই সংসারবন্ধন সংঘটিত হয়। প্রতিদিন যথাবিধানে পরাৎপর পরমাত্মার স্মরণ, মনন ও উপাসনাদি দ্বারা চিত্তের মালিন্য দূর হইলেই বাসনা বিনষ্ট হইয়া থাকে। বাসনার ক্ষয় হইলে বাসনা সমূহের আশ্রয় মনও বিগলিত হইয়া যায়। পুনশ্চ এই পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ একমাত্র বাসনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া, বাসনাতেই বদ্ধ হইয়া আছে; সুতরাং বাসনার ক্ষয় হইলে, ইহার ও ক্ষয় হয়। বাসনা দুই

প্রকার, শুদ্ধ ও মলিন। যাহা নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞানময় ও অতিমাত্র অহঙ্কারশালিনী এবং তজ্জন্য পুনর্জন্ম বিধান করে, তাহাকে মলিন বাসনা বলে। ভ্রষ্ট বীজের যেরূপ অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, তদ্রূপ যাহার দ্বারা পুনর্জন্ম না হইয়া প্রাক্তনবশতঃ কেবল শরীর-ধারণ মাত্র প্রয়োজন সমাহিত হয় তাহারই নাম শুদ্ধবাসনা। শুদ্ধবাসনাযুক্ত ব্যক্তি ইহজন্মে যে যে কর্ম্ম করেন, তাহার ফল ভোগ ইহজন্মেই করিয়া থাকেন; মলিনবাসনাযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার পুনর্জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। আসক্তি থাকিতে বীতশোক বা বিগতবাসন হইতে পারা যায় না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে অনাসক্তি মূর্ত্তিমান ব্রহ্মযোগরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (বৈরাগ্যপ্রকরণ ২য় সর্গ দেখুন)। বেদ বলিতেছেন চিত্ত শুদ্ধ হইলে তবে ভগবানকে দেখিতে পাইবে। স্বারাজ্যসিদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধ কিরূপে হয় উল্লিখিত হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বলিতেছেন যে, সৎশাস্ত্র ও উপাসনাদি উপায়সহায়ে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং বাসনা-ক্ষয়ই একমাত্র চিত্তশুদ্ধির কারণ (স্থিতি প্রকরণ অষ্টাদশ সর্গ দেখুন)। বেদ বলিতেছেন বীতশোক হও। বশিষ্ঠ মুনিও ভগবান্ রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন "তুমি দৃশ্যবস্তুর অন্তরে অবস্থান করিও না; সর্ব্বদা তাহাদের বাহিরে বিচরণ করিবে। ঐরূপ বাহ্য-বিচরণই মুক্তির হেতু। পিতা মরিতেছেন, মাতা মরিতেছেন, স্ত্রী পুত্র কন্যা মরিতেছে, মরুক তজ্জন্য শোক কি? কেননা মৃত্যুই নিয়তি ও একমাত্র প্রকৃতি। তজ্জন্য শোক কি? এই প্রকার পরিকলন ও তদনুরূপ অনুষ্ঠানাদির নাম বাহ্য বিচরণ" (স্থিতি প্রকরণ ষোড়শ সর্গ দেখুন)।

বিচার দ্বারা বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, ভোগের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া বাসনাশূন্য হইবে। কিন্তু

সাবধান, রূপতৃষ্ণায় পতিত হইয়া যেন পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিও না; রসাস্বাদ করিতে যাইয়া মক্ষিকার ন্যায় যেন রসে ডুবিয়া মরিও না। মনের দ্বারাই মনের নাশ হইয়া থাকে। দৃশ্যজাল পরিহার করিলেই মনের নাশ হয়। বড় সাধ করিয়া জীব হইয়াছিলে কিন্তু তোমার যত কেন সুখৈশ্বর্য্য হউক না, সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্মশানে যাইতে হইবে—কবে কোন্ সময়ে তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই এবং সেই শ্মশানে রাজা প্রজার সমান সম্মান; ইহা যদি বুঝিয়া থাক তাহা হইলে মন যেদিকে ছুটিতেছে, সেই দিক্ হইতে গীতাকথিত (ষষ্ঠ অধ্যায় ৩৫ শ্লোক) উপায়াবলম্বন পূর্ব্বক মনকে ধীরে ধীরে ফিরাইয়া লইয়া আইস, ফিরাইতে পারিলে দেখিতে পাইবে, জগৎ নাই, কেবল সুখসিন্ধু তুমি আছ, যে আনন্দের কণামাত্র ভোগের আশায় তুমি কেবলই যাওয়া আসা করিতেছ। সংসার পরিত্যাগ করিও না, সংসারে থাকিয়া দৃশ্যজাল পরিহারপূর্ব্বক বাহিরে সন্তপ্ত হইলেও ভিতরে শীতল থাকিয়া বিচরণ করিবে। যদি দেখ কিছুতেই বিচার দ্বারা বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছ না, তাহা হইলে ভোগের দ্বারা বৈধ বাসনার ক্ষয় করিতে কোন নিষেধ নাই জানিবে। কাহার সাধ হয় ইলীশ মাছ খায়, কাহার আম খাইতে বড় ভাল লাগে। মৎস্যভক্ষণ বাঙ্গালীর পক্ষে বৈধ কিন্তু অন্য সকল জাতির পক্ষে নহে। যে বাসনা চরিতার্থ করিতে হইলে, সমাজে নিন্দিত হইতে হয়, তাহাকে অবৈধ বাসনা বলে। ভোগেরদ্বারা অবৈধ বাসনার ক্ষয় করিতে হইলে পাপভাগী হইতে হইবে। কিন্তু কলিকালে পঞ্চমকারসাধননির্দ্দিষ্ট দুই একটি অবৈধ বাসনা, সদ্গুরুর আদেশ লইয়া চরিতার্থ করা যাইতে পারে। কলিকালে ঘরে ঘরে ঐ সকল পাপ দেখা দিবে, তজ্জন্য তন্ত্রে

উহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে স্বামীজী পঞ্চমকার সাধনের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী হইয়া বিদ্যার আরাধনা না করিলে মুক্তিলাভ হয় না। কিন্তু বেদ বলিতেছেন কেবলই যে বিদ্যার (শাস্ত্রজ্ঞান বা দেবতাত্ব জ্ঞান) আরাধনা করে, সে চিরজীবন অন্ধকারেই থাকিয়া যায়। এজন্য প্রবৃত্তি-মার্গাবলম্বী হইয়া অবিদ্যার (কর্ম্ম) চর্চ্চাও করিতে হইবে। * এক্ষণে আমরা স্পষ্টই বুঝিলাম কেন স্বামীজী প্রত্যেক শিষ্যকেই সংসার পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেন। পৃথিবীতে অধিকাংশ ব্যক্তি ষোল আনা মন অবিদ্যার আরাধনায় নিযুক্ত করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন, এজন্য ধর্ম্মের জন্য সামান্য ব্যাকুলতা উপস্থিত হইলে ভাবেন, সংসার পরিত্যাগ না করিলে উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন না। কিন্তু বেদ বলিতেছেন না না তাহা করিও না। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কেই একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন, তিনি কর্ম্ম † দ্বারা মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া উপাসনা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ

* অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ-বিদ্যায়াং রতাঃ। ঈশোপনিষদ্ ৯ মন্ত্র॥

† Life is not a pleasure nor a pain but a serious matter and a duty with which we are charged and we must conduct and terminate it to our honour—Monsieur De Tocqueville.

স্বার্থপর মুক্তিলাভার্থ স্ত্রীপুত্রগণকে পথে বসাইয়া সংসার ত্যাগ করে। কিন্তু "বসুধৈব কুটুম্বকং" জানিয়া, বুদ্ধদেব বা স্বামীজীর মত পরের উপকারার্থ যদি সংসার ত্যাগ করিতে পার, দেবগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবর্ষণ করিবেন। সর্ব্বধর্ম্মের উৎপত্তিস্থল প্রাচ্য, কর্ম্মত্যাগকেই কেবল এই জন্যই সর্ব্বপুরুষার্থ বলিয়া জানে কিন্তু প্রতীচ্য কর্ম্মকেই পরমতপ বলিয়া মনে করে।

করেন। ১১ মন্ত্র দেখুন। (Lieutenant Colonel) ইউ এন্ মুখার্জ্জি (I. M. S.) মহাশয় স্বামীজীর নিকট এইরূপ শিক্ষাই পাইয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী দৈনিক বেঙ্গলী সংবাদপত্রে ভাস্করানন্দচরিত সমালোচনা করিতে যাইয়া প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথমে উক্ত সংবাদপত্রের অভিমত পাঠ করুন। স্বামীজী বিদ্যার "উপাসনা" অর্থ করিয়াছেন, অবিদ্যার অর্থ করিয়াছেন, "তুচ্ছ ঐহিক পুত্র বিত্তাদ্যকামনানুষ্ঠিতকর্ম্ম"।

গর্ভধারিণী মা, সর্ব্বপাপহারিণী গঙ্গা ত্রিলোকজননী গোমাতা ও সর্ব্বলোকচক্ষু দিবাকর এই চারিটি প্রত্যক্ষ দেবতা; তজ্জন্য অযত্নজনিত অকল্যাণের ভয়ে, স্বামীজী কোন কোন শিষ্যকে গাভীপালন করিতে নিষেধ করিতেন।

বিংশ অধ্যায়।

যতীন্দ্রস্তোত্র।

স্বামীজীর দেহান্তের দ্বাবিংশতি বৎসর পরে, ভারতীয় নানাতরু-মণ্ডিত সেই স্বর্গতুল্য (১) আনন্দবাগে গিয়া দেখিলাম যে উদ্যানের শোভা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। যেস্থানে অভ্রভেদী কয়েকটী বকুল বৃক্ষ

(১) The trees that encircled the Upaban, the buildings and the natural sceneries all combined appeared in a supernatural glow and made the place really a retreat of Heavenly Being—A. B. Patrika, April 16, 1901.

দণ্ডায়মান ছিল, সেইস্থানে এখন সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই তাল, খেজুর, নারিকেল, চন্দনাদি বৃক্ষ সকল জীবিত রহিয়াছে; কেবল নাই কলাগাছ কয়েকটি; কিন্তু শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত অমল হংসধবলকান্তি সমাধি মন্দিরের গম্ভীর বিমল শান্ত শোভা দেখিয়া মনে হইল যে স্বামীজীর পবিত্র দেহকে আপন ক্রোড়মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া মন্দিরটি যেন চির-শান্তি হৃদয় মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তজ্জন্য সংসার-সংগ্রামনিরত ত্রিতাপতাপিত মানবগণ মধ্যে কেহ কেহ মন্দিরমধ্যস্থিত ভাস্করেশ্বর শিব দর্শন করিতে আসিয়া শান্তির আবেশময় সংস্পর্শে ক্ষণেকের জন্য সকল জ্বালা বিস্মৃত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়েন এবং এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপ স্বামীজীকে সশরীরে দেখিতে না পাইলেও সুষুপ্তি সাহায্যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য মনে করেন। আর দেখিলাম স্থানমাহাত্ম্য পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; জার্ম্মাণী হইতে সমাধি-মন্দিরের ছবি প্রস্তুত হইয়া আসিয়া কাশীর সর্ব্বত্র বিক্রীত হইতেছে। ইউরোপ আমেরিকাবাসীগণ পূর্ব্বের ন্যায় এখনও সমাধি মন্দির দর্শনার্থ আনন্দবাগে আগমন করিতেছেন। ব্যাকুলান্তরে নিষ্কাম সন্ন্যাসীগণকে রাত্রিসমাগমে স্বামীজীর মূর্ত্তি-সমীপে গোপনে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া বুঝিলাম যে স্বামীজী নিজরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেও, ঐ সাম্রাজ্য মধ্যে ভক্তগণ যাহাতে সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য দ্বার পূর্ব্ববৎ উন্মুক্ত রহিয়াছে। সকাম গৃহস্থগণ ভক্তিভাবে মূর্ত্তি-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পূজা করিতেছেন (২) দেখিয়া ইহাও বুঝিলাম যে পূর্ব্বে যেরূপ ভক্তগণ

(২) তাই সমাধির উপর একটি মঠ স্থাপিত হইবে, তথায় সহস্র সহস্র হিন্দু তীর্থস্বরূপ গমনাগমন করিবেন। হিতবাদী ৬ শ্রাবণ ১৩০৬॥

তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদিগের সকল প্রকার বিপদ হইতে মুক্ত হইতেন, আজকালও তাঁহার মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিসমীপে বা তাঁহার দেহের উপর স্থাপিত ভাস্করেশ্বর শিব লিঙ্গের নিকট যোড়শোপচারে পূজাশেষে, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বিপদের কথা জানাইয়া তাঁহারা সাংসারিক সকল প্রকার দায় হইতে পূর্ব্ববৎ মুক্ত হইতেছেন। স্বামীজীর ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখিয়া পৃথিবীবাসী, ভগবদ্‌জ্ঞানে তাঁহার পূজা করিতেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্বামীজীর জীবদ্দশায় কাশীরাজ প্রমুখ ভক্তগণ কর্তৃক প্রস্তর নির্ম্মিত অসংখ্য প্রতিমূর্ত্তিসকল কাশীর এবং ভারতের স্থানে স্থানে মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঈশ্বরের ন্যায় তাঁহার উদার প্রেম ও নির্ম্মল (৩) আনন্দমূর্ত্তি দেখিয়া কাশীবাসী বলিত,—"তিনি দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বর—প্রত্যক্ষ বিশ্বেশ্বর।" (৪) গঙ্গাচরণ বেদান্তবাগীশ প্রমুখ ভক্তগণ স্বামীজীর উদ্দেশে কতকগুলি স্তব রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল স্তোত্র যতীন্দ্রচরিতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে কয়েকটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম :—

(৩) It may be asked from a practical point of view what does the life as lived by Swamiji Bhaskarananda teach? The answer is found in the words of that Christian Divine Dr. Fairburn in the sentence "In his presence I felt the power of a goodness which nothing I had seen even in Christendom surpassed." The greatest religion is to be good. The Swami lived a pure saintly good life and was thus able to create around him an atmosphere of goodness and purity, which would still restore fallen humanity for years to come. Death could not destroy a life so immaculate and though physically dead the Swami is still believed to be moulding the destinies of many men and women—Reis and Rayyet, March 3, 1906.

(৪) সঞ্জীবনী ৭ই শ্রাবণ, ১৩০৬ সাল।

কাশ্যাং প্রসাদেন বিরাজমান-
মানন্দকন্দং ভবরোগবৈদ্যং।
দিগ্বাসসং বালস্বভাবযুক্তং
তং ভাস্করানন্দমহং নমামি॥

ভবরোগ শান্ত হয় যাঁহার দয়ায়।
বারাণসীধামে যাঁর মূর্ত্তি শোভা পায়॥
সরল বালক ভাব দিগম্বর বেশ।
আনন্দের উৎস যিনি শ্রীগুরু বিশেষ॥
শ্রীভাস্করানন্দনামে জানে ভক্তগণে।
ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার তাঁহার চরণে॥

স্বভাসয়া বিভাসয়ন্ স্বভক্তহৃৎসরোরুহং,
সুদুর্ল্লভঞ্চ তদ্বিভোঃ পরং পদং প্রদর্শয়ন্।
সদা বিনোদকাননে চরন্তমত্র ভাস্করা-
দিনন্দনামকং পরং গুরুং নমামি সন্ততম্॥

যিনি স্বকীয় প্রভা দ্বারা স্বীয় ভক্তগণের হৃদয় কমল প্রকাশ করতঃ সুদুর্ল্লভ পরম ব্রহ্মের পরম পদ দর্শন করাইতেছেন (৫) সেই পরমগুরু ভাস্করানন্দ স্বামীকে আমি সর্ব্বদা প্রণাম করি।

ভবাব্ধৌ নিমগ্নানবিজ্ঞান্ ভয়ার্ত্তান,
সমুদ্ধর্ত্তুকামো য আস্তেহ বিমুক্তে।
নিরাশং কৃপালুং তমাশাবসানং,
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্॥

(৫) জ্ঞানমার্গে, ভক্তিমার্গে, যোগমার্গে ভাস্করানন্দ অসাধারণ ছিলেন। পৃথিবীর এমন জ্ঞানী পণ্ডিত বা খ্যাতনামা লোক ভারতে আসেন নাই যিনি কাশীধামে ভাস্করানন্দ স্বামীকে দর্শন না করিয়াছেন; অনেকে শুদ্ধ তাঁহাকেই দেখিবার জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন—বঙ্গবাসী ৩১ আষাঢ় ১৩০৬ সাল।

যিনি সংসার সাগরে নিমগ্ন, ভয়ার্ত্ত অজ্ঞানীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য কাশীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন, বাসনাবিহীন, কৃপালু, সেই ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি।

যদা কস্য ভাগ্যোদয়েন প্রযাতি,
স্বপদ্ভ্যাং গৃহে তদ্‌গৃহং তীর্থরূপম্।
ভবত্যম্বরাত্মম্বরং ভেদশূন্যং
যতিং সর্ব্বদা ভাস্করানন্দমীড়ে॥

স্বামীজী কোন ভাগ্যবানের গৃহে পদার্পণ করিলে তাঁহার গৃহ তীর্থস্বরূপ হয়; দিগম্বর সর্ব্বত্র সমদর্শী সেই ভাস্করানন্দ স্বামীজীকে আমি আরাধনা করি।

বিভুং বিশ্বনাথং সদোদারকীর্ত্তিং,
শিবং ভোগদং রোগকালং বিশালং।
প্রসন্নেন্দ্রিয়ং ধর্ম্মমূলং বরেণ্যং
সদা ধ্যানগং ভাস্করানন্দমীড়ে।

যিনি বিভু, বিশ্বনাথ, সদা উদার কীর্ত্তিযুক্ত, শিবস্বরূপ, ভোগপ্রদ, রোগের বিশাল কালস্বরূপ, যাঁহার মূর্ত্তি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল, যিনি সর্ব্বধর্ম্মের মূল, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সদাধ্যানাবস্থিত, সেই ভাস্করানন্দ স্বামীজীর আমি স্তুতি করি।

সদা স্বে পাদাব্জে মম কুরু রতিং পাবনতমে,
প্রসাদস্তে যস্মাত্তদুপদিশ মাং ত্বং করুণয়া।
ন জানেঽহং কিঞ্চিচ্চরণরজসস্তে সমধিকং
প্রসীদ ত্বং তস্মাচ্ছরণদ ন চান্যচ্চ শরণম্॥

আপনার চরণ কমলে আমার চিত্তকে আসক্ত করুন, আমার যেরূপ আচরণে আপনি প্রসন্ন হন, আমাকে সেইরূপ আচরণ

করিতে শিক্ষা দিন, হে শরণদ, আপনার চরণরজঃ অপেক্ষা অধিকতর আমি কিছুই জানি না, এবং আপনি ভিন্ন আমার আর অন্য আশ্রয় নাই, প্রভো! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

জীবিতাবস্থায় ষড়্‌বিংশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল আবালবৃদ্ধবনিতা কর্ত্তৃক ঈশ্বরবোধে স্বামীজী পূজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর "হায়! হায়! কাশীর প্রত্যক্ষ বিশ্বনাথ অন্তর্হিত হইলেন" এইরূপ নানা প্রকার খেদোক্তিতে সমস্ত ভারত মুখরিত হইয়াছিল (১৬২, ১৬৪ পৃষ্ঠা দেখুন)। সুতরাং ভক্তগণ তাঁহার অশেষ প্রকার বিভূতি অবলোকন করিয়া যে তাঁহার উদ্দেশে ঐ প্রকার স্তব রচনা করিবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে।

একদিন ভারতের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি লকহার্ট সাহেব আসিয়া আফ্রিদীদিগকে কি ভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সাহেবের মনে যখন আমিই এই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার আসিয়া দেখা দিল, ঠিক সেই সময়ে স্বামীজী নিকটে একটি পেনসিল্ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া সাহেবকে পেনসিলটি উঠাইতে বলিলেন। লকহার্ট সাহেব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পেনসিলটি তুলিতে পারিলেন না। পরিশিষ্টে ১৪ নং পত্র পড়ুন। তখন স্বামীজী বলিলেন,—"আপনার কোন দোষ নাই।" অসুর বিজয়ের পর যখন দেবতাগণ ঐ বিজয় তাঁহাদিগেরই এই ভাবে আপনাদিগকে মহিমান্বিত বোধ করিতেছিলেন, তখনই ব্রহ্ম তাঁহাদিগের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন; কিন্তু পূজ্যস্বরূপ কে ইনি, দেবতাগণ বুঝিতে না পারিয়া অগ্নিকে বলিলেন,—"কে ইনি তুমি জানিয়া আইস।" অগ্নি ব্রহ্মের নিকট গমন করিলে ব্রহ্ম বলিলেন,—"তোমাতে কি শক্তি আছে?" অগ্নি বলিলেন,—"পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে

আমি দগ্ধ করিতে পারি।" "ইহা দগ্ধ কর" বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি তৃণ দিলেন। অগ্নি সমুদায় বলের সহিত চেষ্টা করিয়াও তৃণটিকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তৎপরে বায়ু গমন করিলে ব্রহ্ম বলিলেন,—"তোমাতে কি শক্তি আছে?" বায়ু বলিলেন,—"পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আমি তৎসমুদয়ই গ্রহণ করিতে পারি।" ব্রহ্ম বায়ুকে একটি তৃণ গ্রহণ করিবার জন্য দিলে বায়ু অসমর্থ হইলেন। তৎপরে বরুণদেব ব্রহ্মসন্নিধানে উপস্থিত হইলে এবং ব্রহ্ম কর্তৃক কি শক্তি আছে জিজ্ঞাসিত হইলে বলিলেন,—"আমারই সাহায্যে পৃথিবীর প্রলয় হইয়া থাকে"। ব্রহ্ম বলিলেন,—"এই তৃণটিকে জলমধ্যে নিমজ্জিত করিতে পার, নিমজ্জিত কর, ভাসাইতে পার, ভাসাও।" বরুণদেব অসমর্থ হইয়া চলিয়া আসিলে ইন্দ্র ব্রহ্মের নিকট আসিবামাত্র, ব্রহ্ম তিরোহিত হইলেন। সেই সময়ে দুর্গা দেবী আকাশে আবির্ভূতা হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন "অসুরবিজয়ে আপনারা আপনাদিগকে মহিমান্বিত বোধ করিতেছিলেন, তজ্জন্য ব্রহ্ম দেখাইতে আসিয়াছিলেন যে তাঁহার শক্তিতেই আপনাদিগের শক্তি।" (বরুণদেবের কথা আমাদির রচিত)

কেন উপনিষদ্ হইতে এই গল্প উদ্ধৃত হইল।

স্বামীজী কাশীধামে রহিয়াছেন, আমরা রহিয়াছি কলিকাতায়। সহসা একদিন দিবা দুই ঘটিকার সময় দৈব বাণী শুনিয়া আমাদিগের মাতাঠাকুরাণী শিহরিয়া উঠিলেন। আমাদিগের ভগ্নী গৃহমধ্যে নিদ্রা যাইতেছিলেন, দৈববাণী এত জোরে উচ্চারিত হইয়াছিল যে, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। মাতাঠাকুরাণী বলিলেন,—"আর তোমাকে কাশী যাইতে বাধা দিব না।" আমাদের তখন দ্বাবিংশতি বৎসর মাত্র বয়স। কাশী যাইতে

যাইতে সন্ন্যাসী হইতে পারি এই আশঙ্কায় কাশী যাইবার সময় মাতা ঠাকুরাণী নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপিত করিতেন।

প্রায় প্রতি বৎসর বর্ষাকালে আমাদের মাতা ঠাকুরাণীর জ্বর হইত। যে বৎসর তাঁহার দেহান্ত হয় সেই বৎসরে বর্ষাকালে ২।৩ দিন জ্বর হইলে, সহসা স্বামীজীর এক পত্র * পাইলাম। তাহাতে অবিলম্বে মাতাঠাকুরাণীকে কাশীতে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ লেখা রহিয়াছে দেখিলাম। মাতাঠাকুরাণীকে স্বামীজী পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, আমাদিগেরও সহিত পত্র-প্রাপ্তির পূর্ব্বে আট মাস দেখা হয় নাই। পত্র পড়িয়াই স্থির করিলাম নিশ্চয়ই মাতার কঠিন পীড়া হইয়াছে। নতুবা এরূপ পত্র আসিবে কেন? ডাক্তার আনা হইলে দেখা গেল, মাতা-ঠাকুরাণীর যক্ষ্মা হইয়াছে। কাশীতে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেও বহুবিধ বিঘ্ন হেতু কয়েকদিন বিলম্ব ঘটিল। কাশীতে স্বামীজীর নিকট মাতাকে লইয়া যাইলে, স্বামীজী বলিলেন "তুমি এইখানে মর। এত সাধনা করিয়া আমার যে গতি লাভ হইবে, সেই গতি তুমি প্রাপ্ত হও।" বলা বাহুল্য কিছুদিন পরে কাশীধামে সজ্ঞানে আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া "ঐ বিশ্বনাথ" "ঐ বিশ্বনাথ" এইরূপ বাক্যোচ্চারণ করিতে করিতে মাতাঠাকুরাণীর দেহান্ত হয়।

কলিকাতা কয়লাঘাটা ষ্ট্রীটে মিলিটারী একাউণ্ট আফিসে চাকরী হইবে বলিয়া পরীক্ষা দিলাম। যে কয়টি লোক নিযুক্ত হইবে বলিয়া স্থির হইল তন্মধ্যে আমাকেও নির্ব্বাচিত করা হইল। স্বামীজী কিন্তু এই চাকরী করিতে নিষেধ করিয়া এমন এক

* নদীয়া জেলা ঝাউদিয়া গ্রাম নিবাসী, বাবু কামিনী কুমার মজুমদারের হস্ত-লিখিত।

চাকরী করিতে বলিলেন, যাহাতে নিযুক্ত হইতে হইলে অতি উচ্চ-পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সাহায্যের আবশ্যক হয়। তথাপি প্রথমোক্ত চাকরী ত্যাগ করিয়া গৃহে বসিয়া রহিলাম। যে দিবস আমরা প্রথম কর্ম্মত্যাগ করিয়া গৃহে বসিয়াছিলাম, সেইদিন পূর্ব্বোক্তসময়ে দৈববাণী শুনিতে পাওয়া যায়। যদি ঐ বাণী কর্ণগোচর না হইত তাহা হইলে কে বলিতে পারে, আমরা কি করিয়া দুই দিক বজায় রাখিতাম, কারণ একই কর্ম্ম মহাগুরু (মাতাঠাকুরাণী) করিতে বলিতেছিলেন পরমগুরু স্বামীজী করিতে নিষেধ করিতে-ছিলেন। যাহা হউক দৈববাণী শ্রবণের পর মিলিটারী আপিসের কর্ম্মত্যাগের জন্য মাতার অনুমতি চাহিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি প্রদান করিলেন। ধ্রুব পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুবলাভের আশায় তিন বৎসর যাবৎ অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি দেখিয়া, বিশেষ সামান্য একটি কর্ম্মে নিযুক্ত করেন এরূপ একজনমাত্রও আমাদিগের অভিভাবক নাই দেখিয়া, স্বগ্রামবাসী যে সকল ব্যক্তি বিদ্রূপ করিতেন, তাঁহারা পরে অসম্ভব সম্ভব হইল দেখিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। বিদ্রূপকারিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি যিনি যখন তখন, যেখানে সেখানে, এমন কি স্বামীজীর নাম পর্য্যন্ত লইয়া বিদ্রূপ করিতে বিরত ছিলেন না, তিনিই আমাদিগের স্বগ্রামের উপর বসিয়া, স্বামীজী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট চাকরী তাঁহার দেহান্তের পাঁচবৎসর পরে লাভ হইল দেখিয়া, স্বামীজীর বৃথা নামগ্রহণ হেতু অপরাধভঞ্জনার্থ তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। এদিকে যেরূপে স্থায়ীভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। স্বামীজী-কথিতকর্ম্মে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইবার পর শুনিলাম কোন এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়—যিনি আমাদিগকে তাঁহার আফিসে নিযুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া-

ছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই—তিনিই আমাদিগের স্থানে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলিলে, (আমাদিগের একটি কন্যা বিবাহ-যোগ্যা হইয়াছে ইত্যাদি) তিনিও বলিলেন তাঁহার এক পৌত্রীর বিবাহ না দিলে নয়। তৎপরে পৌত্রীকে টেবিলের সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া তিনি আমাদিগের নিকট কাগজপত্র বুঝিয়া লইলেন। এক বৎসর কর্ম্ম করিবার পর সমারোহের সহিত তিনি পৌত্রীর বিবাহ দিলেন। আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ কন্যাটী অল্পদিন মধ্যে বিধবা হইল; ইহার কিছুদিনপরে আত্মীয়টি কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে কর্ম্মস্থল হইতে চিকিৎসার্থ কলিকাতার বাটীতে আনয়ন করিতে যাইলে, তিনি বলিলেন আমাদিগকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত না দেখিয়া তিনি অন্যত্র গমন করিবেন না; ইহাতে যদি তাঁহার মৃত্যু হয় তাহাও শ্রেয়ঃ। পুত্রগণ কি করেন উপায়ন্তর না দেখিয়া, তাঁহাদিগের পিতার কর্ম্মে আমাদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে ঐ কথা জানাইলে, তিনি দয়াপরবশ হইয়া আমাদিগকে অন্যস্থল হইতে আনাইয়া (এখানেও আমরা অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিলাম) আমাদিগের আত্মীয়ের স্থলে নিযুক্ত করিলেন। আত্মীয়টি ঐ পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না; সুতরাং আমরা স্থায়ীভাবে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম। আমাদিগের সমকক্ষ দুইজন যাঁহাদিগের সহায়বল আমাদিগের অপেক্ষা প্রবল ছিল, তাঁহারা আমরা যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম, ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কর্ম্মের মালিক যিনি তিনি আমাদিগকেই যোগ্যতম পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এই প্রকার প্রত্যক্ষীকৃত অসংখ্য ঘটনার কথা আমাদিগের

জানা আছে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে একটি ঘটনার কথাও আমরা ইচ্ছা করিয়াই প্রকাশিত করি নাই। স্বামীজীর সম্বন্ধে অপরের নিকট হইতে যে সকল আখ্যান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম তাহাই পত্রাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। কিন্তু স্বামীজীর শক্তির পূর্ণ পরিচয় দিতে হইলে, সকল প্রকার ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক, ইহা ভাবিয়াই উপরে তিনটি ঘটনার আভাস মাত্র এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল। ঐ সকল ঘটনা যে সত্য তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিলাম।

স্তোত্রে স্বামীজীকে "রোগকালং বিশালং" বলা হইয়াছে। এই পুস্তকের স্থানে স্থানে কয়েকটি ব্যাধিশান্তির কথা লেখা হইয়াছে। আমরা আর একটি অতি কঠিন পীড়ারোগ্য-সংবাদ সম্প্রতি (১৩২৮ সালে) প্রাপ্ত হইয়াছি। বঙ্গদেশের বিখ্যাত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে লিখিয়াছেন:—

"আমার স্ত্রীর পেটের মধ্যে Tumour (আব্) হইয়াছিল। যাহা খাইতেন বমি হইয়া যাইত। অনেক চিকিৎসার পর তাঁহাকে শেষে স্বামীজীর নিকট লইয়া যাইলে, তিনি আমার স্ত্রীর পৃষ্ঠের উপর হাত দিয়া বলিলেন "—মা, আমি তোমার সকল রোগ লইলাম।" রোগিনীর ভক্তি অসাধারণ। তিনি সেই অবধি কোন ঔষধ খাইলেন না; বলিলেন, স্বামীজী যখন বলিয়াছেন তখন আমি অবশ্যই আরোগ্যলাভ করিব। তৎপরে তিনি সুস্থ হইলেন যদিও জীবনের কোন আশা ছিল না। পরে একটি পুত্র হইল; নাম ভাস্করদেব রাখা হইয়াছে।" পুত্রটির স্বামীজীর আকৃতির সহিত সাদৃশ্য আছে।

স্তবে স্বামীজীকে বিভু * বিশ্বনাথ বলা হইয়াছে। আনন্দবাগে প্রত্যহ সহস্রাধিক লোক আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইলেও, যদি কোন দিন তিনি পদব্রজে কাশীর কোন ভক্তের গৃহে গমন করিতেন, তাহা হইলে চলিতে চলিতে ক্রমশঃ পথ এত অধিক জনসমাকীর্ণ হইত যে, অপর লোকের পথ চলা বন্ধ হইয়া যাইত।†

আমরা মুকুন্দ বাবুর 'সদালাপ' পুস্তক হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:—

কাশ্মীরের মহারাজ স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিয়া বলিলেন,—"প্রভো! আমাকে এমন কোনরূপ আদেশ করুন যাহা পালন করিয়া আমি আমার জীবন সার্থক করি।" স্বামীজী বলিলেন "তোমার রাজ্যে কর্ত্তব্য পালন কর। প্রজার সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা কর। ইহার অপেক্ষা পবিত্রতর সুতরাং আমার প্রিয়তর কর্ম্ম কিছুই নাই। প্রত্যেক মনুষ্য নিজের কর্ত্তব্য পালন করিলেই পৃথিবীর সকলেরই তৃপ্তি এবং বিশ্বাত্মারও তৃপ্তি হইয়া থাকে।" (সদালাপ ২৩)॥ স্তোত্রে "সমং সুবর্ণং সিকতা চ যস্য" "সুবর্ণ ও বালুকা যাঁহার চক্ষে সমান" লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ যথা:—

"একদিন কাশ্মীরের মহারাজ এবং দ্বারবঙ্গের মহারাজ স্যার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ যথাক্রমে এক সহস্র সুবর্ণ মোহর এবং দুই হাজার

* And sure enough, he came; and I saw him—that object of the worship of millions. It was a strange sensation and thrilling. I wish I could feel it stream through my veins again. More Tramps Abroad—Mark Twain.

† If one whom we recognised and adored as a god should go abroad in our streets and the day it was to happen was known, all traffic would be blocked and business would come to a stand-still—More Tramps Abroad.

টাকা নজর দিয়াছিলেন। স্বামীজী মোহর ও টাকাগুলি ছড়াইয়া তাহার উপরে বসিয়াছিলেন। টাকা ও মোহর লইয়া গায়ে পিঠে ঠেকাইয়াছিলেন। পরে তাঁহার স্বাভাবিক মধুর হাসির সহিত বলিয়াছিলেন "এবার এ সব লইয়া যাও। আমার একটা কৌপীন নাই যে তাহার ভিতর দুইটা পূরিয়া রাখিব।" ঐ টাকা আনন্দ-বাগের বাহিরে স্বামীজীর আদেশানুসারে বিতরিত হইয়াছিল"। (সদালাপ ২৩]

নিম্নের কথাটি সদালাপে না থাকিলেও আমরা মুকুন্দ বাবুর মুখে শুনিয়াছি। স্বামীজী বলিয়াছিলেন "হরিরলোটের ধরণে টাকা ছড়াইয়া দাও; অনেক দরিদ্রের একটু ভাল করিয়া খাওয়া হইবে এবং আমিই সেই আস্বাদ পাইব।"

মহাদেবের অপর একটি নাম ত্রিনেত্র। ১২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত অম্বিকা বাবুর পুত্র পাতু ও ১৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত কৃষ্ণধন বাবুর এক পুত্র একদিন আনন্দবাগে মন্দিরের রকের উপর উঠিয়া কলহ করিতে লাগিল; শেষে উভয়ের মধ্যে মারামারি আরম্ভ হইল। বালক দুইটির পিতৃদ্বয় যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু উহারা কলহ হইতে বিরত হইল না। স্বামীজী বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইও না; যাহা করিবার, আমি করিতেছি।" পরক্ষণে দেখা যাইল, স্বামীজীর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থ স্থান বা তাহার অল্প উপর হইতে দুইটি নীলবর্ণ অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া বালকগণের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তদ্দণ্ডে বালকদ্বয় কলহ ত্যাগ করিয়া মন্দিরের রকের উপর উপবিষ্ট হইয়া হাস্য করিতে লাগিল।

ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য উপনিষৎ সমূহ, মাণ্ডুক্যকারিকা, ও ঋদ্ধিনাম্নী স্বামীজীকৃত টীকা এবং স্বারাজ্যসিদ্ধি নামক পুস্তক ও

তাহার স্বামীজীকৃত টীকা, অম্বিকা বাবু অজস্র অর্থব্যয় করিয়া মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সহস্র সহস্র স্বারাজ্যসিদ্ধি ও পূর্ব্বোক্ত উপনিষৎ সমূহ স্বামীজী কর্ত্তৃক দেশদেশান্তরে বিতরিত হইয়াছিল। অম্বিকাবাবু স্বামীজীকে প্রায়ই বলিতেন "বাবা পাতুকে দয়া কর।" পাতুর প্রতি এই প্রকারে দয়া প্রকাশ করিয়া স্বামীজী অম্বিকাবাবুকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

সদানন্দদেহং পরানন্দকন্দং, যতিস্তাস্করানন্দমীশং প্রসন্নং।
ভবেদ্‌যস্য সান্নিধ্যমাত্রেণ জন্তুশ্চিদানন্দরূপো গুরুং তং নমামি॥

যাঁহার দেহ সদানন্দময়, যিনি পরমানন্দের মূল বা আকরস্বরূপ, যাঁহার সন্নিধিমাত্রে জীব চিদানন্দময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, * সেই প্রসন্নাত্মা যতীশ্বর ভাস্করানন্দ ঈশ্বরকে আমি প্রণাম করি।

মহাদেবঃ শুক্লো বদতি ভবতাপানলকৃশান্
জনান্ কাশীবাসং ঝটিতি সুখসিন্ধুং সুকৃতিনঃ।
জনা জ্ঞানায়ৈবং ভজত ভবপোতং সুকৃতিনং
যতীন্দ্রং সানন্দং পরমমমলং তং খবসনম্॥

ভবতাপানলে অভিতপ্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি মহাদেব শুকুল নামক ব্যক্তি বলিতেছেন যে, হে সুকৃতি ব্যক্তিগণ যদি আপনাদের জ্ঞানপ্রাপ্তির অভিলাষ থাকে তাহা হইলে পরম অমল সুখসাগরস্বরূপ আনন্দযুক্ত ভবসাগরের নৌকাস্বরূপ, যতীন্দ্র ভাস্করানন্দের শরণাপন্ন হউন।

---

* সমগ্র উপনিষদ তাঁহার রসনাগ্রে ছিল, তাঁহার [illegible]তত্ত্ব ব্যাখ্যায় শ্রোতা মুগ্ধ ও ব্রহ্মস্বরূপে লীন হইত, তাঁহার উদার প্রেম [illegible] মুসলমান খ্রীষ্টানকে সমভাবে আলিঙ্গন করিত। সঞ্জীবনী ৫ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল।

স্বামীজী সশরীরে বর্ত্তমান না থাকিলেও ভক্তগণের মানসচক্ষু হইতে অন্তর্হিত হন না; এই কথা যে সত্য, তাহা স্বামীজীর ভক্তমাত্রেই স্বীকার করিবেন। পৃথিবীবাসীর আচরণ হইতেও বুঝিতে পারা যাইতেছে, নতুবা প্রত্যহ আনন্দবাগে এখনও এত লোকসমাগম হইবে কেন? এখনও মধ্যে মধ্যে আনন্দবাগমধ্যে "যথাঞ্জসাজ্ঞানমপারবারিধিং সুখং তরিষ্যামি তথানুশাধি মাং" "যাহাতে সহজে অপার অজ্ঞান সমুদ্র পার হইতে পারি, আমাকে সেই প্রকারে চালিত করুন" শব্দ উচ্চারিত হইতেছে শুনিতে পাওয়া যায়।

কাশীসমাজশিরোরত্ন কাশীর মহারাজ ও মহারাণী বৎসরের কোনও নূতন ফল সর্ব্বাগ্রে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, দুর্গাজী ও স্বামীজীকে না পাঠাইয়া ভক্ষণ করিতেন না *। কারণ, কাশীধামেই তাঁহাদিগের নিবাস, তাঁহারা বিশেষরূপে জানিতেন যে স্বামীজীই সেই বিরাট মহাপুরুষ, যাঁহার ইচ্ছায় † বা অনুগ্রহে, অজ্ঞানাচ্ছাদিত ব্যক্তিগণের অন্তরে আত্মজ্ঞানের উদয় হয় এবং যাঁহার দয়ায় অবিদ্যা নাশ প্রাপ্ত হয়।

প্রসাদার্থং যত্নাত্তব নুতিরিয়ং যদ্যপি কৃতা
বিচারেঽস্থ ব্যর্থা পৃথুরপি বিভাতীশ মম তু।
গুণো যস্মিন্ যাদৃক্কথয়তি জনশ্চেত্তদধিকং
প্রসাদঃ স্যাৎ তস্মিন্নিহ তু নহি তস্যাস্ত্যবসরঃ॥

* পরিশিষ্টে ৪ নং পত্র দেখুন।

† উদেতীচ্ছয়া যস্য গূঢ়াত্মভাবো, নৃণাং মানসেঽজ্ঞানরুদ্ধাত্মনাস্তু।
ব্যরংসীদবিদ্যাপ্রভাবো যতস্তং ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশং॥
শ্রীগঙ্গাচরণ বেদান্তবাগীশেন বিরচিতং ভাস্করানন্দাষ্টকং ৫ স্তোত্র।

আপনাকে সুপ্রসন্ন করিবার জন্য বহুযত্নে এই স্তব করিলাম বটে কিন্তু এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতেছি যে, এই বিস্তারিত স্তবও ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ ইহা আপনার সম্পূর্ণ অনুপযোগী; যখন কেহ কাহারও স্তব করে, তখন গুণাধিক্য বর্ণনা করিয়াই স্তবকারীর তৃপ্তি হইয়া থাকে কিন্তু ভবদ্বিষয়ে গুণাধিক্য বর্ণন করিবার অবসর নাই; আপনার ক্ষমতা ও গুণ অসীম সুতরাং তাহার আধিক্য দূরে থাকুক, স্বরূপ বর্ণন করাও অসাধ্য।

স্বামীজীর ক্ষমতা যে অসীম ছিল, তাহার আর একটি উদাহরণ দিয়া আমরা গ্রন্থের উপসংহার করিব। অযোধ্যার মহারাজকে গৃহে যাইতে না দেওয়ায় (৯১ পৃষ্ঠা দেখুন) তিনি আনন্দবাগমধ্যে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি সমীপে ধ্যান মগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময়ে স্বামীজী তথায় যাইয়া বলিলেন—"চল মহারাজ, দুর্গাকুণ্ডের দিকে বেড়াইতে যাই।" ইহা বলিয়া রাজাকে লইয়া আনন্দবাগের পার্শ্বস্থ দুর্গাকুণ্ড সমীপে উপস্থিত হইয়া, স্বামীজী রাজার হস্তস্থিত বহুমূল্য অঙ্গুরীটি লইয়া কুণ্ডের জলে নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ তার প্রাপ্ত হইয়াও সময়ে অযোধ্যায় উপস্থিত হইতে না পারায় বিশেষ ক্ষতি হইবে বুঝিতে পারিলেও মনোমধ্যে কোন প্রকার উদ্বেগের উদয় হইতে দেন নাই। এক্ষণে অঙ্গুরীটি যাইল দেখিয়া স্বামীজীকে কিছুই না বলিয়া পার্শ্বস্থ একটি লোকের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে স্বামীজী মহারাজকে বলিলেন "তোমার সহিষ্ণুতা দেখিয়া আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। জলমধ্যে যে স্থানে ইচ্ছা হস্ত নিমজ্জিত কর, তৎক্ষণেই তুমি তোমার অঙ্গুরীটি পাইবে।" মহারাজ স্বামীজীর ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার জন্য দুর্গাকুণ্ডের এপারে অঙ্গুরীটি নিক্ষিপ্ত হইলেও অপর পারে গিয়া জলমধ্যে হস্ত নিমজ্জিত করিলেন। দুর্গাকুণ্ড একটি বৃহৎ জলাশয়;

তথাপি হস্ত উত্তোলিত হইলে সকলে দেখিলেন, এক মুঠা অঙ্গুরী উঠিয়াছে; কোনটি তাঁহার অঙ্গুরীর মত, কোনটি তাঁহার অঙ্গুরীর অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান। স্বামীজীকে পরিত্যাগ করিয়া অপর পারে যাওয়ায় ঐ সকল অঙ্গুরীর মধ্যে কোন্ অঙ্গুরীটি তাঁহার, মহারাজ স্থির করিতে না পারিয়া স্বামীজীর নিকট যাইলে, স্বামীজী মহারাজকে তাঁহার অঙ্গুরীটি প্রত্যর্পণ করিয়া অপর অঙ্গুরীগুলি দুর্গাকুণ্ডের জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিলেন। অনেক সন্ন্যাসী এই ঘটনা দেখিয়াছিলেন এবং অদ্যাপি সন্ন্যাসী মহলে অলৌকিক শক্তির কথা উপস্থিত হইলে, সর্ব্বাগ্রে এই কথাটি উত্থাপিত হয়। অযোধ্যার মহারাজ কর্ত্তৃক লিখিত পরিশিষ্টে ৩ নং পত্র দেখুন।

স্বামী প্রকাশানন্দ সরস্বতী স্বামীজীর উদ্দেশে যে স্তব রচনা করিয়াছিলেন তাহা হইতে নিম্নে একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

দুর্ব্বারসংসারদাবাগ্নিতপ্তং দোধূয়মানং দূরদৃষ্টপাতৈঃ।
ভাতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ শরণ্যমন্যং যদহং ন জানে॥২

আমি দুর্ব্বার সংসাররূপ দাবাগ্নিদ্বারা অভিতপ্ত, দুরদৃষ্টরূপ বাত্যাভিঘাতে হতবুদ্ধি ও ভীত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি করুণাদানে আমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন; প্রভো! আপনি ভিন্ন আমার অন্য কোন আশ্রয় নাই।

বাস্তবিক নিষ্কাম যে কোন ব্যক্তি শান্তি-প্রার্থী হইয়া তাঁহার শরণ লইতেন, তিনিই চিরকালের জন্য শান্তি-রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিতেন।* "কোন দেশে

* ইহা কেবল কথা নহে। বঙ্গের কৃতী সন্তান Lieutenant Colonel U. N. Mukherji I. M S. মহাশয় লিখিয়াছেন :—"There was one side of his character which would be remembered with grati-

কোন জাতিতে কোন যুগে স্বামীজীর ন্যায় এমন আর কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন নাই, যিনি যুগপৎ সর্ব্বজাতি-ধর্ম্ম-দেশ নির্ব্বিশেষে সমভাবে সম্মানিত ও সেবিত। অতীত সাক্ষী ইতিহাসের ক্রোড়ে জগতের এক ভাস্করানন্দ বুঝি সেই অদ্বিতীয় অমূল্য রত্ন।" †

---

tude by almost every one who had ever come in contact with him viz,—he could bring peace and consolation to any body who came to him in search of either. To crowds of men and women, who flocked to him every day, his words nay his presence was "ananda"—joy and few left him without feeling, if not actually being, the better for seeing and hearing him. No man showed greater disregard to mysticism; but here was a living mystery that surpassed every other."—গ্রন্থের প্রথমে বেঙ্গলী সংবাদপত্রে ভাস্করানন্দচরিতের সমালোচনা পাঠ করুন।

মুখার্জ্জি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন "পন্থা" পত্রিকায় জনৈক রাণী ও ঠিক ঐ কথাই লিখিয়াছেন। "জগতের গুরু হয়ে, তুমি এসেছিলে লয়ে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরিতে, গেলে তুমি দেখাইয়া, সারা বিশ্ব কি করিয়া পারা যায় আপন করিতে।

Mysticism সম্বন্ধে রাণী লিখিয়াছেন:—"নির্ব্বিকার সর্ব্বত্যাগী জন। তবু কি মোহিনী বলে, ওই চরণের তলে, এক হ'ত নিখিল ভুবন।"

The oriental ascetic is not in general a character with which the western mind has much sympathy. Yet the personality of the venerable Swamiji Bhaskarananda who died at Benares shortly after midnight on Sunday was one which interested Englishmen no less than it dominated the Swamiji's own countrymen. This Ascetic of the ascetics who had long ago passed so far on the way to Nirvana that no human contamination could any longer touch him, was as far above considerations of caste as the pariah is below, was a man of high intellectual powers, who took a keen interest not only in the affairs of India but in the politics of Europe and from whom an English visitor always received a most cordial welcome—The Pioneer, Allahabad.

† "যশোহর পত্রিকা" ৪ঠা মাঘ ১৩১২।

পরিশিষ্ট।

স্বদেশীয় দর্শক ও ভক্তবৃন্দ।

পণ্ডিত রায় মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ কাশী, পণ্ডিত ভগবান দাস জজ পাটিয়ালা হাইকোর্ট, সৈয়দ আলি নাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ কাশী, মহম্মদ গোলাম তহশীলদার কাশী, মহম্মদ আতাহি আলি উকিল লক্ষ্ণৌ, পণ্ডিত শঙ্করপ্রসাদ জজ মির্জাপুর, রাও বাহাদুর দশা জীবজী এদাল বহরাম (M. B) সুরাট, খাঁ বাহাদুর সের খাঁ মুন্দরীবন্দর বোম্বাই, রাও সাহেব ঈশ্বরীপ্রসাদ (Executive) ইঞ্জিনীয়ার মধ্যপ্রদেশ, পি সি জিনার বংশ কলম্বো লঙ্কাদ্বীপ, জে এন্ উনওয়ালা এম্ এ, প্রিন্সিপ্যাল সম্বলদাস কলেজ গুজরাট, ই এ খণ্ডকার ব্যারিষ্টার কলিকাতা হাইকোর্ট, মহারাজ কুমার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর কলিকাতা, বাবু নীলমাধব রায় জজ স্মল কজ্ কোর্ট কলিকাতা, মহারাজা জগমোহন সিংহ (C. I. E.) চন্দাপুর, বাবু পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জমিদার উত্তরপাড়া, বাবু জনার্দ্দিন গজেল (B. L.) দেওয়ান বরোদারাজ, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান কাশীরাজ, মাতাপ্রসাদ সেশন জজ্ গাজীপুর, রায় বাহাদুর ওমান জজ স্মল কজ্ কোর্ট জব্বলপুর, শ্রীযুক্ত এম বিনীতা-ছিলাম পেনতুলিয়া জমিদার বিজিয়াপত্তন মাদ্রাস, বাবু রামাবতার সুন্দর জজ্ গণ্ডা, কাশীধামের বিখ্যাত ধনী রায় বলভদ্র দাস বাহাদুর, কাশীর সুপ্রসিদ্ধ মহাজন বাবু গোবিন্দ দাস ও রায় বাহাদুর বাবু বলদেব বক্স, শিয়ারশোলার রাজা দক্ষিণেশ্বর

মালিয়া, মদনমোহন মানপুরাম দক্ষিণ মালয় (Malay Peninsula), পণ্ডিত প্রেমনাথ (Examiner) পাবলিক ওয়ার্কস্ পাঞ্জাব, শ্রীযুক্ত কে জি কুপ্পু-স্বামী সব্ জজ্ কোকনদ মাদ্রাস, এইচ মিত্র এল সি ই (L. C. E.) এসিস্‌ট্যাণ্ট কন্‌জারভেটার বনবিভাগ সিন্ধুপ্রদেশ, বাবু বলরাম প্রসাদ জজ্ সিনা দক্ষিণ ভারত, শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর মিশ্র (C. S. I.) ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্-টার বস্তি (যুক্তপ্রদেশ), মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (C. I. E). রাজা তেজ সিংহ মৈনপুরী, রায় রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর ইন্‌জিনীয়ার উত্তরপাড়া, বাবু মন্মথ নাথ মল্লিক ওয়েলিংটন স্কোয়ার কলিকাতা, বড় লাট সাহেবের দেওয়ান বাবু ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা, বাবু বেণীমাধব বাজপেয়ী সব্‌জজ্ সীতাপুর, বাবু স্বানন্দপ্রসাদ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ বালিয়া, রাজা বিজয়সিংহ কোটা রাজপুতানা, মহারাজা যাদবেন্দ্র সিংহ অনচেরা ও নাগোধ, বাবু প্রসন্নকুমার কারফরমা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, বাবু মোহনলাল জজ্ স্মল কজ্ কোর্ট কাশী, মহারাজা গিরিজানাথ রায় দিনাজপুর, মহারাজা যশোবন্ত সিংহ সালেম মধ্য ভারত, রাজা বিজয়চাঁদ বিলাসপুর শিমলা, বাবু দেবেন্দ্রনাথ রায় মুন্‌সেফ্ আরা, রাজা রামেশ্বর বক্স সিং রায় বেরিলী, বাবু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকো কলিকাতা, বাবু মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় সব্‌জজ কাশী, শ্রীল্ বিজিয়া রাম গজপতি বিজিনাগ্রামের মহারাজা, বাবু অনন্তরাম সবজজ্ বাণ্ডা, মহারাজা কাঠীওয়ার, মিঃ দ্বীপ নারায়ণ সিংহ ভাগলপুর, বাবু প্রমোদা দাস মিত্র কাশী, কালিকা দাস দত্ত রায় বাহাদুর, কুচবিহার। রাজা প্রতাপসিংহ, প্রতাপগড় অযোধ্যা। রাও সাহেব মাতাদিন শুকুল (Excutive) ইঞ্জিনীয়ার

কাচার। পণ্ডিত জগমোহন লাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কাশী। পণ্ডিত বঙ্কেলাল জজ মির্জ্জাপুর। পণ্ডিত জওয়াহির লাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট জালম। কালীদত্ত দুবে এম, এ, হেড মাষ্টার বেরিলী। স্বাধীন রামপুর রাজ্যের মুসলমান অধিপতি। ইত্যাদি॥

ভারতবর্ষ (INDIA).

Sir J. D. La-Touche Lieutenant Governor of the United Provinces of Agra and Oudh. Sir John Woodburn, Lieutenant Governor of Bengal. Sir Charles Sargent Chief Justice, Bombay High Court. The Hon'ble F. A. Slacke Member Bengal Government. Sir William and Lady Lockhart, Commander-in-chief of India. The Hon'ble R. G. Hardy Chief Secretary, Government of the United Provinces. Surgeon Colonel W. Warburton. M. O. Inspector-General of Civil Hospitals, U. P. Mrs Era Davidson—Assam. Mr. J. C. Faunthorpe C. S. Magistrate Ballia. Mr W. H. L. Impey Secretary U. P. Government Allahabad Lieutenant Colonel T. M. Jenkins, Deputy Commissioner Burma. Mr. R. H. Renney C. S Deputy Commissioner, Palamau. Mr. Alfred De-Meadorca David—Judge of the High Court, Goa. Mr. H. L. Stephenson C. S. Magistrate, Sahabad, Arrah. Colonel H. Turner, Commissioner Fyzabad. Mr. F. B. Tylor C. S. Judge of Moorshidabad. Mr. W. H. Steel Deputy Commissioner Punjab. Mr. H. F. Maguire C. S. Collector of Bogra. Mr. W. Porteous E. S. A. G. Commissioner of Poona. Mr. R, M. Waller C. S.

Commissioner, L. Bengal. Mr. F. C. Channing C. S. Judge Punjab. Mr. I. G. Laurimer C. S. Abottabad Punjab. Mr. P. R. Kennedy C. S Collector, Moorshidabad. Mr. W. S. Miner C. S. Madras. Dr. Harold T Wills M. A. B. S. C. Travancore. Drs. Lorma M. Breed M. D., The Nizam's Dominions. Dr. Henry Soltan L. R. C. S. Ootacamund. Dr. C. F. Ponder M. B. C. M. Darjeeling. Dr. H. M. Clark, M. D. C. M. Amritsar. Miss. Margaret M. Killae M. B. C. M. Indore. Dr. C. S. Durand M. D. Harda C. P. Dr. R. H. Maddox, Surg Cap. I. M. S. Dr. P. G Scott. C. E. Howrah. Dr. S. I. Gresham C. E. Calcutta. Surgeon Major General A. F. Bradshaw. R. M. O. H. M's Forces, India. Surgeon Lieutenant Colonal R. Exham I. M. S. Dr. F. W. Parker R. N. H. S. Bombay. Major H. F. S. Ramsden Secretary, Military Department, India Government, Simla. Lieutenant Colonel and Mrs. Hemming, 5 Dragoon Guards. Major General J. Walsh P. M. O. Bengal Command. Major General G. Bird. Captain and Mrs. Wright, 10. B. Infantry. E. Vredenburg Superintendent, Geological Survey of India. Mr. Klobukowski—Consul General de. France, Calcutta. Mr. J. B. Bradaon Dy. Acct. General P. W. D. Calcutta. Archdeacon of Lucknow. Bishop of Allahabad. Mr. and Mrs. Ham, Post-master-General, Lucknow. M. Girod Esq. Governor of Pondicherry and Chandernagore. Mr. N. Priestly, District Traffic Superintendent B. B. and C. I. Ry.

Mr. and Mrs, Simpson, Health Officer Calcutta. Captain I. L. Kaye—Resident, Cashmere. Mr. R. R. Gales, Executive Engineer Punjab. Mr. L. Harry, James Secretary to Government of India, Legislative Department. Sara Roberts wife of the Commissioner, Benares. C. H. Berthoud Joint Magistrate, Benares. &c. &c.

বিদেশীয় দর্শক ও ভক্তবৃন্দ।

ইংলণ্ড (England).

Duchess of Cleveland—Battle Abbey. Lord and Lady Rayleigh, Sterling Palace, Witham, Date of Visit 20. 1. 1898. Lord and Lady Methuen—Major-General, Corsham Court. Lord and Lady Manners—Ringwood. Earl and Countess Brownlow. Sir Frederic Pollock, Bart, Corpus Professor of Jurisprudence, Oxford. Bishop Barry—Chaplain to H. M. Queen Victoria. Mrs. Barry—Windsor Castle. Mr. James Caldwell M. P. London. E. W. Beckett, M. P. Leeds. J. Parker Smith M. P. for Lanarshire. Dr. F. W. Lawrence, Fellow of Trinity College, Cambridge. Dr. Edwin Chill, M. D. London. Dr. H. Lewis J. P. D. L. S. C. Cardiff. Dr. H. M. Caite A. M. I. C. E. London. Dr. Harbert H. Raphael. J. P. L. L. B. B. A. London. Dr. A. W. Bedford, M. A. Vicar of All Hallends London. Dr. Robert Walker, F. R. G. S. Leicester. Lieutenant-Colonel W. Clement—Ringwood. Lieutenat-Colonel Mr. and Mrs. Turnbull, London. Lieute-

nant-Colonel G. A. Percy London. Lieutenant-Colonel F. W. Robinson Shropshire. Colonel Walker—London. Colonel Preston—Plymouth. Colonel and Mrs. Fenner, Picadilly. Colonel Hegan Kenard M. P. Lymington. Surgeon Major W. P. Feltham, Leeds. Surgeon-Colonel W. F. Center, Deputy Surgeon-General London. Major M. Edwards, 75th Highlanders, Norfolk. Captain T. Da Evans, 20th Hussars The Honourable Sir Henry Halford Bart. C. B. Avonside, Berford, Warwickshire. Mr. Andrew Pears of Pear's Soap Co. Mr. Freemantle, Private Secretary to the Chancellor of the Escheqner. Daughter of Sir Arthur Kekewich, one of the Judges of H. M. the Queen Victoria. Mr. W. Showell, Judge, Stowerbridge. &c. &c.

স্কট্‌ল্যাণ্ড (Scotland).

Lady Carnegie, Sister-in-law, Lord Elgin Viceroy and Governor-General of India. Marquiss of Bredalbane. Marchioness Bredalbane. The Hon'ble Dr. J. C. Walker Edinburgh. The Hon'ble Sir John Laing Kt., M. P. Dundee. The Hon'ble J. Martin White M. P. Dundee. The Hon'ble Dr. Corbett—Glasgow. Dr. Robert Munro, M. D. F. R. S. C. Secretary of the Society of Antiquarians Edinburgh. Dr. Mitford, Chaplain to Her Majesty the Queen Victoria, Edinburgh. Dr. William Bailey, J. P. Allva, Chief Magistrate and Chairman Parish Board. &c. &c. &c.

আয়র্লণ্ড (Ireland).

Earl of Rosse. Birr Castle, Parsonstown. Mary Hayden, F. R. U. I. Dublin. Dr. W. S. Kennedy, M. B. Dublin. Master John Leo, Kilkenny. &c. &c. &c.

ফ্রান্স (France).

Charles Kalais—President-de-France. de Tonquin. Prince Casetacuzena—Paris. Countess Watch-miester. Baron Regnault de Versailles, Chesney. Prince Bajudar—Paris. Countess Marie Pominska. Nee Jaroszynska, Boulogne Podolie. Count Etiene Pominska 17. 1. 98. Viscount L' Ole Nantois—Paris. Baron Oberkamp—Paris. Prince Pierre d' Orleans at Bragance. 20. 2. 98. Marquis de Frotte—Paris. Justice J. Marcel—Havre. Prof. A. Foucher University Paris Came again in Feb. 1897. &c. &c. &c.

জর্ম্মানি (Germany).

Count Oriola—Hamburg. Baron Oberst Krof (Berlin). Baron Le Henning Winckel, Dresden. Prince H. H. of Plest. Count Frick Von Frickustien. Baron Seidtiffe, German C. S. Berlin. Count V. Srovesoski—Bremen. Count Ernest Lippe,—Dresden. Count Westphalen. Baron G. Schrocke, Hamburg. 27. 2 1898. General Tapp—Dusseldorf. Professor

Dr. V. Goldsch—Hiedelburg. Professor Dr. Ferdinand—Lipzig. Dr. John M. Vourste H. I. G. D. B. Berlin. Dr. Herman Gilkan, General Council Berlin. Dr. C. T. Wynaendts Franckey D. Sc.—Berlin. Dr. A. Gold Licher—M. D.—Lipzig. Gruf Bismark Potsdam. &c.

অষ্ট্রিয়া (Austria).

Count F. D. Harnoncours—Vienna. Baron Lazarini, Banjubitter. Baron A. Rumerskinch, Vienna. Dr. Rudolt Seykora, Vienna. Captain O. Wallner—Vienna. &c. &c.

ইতালী (Italy).

Count Ugo Cohen—Rome. Count Fritz Isoch Bery, Florence. Dr. Primo Lanzoni, Professor at the Royal Superior School of Venice Italy. Dr. G. Levis, Florence. Signor & Signoress Peliti Carignano. Countess Ugo Cohen Rome. Trg Alfredo Dalgat, Livorno 31. 1. 98. &c. &c. &c.

রুষিয়া (Russia).

The Present Emperor of Russia Nicholas (as Czarwitch). Count Ladislas Tormogski—Warsaw. General of Russian Artillery—James Pupoff De. Norvele. 2. 3. 98. Colonel Waldemar J.'

Alftban, Tiflis. Captain N. Novitsay, of the Russian General Staff Petersburg. Alexander Vigornitsky—Petersburg. &c. &c. &c.

হলণ্ড (Holland).

Count G. H. Van Heek Euschede. Dr. A. G. Banner Amsterdam. Eng. Dubois Medical Service. &c. &c. &c.

নেথরলণ্ড (Netherland).

O. Capadoce.

ডেনমার্ক (Denmark).

Emil Holm, Afesperson, Copenhagen. Mrs. Josepha North, Copenhagen. Captain N. A. Schjorring, Copenhagen.

পর্টুগাল (Portugal).

Adriano De Pa. Dr. H. De Brior Lisbon. &c. &c.

সুইজারলণ্ড (Switzerland).

P. E. Sarasin, Geneva. Mrs. Juies Neher, Zurich. Dr. Carle Meyer, Zurich. &c.

অষ্ট্রেলিয়া (Australia).

Count Nako. Count Wickenbury. Sir Richard and Lady Baker K. C. M. G. S, President of the Legislative Council of South Australia. The Hon'ble

Glo Riadoctr, M. P. Australia South. John H. Baker—Commissioner of Lands—Wellington N. Zealand. Dr. Liversidge, Professor of the University of Sydney. &c. &c.

তুর্কী (Turkey).

Mr. and Mrs. Luther Short, Consul General Constantinople. N. Zahchi, Constantinople. Admiral Ahmed Bateb Pasha, A. D. C. to His Majesty the Sultan of Turkey. &c. &c.

নিউজিলণ্ড (New Zealand).

Countness Kiglerich. Chas. F. Minnit, Auckland. &c.

হন্‌গারী (Hungary).

Countness Estevhazi. &c.

আফ্রিকা (Africa).

TRANSVAL.

Mr. and Mrs. James Hay, Jahannesburg. Miss Florence Pearle, Pretoria. Dr. John Wikerk, M. B. Jahannesburg. Geo. J. Heys, Pretoria. Edward Osborne Cape Town. &c.

সুমাত্রা (Sumatra).

Dr. L. Martin. Marie Martin Deli.

বরনিও (Borneo).

E. Percival France P. M. O. Sarawak.

নরওয়ে (Norway).

Professor and Mrs. Rapender, Delegated from Norway to see the Holy man. &c.

সুইডেন (Sweden).

North Geoghegan Dariden Stockholm. &c. &c.

আইসল্যাণ্ড (Iceland).

G. H. Bruce, Sandlodge. Homer Lockwood, Do.

চীন (China).

John Lewin, 64 Queen's Road, Central Hongkong. Cumin Griffburg, Canton. A. J. Easton, Shanghai &c. &c.

বেলজিয়ম (Belgium).

Mrs. Alexandra Myria, Brussels. Jos Hellemans, Antwerp. Jules De Bernard de Fauconval, Consul General, Brussels. Dr. E. M. V. Dahooni, Brussels. A. May Egineer Brussels.

জেরুজেলাম (Jerusalem).

Rev. Theodore E. Dowling.

আমেরিকা (America).

General T. C. Smith, Ex-Lieutenant Governor Chicago. Lord Johnson—Secretary, Washington. Count Wachtmeister, Annie Besant, Col. H. S. Olcott, Theosophists. Colonel M, Cole, St. Louis. John Henry Barrows, President of the World's Parliament of Religions, Chicago 1898, and his wife. General and Mrs Barnes, Brooklyn. Judge and Mrs. L. Holme New York. Professor C. A. Harpar Ph. D. Cincinnati. Prof. E. W. Hoffkins, Secretary to the American Oriental Society, New Heavens. Ignatius C. Gendle, Judge of the Supreme Court, Delaware. Colonel Ch. Benzoni San Francisco. Dr. J. M. Dart M. D. Kansas city. Dr. W. W. Campbell Lick Observatory. Dr. C. H. Baker M. A. D. C. Washington. &c. etc. etc.

জাপান (Japan).

Wallace Taylor, M. D. Osaca. Dr. Paul Rilter, Consul General de Guisse en Japan.

১নং পত্র।

GOVERNMENT HOUSE
ALLAHABAD.
Dated the 7th January, 1904.

SIR,

In reply to your letter of the 2nd instant, I am desired to say that no special questions were discussed with the late Swami Bhaskaranand when

in company with the late Mr. Roberts, at that time Commissioner of Benares, His Honour had the pleasure of paying him a visit in the year, 1898.

The manners of the Swami were those of a perfect gentleman, free from any embarrassment or self-assertion, anxious to give pleasure to his guest and to show that he was pleased and interested in the conversation.

Yours faithfully
(Sd.) H. G. S. Tyler, I.C.S.
Private Secretary

To
Babu Surendra Nath Mukerji.

২নং পত্র।

Vienna, Dec. 21. 97.

Dear Sir,

I have ordered a copy of my book to be sent to you from London. In chapter LVI you will find what I have said about the Saint of Benares and of Mina Bahadur Rana. All that I have said about the latter I could also have said about the former. I think of nothing more to say, at the moment.

Except to add a comment. You ask about miracles. Do you mean did I see any miracles performed? No—in the common meaning of that word I have never seen one. And yet in a higher sense I have witnessed a miracle. When a rich man acts as our Saviour commanded, and does

actually give away all his property and forsake low things for high, that is to me a miracle. I recognize it as such and it commands all my reverence. This miracle is required of every well-to-do Christian. He must make a beggar of himself. * *

Christian anchorites used to go out into the desert and live by chance and charity. If there was a man among them who forsook wealth to do it, his act was a miracle, to my mind. It is the most difficult sacrifice that is possible to our human nature. Christ knew this when he said it; still he said it. It is for us to get around it if we can.

This is the miracle which I have seen, as above referred to. I saw it in Benares. I have not seen another instance. Religious millionaires of all sects and races give *largely* to the poor and to churches, but there is nothing miraculous about that. I would do it myself if I were a millionaire. It is not entitled to reverence. We think no great things of a shifty ostensible bankrupt who pays ten per cent of his honest debt and keeps the rest.

Very truly yours
Mark Twain

To

Babu Surendra Nath Mukerjee.

Sodpur. India.

৩নং পত্র।

Ajodhya, October 27th, 1900.
"RAJSADAN"

যতো ধর্ম্ম স্ততঃ কৃষ্ণঃ।
যতঃ কৃষ্ণ স্ততো জয়ঃ॥

শ্রীমদযোধ্যাধিপতির্জ্জয়তু।

DEAR SIR,

I am in receipt of your letter of the 24th instant, and am directed by the Hon'ble Maharaja Bahadur to inform you that the fact which you have stated in your letter is quite true.

Trusting you are well,

Yours truly,
Sailes Chandra Ghosh for
Private Secretary to the
Maharaja of Ajodhya

Babu Surendra Nath Mukherji.

৪নং পত্র।

বর্দ্ধমান, তাং ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭ সাল।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন মিদং—

মহাশয়ের পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। ৺পিতৃদেব * পূজ্যপাদ স্বামীজীর প্রতি একান্তই ভক্তিমান এবং তাঁহার কৃপাপাত্র ছিলেন।

* ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় C. I. E.

স্বামীজী আদর করিয়া ৺পিতৃদেবকে "পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ৺পিতৃদেবের স্বর্গলাভের কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে স্বামীজী পত্র লিখাইয়াছিলেন:—"আপনার অপর পুত্রেরা আরোগ্য করিতে পারিতেছেন না। একবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট আসুন।" ৺পিতৃদেব স্বামীজীর দর্শনে যাইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ যাওয়া ঘটে নাই। দেহত্যাগের দুই তিন দিন মাত্র পূর্ব্বে, তখন নাড়িতে শঙ্কা হইল। ওরূপ স্থল লইতে ওরূপ কথায় ভয় না করাই উচিত ছিল! ভবিতব্য!

৺পিতৃদেব কাশীধামে পুটিয়ার রাণীর বাটীতে যখন থাকিতেন, তখন প্রত্যহই স্বামীজীর দর্শন করিতে যাইতেন। স্বামীজীকেও একবার তাঁহার বাসায় পদধূলি দিতে দেখিয়াছি।

একদিন খৃষ্টমাসের ছুটিতে ৺পিতৃদেবের নিকট কাশী গিয়াছিলাম। পরদিন খুব প্রাতে কোট্ পেণ্টালুন কম্ফর্টার প্রভৃতি পরিয়া আমরা স্বামীজীর দর্শনে গিয়া দেখিলাম, মহাপুরুষ ঠাণ্ডা হাওয়ায় তদপেক্ষা ঠাণ্ডা খালি পাথরের উপর বসিয়া আছেন। ৺পিতৃদেব বলিয়াছিলেন "পুণ্যের শরীর এবং অসাধারণ যোগবল ব্যতীত এরূপ সম্ভবে না।" স্বামীজী বলিলেন. "কেন তোমরাও ত খালি গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগাইতে পারিতেছ?" পিতৃদেব বলিলেন—"কৈ আমরা এত কাপড়েও শীত পাইতেছি।" স্বামীজী উত্তর করিলেন—"মুখে ত কিছু ঢাকা দাও নাই, মুখে শীত গ্রীষ্ম লাগান সহ্য,—অভ্যাস করিয়াছ, তথায় সহ্য করিতে পার। আমি সর্ব্বাঙ্গে এরূপ অভ্যাস করিয়াছি মাত্র।" এইরূপে সরল সুন্দররূপে তিনি দর্শকগণকে উপদেশ দিয়া নিজের

অপরিসীম বিনয় প্রদর্শন করতঃ এবং ধর্ম্মপথে সকলকেই আশাও উৎসাহ দিয়া দর্শকগণকে পবিত্র করিতেন। "ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

অপর একদিন আমি পূজ্যপাদ স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহেন, জ্ঞানের প্রচার করেন, অপরের মন যাহাতে শুদ্ধ ও পবিত্র হয় তজ্জন্য সাহায্য করেন। পরমহংস হইলেই তবে মৌনী হইতে হয় না?" তখন ৺তৈলঙ্গ স্বামী জীবিত ছিলেন। স্বামীজী উত্তর করিলেন "মৌনী হইয়া সেই পরমাত্মায় লীন থাকিবার চেষ্টা করা ভাল; মনোভাব প্রকাশ না করা সংযম। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ না করা অর্থে চক্ষু মুখ হস্ত পদাদি কিছুর ভঙ্গীতে কোন মতেই মনোভাব প্রকাশ না করা। ফলতঃ কিছুই মনেতে না হওয়া। যদি কাহাকে দেখিয়া চক্ষু ও মুখ প্রফুল্ল হইল, তাহাতেই কি উৎকৃষ্টরূপে আদর অভ্যর্থনা করা হইল না? মুখের কথা অপেক্ষা সে বরং অধিকতর সুস্পষ্টই হইল। ফলতঃ যদি মনেব ভাব একেবারে প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলেই উৎকৃষ্ট সংযম অভ্যাস করা হইয়াছে জানিবে। কিন্তু যদি মনের ভাব প্রকাশ করাই চলিতে থাকে, তবে আঙ্গুল না নাড়িয়া জিহ্বা নাড়াই উচিত; যাহাদের সহিত ইঙ্গিতে কথা কহা হয় তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হয় বৈ ত নয়। নচেৎ নিজের মনে কথাগুলি হইতেছে, প্রকাশের চেষ্টাও চলিতেছে।" কি সুন্দর সূক্ষ্ম দর্শন ও জ্ঞানপূর্ণ উক্তি!! অপরের প্রতি কতদূর সহানুভূতি!!!

৺পিতৃদেব এডুকেশন্ গেজেটে মধ্যে মধ্যে স্বামীজীর সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তিনি স্বামীজীর প্রতিমূর্ত্তির জন্য সংস্কৃত

শ্লোকে স্তব রচনা করিয়াছিলেন। স্বামীজী নিজেই ভগবানের সৃষ্ট অসাধারণ ব্যক্তি। আপনি মহৎ কার্য্যে ব্রতী। আপনার উদ্দেশ্য স্বামীজীর অনুগ্রহে সফল হইবে। ইতি

বশম্বদ

শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

(ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্—বর্দ্ধমান।)

ইং ১৩।১০।২১ তারিখে মুকুন্দ বাবু পুনরায় লিখিয়াছেন :—

আমার স্ত্রীর পেটের মধ্যে Tumour (আব্) হইয়াছিল। যাহা খাইতেন তাহাই বমি হইয়া যাইত। অনেক চিকিৎসার পর তাঁহাকে শেষে স্বামীজীর নিকট লইয়া যাইলে, তিনি আমার স্ত্রীর পৃষ্ঠের উপর হাত দিয়া বলিলেন—"মা, আমি তোমার সকল রোগ লইলাম।" রোগিনীর ভক্তি অসাধারণ। তিনি সেই অবধি কোন ঔষধ খাইলেন না, বলিলেন স্বামীজী যখন, বলিয়াছেন তখন আমি অবশ্যই আরোগ্যলাভ করিব। তৎপরে তিনি সুস্থ হইলেন যদিও জীবনের কোন আশা ছিল না। পরে একটি পুত্র হইল ; নাম ভাস্করদেব রাখা হইয়াছে।

আমি একদিন স্বামীজীকে বলিলাম "আপনার ন্যায় মহাপুরুষ থাকিতে আমাদিগের এত দুর্গতি ও ইউরোপবাসীগণের এত উন্নতি কেন? আমরা ভক্তিভাবে এত পূজা পাঠ করি।" স্বামীজী বলিলেন "তোমরা গীতা পড়, উহারা গীতা করে অর্থাৎ কর্ত্তব্যপালন করে। কেবলং চাটুবাক্যেন ন তুষ্যতি পরাৎপরঃ। তাঁহাকে কার্য্যের দ্বারা তুষ্ট করিতে হয়। যব্ তক্ এয়সা

রহেগা তব্ তক্ এয়সাই রহোগে।" তিনি মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া—অধঃপতিত থাকার ইঙ্গিত করিলেন। অবশ্য স্বীকার করি এক্ষণে ভারতবাসীগণ অনেক উন্নত হইয়াছেন।

একদিন আমি ও আমার ভগ্নীপতি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ৺সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম; আরও কতকগুলি লোক স্বামীজীর নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। স্বামীজী বলিলেন "তোমাদিগকে কিছু খাওয়াইতে ইচ্ছা হইতেছে।" অল্পক্ষণ পরেই কাশীর মহারাজ প্রেরিত এক ব্যক্তি কতকগুলি ক্ষীরের পেঁড়া ও একটি কাবুলী সরদা লইয়া আসিল। সুরেশ বাবু বলিলেন "আপনি ইচ্ছা করিতেই আহার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইল"। স্বামীজী হাস্য করিয়া বলিলেন "সেরূপ অলৌকিক কিছু ঘটে নাই। কাশীর রাজা ও রাণী বৎসরের মধ্যে কোনও নূতন ফল, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, দুর্গাজীকে নিবেদন না করিয়া এবং আমার নিকট না পাঠাইয়া আহার করেন না"। স্বামীজীর আদেশে উপস্থিত সকলকেই ঐ সকল দ্রব্যাদি খাওয়ান হইল। স্বামীজীর ভক্তসেবক ৺রামচরণ তেওয়ারীজীর মনে ক্ষোভ হইল যে পাঁচ ভূতে ভাল জিনিস খাইয়া গেল, স্বামীজীর খাওয়া হইল না। স্বামীজী দিবা বেলা দশটার সময় একবার মাত্র আহার করেন। তেওয়ারীজি সরদার কিয়দংশ বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। স্বামীজী বলিলেন "কেঁয়ো রামচরণ পরমহংসকা ভাণ্ডারা বনাতা হ্যায়"। তেওয়ারীজী অপ্রতিভ হইলে, স্বামীজী মধুর স্বরে বলিলেন "তুমি মনে করিতেছ, আমার খাওয়া হয় নাই, কিন্তু আমি এই সকল অল্প বয়স্ক লোকের জিহ্বা দ্বারা সম্পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছি। সরদা না খাইয়া

সরদার যে আস্বাদ পাইয়াছি, খাইলে এ বৃদ্ধের জিহ্বাতে সরদা তেমন মধুর লাগিত না।" তৎপরে পুনরায় সরদা কাটিয়া সকলকে দেওয়া হইল।

জনৈক ভক্ত স্বামীজীর নাম করিয়া টাকা লইতেন। স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্য ঐ কথা স্বামীজীকে জানাইলে তিনি হাঁসিয়া বলিলেন "আমি কি পুলিসের গোয়েন্দা? কে কি করে তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? ঠাকুর মন্দিরে কেহ যশ দাও, কেহ পুত্র দাও, কেহ ভক্তি দাও, কেহ মুক্তি দাও বলিয়া প্রার্থনা করে, আর পাণ্ডা যায় পয়সা কুড়াইতে। যদি ঐ ব্যক্তি মুক্তিকামী না হইয়া ধনকামী হয়, বাঞ্ছাকল্পতরু উহাকে ধনই দিতে পারেন। কথিত আছে ঐ ব্যক্তির জিহ্বায় ঘা (cancer) হইয়া মৃত্যু হইয়াছে।

আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের দেহান্তের পূর্ব্বে আমার অগ্রজ-পত্নীর এবং এক বৎসর পরে অগ্রজের দেহান্ত হইল। আমি স্বামীজীর নিকট আসিলে তিনি বলিলেন "তোমার আর সেই নিশ্চিন্ত সদানন্দভাব নাই। মাথার উপরে দুইটা ছাদ উড়িয়া গিয়াছে। কর্ত্তব্য পালন জন্য মনকে দৃঢ় কর। ভাইপোদের ছেলের মত দেখিতেছ ত?" আমি বলিলাম "হাঁ"। স্বামীজী বলিলেন "কোন ভুল করিতেছ না? উহাদের মা বাপ নাই বলিয়া শাসনে ত্রুটী হইতেছে না? দোষের জন্য নিজের ছেলেকে যেরূপ তাড়না কর, উহাদিগকেও সেইভাবে তাড়না করিতেছ ত?" আমি বলিলাম "ঠিক সেইরূপ পারি না, কারণ উহারা পিতৃমাতৃ-হীন।" স্বামীজী বলিলেন "তবে কি খুড়াই থাকিয়া যাইবে, বাপ্ মার স্থান লইবে না? ছেলে যে খারাপ হইয়া যাইবে!" আমি স্বামীজীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভাইপোদিগকে প্রতিপালিত

করিতে লাগিলাম এবং হাতে হাতে ফলও পাইলাম; আমার দুইটি ভ্রাতষ্পুত্র এম-এ (M. A.) পাশ করিল।

—তেওয়ারী একজন পুলিস কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি পাঁচ সাত দিন স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিবার পর স্বামীজীকে বলিলেন 'সন্ন্যাসী হইব'। স্বামীজী বলিলেন "আগুনের কাছে থাকিলে গা তাতে, ন্যাংটার কাছে থাকিলে কাপড় ফেলে দিতে ইচ্ছা করে। বাটীতে যাও, সেখানে সাত দিন বাসের পর যদি সন্ন্যাসী হইবার ইচ্ছা প্রবল থাকে, তাহা হইলে পত্র দিও।" সাতদিন পরে তেওয়ারীজী লিখিলেন "সন্ন্যাসী হইবার ইচ্ছা আর নাই"। পরে স্বামীজীর নিকট উপদেশ লইতে আসিলে, স্বামীজী কহিলেন "ধর্ম্মপথে থাকিবে; সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, যাহারা নিজে হাতে করে তুলিয়া লয়, ভগবান যত্ন করিয়া তাহাদিগকে কিছু দেন না। তেওয়ারীজী স্বয়ং ন্যায়পথে চলিলেও বুঝিতে পারিলেন, কিরূপ কার্য্যের প্রতি স্বামীজী লক্ষ করিতেছেন। তিনি তদবধি অধিকতর নিখুঁতভাবে রিপোর্ট লিখিতে লাগিলেন এবং তাহার পর হইতেই অসাধারণ ন্যায়পরায়ণ পুলিস কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি হইল এবং ক্রমশঃ ডিস্ট্রীক্ট্ সুপারিন্টেনডেণ্ট পদ প্রাপ্ত হইলেন।

অসি }
কাশীধাম }

M. D. M.
13. 10. 21.

৫নং পত্র।

GAYA,
14. 5. 00.

My dear Suren,

I was very glad to hear from you after such a length of time. I am glad that you remember me. Yes I did tell you that I heard from Pal Mahasay about the event you speak of. I also fully believe Pal Mahasay's story. He is himself a religious man. He had no motive in telling such stories about Swamiji's extraordinary powers. I have no objection to your mentioning all these things in your book. Pal Mahasay is I believe residing at Benares. Kindly write to him and he will give you particulars of the story.

Trusting all well,

Yours affly
Tej Chandra Mukherji.
(সেশন জজ্)।

৬নং পত্র।

5th February, 1895.

Dear Sir,

I have a special pleasure in sending you the photoes of the Emperor Wilhelm I, the founder of

the German Empire and of his grandson, our present Emperor.

I wish you health and long life.

Your most obedient servant
(ges.) Gruf Konigsmark.

To Swami
Bhaskaranand.

৭নং পত্র।

CLAPHAM COMMON
LONDON.

I had much pleasure in sending you a copy of my "Picturesque India" a fortnight ago, and I hope to hear that it has duly reached you.

To Swamiji Bhaskaranand. W. CAINE.

৮নং পত্র।

Dear Sir,

I beg to present to you a pair of tiger's somtoks. They belonged to a tiger which I shot myself.

I hope to come and see you someday soon.

Yours
W. H. Cobb.
(District Magistrate,
Benares).

16—1—96.

To Swami Bhaskaranand.

৯নং পত্র ।

VIGILANTA ET VIRTUE.

NAINI TAL.
7th August (1904).

চিফ্ সেক্রেটারী মিঃ পোর্টারের পত্র ।—

Dear Sir,

Your letter of the 20th July reached me when I was on tour. I regret the delay in answering it, but I was very busy.

I paid many visits to the late Swami Bhaskaranand when I was in Benares, and like all others who had the pleasure of knowing him, respected and admired him.

As a scholar his reputation I believe stood high, but my knowledge of Sanskrit is too slight for me to offer an opinion regarding his attainments. What attracted me chiefly to him was the sweetness and nobleness of his character.

He died, as you know, of cholera. After the first attack he rallied and he sent me a message to say that he was better. I had strong hopes that he would recover but the next I heard was that he had passed away.

In Swami Bhaskaranand Benares lost a Holy man whom it could ill spare.

Yours Truly
L. Porter
(Chief Secretary.)
U. P. of Agra & Oudh.

To Babu Surendra Nath
Mukerjee. Calcutta.

১০নং পত্র।

কলিকাতা,
২২ নং রাধানাথ মল্লিকের লেন।
তাং ৯ই আশ্বিন, ১৩১১ সাল।

মহাশয়!

আপনার পত্র পাইলাম। পূজনীয় স্বামীজী সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা লিখিয়া পাঠাইতেছি।

প্রথম। তাঁহার যে অন্তর্যামীর ন্যায় শক্তি ছিল তাহা লেখা বাহুল্য; কারণ যাঁহারা তাঁহার নিকট সদাসর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন, তাঁহারা তাঁহার এই শক্তির বিশেষ পরিচয় পাইতেন। আমার পত্নীবিয়োগান্তে তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি বলিলেন, "মিথ্যা কেন হো হো করিয়া বেড়াইতেছ; স্থির হইয়া বসিয়া দেখ তোমার সংসারের এখনও অনেক বাকী।" বলা বাহুল্য পত্নীবিয়োগের কথা তাঁহাকে আমি না বলিলেও তিনি আমাকে দেখিয়াই প্রথম ঐ কয়েকটি কথা বলিলেন। তাঁহার আদেশানুযায়ী আমি প্রায় একঘণ্টা বসিয়া আছি, এমন সময় পুত্রকোলে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি বা ছায়ামূর্ত্তি আমার অন্তরে হঠাৎ আবির্ভূত হইল। ছায়ামূর্ত্তি-দর্শনান্তে, তিনি বলিলেন "দেখ তোমার এখনও সংসারের অনেক বাকী; দেশে গিয়াই বিবাহ করিবে, নতুবা আমার কাছে আর আসিও না।" বলা বাহুল্য দেশে আসিয়া যাঁহার সহিত আমার বিবাহ হইল ও পরে যে পুত্র লাভ করিলাম, তাহারা আর কেহ নহে, আনন্দবাগ উদ্যানে স্বামীজীর সম্মুখে দৃষ্ট সেই দুই ছায়ামূর্ত্তি।

দ্বিতীয়। বিবাহ হইল কিন্তু বিবাহের তৃতীয় দিবসেই আমি

বিসূচিকাক্রান্ত হইলাম এবং এরূপ অবস্থা হইল যে ডাক্তার যবাব দিলেন এবং আমার হস্তপদ নীল হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া আমার মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে তার পাঠাইলেন "আপনারই আদেশে আমি পুত্রের বিবাহ দিয়াছি কিন্তু এক্ষণে আমার পুত্রের মুমূর্ষু অবস্থা; যাহাতে রক্ষা হয় করুন।" তিনি উত্তর পাঠাইলেন "ভয় নাই; তোমার পুত্র কখনই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না; ব্যস্ত হইও না।" স্বামীজীর উত্তর আসিবার পূর্ব্বে, দ্বাদশ ঘণ্টা কাল আমার নাড়ী ছিল না; খাট ইত্যাদির সমস্ত আয়োজন হইয়াছিল, বাহ্যজ্ঞান কিছুই ছিল না, এখন অনুভব হয় যে অন্তরে কি যেন কোন্ শান্তিময় স্থানে গিয়া রহিয়াছিলাম; স্বামীজীর উত্তর পাইবার পরই দ্বাদশ ঘণ্টা পরে আমার নাড়ী-সঞ্চার হইল।

তৃতীয়। জনৈক রাজা কর্ত্তৃক তিনটি বেশ্যা দ্বারা, স্বামীজীর চরিত্র-পরীক্ষা সম্বন্ধে যে ঘটনার কথা আপনি লিখিয়াছেন তাহা আমিও শুনিয়াছি।

চতুর্থ। আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে দেখিয়া আমার ভগ্নীপতি, কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় রায় রমানাথ ঘোষ বাহাদুর ও তাঁহার মাতা স্বামীজীর নিকট গমন করিলেন। রমানাথ বাবুর পুত্রের কোষ্ঠী প্রস্তুত হইলে জানা যায় যে পুত্রটির ষোল বৎসর বয়সে একটা ফাঁড়া আছে; ঐ ফাঁড়া হইতে পুত্রটির রক্ষা পাইবার কথা নহে। রমানাথ বাবুর মাতার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে বালকের বিবাহ দেন কিন্তু রমানাথ বাবু বিবাহ দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। শেষে তাঁহারা স্থির করেন স্বামীজীর আদেশ মত কার্য্য করিবেন। স্বামীজীর মত জিজ্ঞাসা করা হইলে স্বামীজী বলিলেন "তোমরা পুত্রের বিবাহ দাও"।

স্বামীজীর আদেশ পাইয়া, রমানাথ বাবু ও তাঁহার মাতা চলিয়া যাইলে, একটি জ্যোতিষী যিনি তথায় ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন, তিনি স্বামীজীকে বলিলেন "প্রভো! পুত্রটির বিষম ফাঁড়া আছে, জ্যোতিষ বাক্যও ত আপনার (ঋষি) বাক্য, আপনি জানিয়া শুনিয়া কি করিয়া বিবাহ দিতে আদেশ করিলেন?" তদুত্তরে স্বামীজী বলিলেন "জানি পুত্রের মৃত্যু হইবেই, কিন্তু সেই কন্যাটি, যাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে ইহজীবনে বৈধব্যদশাভোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও যাহার কর্ম্মের সহিত ঐ বালকের কর্ম্ম এক সুরে বাঁধা, তাহাকে বিধবা হইতেই হইবে; তবে আমি যতদিন জীবিত থাকিব, পুত্রটিকে ততদিন মরিতে দিব না, ইহা নিশ্চয় জানিও।"

জ্যোতিষী স্বামীজীর কথা মানিয়া লইলেন। এদিকে স্বামীজীর কলেরা হইল, রমানাথ বাবুর পুত্র গণেশও ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল, কিন্তু যে কয়দিন স্বামীজী জীবিত রহিলেন, গণেশ অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিল; স্বামীজী রাত্রি বার ঘটিকার সময় দেহত্যাগ করিলেন, গণেশও ঠিক ঐ সময়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।"

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

ভবদীয়
শ্রীক্ষেত্রচন্দ্র বসু মল্লিক

(কলিকাতা ইউনিভারসিটির সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে এই বিখ্যাত লক্ষপতি জমিদার ক্ষেত্র বাবুর বড় বড় থামযুক্তবাটী—গ্রন্থকার)

বাহুল্য বিবেচনায় আমরা ১০ ও ১১নং পত্র দুই খানির অংশমাত্র প্রকাশিত করিলাম।

১১নং পত্র।

THE PRASAD—প্রাসাদ।
January 17, 05.

সত্যং বলং কেবলং।

Dear Sir,

In compliance with your request I send you the following few lines, though I have told you that except to make mention of the visits I had the pleasure of paying Swami Bhaskaranand, I have nothing particular about him to say that would interest the general reader.

I paid, I think, three or four visits in all, to the late Swami Bhaskarananda, when I was in Benares, each time for a short change. What impressed me most at first sight was his absolute renunciation of even the ordinary comforts of life, markedly evidenced by the fact of his having not even a bit of cloth around his loins, and his supreme indifference to the change of the weather. * *

During my first visit I remember one instance however which I will mention here.* I happened to mention to the Swami that I would be returning to Calcutta, the next day, to which he instantly observed that I was destined again, and at no distant date, to come back to the Holy City. Though

at the time I had no intention of paying another visit to Benares, still what the Swami had predicted did actually come to pass, for at the end of the same year I had occasion to come again to Benares. I can speak of no miracles wrought by the Swami or of any extraordinary occult powers that I have heard some people say he possessed. He had the reputation of being a profound Vedic scholar. * *

Yours faithfully
Jotindro Mohun Tagore.
(মহারাজা, স্যার, কে সি আই ই)

To
Babu Surendra Nath Mukerjee.

১২নং পত্র।

MUTTRA CANTONMENT.
5. 8. 05.

My Dear Surendra Babu,

Please excuse delay. Here are my notes about His Holiness the Swamiji. You may publish them if you choose.

The venerable Swami Bhaskaranand was a person of great eminence. By his austere practices, he had subdued passions and had evolved a spirituality of a very high degree. The Swami who was highly intellectual and deeply versed in Vedant Philosophy, was as simple as a child. Like a child he could not tell a lie. He was always happy and affable to

those who came to see him. Pride, anger, hatred, lust and love of money were conspicuous by their total absence in him. He never touched money in any shape. For years he had left off wearing clothes and lived naked day and night in all the seasons and at all times. Males, females and children of different creeds and colours, Europeans, Moslems, Rajas, Maharajas, Nawabs, used to visit him by thousands.

There are many stories of miracles and prophecies of the Swamiji which are recorded and published by his disciples. A few facts, which came under my notice, I note down without gloss.

Once I was sitting by His Holiness when a poor Brahmin came to pay his respects. This man had no son and used to come very often, so that by the blessing of Swamiji he might get a son. On one occasion, when, he came and renewed his prayer to Swamiji, the Swami told him that he would have a son, if he would act up to his instructions. He ordered him to go direct to his wife and to have sexual intercourse with her. The man faithfully obeyed the orders and the result was that the much—desired son was born in due course of time.

My younger son Laksmi Narayan had a high fever in 1893, with contraction of the muscles of the right thigh and leg with the result that the leg could not be worked. Almost all the doctors were consulted without any success. During those days I used to pay my respects to the Swami every

Sunday and as usual I went to His Holiness on a Sunday, when the boy was in bed for more than three weeks. The Swamiji knew that the boy was ill. He asked me kindly how the boy was, and considering that my visit might not be attributed to the illness of my son, I told him that the boy was better. A gentleman who had accompanied me told the Swamiji that the boy was getting worse. The Swamiji expressed a desire to see the boy and came to my residence. He passed his hand over the body of the boy and went away. The fever left the boy on the 2nd day and his leg became as good as ever.

The Swamiji was attacked with cholera in July 1899, and while he was lying on his death-bed, the well-known Homæopath of Benares, Dr. Issur Chandra Chowdhuri, came to pay his respects to him. With him he brought his son, a boy aged about 19 years. As doctors do not advise people to go to a person suffering from cholera, owing to the fear of infection, I asked Dr. Chowdhuri how it was that he brought his son to the room of a cholera patient. The Doctor told me that as the boy owed his life to the Swami, he could not deny the boy the honour of his having a last glimpse at the Holy face of his Saviour. He informed me that the boy in his infancy once became seriously ill, that notwithstanding the best medical advice, the child became worse and worse day after day, till every hope of his recovery was given up. In his last

stage he was taken to the Swamiji who kindly gave him one of the fruits, taken at random from those lying before him at the time, to eat. From the very moment, the child began to improve and in a few days, he was as healthy as ever.

In 1894 my second sister was attacked with cholera. The disease made a rapid progress and in a few hours, her condition became hopeless. The eyes sank down, the nails became blue. There was profuse perspiration all over the body which became as cold as ice. The Swamiji on being informed sent a rose with instruction that the patient should smell the flower. The instruction was carried out and the state of collapse passed away, though the recovery took about 3 weeks.

Once a young man, who was occupying a certain house at Benares,—which had passed away in satisfaction of debt due from the ancestors of the young man to Chowdhuri Mahadeo Prasad of Allahabad, a devout disciple of the Swamiji—wanted to deprive the Chowdhuri of the ownership of the house. The Chowdhuri in order to assert his lawful right over the house, brought a civil suit to recover possession of the house. The young man, cunning as he was, knowing that Swamiji would not like to be dragged to a court, cited him as his witness. The Chowdhuri, as was expected by the young man, abhorring the idea of being the means of dragging Swamiji to a court, withdrew his claim and thus lost a property worth several thousand rupees. But look on the

result. The young man and all the male members of his family died within a short time after this and, the three widows who were left behind appealed to the Chowdhuri to take back the house. The Chowdhuri notwithstanding made a suitable allowance for their stay and maintenance.

Yours sincerely
Maharaj Narayan Sheopuri.
(1st Grade Deputy Magistrate.)
(Formerly of Benares.)

১৩নং পত্র।

34, THEATRE ROAD
CALCUTTA.
The 2nd Dec. 1910.

DEAR SIR,

I got your kind letter in which you asked me to write anything I know about Swamiji Bhaskaranand. The following would be my reply.

I saw Swami Bhaskaranand at Benares twice. On the first occasion I placed Rs 5 at his feet and prostrated myself before him. He glanced at it, and without accepting it said—"I am a Rajah. What shall I do with your money ?" I took back the money saying that he was more than a Raja or a Maharaja, as their heads were always at his feet. He graciously told me to come the next day at 10 A.M., when he would give me some religious instructions.

Next morning I took with me some fruits—bedanas, apples, and oranges. He looked at me serenely and said,—"You are a clever young man. I refused your money and now you bring some fruits which I cannot but accept. He took them and gave me instructions. His childlike simplicity struck me, and I thought within myself "Here I have got a true man."

I asked "How can I attain the knowledge of God ?" He answered "Want him day after day, night after night and He will reveal Himself to you." I enquired whether I could attain the knowledge of God by Yoga. "You may," said he, "but Yoga will give you supernatural powers and if you are content with that, you can not see God." * *

He was kind to give me several other instructions and I came back thoroughly pleased and much benefited.

Yours truly,
Pratap Chandra Majumder. (M. D.)

(কলিকাতার সর্ব্বজনবিদিত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার)

১৪নং পত্র।

বেলঘরিয়া
২২শে জানুয়ারী
১৯২২ সাল।

প্রিয় সুরেন্দ্র বাবু :—

স্যার উইলিয়াম লকহার্ট, ভারতের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি (Commander-in-chief) যে দিন স্বামীজীকে দর্শন করিতে

আসেন, সেই দিন সেই সময়ে আমি আনন্দবাগে উপস্থিত ছিলাম।

স্বামীজীর নিকট লকহার্ট সাহেব, আফ্রীদিগণকে কিরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন, বর্ণনা করিতে লাগিলেন; আমরাও সকলে শ্রবণ করিতে লাগিলাম। গল্প করিতে করিতে যে সময়ে সহসা সাহেবের মনে অহঙ্কার আসিয়া উপস্থিত হইল, ঠিক সেই সময়ে, স্বামীজী নিকটে একটি পেন্‌সিল পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া ঐ পেন্‌সিলটি তুলিয়া আনিবার জন্য লকহার্ট সাহেবকে বলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! লকহার্ট সাহেব সহস্র চেষ্টা করিয়াও পেন্‌সিলটী তুলিতে পারিলেন না। তখন স্বামীজী বলিলেন "তুমি যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছ এইরূপ ভাবিও না। জয় পরাজয়ের কর্ত্তা কেবল একজন আছেন। আমি যেরূপে তোমার শক্তি হরণ করিয়াছি, তিনিও ঐ ভাবে তোমার বুদ্ধি হরণ করিতে পারিতেন; তাহা হইলে যে কৌশল অবলম্বন করিয়া তুমি আফ্রীদিগণকে পরাজিত করিয়াছ, ঐ প্রকার বুদ্ধি তোমার মনে যুদ্ধজয়কালে কখনই উপস্থিত হইত না। ঈশ্বরের উপর সমস্ত নির্ভর করিবে।"

লকহার্ট সাহেবকে স্বামীজী ভালবাসিতেন। তিনি সস্ত্রীক স্বামীজীর নিকট মধ্যে মধ্যে আসিতেন। ইতি

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

বেলঘরিয়া—২২।১।২২।

১৫নং পত্র।

ফটো গ্যালারী
বেনারস
১৪ই অক্টোবর
১৯২১ সাল।

প্রিয় সুরেন্দ্র বাবু:—

আমি পূজ্যপাদ স্বামীজী সম্বন্ধে দুই একটি ঘটনা নিম্নে লিখিলাম।

স্বামীজী আমাকে বলিয়াছিলেন "তুমি কাশীতেই ফটোর দোকান লইয়া থাক; অন্য কোথায় যাইবার আবশ্যক নাই। তুমি এই স্থান হইতে প্রতিপালিত হইবে।" আমি তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া এই খানেই চব্বিশবৎসর কাল আছি এবং তাঁহারই আশীর্ব্বাদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। একটি ঘটনা লিখিতেছি। কাশ্মীরের মহারাজ একবার শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজীর কুটীরে আগমন করিলেন। আমি সন্ধান পাইয়া ছবি তুলিব বলিয়া তথায় প্রাতঃকালে উপস্থিত হইলাম। সেখানে আমাকে ছবি তুলিবার অনুমতি দেওয়া হইল না দেখিয়া প্রায় দশ ঘটিকা আন্দাজ সময়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। অতি অল্পক্ষণ পরেই, স্বামীজী আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন "ছবি তুলিতে তুমি বিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রমে গমন করিয়াছিলে, ছবি তুলিতে পাও নাই। তুমি এই-খানে থাক আমি ছবি তোলাইয়া দিতেছি।" তাহার পর কাশ্মীরের মহারাজের ভ্রাতা কাশ্মীরের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি (Commander-in-chief) রাজা রাম সিংহ কে সি বি

আসিলে ছবি তোলা হইল। কিন্তু কাশ্মীরের মহারাজ সন্ধ্যার সময় স্বামীজীর দর্শনার্থ আসিলেন বলিয়া, তাঁহার ছবি তুলিতে পারিলাম না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজীর আশ্রমে ছবি তুলিতে পারি নাই, একথা কাহাকেও বলি নাই; যে সময়ে বিশুদ্ধানন্দজী আমাকে অনুমতি দিলেন না সে সময়ে তথায় আর কেহ ছিলেন না; অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ কথা লোকমুখে স্বামীজীর নিকট পহুছিবারও কোন উপায় ছিল না। সুতরাং স্বামীজীর ঐ অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বিশুদ্ধানন্দজীর সঙ্গে ছবি তুলিতে পারিলে আমার কিছু অর্থলাভ হইত; তাহা না হওয়ায় রাজা রাম সিংহের সহিত ছবি তোলাইয়া দিয়া ভাস্করানন্দ স্বামীজী মহারাজ আমাকে বেস্ কিছু অর্থ পাওয়াইয়া দিলেন।

আমার উপর তাঁহার অনুগ্রহের আর একটি ঘটনার কথা লিখিতেছি। রাজা রাম সিংহের দীক্ষাগ্রহণের পর স্বামীজীর জন্য বিবিধ প্রকার আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া যখন রাজা রাম সিংহ স্বামীজীকে আহার করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন "তুমি আমার শিষ্য, আর এই ব্যক্তি আমার ভক্ত; অগ্রে ইহাকে খাইতে দাও তবে আমি খাইব।" আমার ইচ্ছা না থাকিলেও স্বামীজীর আজ্ঞানুসারে আমাকেই সর্ব্বাগ্রে খাইতে হইল।

স্বামীজী একদিন বলিলেন "তোমাদের দেশের চাপড়াঘণ্ট (একপ্রকার তরকারী; কাঁচা কলা, মূলা, থোড় ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত) আমাকে একদিন খাওয়াও।" আমি বলিলাম "প্রত্যহ আপনার জন্য অনেক ভক্ত, রাজা মহারাজ মহারাণীগণ আহার প্রেরণ করেন। আপনি সমস্ত দিবা রাত্রিতে একবার মাত্র

আহার করেন; সর্ব্বপ্রথমে যে আহার আসে আপনি তাহাই খান। চাপড়ী প্রস্তুত করিয়া আনিয়া আপনাকে দিবার পূর্ব্বে আপনি অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীত আহার ভোজন করিবেন, আমি কি করিয়া আপনাকে চাপড়ী খাওয়াইব বুঝিতে পারিতেছি না।” তদুত্তরে স্বামীজী বলিলেন, “না, তুমি লইয়া আসিবে আমি নিশ্চয় খাইব।”

আমি যে দিবস চাপড়ী প্রস্তুত করাইয়া লইয়া স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম বেলা হইয়া যাইলেও, তখন পর্য্যন্ত কাহারও খাবার আসে নাই; অথচ প্রত্যহ প্রত্যূষ হইতেই আনন্দবাগে খাবার আসিতে থাকে। আমি যাই চাপড়ী লইয়া উপস্থিত হইলাম, তাহার পরেই দলে দলে চারিদিক হইতে খাবার আসিতে লাগিল, বোধ হইল কে যেন চতুর্দ্দিক হইতে খাবার আসা এতক্ষণ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। স্বামীজী সে দিন আমার চাপড়ী আহার করিলেন। আমি,—তাঁহার—আমার প্রতি এত দয়া দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি যে ঐ দিন তাঁহার জন্য চাপড়ী প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইব, তাহা পূর্ব্বে তাঁহাকে স্বয়ং বলি নাই বা কাহারও দ্বারা বলিয়া পাঠাই নাই। ইতি

আপনার

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

[রমেশ বাবুর এই পত্রখানি বিশেষ মূল্যবান। রমেশ বাবু স্বয়ং এক জন ফ্রি মেসন (Free Mason)]—গ্রন্থকার।

ভাস্করানন্দচরিতামৃত সম্বন্ধে সংবাদপত্রের ও সেইসময়ের দেশবিখ্যাত মণীষিগণের অভিমত। (সঙ্ক্ষিপ্ত)

ভাস্করানন্দস্বামী বিশ্বপ্রসিদ্ধ যোগী পুরুষ ছিলেন। এক সময়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই ভাস্করানন্দ স্বামীর কথা আলোচিত হইত; পৃথিবীর দিগদিগন্ত হইতে ইঁহাকে দেখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইত। কত কোটিপতিও কাঙ্গালের ন্যায় তাঁহার পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বিন্দু কৃপার প্রার্থনা করিতেন। সাধুদর্শনে যেমন পুণ্য, সাধুগুণ কাহিণী শ্রবণেও তেমনি অশেষ পুণ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। এ গ্রন্থ প্রত্যেকেরই অবশ্য পাঠ্য। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মুকুন্দদেব মহাশয় গ্রন্থকারকে কয়েকটি অপূর্ব্ব সত্য কথা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত কয়েকটি কথা পড়িতে পড়িতে প্রাণ আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে। গ্রন্থকার—মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ সঙ্কলনে যেমন ভক্তিভাবের পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন, আখ্যান সংগ্রহেও তাঁহার ততোধিক নৈপুণ্য। দেবদেবীর চিত্রপটের ন্যায় এই গ্রন্থ গৃহে গৃহে রক্ষিত হউক, গৃহ পবিত্র হইবে।

(৭ই মাঘ ১৩১২ সালের বঙ্গবাসীতে দুই স্তম্ভপূর্ণ সমালোচনা হইতে সঙ্ক্ষিপ্ত)

গ্রন্থকার তাঁহার মত পরিপোষণ জন্য যে সকল ফুটনোট দিয়াছেন, তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। আজ কাল এই কঠোর জীবন সংগ্রামের নাস্তিকতার মধ্যে বাঙ্গালা পাঠককে এই সঞ্জীবনী ধর্ম্মময় জীবনী উপহার দিয়া সুরেন্দ্র বাবু বাস্তবিক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

যেমন ভাব, তেমন প্রাঞ্জল, সারগর্ভ ভাষা। এরূপ মণিকাঞ্চন

সংযোগ অল্প গ্রন্থকারের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। সুরেন্দ্র বাবু স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য সন্দেহ নাই। এমন জ্ঞান ও ভক্তির অধিকারী হওয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদেই সম্ভব।

গ্রন্থকার তাঁহার উল্লিখিত বিষয় সমর্থন করিতে কতিপয় পদস্থ ব্যক্তির যে সকল ইংরেজী চিঠি পরিশিষ্টে দিয়াছেন, সেগুলিও অতি শিক্ষাপ্রদ ও সুপাঠ্য।

গ্রন্থের বিষয়ভাগ, ধর্ম্মালোচন ও সর্ব্বোপরি সত্যানুরোধে প্রত্যেক বিষয়েরই প্রমাণ প্রয়োগ প্রশংসনীয়।

পরিশেষে, আমরা পাঠকগণকে সুরেন্দ্রবাবুর ভাষায় একটু নমুনা দিয়া এই পুণ্যগ্রন্থের আলোচনা শেষ করিব। "স্বভাবের লীলাভূমি···সাধুজনমনোমোহন এই নৈমিষারণ্যকে···প্রবাহিত হইতেছে। ৫২ পৃষ্ঠা—চারুমিহির, ময়মনসিংহ, ৮ই ফাল্গুন, ১৩১২।

গ্রন্থকার সেই মহাপুরুষের অমূল্য জীবনকে প্রাঞ্জল অথচ ওজস্বিনী ভাষার মনোরম পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া সাধারণে উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পাঠক মাত্রকেই আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। জ্যোতিঃ, চট্টগ্রাম, ১২ই মাঘ, ১৩১২ সাল।

সুরেন্দ্রবাবু বঙ্গভাষা ভাণ্ডারে আজ একটি অমূল্য রত্ন স্থাপন করিলেন। স্বামীজী পৃথিবীর সর্ব্ব সভ্যদেশে "সিদ্ধ মহাপুরুষ" রূপে স্বীকৃত, সম্মানিত ও পূজিত। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সমস্ত সভ্য জাতি নির্ব্বিশেষে স্বামীজীর সহস্র সহস্র ভক্ত সেবক, স্তাবক। এ হেন মহাপুরুষ এই সেই দিনকার ইহ সর্ব্বস্ব ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবনীর ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়া ভারত সন্তানত্বকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ভাবিলে আমাদের মলিন মুখ স্মিত হয়, দলিত হৃদয় স্ফীত হয়। এহেন মানবশ্রেষ্ঠের মহামহিম

জীবনবৃত্ত আমাদিগের নিকট অমূল্য বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে। যশোহর পত্রিকা, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯০৬ ॥

সুরেন্দ্র বাবু দয়া করিয়া এই যতীন্দ্রজীবনচরিত সমালোচনার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। এমন অলৌকিক জীবনের ঘটনাবলী এপ্রকার শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করিয়া সুরেন্দ্র বাবু সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। পুস্তকের শেষভাগে স্বামীজীর উপদেশের কয়েকটিমাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে—ইহাতে আমরা তৃপ্ত হইলাম না। স্বামীজীর এই জীবনচরিত সকলেরই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে পাঠ করা করা কর্ত্তব্য। বসুমতী, ৫ই ফাল্গুন, ১৩১২ ॥

এই পরম পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিলাম উন্নত ভক্ত ভিন্ন এমন বিরাট মহাপুরুষের জীবনী লিপিবদ্ধ করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। সুরেন্দ্র বাবু এই পুস্তক খানা লিখিয়া অনেক অধুনাতন শিক্ষিত অন্ধের চক্ষুরুন্মীলনে সমর্থ হইবেন। তিনি এই মহাত্মার জীবনের অমানুষিক ঘটনাবলীর চিত্র নয়ন পথে অঙ্কিত করিয়া ভারতীয় ঐতিহাসিক কীর্ত্তি বর্ত্তমানের বাস্তবিক সত্যে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কেবলই মনে হইতেছে পুস্তকখানি আরও বড় কেন হইল না—যত পাঠ করি ততই যেন আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়। আমরা আশা করি পুস্তকখানি সকলেই পাঠ করিবেন। বরিশাল হিতৈষী ১লা জুলাই ১৯০৬ সাল।

খ্যাতনামা পদস্থ ও সুলেখকগণ এই গ্রন্থের অশেষ প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; অনেক প্রসিদ্ধ পত্রিকা সম্পাদক ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রতি অধ্যায়ের শিরোভাগের বিষয়গুলি গ্রন্থকার অশেষ শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া যথাবিহিত সপ্রমাণ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

ইহাঁর ধৈর্য্য ও চিন্তাশীলতা বিশেষ প্রশংসনীয়। ঈদৃশ মহা-পুরুষের জীবন চরিত লেখক শত শত ধর্ম্ম-পিপাসুগণের ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। ফরিদপুর হিতৈষিণী ১৫ই বৈশাখ ১৩১৩ সাল।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। এইরূপ পুস্তকেই জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি হয়। দেশের কল্যাণ হয়। গ্রন্থকারের ভক্তির ও উদ্যমের নিদর্শন স্বরূপ এই পুস্তক পাঠেও সেই পরম সাধুর সঙ্গ বঙ্গবাসিগণ প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন। পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত যে সংস্কৃত শ্লোকটী স্বামীজীর আনন্দবাগে রক্ষিত মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তির নিম্নে খোদিত আছে, উহা এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইলে ভাল হইত। স্বামীজীর স্বহস্তে লিখিত পত্রের প্রতিলিপি দিতে পারিলে ভাল হয়। এডুকেশন গেজেট ৯ই চৈত্র ১৩১২ সাল।

পুস্তকখানি পাঠ করিলেই গ্রন্থকারের উদ্যোগ এবং আয়াসের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার শিষ্যের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুস্তকখানি উপাদেয়। উদ্বোধন ১৫ই মাঘ ১৩১২ সাল।

সাধু দর্শনে যেমন অক্ষয় পুণ্যের সঞ্চার হয়, সাধুজীবন-কাহিনী শ্রবণে ও পাঠে সেইরূপ প্রকৃত পুণ্য হইয়া থাকে। এই পুণ্যময় কাহিনী প্রকাশ করিয়া সুরেন্দ্র বাবু আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

এই সুলিখিত উপাদেয় পবিত্র গ্রন্থ গৃহপঞ্জিকার ন্যায় বঙ্গের প্রতিগৃহে বিরাজিত হইলে আমরা সুখী হইব। এরূপ সৎগ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত প্রার্থনীয়। প্রদীপ অগ্রহায়ণ ১৩১২ সাল।

ভূস্বর্গস্বরূপিনী বারাণসীতে ভগবদ্বিভূতিরূপে অবস্থান করিয়া স্বামীজী সুদীর্ঘকাল পবিত্র ধর্ম্মজ্যোতিঃ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন এবং সহস্র সহস্র হিন্দু সন্তান তাঁহার পদারবিন্দ দর্শন করিয়া মানব জন্ম সার্থক করিয়াছিল। এহেন পুরুষ প্রবরের জীবন-চরিত হিন্দুমাত্রেরই আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার এই জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া হিন্দুসমাজের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি ধর্ম্মপিপাসুমাত্রই এতৎপাঠে উপকৃত হইবেন। জীবনী লেখার ব্যাপার, ইংরেজীর অনুকরণে, এদেশে কিয়ৎকাল যাবৎ প্রচলিত হইয়াছে। তথাপি গ্রন্থকার যেরূপভাবে স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। গ্রন্থের ভাষা ও ভাব সকলই সুন্দর। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু সন্তান মাত্রকেই আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ঢাকা প্রকাশ ১৫ই মাঘ ১৩১২।

এই পুস্তকে যে সকল শিক্ষাপ্রদ ঘটনা ও উপদেশ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার ইচ্ছা থাকিলেও স্থানাভাব বশতঃ পারিলাম না। আমরা আলোচ্য পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পরোপকার ব্রত স্বামী ভাস্করানন্দের জীবনে বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল এবং এই জন্যই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি ও গ্রন্থকর্ত্তা সুরেন্দ্র বাবুকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সময় ৩০শে চৈত্র ১৩১২।

স্বামীজীর অনেক জীবন চরিত প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু এরূপ সুন্দর জীবন চরিত আর বোধ হয় প্রকাশিত হয় নাই। এই জীবন চরিত এদেশের গৌরব বিশেষ—কেননা স্বামী ভাস্করানন্দ

এ দেশের গৌরব। অবিশ্বাসী জগৎ এহেন জীবন চরিত পাঠে স্তম্ভিত হইয়া যাইবে। পুস্তকের বহুস্থান উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হয়। এরূপ সুন্দর জীবনচরিত এদেশে বড় অধিক প্রকাশিত হয় নাই। ভাস্করানন্দের ন্যায় পুণ্যশ্লোক ঋষি প্রতিম ব্যক্তির জীবন চরিত যে ঘরে ঘরে পঠিত হইবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারের পরিশ্রম সফল হউক। নব্যভারত। ফাল্গুন ১৩১২ সাল।

এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার নিজে ত ধন্য হইয়াছেন, বাঙ্গালী জাতিকেও ধন্য করিয়াছেন। আমরা গ্রন্থখানি আগাগোড়া অতি তৃপ্তির সহিত পাঠ করিয়াছি। পড়িতে পড়িতে ভাবে আত্মহারা হইয়াছি। বিশেষতঃ গ্রন্থকার সমস্ত বইখানির মধ্যে যেরূপ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস বইখানি সাধারণের বিশেষ উপকারে আসিবে। সন্ধ্যা ২২শে জানুয়ারী ১৯০৭ সাল।

We have read witn great pleasure Babu Surendra Nath Mukherji's biography of Mahatma Jatindra Bhaskarananda. The language of the book is as simple and chaste as the thoughts are lofty. The more such biographies of holy men are written the better for the country—*Amrita Bazar Patrika*, Feb 27, 1906.

A mere cursory glance through the volume is enough to show that the author has taken great pains to collect the scattered materials and authentic information concerning his hero, and to present the facts in an interesting form to his readers. The author has judiciously inserted those occult powers

which he has been able to vouch for. We can not conclude without expressing our firm conviction that a perusal of the book will amply reward the reader, not only by reason of the wealth of teachings contained in it but also because it shows the way to attaining immortal bliss. Every Hindu ought to possess a copy of the book by publishing which the author has done a public service, deserving full recognition. *The Hindu Patriot*, Feb 10, 1906.

The life of Swami Bhaskarananda by Babu Surendra Nath Mukherji is a creditable production. There are many authenticated proofs of the Swami's wonderful powers; the Swami had a great reputation for sanctity and wonderful powers Surendra Babu gives a number of personal anecdotes and some original letters from correspondents which make the book highly interesting reading. Every one will rise from the perusal of such a biography refreshed and edified. We trust the book will be largely read and equally largely appreciated.—The *Indian Mirror*, 7th Feby, 1906.

The book is an eminently interesting biography. The story is well told. It is based on information that is reliable and is written in an easy, flowing style. The book has some thing more than a biographical interest. It is full of observations that convey spiritual instruction and is thus something more than ordinary literature. N. N. Ghosh Bar-at-law, Principal Metropolitan College, Calcutta. and Editor—*The Indian Nation*, April 16, 1906.

We have read the book with great pleasure and heartily congratulate the author for it, which he has so well arranged with facts—The Times of Assam, 24 Feb 1906.

We are glad to find, Surendra Babu has laid the Indian public under an obligation. We have read the book with great pleasure. The life of such a sage—a yogi—should be read by every Hindu. The book also contains elaborate and authentic accounts of the miraculous powers, prophecies and superhuman foresights of the Swamiji authenticated by persons both Indian and European, whose veracity can never be questioned. The book should be read by all. The Telegraph Jan. 13, 1906.

The Hindu conception of life as governed by the law of *karma* is one of bondage owing to a series of rebirths ; and this state of bondage is the veritable cause of our sufferings. But such a pessimistic view of life is dominated by one highly optimistic idea—that of the redemption of the soul from this bondage. How far a Hindu ascetic is apt to attain this state of the highest spirituality through the Hindu system, can only be conceived by a careful study of that system and by a spiritually kindred mind. The writer of the book under notice has not only the grasp of that Hindu system which has enabled him to reveal the great master in that true light, which a less admiring and bold biographer would have hesitated to throw but also

possesses the requisite mind in an appreciable degree.

But apart from the "Bhakta's" point of view, was Swami Bhaskarananda a great man? There is but one answer to the question—he was. Viewed in the light of modern thought he was, undoubtedly, intellectually great. His erudition, his culture, his attainments, his learned commentaries on the Upanishads, as well as his original works are all proofs of his having been great. Intellectually great, he was greater still as an anchorite—a Hindu Yogi.

It may be asked from a practical point of view, what does the life as lived by Swami Bhaskaranand teach? The answer is found in the words af that Christian Divine Dr. Fairburn in the sentence—"In his presence I felt the power of a goodness which nothing I had seen even in Christendom surpassed." The greatest religion is to be good. The Swami lived a pure saintly good life * *

The book is sure to have many readers, male and female, who can not but profit by its perusal—Reis and Rayyet March 3, 1906.

Bhaskarananda Swami was a saint, every inch of him and a living example of what could be achieved by a life of true piety and godliness. Among his followers were Sir William Lockhart and his wife. Mark Twain the famous yankee humourist and globetrotter pronounced him to have been the most wonderful man that he ever

came across in his wanderings. The life of such a a man is eminently worthy of study and Babu Surendra Nath Mukherji is deserving of every credit for making his wonderful story known to the world at large—The Indian Empire, Jan 23, 1906.

Swami Bhaskarananda was the greatest vedantist of his time and enjoyed a world wide reputation. He had a host of admirers in and out of India and even Royalty courted the favour of his presence in their country. The present Czar of Russia and the Emperor of Germany sent out invitations. But the Swami dismissed their requests with a curt denial. In this country also Swamiji received marks of respectful attention from nearly all viceroys, Commander-in-chiefs, and provincial Governors. The life of such a man surely deserves to be chronicled. One only regrets that the book under review does not embody fuller details. Weekly Chronicle Sylhet Jany 24, 1906.

We regret we could not review ere now Bhaskarananda Charith. The book is interesting indeed. Benares is a holy city not only on account of its innumerable and magnificent temples but for its association with saintly lives. Nanak, Buddha, Kabir and other saints had made Benares their favourite resorts. Bhaskarananda Swami whose saintly life has been dealt with in the book before us, was perhaps the last link of the chain of these saintly characters. He may justly be classed with the venerable Paramhansa of Dakhineswar. We

have seen him surrounded by large number of visitors and admirers. Not only ascetics and sannyasis of the different Sects but also men of very high position of life sat by his side in a spirit of adoration. Bhaskarananda Swami was as simple as a child. His face was invariably smiling. The language in which the book has been written is faultless. We wish the work a wide circulation. Unity and the Minister. April 29, 1906.

যতীন্দ্র জীবনী পাঠ করিতে যেমন আনন্দ উপস্থিত হয় এমন আনন্দ আর কোন বিষয়ে হয় কি না সন্দেহ। তাহার পর সুরেন্দ্র বাবু লিপিচাতুর্য্যে ও বিষয়নিচয়ের সন্নিবেশশীলতায় পুস্তকখানিকে এমনই মধুময় করিয়াছেন যে, আমরা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া তারপর কি হইল, তারপর কি আছে এই ঔৎসুক্যে একদিন কর্ত্তব্যকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি। পুস্তকখানির যেখানেই পড়ি সেইখানেই ভারতের অসাধারণ যোগবিদ্যার বিষয় ভাবি আর মনে করি, ইহা কি সম্ভব। ইহা উপন্যাস মাত্র। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর অসাধারণ তত্ত্বানুসন্ধানের অকাট্য প্রমাণ বলে সে ভ্রম দূর হইয়াছে। ভারতের যোগী জীবনী পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য প্রদেশ বিমুগ্ধ ও যোগী জীবনী নিহিত উপদেশ রত্নাবলী সংগ্রহ জন্য সচেষ্ট। আর আমরা ভারতের এরূপ অলৌকিক পুস্তকপাঠ পরিত্যাগ করিয়া, উপন্যাস পাঠে উপকৃত হই, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে। আমরা আশা করি হিন্দুমাত্রেই স্বামীজীর এই সচিত্র পুস্তক পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। পুস্তকে যে কয়খানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহারই মূল্য একটাকা। রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ। ৬ই মাঘ ১৩১২ ॥

বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলেখকগণ লিখিয়াছেন ঃ—

৫নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা। ২রা অগ্রহায়ণ ১৩১২।

সবিনয় নিবেদন—

আপনার প্রণীত 'ভাস্করানন্দচরিত' একখানি উপহার পাইয়া পরম উপকৃত হইয়াছি।

ভাস্করানন্দ ভারতের আদরের সামগ্রী। এমন সামগ্রী আর কোথাও হয় না। তিনি ভারতের সর্ব্বোচ্চ অংশের জীবন্ত মূর্ত্তি প্রতিনিধি বা প্রতিকৃতি ছিলেন। ভারতের এমন দিনেও যে ভারতে ভাস্করানন্দ বা রামকৃষ্ণ উদ্ভূত হন, ইহাতে বুঝিতে হয় যে ভারতের ভারতত্ব অক্ষয় অব্যয় অনন্ত সামগ্রী, তাই এমনদিনেও ভাস্করানন্দের আনন্দবাগ, স্বদেশী বিদেশী, ইউরোপ আশিয়া আমেরিকা—সমস্ত পৃথিবীর পরম পবিত্র তীর্থ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে এত অধঃপতিত হইয়াও তাঁহার এবং তাঁহার ন্যায় সাধুদিগের ভারতত্বে ভারত এখনও শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত। আপনি এ হেন ভাস্করানন্দের কথা লিখিয়া আমাদের মহদুপকার করিয়াছেন—সকলের ধন্য হইয়াছেন—বাঙ্গালা সাহিত্যে একটী রত্ন সংযোজিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নে আপনার শ্রম এবং নিষ্ঠার অপূর্ব্ব পরিচয় পাইয়াছি—বুঝিতেছি আপনি এই প্রণয়ন কার্য্যকে ব্রত স্বরূপ করিয়াছিলেন। আপনার ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ইতি

ভবদীয় শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

(সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও অদ্বিতীয় সমালোচক; বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব ট্র্যান্‌স্লেটার)

Calcutta 15, Grey Stret, December 10th, 1905.

Dear Babu Surendra Nath,—I am very much pleased with your life of Swami Bhaskaranand. I had the good fortune of paying my respects to the Saint some years ago and I was surprised with what I saw and heard. Your work has given me great pleasure. The facts are fully given and are well-arranged.

Yours sincerely
Sarada Charan Mitra.
জজ, কলিকাতা হাইকোর্ট।

বাহুল্য বিবেচনায় নিম্নে কয়েকখানি পত্রের অংশ মাত্র প্রকাশিত হইল :—

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ ডি এল মহোদয় লিখিয়াছেনঃ—

মহাশয়—আপনার প্রদত্ত "ভাস্করানন্দচরিত" নামক গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি ও যত্নের সহিত তাহার কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি এবং বলা বাহুল্য পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। * মহাত্মা ভাস্করানন্দের জীবনচরিত অবশ্যই হিন্দুসমাজে সমাদৃত হইবে। ইতি—

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ (Principal) মহামহোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, মহোদয় লিখিয়াছেন :—

'ভাস্করানন্দচরিত' পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। পুস্তকখানির ভাষা প্রাঞ্জল বিশুদ্ধ ও ওজস্বিনী। একটি প্রকৃত

মহাপুরুষের জীবনের সত্ত প্রভাব এবং জীবন্ত দীপ্তি যেরূপ অনায়াসেই চতুর্দ্দিকে সংক্রামিত হয়, অগভীর জীবনশূন্য মৌখিক শত উপদেশেও তাদৃশ হয় না। দৈবশক্তি অধ্যায় পাঠ করিয়া বুঝিলাম, অদ্যাবধি প্রাচীন ঋষিযুগের অবসান হয় নাই। আশা করি, বাঙ্গালী পাঠক, অসার নাটক নভেল পরিত্যাগ করিয়া এরূপ সার গ্রন্থের আদর করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ হইবেন না।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা সুবিখ্যাত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

ভাস্করানন্দচরিত আমি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। অগ্রে আমি উক্ত মহাত্মার অন্যান্য জীবনচরিত পাঠ করিয়াছিলাম এবং বারাণসীধামে তাঁহার সঙ্গেও কয়েকবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে যে ভাব হইয়াছিল তাহার প্রতিধ্বনি এই গ্রন্থে পাইয়া বড় আনন্দ হইল। ইঁহার বিষয় চিন্তা করিতে গেলে স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়কে স্মরণ হয়। ইহাঁরা প্রাচীন ভারতের সাধনার আদর্শ পুরুষ। * কিন্তু যে ব্যাকুলতা ও যে সাধন-নিষ্ঠা ইঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে চক্ষের জল রাখিতে পারি না। তাহা চিরদিন স্মৃতিমন্দিরে রাখিয়া পূজা করিব। তাঁহার (ভাস্করানন্দ স্বামী) ন্যায় ভারতের অধ্যাত্মপ্রবণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর নাই। *এইরূপ এক অমূল্য জীবনকে এমন সুন্দর পরিচ্ছদে আমাদের নিকট উপস্থিত করাতে গ্রন্থকর্ত্তাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি এবং মানুষ ধর্ম্মসাধনের জন্য কতটা করিতে ও সহিতে পারে তাহা যাঁহারা দেখিতে চান, তাঁহাদের সকলকেই এ গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করিতেছি।

রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ট্র্যানস্লেটার রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর লিখিয়াছেন :—

গ্রন্থখানি আমি আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থের ভাব ও ভাষা ভাল ও প্রতিপাদ্য বিষয়ও বিলক্ষণ নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। আপনার গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্বামীজীর সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত সংস্কার দূর হইল। **

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম।

উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি, এস, আই, লিখিয়াছেন :—

ভাস্করানন্দচরিত গ্রন্থখানি যতদূর পাঠ করিয়াছি তাহাতে প্রীত হইয়াছি। ঋষিগণের ও সাধুদিগের জীবন ও কীর্ত্তি ভারতের একটি প্রধান গৌরবের সামগ্রী। এইরূপ গ্রন্থ যত অধিক প্রকাশ হয় ততই দেশের মঙ্গল।

সুবিখ্যাত গ্রন্থকার কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—আপনার ভাস্করানন্দচরিত উপহার পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

* এই পুস্তক বিবেচক পাঠকগণের নিকট শুভফলপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। ••

কলিকাতা রিপন কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বামী ভাস্করানন্দের জীবনচরিত প্রকাশ করিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। * ভাস্করানন্দচরিত লেখক আমাদের সেই আগ্রহ, ঔৎসুক্য পূরণে সমর্থ হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

আপনার "ভাস্করানন্দচরিত" পড়িয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। পূজ্যপাদ স্বামী ভাস্করানন্দজী যে সময় কাশীধামে আনন্দবাগে দর্শনার্থী ভক্তগণের হৃদয়ে স্বর্গীয় আনন্দের বিমল জ্যোৎস্নার বিকাশ করিবার জন্য সশরীরে বিরাজমান ছিলেন, আমি অনেকবার সেই সময়ে তাঁহার দর্শনলাভে আত্মাকে কৃতার্থবোধ করিয়াছি। * তাঁহার ন্যায় মহাত্মার জীবনচরিত ভাল করিয়া লিখিয়া যে আপনি আস্তিক হিন্দুসমাজের একটি বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভট্টপল্লীর ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কতীর্থ মহোদয় লিখিয়াছেন :—আপনার পুস্তকখানি পড়িয়া পূজ্যপাদ্ জগৎপূজ্য ভগবদবতার ভাস্করানন্দ স্বামীজীর যথাযথ পরিচয় পাইয়া নিজেকে পবিত্র এবং কৃতার্থন্মন্য জ্ঞান করিলাম।

আমার মনে হয় এই প্রকার ভাষা ভিন্ন অন্য প্রকার ভাষা দ্বারা তাঁহার জীবনী প্রকাশ সম্ভবপর নহে। সুতরাং তাঁহার জীবনী প্রকাশক গ্রন্থপ্রণেতা আপনার নিকট আমি কৃতজ্ঞ থাকিলাম, বোধ করি আস্তিক হিন্দু মাত্রেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

(নৈহাটী) কাঁটালপাড়া চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী মহোদয় লিখিয়াছেন :—

আপনি ভাস্করানন্দ স্বামীজীর জীবনচরিত প্রকাশ করিয়া দেশের মহা উপকারের সঙ্গে বঙ্গভাষাভাণ্ডারে একটি মহামূল্য রত্ন দান করিয়াছেন। জীবনীখানি মহাপুরুষ মাহাত্ম্যে ধন্য হইয়াছে। প্রাঞ্জলভাষা, সরল ভাব বিশেষতঃ গবেষণার জন্য

জীবনীখানি যেমন লোকময়ী, তদ্রূপ বিশেষজ্ঞেরও উপযোগিনী হইয়াছে। যেমনই কৌতূহলোদ্দীপক তেমনই সুশিক্ষাপ্রদ। ইহা পাঠ করিয়া অসীম তৃপ্তি, এবং অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ [illegible]রিলাম, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

"ধন্যা যূয়ং লেখনী বঃ সুধন্যা।"